

مشکوٰۃ المصابیح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

২

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিসী

مشکوٰۃ

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

২

মূল : আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ

আল-খতীব আল-উমারী আত্-তাবরীযী রঃ

অনুবাদ : মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

এম. এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০৮

২য় প্রকাশ (আধু. ১ম প্রকাশ)
জমাদিউস সানি ১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
জুন ২০০৯

বিনিময় : ৪০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 2nd Volume. Translated by Mawlana
A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 400.00 Only.

আরজ

“মিশকাতুল মাসাবীহ” সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিঃসৃত অমর বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে ‘সিহাহ সিত্তাহ’ তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও জামে তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মহিউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসুউদুল কারা বাগাবীর ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থের বর্দ্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর মাসাবীহুস সুন্নাহ আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ পাঠ্যভুক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসার পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন “রাহে আমল”-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত “শিকল পরা দিনগুলো” সহ তিনটি মৌলিক গ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ‘মুরাদ পাবলিকেশন্স’ ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা ‘মিশকাত শরীফ’ বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান অবস্থায় গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেভাবে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কার্যকলাফের সয়লাব, প্রচার, প্রপাগান্ডা বেড়েই চলছে, তার বিপরীতে আল্লাহর কতক মর্মে মুজাহিদ বান্দাহ তা প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দীনের স্বরূপ তুলে ধরে কুরআন ও হাদীসের চর্চা, অনুবাদের মাধ্যমেও অনেকখানি বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে অনেক প্রসারিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা এসব মুমিনের চিরস্বর্গীয় ঈদমত কবুল করুন। তাদেরকে আরো বেশী বেশী খেদমত করার তাওফিক দান করুন।

আমাদের প্রকাশিত ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা মিশকাত শরীফ সংকলনটির বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এ দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম, মর্মে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। বাংলা ভাষায় সহজ ও সাবলীল অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

প্রকাশক
সাজ্জাদ মুরাদ

সূচীপত্র

কিতাবুস সালাত ৯

নামাযের ফযীলত ৯

১- নামাযের সময় ১৯

২- প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া ২৫

৩- নামাযের ফযীলত ৪৫

৪- আযান ৫২

৫- আযান ও আযানের জবাব দানের মর্যাদা ৬৪

৬- বিলগ্নে আযান ৭৯

৭- মসজিদ ও নামাযের স্থান ৮৫

৮- সতর ১২২

৯- নামাযে সুতরা ১৩১

১০- নামাযের নিয়ম-কানুন ১৪০

১১- তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়তে হয় ১৫৭

১২- নামাযে কেরামাতের বর্ণনা ১৬৫

১৩- রুকু' ১৮৯

১৪- সিজদা ও তার মর্যাদা ১৯৯

১৫- তাশাহুদ ২০৭

১৬- নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ ও তার মর্যাদা ২২৪

১৭- তাশাহুদদের মধ্যে দোয়া ২২৫

১৮- নামাযের পর জিকির আজ্জকার ২৩৪

১৯- নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয নয় ও যেসব কাজ জায়েয ২৪৬

২০- সাহু সিজদা ২৬২

২১- তিলাওয়াতের সিজদা ২৬৮

২২- নামায নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা ২৭৫

২৩- জামায়াত ও তার ফযিলত ২৮৩

২৪- নামাযের কাতার সোজা করা ২৯৭

২৫- ইমাম ও মোক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান ৩০৫

২৬- ইমামের বর্ণনা ৩১১

২৭- ইমামের কর্তব্য ৩১৭

২৮- মুক্তাদীর কাজ ও মসবুকের করণীয় ৩২০

- ২৯.- দুইবার নামায পড়া ৩২৮
৩০- সুন্নাত ও এর মর্যাদা ৩৩৪
৩১- রাতের নামায ৩৪৭
৩২- রাতের নামাযে যা পড়তেন ৩৫৯
৩৩- রাতের কিয়ামের (নৈশ ইবাদাতে) উৎসাহ প্রদান ৩৬৪
৩৪- আমলে ভারসাম্য বজায় রাখা ৩৭২
৩৫- বেতেরের নামায ৩৭৭
৩৬- দোয়া কুনুত ৩৯০
৩৭- রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ নামায) ৩৯৩
৩৮- ইশরাক ও চাশতের নামায ৪০২
৩৯- নফল নামায ৪০৭
৪০- সালাতুত তাসবীহ ৪১১
৪১- সফরের নামায ৪১৩
৪২- জুম'আর নামায ৪২১
৪৩- জুমআর নামায ফরয ৪৩০
৪৪- পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া ৪৩৩
৪৫- খুত্বা ও নামায ৪৪১
৪৬- ভয়কালীন নামায ৪৪৮
৪৭- দুই ঈদের নামায ৪৫৩
৪৮- কুরবানী ৪৬৫
৪৯- রজব মাসের কুরবানী ৪৭৪
৫০- সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায ৪৭৫
৫১- সিজদায়ে শোকর ৪৮৩
৫২- বৃষ্টির জন্য নামায ৪৮৫
৫৩- ঝড়-তুফানের সময় ৪৯১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الصَّلَاةِ

(নামায)

باب فضائل الصلاة

নামাযের ফযীলত

৫১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ . رواه مسلم

৫১৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ বেলা নামায, এক জুমআ হতে অপর জুমআ পর্যন্ত এবং এক রামাদান হতে অপর রামাদান পর্যন্ত সব গুনাহর কাফফারা, যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো, কোন ব্যক্তি সুন্দর করে খুজু খুজু সাথে নামায পড়লে, জুমআর নামায ও রামাদান মাসের রোযা সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ তাআলা এই সময়ের মধ্যকার সকল ছোট ছোট গুনাহ মাক করে দেন। অর্থাৎ এইসব ইবাদাতে গুনাহ সগিরা মাক হয়ে যায়। তবে কবীরা গুনাহ ক্ষমার জন্য তওবা শর্ত। বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা মাক করে দেন।

۴. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا طَرَكَكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا إِلَهَ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ تَفِيقَ عَلَيْهِ .

৫১৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজায় যদি একটি নদী থাকে, আর সেই নদীতে যদি কেউ দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার গায়ে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, এই দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ বেলা নামাযের। এই পাঁচ বেলা নামাযে নামাযীর গুনাহখাতা সব আল্লাহ মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৫২০. وَعَنْ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذَا قَالَ لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي .
متفق عليه

৫২০। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু খেয়েছিলো। এরপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বললো। এসময়ে আল্লাহ ওহী নাযিল করেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“দিনের দুই অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কয়েম করো। নিশ্চয় নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়” (সূরা হুদ : ১১৪) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মহিলাকে চুম্বনকারী লাজনম্র বদনে তার অন্যায়ের খবর হজুরকে জানালে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ওহীর ভাষায়। মন্দ কাজ বা বদ আমল হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ করবে। আর ইবাদতের মধ্যে নামাযই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নেক কাজ। দিনের প্রথম অংশে ফজরের নামায। দ্বিতীয় অংশে জুহর ও আসরের নামায। রাতের প্রথম প্রহরে মাগরিব ও ইশার নামায। এইসব নেক কাজ এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

৫২১. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقْبَضْتُ عَلَى قَالٍ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ الْبَسْ قَدْ صَلَّيْتَ
مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَأَوْحَدَكَ . متفق عليه .

৫২১। হযরত আনসাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের দরবারে এসে আরম্ভ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হৃদযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার উপর হৃদ প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অপরাধ কি এ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং নামাযের সময় হলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। লোকটিও হজুরের সাথে নামায পড়লো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করার পর সেই লোকটি দাঁড়ালো। আবার আরম্ভ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হৃদযোগ্য অপরাধ করেছি। আমার উপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হৃদ জারী করুন। উত্তরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেনি। লোকটি বললো, হ্যাঁ, করেছি। হজুর বললেন, আল্লাহ (এই নামাযের দ্বারা) তোমার গুনাহ বা হৃদ মাফ করে দিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

কথন্ব্যা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণিত শাস্তি দুই প্রকার। একটি হলো 'কিনাস'। ক্ষেপক হত্যার শাস্তিতে হত্যা। চোখ নষ্ট করার পরিবর্তে চোখ নষ্ট করা, নাক ও কান কাটার পরিবর্তে নাক ও কান কাটা। দ্বিতীয়টি হলো 'হৃদ'। কেমন জিনা ও ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। চুরি করলে হাত কাটা। মদ খাবার ও যেনার মিথ্যা অভিযোগ আনার অপরাধে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। ওই লোকটির কি অপরাধ ছিলো হজুর তাকে জিজ্ঞেস করেন নি। সম্ভবত তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলেন তার অপরাধ কি ছিলো। সে অপরাধ 'হৃদ' কায়মযোগ্য ছিলো না বলেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি কি আমার সাথে নামায পড়েনি? এই নামাযই অপরাধ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

৫২২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْيَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنُ وَلَوْ اشْتَرَدْتُ لَرَأَدْتَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সঠিক সময়ে

নামায পড়া। আমি বললাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বকশেন, আত্মাহুত পুণে জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হজুর আমাকে এসব উত্তর দিলেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে আরো কথা বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আত্মাহুত কাছে কোন কাজ অধিক উত্তম, এই প্রশ্নের জবাবে হজুর সাদ্দাহুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইবনে মাসউদকে বললেন তিনটি কাজের কথা : (১) সঠিক সময় নামায পড়া, (২) মা-বাপের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং (৩) জিহাদ করা। আবার অন্য সময়ে বলেছেন, কাউকে খাদ্য দান করা ও সালাম দেয়া উত্তম কাজ। বিভিন্ন হাদীসে এইভাবে বিভিন্ন কাজকে হজুর সাদ্দাহুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম বলেছেন। হজুর সাদ্দাহুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথার অর্থ এই নয় যে, এই সব কাজের সবগুলিই সবচেয়ে উত্তম। কোলটি অবশ্য সকল সময়েই সকলের জন্য উত্তম। আবার কোনটি সময় বিশেষে, আবার কোন লোক বিশেষে উত্তম। হজুর সাদ্দাহুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্নকর্তার গতি প্রকৃতি, রুচি অভিরুচি মনোভাব মনোবাহা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে জবাব দিতেন। কৃপণকে বলতেন, দান করা ও গরীবকে খাবার দেয়া বেশী উত্তম। অহংকারী ও অহম্মিকা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলতেন, বিনয়ী হওয়া ও সালাম দেয়া উত্তম কাজ। কাজেই এ ধরনের বিভিন্ন হাদীসে প্রকৃতপক্ষে একটার সাথে আর একটার কোন বিরোধ নেই।

৫২৩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . رواه مسلم .

৫২৩ : হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ছেড়ে দেয়া (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস নামায অগ্রকারীদের ব্যাপারে বড় সতর্কতামূলক সংকেত। অর্থাৎ নামায না পড়লে কুফরীতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। নামায হলো মুমিন আর কাকিরের মধ্যে দণ্ডায়মান প্রাচীর। নামায না পড়লেই এই প্রাচীর ধসে পড়ে মুমিন কাকির একাকার হয়ে যায়। নামাযের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫২৪ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَضُوءَتِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ لَوْ قَتِلْنَ

وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفَرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَأَنْ شَاءَ عَذَّبَهُ . رواه احمد وابو
داؤد وروى مالك والنسائي نحوه .

৫২৪। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ বেলা নামায, যা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এই নামাযের জন্য উজ্জ্বল ভালোভাবে করবে, ঠিক সময়ে তা আদায় করবে, এর রুকু ও সুত্তকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে থাক করে দেবেন। আর যে এভাবে নামায না পড়বে তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে তিনি মাক করে দিতে পারেন আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন (আহমাদ ও আবু দাউদ। মালিক এবং নাসায়ী হুজুরুল্লাহ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : নামায যারা ছেড়ে দেয়, আদায় করে না, তারা কান্দির হয়ে যায় না। এই হাদীস তার দলীল। সে ওনাহ কবিরার করলো। আর ওনাহ কবিরার যে করবে তার জন্য শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাস্বত্বকারী আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করলে কবিরার ওনাহকারীকে শাস্তিও দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে মাকও করে দিতে পারেন।

আর ওনাহ কবিরাকারীর শাস্তি হলেও চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে না। যেহেতু সে ইমান পোষণ করতো, তাকে তার শাস্তির মেয়াদ শেষে জান্নাত দেয়া হবে। তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই মত।

৫২৫ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا
خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا
جَنَّةَ رَبِّكُمْ . رواه احمد والترمذی .

৫২৫। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর ফরয করা পাঁচ বেলা নামায আদায় করো। রোযা রাখো তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির। আদায় করো তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত। আনুগত্য করো তোমাদের নেতৃবৃন্দের। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (আহমাদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘নেতাদের’ আনুগত্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এর অর্থ যারা হুকুম জারী করতে পারেন এবং তা কেউ লংঘন করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমের বিপরীত না হলে তাদের নির্দেশও মেনে চলতে

হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর অব্যাহতা ও নাকরমানী মেনে নিয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না।”

৫২৬ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفِرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - رَوَاهُ أَبُو ذَكْوَةَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ فِي الْمَصَابِيحِ عَنْ سَيِّدَةِ بْنِ مَعْبُدٍ .

৫২৬। হযরত আমর ইবনে শোআইব তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিবে যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌছবে। আর নামায পড়ার জন্য তাদের শাস্তি দিবে (যদি না পড়তে চায়) যখন তারা দশ বছরে পৌছবে। এসময় তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে (আবু দাউদ। শরহে সুন্নাতে এভাবে আছে। কিন্তু মাসাবীহতে সাবরাহ বিন মাবাদ হতে বর্ণিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা : সন্তানদেরকে ছোটকাল থেকেই নামাযে অভ্যস্ত করে তোলায় জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে বড় হয়ে নিজস্ব মতামতে পৌছে যাবার আগে নামাযে অভ্যস্ত হয়। বাল্য বয়সের শিক্ষা পাথরে আঁকা নক্সার মতো অক্ষয় হয়ে যাবে। এভাবে বাল্য বয়সেই সন্তানদেরকে রোযা রাখায় অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের রীতিনীতি আচার-আচরণ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে মানার জন্যও এসময়েই সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে। তাহলে পরবর্তী জীবনে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ঠিক এইভাবে নাবালেগ থাকতেই তাদের মাতা-পিতার বিছানা হতে আলাদা করে পৃথক বিছানায় দিতে হবে। এটাও ইসলামের একটা রসচিবোধের শিক্ষা। সন্তানরা এসময় হতে প্রাকৃতিক বিধান সব বুঝতে শুরু করে।

৫২৭ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ

مَاجَةَ .

৫২৭। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে ওয়াদা রয়েছে তা হলো নামায। অতএব যে নামায ছেড়ে দিলো সে কুফরী করলো (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম হলো আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে জন নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার, আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না তার কারণ শুধু নামায। তারা নামায পড়ে ও জামায়াতে আসে। তাদের মনের ভিতরের ইমানকে তো আমরা জানি না। কাজেই নামায পড়া ও অন্যান্য প্রকাশ্য আহকামের তাবেদখলী করার কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তা আমরা দিয়ে রেখেছি। নামায ছেড়ে দিলেই তাদের মনের কালিমা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের কুফরী স্পর্শ হয়ে উঠবে।

এতে বুঝা গেলো নামাযে ইমানের প্রধান প্রতীক। নামাযে না পড়লে ইমান আছে কিনা বলা যায় না। তাই নামায ইমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী ইবাদত। এর গুরুত্ব অপরিমিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫২৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَأَنَا هَذَا خَافُضٌ فِيَّ مَا شِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ شَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِدْعَاهُ وَتَبَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْخَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ لَذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ . رواه مسلم .

৫২৮-। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মদীনার উপকণ্ঠে এক রমনীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর সব রসাদান করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আমার প্রতি এই অপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান আছে আপনি তা জারী করুন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ থেকে রেখেছিলেন। যদি তুমি নিজেও তা থেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে) তবেই তো উত্তম হতো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কণ্ঠের কোন উত্তর দিলেন না। সেই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পেছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। তার সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) :

“নামায কায়েম করো দিনের দুই অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা হলো একটা উপদেশ”। এসময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আব্বাহর রাসূল! এ হকুম কি শুধু তার জন্য। জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না বরং সকল মানুষের জন্য।

৫২৭ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بَعْضَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجَهَ اللَّهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رواه احمد .

৫২৯। হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিলো। তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবু যার (রা) বলেন, তিনি তখন আমাকে ডাকলেন, হে আবু যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আব্বাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, আব্বাহর কোন মুসলিম বান্দা আব্বাহর সজুটি বিধানের জন্য খালেস মনে যখন নামায পড়ে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়লো (আহমাদ)।

৫৩০ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رواه احمد .

৫৩০। হযরত য়াহদ বিন খালিদুল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামায পড়েছে, আর এতে ভুল করেনি, আব্বাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরা) ক্ষম করে দেবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : ‘ভুল করেনি’ অর্থাৎ খুব মনোযোগের সাথে আব্বাহকে শ্রবণ করে নামায পড়েছে। এই ঐকান্তিকতার কারণে আব্বাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ ক্ষম করে দেবেন। আর নামাযে মনোযোগ না থাকলেই ভুল হয়। শরতজন মনে নানা ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।

৫৩১ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبِرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بِرْهَانًا وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ . رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الایمان .

৫৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, এই নামায কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামায জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে (আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা : হেফাজত অর্থ হলো নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে সুন্দরভাবে আদায় করা। সময় মতো ওযু করে মসজিদে আসা। তাকবীর তাহমীমা পাবার জন্য ঠিক সময়ে মসজিদে যাওয়া। তা না হলে তাদের স্থান হবে হামান, ফেরাউন, কারুন, উবাই বিন খালাফের সাথে।

হামান ফেরাউনের প্রধান উজির ছিলো। ফেরাউন ও কারুনের মতো হতভাগ্যদের কে জানে না! উবায় বিন খালাফ, ইসলাম, মুসলমান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বড় শত্রু। বদরের যুদ্ধে স্বয়ং হজুরের হাতে সে নিহত হয়।

৫৩২ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَوَكُّهُ كَفَرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ . رواه الترمذی .

৫৩২। হযরত আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সাহাবাগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল না করাকে কুফরী মনে করতেন না। এতে বুঝা গেলো সাহাবাগণ নামায না পড়া শুধু কঠিন ওনাহর কাজই মনে করতেন না, বরং নামায ছেড়ে দেয়াকে কুফরী কাজের কাছাকাছি মনে করতেন।

৫৩৩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي لَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَنْ قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تُتْرَكَ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

৫৩৩। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও ভোমাকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয নামায ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে। (৩) মদ পান করবে না। কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হযরত আবু দারদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম কাজ সম্পর্কে তালীম দিচ্ছিলেন। প্রথম কাজ আল্লাহকে জানা ও তাকে এক মানা। কখনো টুকরা টুকরা করে ফেললে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। জীবন বাঁচাবার জন্য ঈমান মনে গোপন করে মুখে কলেমায়ে কুফরী উচ্চারণ করা অবশ্য জায়েয। শরীয়াতে এটাকে রোখসাত বলে। তবে জীবন দিয়ে হলেও কুফরী ও শেরেক থেকে বাঁচা আজীমাত। জেনেও ইচ্ছা করে ওজর ছাড়া ফরয নামায তরক করলে আল্লাহ এই ব্যক্তি হতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান। তাই নামায তরক করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্বন্ধবাকী উচ্চারণ করেছেন।

মদপান সমস্ত সুনাইর উৎস, চাবিকাঠি। মৌলিকভাবে মদ মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান চিন্তা ফিকির একেবারেই নষ্ট ও ভেঁট করে দেয়। এই অবস্থায় সে যে কোন বিভ্রান্তির পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই মন্দের উৎস হলো এই মদ। এই তিনটি কাজ হতে সতর্ক থাকার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদার মাধ্যমে তার উদ্ভাবকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও মদকে সামাজিক অপরাধের মূল প্রয়োজনাকারী বলে অভিহিত করেছে। তাই পাক্তাত্য সভ্যতাও বিলম্বে হলেও মদ ত্যাগের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

১ - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

১. নামাযের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

৫৩৬ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا رَأَيْتَ الشَّمْسُ وَكَانَ الرَّجُلُ كَطَوَلِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي نِصْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ . رواه مسلم . ৫০

৫৩৬। ইয়রত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় সূর্য ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান যখন হয়, যে পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের সময় জুহরের নামাযের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য-হলুদ রং ধারণ না করে। আর মাগরিবের নামাযের সময় হজ্জা সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমার পর কালো ছায়া মিশে যাবার আগ পর্যন্ত। আর ইশার নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদেক জঙ্ঘা উষার উদয়ের পর হতে সূর্য উদিত হবার আগ পর্যন্ত। সূর্য উদয় হতে শুরু করলে নামায হতে বিরত থাকবে। কেনোনা সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এসব ব্যাপারে কিছু পরিভাষা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। “ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান” ঠিক দুপুর অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকেই ছায়া আসলী বলা হয়। এই আসলী ছায়াকে বাদ দিয়ে ছায়া মাপতে হয়। এই ছাদীস অনুসারেই ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার প্রমুখ ইমামগণ এক ‘মিছাল’ অর্থাৎ ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে বলেন। একমতে এটাই ইমাম আবু হানীফারও মত। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত হলো দুই ‘মিছাল’ পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময় থাকে। তাঁর একথার সমর্থনেও পরে হাদীস উল্লেখ হয়েছে। তবে জোহরের নামায এক মিছালের মধ্যে শেষ ও আসরের নামায দুই মিছালের পর শুরু করাই উত্তম। এতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

‘সূর্য হলুদ রং ধারণ’ : কারো কারো মতে সূর্যকে থালার মতো যখন দেখায়, সূর্যের প্রখরতায় চোখ তখন বলসায় না তখনই সূর্য হলুদে রং ধারণ করে। আবার কারো কারো মতে সূর্যের আলো গাছ গাছড়ার উপর পড়লে সূর্যকে অনেকটা নিশ্চুত দেখায়। তখনই সূর্য হলুদে হয়। স্মৃতি কথা সূর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। এরপর সূর্য ডুবা পর্যন্ত নামায পড়া মাকরুহ।

‘শাফাক মিলে যাওয়া’ : ইমাম আবু হানিফাসহ অধিকাংশ ইমামের মত হলো ‘শাফাক’ হলো সূর্য অস্তের পর যে লালিমা দেখা দেয় তা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মত হলো লালিমার পর আকাশে যে সাদা সাদা ধোঁয়া দেখা যায় তা মিটে গিয়ে আঁধার আসে, তাই শাফাক।

মধ্যরাত্ত পর্যন্ত ‘নিস্ফুল লাইল’ ইশার নির্দিষ্ট সময়। মধ্যরাত্তের পর ইশার নামায পড়া মাকরুহ।

শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে : অর্থ হলো সূর্য পূজারীগণ সূর্য উদয় ও সূর্য অস্তের সময় সূর্যের পূজা করে থাকে। শয়তান এ সময় তাদের পূজা গ্রহণের জন্য সূর্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। এইজন্যই হজুর সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদয়ের সময় নামায না পড়তে বলেছেন।

৫৩০ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِإِلَّا قَاذَنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أُخْرَاهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قِيلَ أَنْ يُغَيِّبَ الشَّفَقَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُكُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ . رواه مسلم .

৫৩৫। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।

তিনি বললেন, আমার সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। প্রথম দিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বেলালকে হুকুম দিলেন আযান দিতে। বেলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে বেলাল যোহরের নামাযের একামত দিলেন। তারপর (আসরের সময়) তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আসরের নামাযের একামত দিলেন। তখনো সূর্য বেশ উচ্চত ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর হজুর সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল মাগরিবের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। এরপর হজুর বেলালকে নির্দেশ দিলে বেলাল এশার নামাযের একামত দিলেন। তখন মাত্র আলিমা অদৃশ্য হলো। এরপর বেলালকে হজুর নির্দেশ দিলে। বেলাল ফজরের নামাযের একামত বললেন। তখন সুবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দিন আসলে হজুর বেলালকে নির্দেশ দিলেন; যোহরের নামায ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেয়ী করিতে। হযরত বেলাল দেয়ী করলেন। রোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেয়ী করলেন। তারপর আসরের নামায পড়লেন। সূর্য তখন উচ্চত অবস্থিত, কিন্তু এই নামাযে আগের দিনের চেয়ে বেশী দেয়ী করলেন। মাগরিবের নামায পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে। আর এদিন এশার নামায পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অক্ষিত হবার পর। এরপর ফজরের নামায পড়লেন আকাশ বেশ পরিষ্কার হবার পর। সবশেষে হজুর বললেন, নামাযের ওয়াস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায় নে বলো, হে আব্বাহর রাসূল! এই যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের ক্ষমত নামায পড়ার ওয়াস্ত হলো, তোমরা যে দুই সীমা দেখলে তার মধ্যখানে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আগতুক প্রস্তুতকারীকে বাস্তবে নামাযের ওয়াস্ত দেখাবার জন্য হজুরের জুহরের নামাযের আযান দেবার কথা উল্লেখ করেছেন। বাকী নামাযের সময় সংক্ষেপ করার জন্য স্বর্ণমাকারী আযানের কথা উল্লেখ করেননি। আযানাত্তের নামাযে আযান দেয়া হবে এটা তো সাধারণ কথা।

এখানে হজুর সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিনে নামাযের ওয়াস্তের দুই নির্দেশ সীমা বাস্তবে নামায পড়ার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। নজুবা আসরের নামায সূর্য ডোবার সময়ে, এশার নামায মধ্যরাত হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে, তবে তা মাকরুহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫৩৬ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّعْطُ وَكَانَتْ قَدَرُ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ

حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ التَّعَتَّ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . رواه أبو داود والترمذی .

৫৩৬। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হযরত জিবরীল আমীন খানায় কাবার কাছে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিলো। আর ছায়া ছিলো জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। মাগরিবের নামায পড়ালেন যখন রোযাদার ইকতার করে। এশার নামায পড়ালেন যখন 'শাকাক' অন্ত গেলো। ফজরের নামায পড়ালেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়। দ্বিতীয় দিন যখন আসলো তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের নামায পড়ালেন, রোযাদাররা যখন রোযা খোলে। এশার নামায পড়ালেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফজর পড়ালেন তখন বেশ সন্ধ্যা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনদের আগেকার নবীদের নামাযের ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই সময়ের মধ্যে (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : জুতার দোয়ালির প্রস্থের পরিমাণ কথার অর্থ হলো সূর্য খুব সামান্য ঢলেছিলো। এই হাদীস থেকে জানা গেলো মাগরিবের নামায সময় হবার সাথে সাথেই পড়া উচিত। কারণ হযরত জিবরীল দুই দিনই এই নামায এক সময়ে অর্থাৎ প্রথম সময়ে পড়িয়েছেন। তবে উপরের দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিছু দেরীতেও পড়া যায়।

৫৩৭. وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلِمَ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بِشَيْرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ

سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ
مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ : متفق عليه .

৫৩৭। হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) একদিন আসরের নামায দেয়ীতে পড়ালেন। হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (র) খলীফাকে বললেন, সাবধান! জিবরীল আমীন নাযিল হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়িয়েছিলেন (ইমামতি করেছিলেন)। ওমর ইবন আবদুল আযীয বললেন, দেখো ওরওয়া! তুমি কি বলছো? উত্তরে ওরওয়া বললেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ হতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হলেন। আমার ইমামতি করলেন। আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম (যোহর)। তারপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (আসর)। আবার তাঁর সাথে নামায পড়লাম (মাগরিব)। এরপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (এশা)। অতঃপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (ফজর)। এই সময় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ বেলা নামায হিসাব করছিলেন (যুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত ওরওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো হযরত জিবরীলের ইমামতির ব্যাপারে যে হাদীস আছে তা ওমর ইমাম আবদুল আযীযকে অরূণ করিয়ে দেয়া। সে হাদীসে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রথম দিন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়িয়েছিলেন। তাই বুঝা গেছে নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উত্তম। এই উত্তম সময় কেন বাদ দেয়া হচ্ছে। হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয তার কথা কেটে দিয়ে তাকে সাবধান করে বললেন, রাসূলের নাম করে সনদ ছাড়া কিছু বলা কিয়োট কথা। আপনি এই হাদীসের সনদ কেন বলছেন না। তারপর ওরওয়া সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে যেহেতু ওমর এই হাদীসটি জানতেন তাই খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝা গেলো তখন সনদ বলার রীতি ছিলো।

৫২৮ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ أَمُّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِنْ كَانَ الْفَيْءُ ذُرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءُ قَدَرُ مَا يَسِيرُ الرَّكْبُ

فَرَسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ
وَالْعِشَاءُ مَاذَا غَابَ الشَّمَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَأْتِ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ
فَلَا مَأْتِ عَيْنُهُ وَالصَّبِيحَ وَالنُّجُومَ بِأَدْيَةٍ مُشْتَبِكَةٍ . رواه مالك .

৫৩৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হুকে বর্ণিত। তিনি তার প্রশাসকদের কাছে লিখলেন, আমার কাছে আপনাদের সকল কাজের মধ্যে নামাযই হলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যে নামাযের হিফাযত করেছে, যথাযথভাবে জা রক্ষা করেছে সে তার দীনকে রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করেছে সে তা ছাড়া অপরাধগুলোর পক্ষে আরো অধিক বিনষ্টকারী প্রমাণিত হবে। তারপর তিনি লিখলেন, যোহরের নামায পড়বে ছায়া এক বাহু ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে ছায়া এক মিসাল হওয়া পর্যন্ত (ছায়া আসলী বাদ দিয়ে)। আসরের নামায পড়বে সূর্য উপরে পরিষ্কার সাদা থাকে অবস্থায়, যাতে একজন আরোহী সূর্য ডুবার আগে দুই বা তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। মাগরিবের নামায পড়বে সূর্য ডুবার পরপর। এশার নামায পড়বে 'শাফাক' দূর হয়ে যাবার পর থেকে শুরু করে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে এর আগে ঘুমাতে তার চোখ না ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাতে তার চোখ না ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাতে তার চোখ না ঘুমাক (তিনবার বললেন)। ফজরের নামায পড়বে যখন তারাসমূহ পরিষ্কার হয় ও চমকে (মালিক)।

ব্যাখ্যা : 'যে নামাযের হিফাযত করেছে' অর্থাৎ নামায যেহেতু দীনের ভিত্তি। আর নামায মানুষকে ধারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। আলো কাজের পথ দেখায়। তাই যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে সে দীনের সকল কাজের হিফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করলো অর্থাৎ নামায নিজে পড়লো না বা পড়লেও নামাযের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য করলো না। দীনের অগরাপর ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে বলে তার থেকে আশা করা যায় না।

হযর ওমরের এই হুকুম 'ছায়া এক বাহু' ঢলে পড়ার পরপরই যোহরের 'প্রথম সময়' শুরু হয়, তখন থেকে নামায পড়বে। তিনি আরবের স্থান বিশেষ ও সময় বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলেছেন। কারণ সকল জায়গার ও সময়ের 'ছায়া আসলী' এক নয়।

'আরবের ফারসাখ' বাংলাদেশের তিন মাইল।

"তার চক্ষু ব্রা ঘুমাক" আরবী ভাষায় একটি অভিশাপ বাক্য। অর্থাৎ কোন লোকেরই এশার নামায আদায় করার আগে বিছানায় যাওয়া বা ঘুমানো উচিত নয়। যদি কৈউ ঘুমাতে যায় তার চোখে ঘুম না আসুক।

৫৩৯ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ . رواه ابو داؤد والنسائي .

৫৩৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহরের নামাযের ছায়ার পরিমাণ ছিলো তিন হতে পাঁচ কদম, আর শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : গরম ও শীতকালের 'ছায়া আসলী'র মধ্যে পার্থক্য হয়। শীতকালে 'ছায়া আসলী' বড় হয়। গরমকালে ছোট হয়। আর এই কারণেই 'ছায়া আসলী' সহ এক গুণ পরিমাণ গরমকালের তুলনায় শীতকালে ছায়া আসলী বড় হয়ে থাকে। এই জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে তিন হতে পাঁচ কদম ও শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া দীর্ঘ হলে যোহরের নামায পড়তেন।

২ - بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ

২-প্রথম ওয়াকতে নামায পড়া

৫৪ - عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّيُ الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْخُلُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّيُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَتَسِيَتْ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . متفق عليه .

৫৪০। হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার বাবা হযরত আবু বারযা আসলামী (রা)-র নিকট গেলাম। আমার বাবা তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি জবাবে বললেন, যোহরের নামায যে নামাযকে তোমরা প্রথম নামায বলো, সূর্য ঢলে পড়লেই পড়তেন। আসরের নামায পড়তেন এমন সময়, যারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরতে পারতেন অথচ সূর্য তখনো পরিষ্কার থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের নামায সম্পর্কে কি বলেছেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর এশার নামায, যাকে তোমরা 'আতামাহ' বলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেৱী করে পড়তেই ভালোবাসতেন। ইশার নামায আদায়ের আগে ঘুম যাওয়া বা পরে কথা বলাকে তিনি অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায শেষ করতেন, যখন কেউ নিজের সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং এই সময় ষাট হতে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এশাকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেও তিনি পরওয়া করতেন না। এশার আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে তিনি পসন্দ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'সূর্য ঢলে পড়লে' সম্ভবত আবু বারযা (রা) এখানে শীতকালের যোহরের নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু দেৱী করে যোহরের নামায পড়ার কথা হাদীসে পাকে রয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিক্‌হবিদই এশার নামাযের আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরুহ বলেছেন। তবে শাস্তি ক্রান্তি দূর করার মানসে নামাযের আগে সামান্য আরাম করে নেয়া আবার নামাযের পরে কোন সং ও মুরক্বী ব্যক্তির কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলা যায় তা মকরুহ হবে না। 'যাকে তোমরা আতামাহ বলো', 'আতামাহ' ওই অন্ধকারকে বলা হয় যা 'শাফাক' অদৃশ্য হবার পর আকাশে দেখা যায়। প্রথম প্রথম আরবে 'আতামাহ' বলতে এশাকে বুঝাতো। পরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাকে আতামাহ না বলার জন্য বলে দিয়েছেন।

৫৪১ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا وَإِذَا قَلُوا آخَرًا وَالصُّبْحَ بَغْلَسَ . متفق عليه .

৫৪১। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী

করীমের নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায় পড়তেন দুপুর ঢলে গেলে। আসরের নামায় পড়তেন, তখনো সূর্যের দীপ্তি থাকতো। মাগরিবের নামায় পড়তেন সূর্য ডুবলেই। আর ইশার নামায়, যখন লোক অনেক হতো তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর লোকজন কম হলে দেরী করতেন। আর ফজরের নামায় পড়তেন অন্ধকার থাকতে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এশার নামায়ের ব্যাপারে এখানে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যদি এশার নামায়ের জন্য লোক বেশী এসে যেতো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামায় পড়তেন। আর লোকজন কম হলে আরো লোকজনের জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন ও নামায় দেরীতে পড়তেন।

এর থেকে এ কথাটাও বুঝা যায়, ‘জামাআত’ বড় করার জন্য নামায় প্রথম ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। “হজুর ফজরের নামায় পড়তেন অন্ধকারে”। ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। সাহাবীগণ ‘রাত জাগরণ’ করতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাদের জন্য ফজরের নামায় সুবহে সাদেক পরিষ্কার দেখা দিলেই পড়তে বলেছেন।

৫৬২ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالظُّهْرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ

৫৪২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে যোহরের নামায় পড়ার সময় গরম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হলো ইমাম আবু হানিফার দলিল। তিনি পরনের কাপড়ের অংশের উপর সিজদা দেয়া জায়েয মনে করতেন। অপরদিকে ইমাম শাফি'রীয় মতে পরনের কাপড়ের উপর সিজদা দেয়া জায়েয নেই। তিনি বলেন, এইজন্য সম্ভবত সাহাবীগণ ভিন্ন কাপড় ব্যবহার করেছেন।

৫৬৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرَدُوا بِالصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضُ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ تَنْفَسُ فِي الشِّتَاءِ وَتَنْفَسُ فِي الصَّيْفِ فَهَوَّ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَاسِدٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْخَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا .

৫৪৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন গরমের প্রকোপ বেড়ে যাবে, ঠাণ্ডা সময়ে নামায (যোহর) পড়বে। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত যে, যোহরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়বে। (অর্থাৎ আবু হোরাইরার বর্ণনায় 'বিসসালাত' শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর আবু সাঈদের বর্ণনায় 'রিয়যোহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। এ ছাড়াও এই বর্ণনায় এই কথাও এসেছে যে, কারণ গরমের প্রকোপ দোযখের ভাঁপ। দোযখ আপন পরওয়ারদিগারের নিকট নালিশ করে বলে, হে আমার আল্লাহ! গরমের তীব্রতায় আমার কোন অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন দুইটি নিঃশ্বাস ফেলার। এক নিঃশ্বাস শীতকালে নেয়া, আর এক নিঃশ্বাস নেয় গরমকালে। এইজন্য তোমরা গরমকালে তাপের তীব্রতা পাও। আর শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা গরমের যে প্রচণ্ডতা অনুভব করো তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই। আর শীতের তীব্রতা যা পাও তা জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দরুনই।

ব্যাখ্যা : জাহান্নাম আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে, 'আমার এক অংশ আর এক অংশকে খেয়ে ফেলছে। ইরশাদ হলো একধার দিকে যে, গরমের প্রচণ্ডতায় উত্থাল পাথাল করে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। মনে হয় যেনো একে অপরকে খেয়ে ফেলছে। তাই আল্লাহ তাকে দু'টি নিঃশ্বাস নেবার অনুমতি দিলেন। নিঃশ্বাস নেবার অর্থ হলো, আগুনের কুণ্ডলীকে দমন করা। দোযখ থেকে একে বের করে দেয়া। এসময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। প্রচণ্ড গরমে এসময় মাথা ঠিক থাকে না। খুণ্ড খুণ্ড হয় না। তাই একটু ঠাণ্ডা হলে নামায পড়ে নিতে হবে।

এই হাদীস, এরূপ আরো কতিপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (র) গরমের সময় যুহরের নামায প্রথম সময় হতে একটু দেরী করে পড়াকে মোস্তাহাব বলেন। গরমের প্রচণ্ডতা দোযখের উত্তাপ। গরমের আধিক্য দোযখের গর্ষিতাই নমুনা।

৫৪৪ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ إِلَيْهَا إِلَى الْعَوَالِي فَيَبَاتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

متفق عليه .

৫৪৪। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়াতেন যখন সূর্য উপরে অর্থাৎ উজ্জ্বল থাকতো। আর কেউ আওয়ালী অর্থাৎ মদীনার উপকণ্ঠে যেতো এবং তখনও সূর্য উপরেই থাকতো। এসব আওয়ালীর কোন কোনটি মদীনা হতে চার মাইল বা এর কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘আওয়ালী’ শব্দটি বহুবচন। মদীনা শহরের বাইরে উঁচু জায়গায় যে সব বসতি ছিলো, এগুলোকেই ‘আওয়ালী’ বলা হতো। বনি কোরাইযার মসজিদটিও ছিলো গুদিকেই। এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আসরের নামায এক মিসলের পরেই আদায় করা হতো। কারণ সাধারণত একজন মানুষ পথ চললে ঘণ্টায় তিন মাইল চলতে পারে। কাজেই সূর্যাস্তের দেড় কি পৌণে দুই ঘণ্টা আগে আসরের নামায পড়া হলেও চার মাইল পথ যাবার পর সূর্য দিগন্তের উপর থাকে।

৫৪৫ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا . رواه مسلم .

৫৪৫। হযরত আনাস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটা (আসরের নামায শেষ সময়ে পড়া) মুনাফিকের নামায। তারা বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য হলুদ রং ধারণ করে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে গেলে (সূর্যাস্তের সময়ে) তারা তাড়াতাড়ি উঠে চার ঠোকর মারে। এতে তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে আসরের নামাযকে দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলা হয়েছে। আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অধিক তাকিদ রয়েছে। এই নামাযকে শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে। সুতরাং যারা এই নামাযের ব্যাপারে এই আচরণ করে অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে কি করে তাতো সহজেই বুঝা যায়। এটা মুনাফিকদের নামায। গর্দান বাঁচাবার জন্য নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ফাঁকি দেয়।

ঠোকর মারার অর্থ হলো, নামাযে মনোযোগ নেই। মনের প্রশান্তি ছাড়াই পৃথিবী মতো ঠোকর দিয়ে দুই সিজদা আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়। নামাযের অবকানের দিকে কোন লক্ষ্য করে না।

৫৪৬ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . متفق عليه .

৫৪৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেনো গোটা পরিবার ও ধনসম্পদ লুট হয়ে গেলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মর্মার্থ হলো আসরের নামায কাযা খুবই মর্যাদাসিক ও বিয়োগান্তক কথা। একজন মানুষের ঘরবাড়ী ধনসম্পদ-সন্তান-সন্ততি সব জিনিস হারিয়ে যাবার সাথে আসরের নামায কাযা হয়ে যাবার তুলনা করা হয়েছে। এমন ক্ষতি যেমন কোন মানুষ চায় না, তেমনি আসরের নামায কাযা হবার মতো ক্ষতিও যাতে না হতে পারে সেদিকে একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিত। এখানেও আসরের নামাযের গুরুত্ব অধিক বুঝানো হয়েছে।

৫৪৭ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ

صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ . رواه البخارى .

৫৪৭। হযরত বুয়াইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করলো সে তার আমল বিনষ্ট করলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : আসরের নামায তরককারীর 'আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে', 'করয তরক করলে বা গুনাহ কবীরা করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না বলে যারা মনে করে, বরং কুফরীর নিকট পৌঁছে যায়, তাদের কাছে একথার অর্থ হলো আমল বিনষ্ট হয়ে যাবার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। কিংবা তার সারা দিনের আমলের সওয়াব হ্রাস পেয়েছে।

৫৪৮ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَمُبْصِرُ مَوَاقِعِ نَبَلِهِ - متفق عليه .

৫৪৮। হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায (এমন সময়) পড়তাম যে, নামায শেষ করে আমাদের কেউ তার তীর পড়বার স্থান (পর্যন্ত) দেখতে পেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মাগরিবের নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন পড়তেন তা বুঝাবার জন্য এই হাদীসে বলা হয়েছে, 'তীর পড়বার স্থান দেখতে পেতো' অর্থাৎ মাগরিবের নামায শেষ করবার পরও আলো থাকতো। এ আলোতে যে কোন ব্যক্তি তীরের লক্ষ্যস্থান ঠিক করতে পারতো। কোথায় গিয়ে তা পড়লো তাও বুঝতে পারতো। এর দ্বারা বুঝা গেলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায সূর্য ডুবার সাথে সাথে পড়তেন। সকল মায়হাবের ইমামের নিকটই এটা মোস্তাহাব।

৫৪৭ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ . متفق عليه .

৫৪৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ 'এশার' নামায় পড়তেন 'শাফাক' বিলীন হবার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এর আগে বলা হয়েছে আরবের লোকেরা প্রথম প্রথম এশাকে আতামা বলতো। এ নামে ডাকতে হুজুরের নিষেধ করার পর এ নামে আর 'এশাকে ডাকা হয়নি। হযরত আয়েশা এখানে এশাকে 'আতামা' বলেছেন। সম্ভবত তা হুজুরের নিষেধের আগে অথবা তিনি এ খবর জানতেন না।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশা পড়া ভালো। কিন্তু ওজরের কারণে পড়তে না পারলে ফজরের নামাযের সময় হবার আগ পর্যন্ত পড়া জায়েয।

৫৫০ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ - متفق عليه

৫৫০। হযরত আয়েশা (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়া শেষ করলে যেসব মহিলা তাঁর সাথে নামায পড়তেন চাদর গায়ে মোড়ে দিয় আসতো' অন্ধকারের জন্য তাদের চিনতে পারা যেতো না (বুখারী ও মুসলিম)।

৫৫১ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لَأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً . رواه البخارى

৫৫১। হযরত কাতাদাহ (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও য়ায়েদ ইবন সাবিত (রা) (রোযা রাখার জন্য) সাহরী খেলেন। সাহরী শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায পড়লেন। (কাতাদা বলেন) আমরা হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দুইজনের সাহরী খাবার পর নামায শুরু করার আগে কত সময়ের বিরতি ছিলো? তিনি বলেন, এতটুকু সময় বিরতি

ছিলো যত সময়ের মধ্যে একজন মানুষ (মধ্যম ধরনের) পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : আব্বাশ তাওরিশী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ফজরের নামাযের যে সময় বলা হয়েছে এর উপর সাধারণ মুসলমানের আমল করা জায়েয নয়। কারণ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আব্বাশের কাছ থেকে সময় নিশ্চিত হয়ে নামায পড়েছেন। তাছাড়া তিনি তো নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কোন সামান্য ভুল করতে পারেন তা চিন্তাও করা যায় না। এই মর্যাদা আর কারো হতে পারে না।

৫৫২ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرًا يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - رواه مسلم

৫৫২। হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে যখন তোমাদের শাসকবৃন্দ নামাযের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দেবে? আমি আরয় করলাম, এসব সময়ে কি পছন্দ অবলম্বন করার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময়ে তুমি তোমার নামাযকে ওয়াক্ত মতো পড়ে নিবে। এরপর তাদের সাথেও নামায পড়ার সময় পেলে, পড়ে নেবে। এই নামায তোমার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইসলামী রাষ্ট্রে নামায কয়েম করা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাযের ইমামতি করার দায়িত্ব সেখানকার শাসকের। প্রথম যুগে এইভাবেই কাজ হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতি ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। আর অযোগ্য ব্যক্তির শাসন ক্ষমতায় গিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে রাজনীতি হতে মুক্ত করে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশ চালিয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় মসজিদ অরাজনৈতিক আলেম-ওলামা দিয়ে চালিয়েছে। শাসকরা ইমামতির দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী নীতি থেকে সরে যাবার পর শাসকদের নামাযের প্রতি অমনোযোগিতার কথা এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে সময় ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে নামায পড়বেন তার দিকনির্দেশনা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যারকে দিয়েছেন।

৫৫৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . متفق عليه

৫৫৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের নামাযের এক রাকাত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো। এভাবে যে সূর্য ডুবার আগে আসরের নামাযের এক রাকাত পেলো সে আসরের নামায পেলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি এ দু'টো নামাযের শেষ সময়ে নামায আদায় করতে গেলে সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাকাত ও আসরের সময় সূর্য-অস্ত যাবার আগে যদি আসরের নামাযের এক রাকাত পায় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। একথাই এই হাদীস বলে দিচ্ছে। এই হাদীস অনুযায়ী অধিকাংশ ইমামের মতে ফজরের নামায পড়ার সময় সূর্য উঠে গেলে ও আসরের নামায পড়ার সময় সূর্য ডুবে গেলে ফজর ও আসরের নামায বাতিল হবে না, আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমরের হাদীসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী। এ অবস্থায় 'কিয়াস'-এর পন্থা অনুসরণ করতে হবে। এই কিয়াস অনুযায়ী আসরের নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। কারণ সূর্য হলদে রং ধারণ করার পর আমর পড়া মাকরুহ। আর মাকরুহ সময়ে যে নামায আরম্ভ হয় তা নিষিদ্ধ সময়েও আদায় হতে পারে। এদিকে ফজরের নামাযের কোন মাকরুহ সময় নেই। সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত গোটাটাই পরিপূর্ণ বা নির্দোষ সময়। আর নির্দোষ সময়ে যে নামায আরম্ভ হয়েছে তা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় হতে পারে না। এটাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'রী (র) বলেন, এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে নফল নামায, ফরয নামায নয়। ফরয নামায নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে। হাদীসের শব্দাবলী ইমাম ইমাম শাফি'রীর একথা সমর্থন করে না। কারণ সূর্য উঠা, বরাবর হওয়া ও সূর্য অস্ত যাবার সময়ে নামায হারাম করার ব্যাপারে ফরয, নফল ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই।

৫৫৪ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ

سَجْدَةٌ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَيْتَمَ صَلَاتُهُ ۖ رَوَاهُ

البخارى

৫৫৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার আগে আসরের নামাযের এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে ফেলে। এভাবে ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : “সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয়” ইমাম আবু হানিফা (র) এই বাক্যের অর্থ করেন সে যেনো তার নামায আবার পড়ে নেয়। অর্থাৎ কাম্ব আদায় করে। আর শাফিয়ী (র) আগের হাদীসে উল্লিখিত ব্যাখ্যা দান করেন।

৫৫৫ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَسِيَ

صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي رَوَاةٍ لَا كُفَّارَةَ

لَهَا إِلَّا ذَلِكَ : مَعْفُوقٌ عَلَيْهِ

৫৫৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে এর পরিবর্তে তাকে যখনই স্মরণ হবে নামায পড়ে নেবে। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হলো, ওই নামায পড়ে নেয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

কম ব্যাখ্যা : নামায পড়তে ভুলে গেলে কিংবা ঘুমের মধ্যে সময়ের সময় গান হয়ে যাবার পর, যখন মনে হবে তখনই নামায পড়ে নেয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অর্থাৎ কাম্ব আদায় করে নেবে।

৫৫৬ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ

فِي النَّوْمِ تَفَرُّطٌ إِنَّمَا التَّفَرُّطُ فِي الْبِقِظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدَكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ

عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ رَوَاهُ

مسلم

৫৫৬। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ঘুমিয়ে থাকার কারণে নামায পড়তে না পারলে তা ঘুমের মধ্যে শাফিল নয়। দোষ হলো জেগে থেকে নামায না

পড়া। তাই তোমাদের কেউ যদি নামায পড়তে না পারে অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে, যে সময়েই তার নামাযের কথা স্মরণ হবে, পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে নামায পড়ো' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ হলো, যেহেতু নামাযের কথা স্মরণ হওয়া আল্লাহর কথা স্মরণ হবার নামাযের, তাই যখন আমার কথা স্মরণ হবে অর্থাৎ নামাযের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে। কেউ কেউ বলেন, অর্থ হলো যখন তোমাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তখনই নামায পড়ে নেবে। এতে কোন দোষ নেই।

মিহ্রীর শরীফ

৫৫৭. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُوَخَّرُهُمَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْحَزَانَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا يَمُومُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْرًا.
رواه الترمذی

৫৫৭। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী! তিনটি কাজ করার ব্যাপারে দেরী করবে না : (১) নামাযের সময় হুজ্জ গেলো তা আদার করতে দেরী করবে না। (২) জানাযা হাজির হয়ে গেলে সে কাজেও দেরী করবে না। (৩) স্বামীবিহীন নারীর উপস্থিতিতে শীওরা পেলো তাকে কিয়-দিতেও দেরী করবে না (ভিন্নমিহ্রী)।

ব্যাখ্যা : এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের সময় হুজ্জ গেলোই নামায পড়তে হবে। দেরী করতে গেলেই হুজ্জ যাওয়া, ঘুম আসা ইহা বিভিন্ন সমস্যা ঘটে যেতে পারে। কাজেই যতদূর সম্ভব তখনই করতে হবে। এতে শ্রদ্ধা অনুষ্ঠিতারও প্রশিক্ষণ আছে। অনুরূপভাবে জানাযা অর্থাৎ কবরের কাজ সম্পন্ন হলে জানাযার নামাযসহ দাফনের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। দেরী করা ঠিক নয়। এতে বুঝা যায় মিস্রি হুজ্জও জানাযার নামায পড়ায়। তিলাওয়াতের সিজদারও এই হকুম। তিন নম্বরে হুজ্জ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে যে কাজটি করতে দেরী না করার জন্য বলেছেন তা হলো স্বামীবিহীন মেয়েদের বিয়ে দেবার কথা। মূলে 'আইরোম' শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ স্বামীবিহীন মারী। সে অববাহিতা যুবতী কুমারী মেয়ে হোক বা ভালাকথাও অথবা বিধবা হোক। এদের সকলের ব্যাপারে 'হুজ্জ' (সমরক বহ) ঠিকমতো পাওয়া গেলে ভাড়াভাড়া কিয়-দিয়া প্রয়োজন।

আল্লামা তাইয়্যেবী (র) বলেন, 'আইরোম' তাকে বলে যার জোড়া নেই, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী। আর মারীদের মধ্যে সে বিবাহিতা হোক অথবা কুমারী সকলকেই বুঝায়।

৫৫৮ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ - رواه الترمذی .

৫৫৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামায প্রথম সময়ে পড়া আত্মাহকে খুশী করার কারণ হয়। আর শেষ সময়ে পড়া আত্মাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া অর্থাৎ ওনাহ হতে বেঁচে থাকা মাত্র (তিরমিযী)।

৫৫৯ - وَعَنْ أُمِّ قُرَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَتْ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا .. رواه أحمد والترمذی وابو داؤد وقال الترمذی لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العُمَرِيُّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৫৫৯। হযরত উম্মে ফারুকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজ বেশী উত্তম? তিনি বললেন, নামাযকে আর প্রথম ওয়াক্তে পড়া (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-উমারী ছাড়া আর কারো নিকট হতে বর্ণিত হয়নি। তিনিও মুহাদ্দিসদের নিকট সর্বল নন)।

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ওয়াসীত সন্মালোচনা করলেও অন্য মুহাদ্দিসরা একে নির্দোষ বলেছেন।

৫৬০ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . رواه الترمذی .

৫৬০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আত্মাহ তায়্যলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবার আগ পর্যন্ত দুইবার কোন নামাযকে এর শেষ ওয়াক্তে পড়েননি (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশার একথা বলার অর্থ হলো, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সঠিক ওয়াক্তে পড়তেন। মাকরুহ সময়ে তিনি নামায পড়তেন না। শুধু একবার তিনি শেষ ওয়াক্তে নামায পড়া জায়েয বুঝবার জন্য ইচ্ছা করে বিলম্ব পড়েছেন। যেনো মামুয নামাযের শেষ ওয়াক্ত চিলে এবং এই শেষ ওয়াক্তে হলেও নামায পড়তে হবে।

যে দুইবার তিনি শেষ ওয়াঙে নামায পড়েছেন তা হলো, একবার জিবরীলের সাথে শেষ ওয়াঙে নামায পড়া। আর একবার এক ব্যক্তিকে নামাযের ওয়াঙ শিক্ষা দেবার জন্য শেষ ওয়াঙে নামায পড়াকে বাদ দিয়ে অপর ওয়াঙের কথা বলেছেন।

এই তিনটি হাদীসে প্রথম ওয়াঙে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এর অর্থ উত্তম ওয়াঙের প্রথম অংশ। ফজরের নামায, গরমের দিনের যোহর ও এশার উত্তম ওয়াঙ হলো, সর্বপ্রথম ওয়াঙে সামান্য পরের ওয়াঙ।

৫৬১ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْخَرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ - رواه أبو داؤد ورواه الدارمى عن العباس .

৫৬১। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতগণ তারিকারাজি উজ্জল হয়ে উঠা পর্যন্ত যদি মাগরিবের নামাযকে বিলম্ব না করে, তারা কল্যাণ লাভ করবে অথবা তিনি বলেছেন, স্বভাব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (আবু দাউদ; দারেমী এই হাদীস হযরত আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন)।

ম্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, মাগরিবের নামাযের সময় শুধু তারা দেখা গেলে মকরুহ হয় না। মকরুহ হয় যদি বেশী দেরী হয়। অন্ধকারে তারাগুলো বাক্যমান করে উঠে। তারা আলমদ করে উঠার অর্থ অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া। বেশী বিলম্বিত হওয়া। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবার মাগরিবের নামায দেরীতে পড়েছিলেন। তা ছিলো উম্মাতের জন্য এসময়ে নামায পড়া জায়েয বুঝাবার জন্য।

৫৬২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ شَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤْخَرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

৫৬২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের কষ্ট হবার আশংকা না থাকলে আমি এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশে দেরী করে পড়তে নির্দেশ দিতাম (আবু হুরায়রা, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

৫৬৩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اعْتَمِرُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَلْتُمْ بِهَا عَلَى الْأُمَمِ وَلَمْ تُضَلِّهَا أُمَّةٌ
قَبْلَكُمْ - رواه أبو داود

৫৬৩। হযরত মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা এই নামায অর্থাৎ এশার নামায দেবী করে পড়বে। কারণ অন্যান্য উম্মতের উপর তোমাদের মর্যাদা বেশী দেয়া হয়েছে এই নামাযের কারণে। তোমাদের আগে কোন উম্মত এশার নামায পড়েনি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এখানে এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, আগের উম্মতের কেউ এশার নামায পড়েনি। অথচ এর আগে 'নামাযের সময়' অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের হাদীসে হযরত জিবরীল আমীন এশার নামায শিক্ষা দেবার পর বলেছেন, এটাই ছিলো আগের নবীদের নামায পড়ার সময়। বাহ্য দৃষ্টিকোণে এই দুইটি হাদীসে বিরোধ লেনে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো ওই হাদীসে আখিরায় কণা বলা হয়েছে। আর এই হাদীসে সকল উম্মত বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগের নবীদের উপর এশার নামায ফরজ ছিলো। তাদের উম্মতের উপর ফরজ ছিলো না।

৫৬৪ - وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
الْمَشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْنَهَا لِسُقُوطِ
الْقَمَرِ لثَانِيَةً - رواه أبو داود والدارمي

৫৬৪। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খুব ভালোভাবে জানি তোমাদের এই নামাযের শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ ডুবার পর এই নামায আদায় করতেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রথম দিকে মাগরিবের নামাযকে 'প্রথম এশা' এবং এশার নামাযকে শেষ এশা বলা হতো। চাঁদ মাসের তিন তারিখের চাঁদ ডুবতে বেশ সময় লাগে। তাই এই হাদীসও বুঝাচ্ছে যে, এশার নামায দেবী করে পড়াই উত্তম।

৫৬৫ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَغْرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ - رواه الترمذی وأبو داود والدارمي

৫৬৫। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়ো। কারণ ফর্সা আলোতে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের দ্বারা তো এটাই বুঝা যায় যে, ফজরের নামায ফর্সা আলোতে শুরু ও শেষ উভয়ই করতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও একথাই বলেন। কিন্তু ইমাম তাহাবী বলেন, ফজরের নামায শুরু করতে হবে অন্ধকার থাকতে আর শেষ করতে হবে ফর্সার আলোতে। তিনিও হানাফি সম্মতাবাদের একজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, অন্ধকারে নামায শুরু করে লম্বা কিরাত পড়বেন। পড়তে পড়তে ফর্সা আলো হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবীর এই ব্যাখ্যাই উত্তম। এতে সব হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে যায়। কেনন হাদীসের সাথে কোন হাদীসের বিরোধ থাকে না। হযরত মোজায় বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। সেখানে তাকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শীতকালে সকালে সকালে ও গরমের দিন দেহীতে পড়তে বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৬৬ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقَسَّمُ عَشْرَ قِسْمٍ ثُمَّ تَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ - متفق عليه

৫৬৬। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসরের নামায পড়তাম। এরপর উট যবেহ করা হতো। এই উট কেটে দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা হতো। আর আমরা এই রান্না করা গোশত সূর্য ডুবার আগে খেতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে আসরের নামাযের পর এত কাজ সূর্য ডুবার আগে করেছেন বলে প্রমাণিত। তাই বুঝ যায় আসরের নামায এক 'মিসালের' পর পড়া হতো। তাই সূর্য ডুবার আগে এতো কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু গরমকালে দুই 'মিসালের' পর আসরের নামায পড়ার পরও এত কাজ করা সম্ভব হতে পারে। এসব তো নির্ভর করে কর্মতৎপরতার উপর। আর আরবরা তো এসব কাজে ছিলো খুবই পারদর্শী।

৫৬৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَمَّا شَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ أَنْتُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ مَا يَنْتَظِرُونَهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرِكُمْ وَلَوْ لَا أَنْ يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক-রাতে শেষ এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বের হয়ে আসলেন। তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ অথবা এরও কিছু পর। আমরা জানি না পরিবারের কোন কাজ তাঁকে এক্ষণে আবদ্ধ করে রেখেছিলো অথবা এছাড়া অন্য কিছু। তিনি বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের অপেক্ষা করছো যার অপেক্ষা আর কোন ধর্মের লোকেরা করে না। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কঠিন হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরসহ এই নামায আমি এই সময়েই আদায় করতাম। এরপর তিনি মুয়াজ্জিদকে নির্দেশ দিলে সে ইকামত দিলো। আশু হজুর নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হবার পরই পড়া উত্তম। আবু হানিফারও এই মত। কিন্তু হজুরের আমল থেকে দেখা গেছে জামায়াতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লোক নামাযের প্রথম ওয়াক্তে উপস্থিত হয়ে গেলেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওয়াক্তেই নামায পড়িয়ে দিতেন। আর যারা দেরীতে হাযির হতেন তারা দেরীতে পড়তেন।

৫৬৮ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৮। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রায় তোমাদের নামাযের মতোই পড়তেন। কিন্তু তিনি এশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু দেরীতে পড়তেন এবং নামায সংক্ষেপ করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত জাবির এশার নামাযকে ‘আতামাহ’ বলেছেন। সম্ভবত তিনি এই নামে এশার নামাযকে ডাকতে নিষেধ করার খবর জানতে পারেননি।

এই হাদীস থেকেও জানা গেলো, এশার নামায দেয়ী করে পড়াই উত্তম। তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন ও ছোট ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়তেন। তবে যখন দেখতেন লোকেরা প্রশান্তিতে আছে, সকলের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাও আছে এদিকে তখন তিনি নামাযে দীর্ঘ সময় নিতেন ও লম্বা কিরাতাত তিলাওয়াত করতেন।

এইজন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে ইমামগণও নামায পড়াবেন। তাদের পেছনে বুড়ো, মাজুর লোক থাকে। থাকে ছোট বয়সের ও কর্মব্যস্ত লোক ও দুর্বলেরা। থাকে বিভিন্ন দিকের যাত্রীরা, রোগীরা। কাজেই বড় জামায়াতে, বিশেষত জুমআর নামাযে এই সব দিক হিসাব করে ইমামদেরকে নামায পড়ানো উচিত। অনেক সময় এমনো দেখা যায় জামায়াতে ফরয নামায পড়াতে সময় নেন ৩-৪ মিনিট। কিন্তু মুনাযাতে ব্যয় করেন দশ মিনিটের মতো সময়, যা নামাযের অংশই নয়। এটা মূর্খ লোকের কাজ। খানায়ে কাবার নামায কি তারা দেখেন না? হাজীদেবর কাছ থেকে শুনা যায় ফরয নামাযের পর সালামের পরপরই সকলে উঠে চলে যায়।

৫৬৭ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خَلُّوْا مَقَاعِدَكُمْ فَآخِذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَآخِذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَأَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ بِتَرْكُومُ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَخْرَجْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ - رواه ابو داود

والنسائي

৫৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। (যটনাক্রমে ওই দিন) তিনি আধা রাত পর্যন্ত মসজিদে আসলেন না। (এরপর তিনি এসে) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ আসনগায় বসে থাকো। তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি বললেন, অন্যান্য লোক নামায পড়ে নিজেদের বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) চলে গেছে। তোমরা জেমে রাখবে, সতর্কণ তোমরা নামাযের অপেক্ষা করবে, তোমাদের গোটা সময় সামান্যই পালক করা হবে। আমি যদি বুড়ো, দুর্বল ও অসুস্থদের অসুস্থতার দিকে লক্ষ্য না রাখতাম তাহলে সব সময় আমি এই নামায সজেক রাত পর্যন্ত দেয়ী করে পড়তাম (আবু দাউদ, নাসাই)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস ও উপরের কয়েকটি হাদীস থেকে জান গেলো এশার নামায লিখে পড়াই উত্তম। কিন্তু উত্তম ওয়াতের সওয়াব লাভের আশায় ঘুমিয়ে পড়লে নির্দোষ সময় শেষ হবার আশংকা থাকলে অথবা মায়ুর জমকাত রক্তিদেব কষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলে আগে আগেই পড়ে ফেলাটাই অধিক উত্তম। হাদীসের শেষের অংশ হতে বুঝা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, ধৈর্য ও আত্মহ সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে এশার নামাযকে বিলম্ব করে বা কোন কোন নামাযকে নাজিহীর্ষ করে পড়তেন। এই যুগের ইমামদেরও এসব বিষয় বিবেচনা করে নামায পড়ানো উচিত। সব সময় এক নিয়মে নামায পড়া ঠিক নয়।

৫৬. - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ

تَفَجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَفَجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ - رواه أحمد

والترمذی

৫৭০। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযকে তোমাদের চেয়ে বেশী আগে আগে পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামাযকে তাঁর চেয়ে বেশী আগে আগে পড়ো (আহমাদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) মুসলমানদেরকে সুন্নতে নববীর প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য একথা বলেছেন। উম্মাহ বোঝায় হজুরের সুনাতের অনুসরণ করে। এ হাদীস হতে বুঝা গেলো আসরের নামায প্রথম ওয়াক্ত হতে কিছুটা বিলম্ব পড়াই ভালো। ইমাম আজম আবু হানিফারও এই মত।

৫৭১. - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ

الْحَرُّ أَرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلَ - رواه النسائي

৫৭১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে (যোহরের নামায) ঠাণ্ডা করে (গরম কমালে) পড়তেন আর শীতকালে আগে আগে পড়তেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : জোহরের নামাযের ব্যাপারে কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায দেরী করে পড়তেন। আবার কোন কোন হাদীসে বুঝা যায় তিনি তাড়াতাড়ি করে পড়তেন। এই হাদীস দ্বারা হাদীসের পরস্পর বিরোধের বিরসন ঘটেছে। গরমের দিনে হজুর দেরী করে পড়তেন। শীতের দিনে পড়তেন সকাল সকাল।

৫৭২ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قُتِلَتْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَتْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৫৭২। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : আমার পর অচিরেই তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে যাদেরকে দুনিয়ার নানা কাজ ওয়াস্তমত নামায় পড়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামায ওয়াস্তমত পড়তে থাকবে (যদি একা একাও পড়তে হয়)। এক ব্যক্তি আরম্ভ করলো, হে আব্বাহর রাসূল! তবুগর কি এই নামায় আবার তাদের সাথে পড়বো? জবাবে হযরত বললেন, হাঁ, তাদের সাথেও পড় নিবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : একা একা নামায পড়লে ফরজ নামায আদায় হয়ে যাবে। পরে জামাআতের সাথে যে নামায পড়বে তা নফল। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে। এর ফলে আর একটি কাজদা হবে, সঠিক সময়ে নামায আদায় করার হুকুমও পালন করা হবে। আদায় শাসকদের বিরোধিতা করার জন্য ভুল বুকাবুখি থেকেও বাঁচা যাবে।

৫৭৩ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৫৭৩। হযরত কবিসা ইবনে ওয়াস্তাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা নামাযকে (সঠিক সময় হতে) দেরী করে পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্য উপকারী হবে, তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ। তাই যত দিন তারা কেবলী হিসাবে কাবা শরীফকে মেনে চলবে তাদের পেছনে তোমরা নামায পড়তে থাকবে।

ব্যাখ্যা : তোমাদের জন্য উপকারী হবে অর্থ, তোমরা ওয়াস্তমত নামায পড়ার জন্য তাদের আগে নামায পড়ে ফেলেছো। এরপর আবার তাদের সাথেও পড়েছো। এই দ্বিতীয় বারের নামায তোমাদেরকে নফল সওয়াব দিলো। আর তাদের সাথেও নামায পড়ার কারণে তোমাদেরকে জবাবদিহি করার সম্মুখীন হতে হবে না। কোন কলহ সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না।

٥٧٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِثَامِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٌ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَتُتَخَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنُ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَتَهُمْ - رواه البخاري .

ব্যাখ্যা : হযরত ওসমান (রা) আদ্রাহির কতো মুখলিস ও নেক বান্দাহ! এই হাদীস থেকেই তা বুঝা যায়। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদীর কথার জবাবে তাঁর কথা কতজন নেক ও খালিস। দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক কথা। সুযোগ গ্রহণের মনোবস্তির কথা মাত্রও তিনি গ্রহণ করলেন না। বলে দিলেন, তাদের ভালো কাজে শরীক হও, খাল্লাপ কাজ হতে বিরক্ত থাকো। মানুষের আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। অতএব এই নেক আমল ওদের (বিশ্বাসীদের) পেছনে নামায পড়াতে দোষ নেই। তাই বুঝা যায় প্রত্যেক মুসলমানের পেছনেই নামায পড়া যায়, তবে কারো পেছনে নামায পড়া উত্তম, কারো পেছনে উত্তম নয়।

ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ୧୯୮୬ ଓ ୧୯୯୨ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ୧ ମାଧ୍ୟମ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ବସନ୍ତ ଶାଶିତ ଶାଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାମଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ

॥ अथ कथं विज्ञातं तद्विज्ञातं ॥

৩ - بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

৩-নামাযের ফযীলাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

৫৭৫ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُلْجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا بِعَنَى الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ - رواه مسلم .

৫৭৫। ইব্রাহিম ওমার ইবনে রুআইবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্য উদয়ের আগে ও সূর্যস্তের আগে নামায পড়েছে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের মর্ম হলো এই দুই রেকা'ত নামায মানুষের দুই ক্রান্তি কালেতে পালনের সময়। ফজর নামাযের সময় ক্রান্তি কালেতে পালনের সময়। আসর নামাযের সময় ক্রান্তি কালেতে পালনের সময়। এই দুই সময় তথা আরাম ব্যস্ততার নিমিত্তকালেতে পালনের সময়। ফজর নামাযের সময় ক্রান্তি কালেতে পালনের সময়। আসর নামাযের সময় ক্রান্তি কালেতে পালনের সময়।

৫৭৬ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৭৬। ইব্রাহিম আবু মুসা আশআরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই গালা সময়ের নামায পড়বে সে জান্নাতে যাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ এই দুই গালা সময়ের নামায বলতে ফজর ও আসর অথবা ফজর ও আসর নামাযকে বুঝানো। ফজর ও আসর নামাযের সময় দুই রেকা'ত নামায পালনের সময়। ফজর ও আসর নামাযের সময় দুই রেকা'ত নামায পালনের সময়। ফজর ও আসর নামাযের সময় দুই রেকা'ত নামায পালনের সময়।

৫৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يُعْرَجُ الَّذِينَ يَأْتُوا قِيَمَتَكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ - متفق عليه

৫৭৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কাছে (আসমান থেকে) রাতে একদল ফেরেশতা ও দিনে একদল ফেরেশতা আসতে থাকেন (যারা তোমাদের আমল লিখে রেখে তা আদ্যাহর দরবারে পৌছান)। তারা ফজর ও আসরের সময় একত্র হন। যারা তোমাদের কাছে থাকেন তারা যে সময় আকাশে যান তখন আদ্যাহর তাআলা ফেরেশতাদের কাছে বান্দার খবরবার্তা জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছো? ফেরেশতারা বলেন, হে আদ্যাহর! আমরা তোমার বান্দাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যে সময় আমরা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখনও তাদেরকে নামাযেই লেগেতে পেয়েছি (খুশারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বান্দার অবস্থা সম্পর্কে আদ্যাহর তারালাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নয়। এখানে ফেরেশতাদেরকে বান্দার অবস্থা জিজ্ঞেস করার রহস্য হলো ফেরেশতাদের মুখে তাঁর বান্দার নেক আমলের কথা শোনা। ফেরেশতাদেরকে বান্দার মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানানো।

৫৭৮ - وَعَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَذْرُكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

رواه مسلم وفي بعض نسخ المصابيح القشيري بدل القسري .

৫৭৮। হযরত জুন্সুব কাসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো সে আদ্যাহর জিহাদারিতে চলে গেলো। অতএব হে আদ্যাহর বান্দাগণ! আদ্যাহর যেমনো আপন জিহাদারির কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন তাকে ধরতে

পারেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপড় করে জাহান্নামের আওনে নিক্ষেপ করবেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়লো সে আদ্বাহর নিরাপত্তায় চলে গেছে। তার জীবন-ধন-মান-ইজ্জত সবই আদ্বাহর চক্ষুবধানে ও জিন্দাগিতে চলে যায়। তাই মুসলমানদের উচিত আদ্বাহর বান্দার সাথে খারাপ ব্যবহার না করা। তাকে হত্যা না করা। তার ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ না করা। তার গীবত মা করা। যদি কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তার ইজ্জত নষ্ট করে, তাহলে এর অর্থ হবে, সে আদ্বাহর ওয়াদা ও তার নিরাপত্তা বিধানে হস্তক্ষেপ করলো। আদ্বাহ তাআলা এমন লোক থেকে খুব কঠিন হিসাব নিবেন। যে হতভাগ্য থেকে আদ্বাহ হিসাব নিবেন তার নাজাতে কোন উপায় নেই।

৫৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصُّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجُّمِ لَاسْتَهْفُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا - متفق عليه .

৫৭৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষেরা যদি জানতে পারতো আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাক্ষরে দাঁড়ানোর মধ্যে কি মর্যাদা আছে এবং লটারী খরা ছাড়া এ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তাহলে তারা লটারী করতো। যদি তারা যোহরের নামায আদায় করার জন্য তাক্বাতুদ্দী আনার সওয়াব সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা এই নামাযে দৌড়িয়ে এসে शामिल হতো। যদি তার এশা ও ফজরের নামাযের ফজিলত জানতো তাহলে তারা শক্তি না থাকলে হামাতুদ্দী দিয়ে হলেও নামাযে আসিতে চেষ্টা করতো (বুখারী ও মুসলিম)।

৫৮০ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُتَأَخِّضِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا - متفق عليه .

৫৮০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের নামাযের চেয়ে ভারবহ আর কোন নামায নেই। যদি এই দুই ওয়াক্ত নামাযের

সওয়াবের কথা তারা জানতো। জাহলে তারা (হাঁটতে অসমর্থ হলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে আসতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা নামায পড়ে মুশলমানদেরকে খোঁকা দেয় জান বাঁচাবার জন্য। ফজর ও এশার নামায বড় আয়তনের সময়। এই দুই বেলা নামায তাদের জন্য বড় বোঝা। এই দুই বেলা নামাযের অশেষ ফযিলতের কথা বুঝাবার জন্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন : এরা জানলে ও বুঝলে মুনাফেকী ছেড়ে দিয়ে এ নামাযে শরীক হতো। অতএব মুমিনদের জন্য উচ্চিৎ তারা যেনো এই নামায কোন অবস্থায় না ছাড়ে।

৫৮১ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رواه مسلم .

৫৮১। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো অর্ধেক রাত নামায আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো গোটা রাত নামায পড়েছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ফজরের নামাযের ফযিলত এশার নামাযের চেয়ে বেশী। তাই বলা হয়েছে, এশার নামায জামাআতে পড়লে আধা রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে। আর ফজরের নামায জামাআতে আদায়কারী পূর্ণ রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।

এর আর একটি অর্থও হতে পারে। তাহলো এশার নামায জামাআতে আদায় করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে। সাথে সাথে ফজর নামায জামাআতের সাথে পড়লে বাকী অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে। উভয় জামাআতের সওয়াব মিলে গোটা রাতের নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে।

৫৮২ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبُنَاكَ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ فِي الْعِشَاءِ وَقَالَ لَا يَغْلِبُنَاكَ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تَعْتَمُ بِحِلَابِ اللَّيْلِ - رواه مسلم .

৫৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেদুইনরা যেন তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা এই নামাযকে এশা বলতো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের এশার নামাযের নামকরণেও তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। এটা আল্লাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় তাদের উম্মীর দুধ দোহনের সময় (মুসল্লিম)।

ব্যাখ্যা : বেদুইন লোকদের বলতে এখানে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বেদুইনদেরও বুঝানো হয়েছে। যারা ‘মাগরিবকে’ ‘এশা’ বলতো, আর ‘এশাকে’ বলতো ‘আতামা’। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনদের এই দুই নামে এই দুই নামাযকে না ডাকার জন্য মুসলমানদেরকে এই হাদীসে বলে দিয়েছেন। বেদুইনদের দেয়া নামে এই দুই নামাযকে ডাকলে এটা তাদের বিজয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাকে ব্যবহার করে তাদের প্রভাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নামাযের যে নাম কুরআন দিয়েছে সেই দুই নামেই ডাকবে। আর তাহলো ‘মাগরিব’ ও ‘এশা’। এই হাদীস হতে আরো একটা শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, মুসলমানরা সর্বত্র ইসলামের পরিভাষা, শরীয়তের দেয়া নামায বৈশী বৈশী ব্যবহার করবে। এগুলো ‘শেয়ারে ইসলামের’ মধ্যে গণ্য, মুসলমানের পরিচয়। এরও একটা মূল্য আছে। আছে এতে গর্বও।

৫৮৩ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৮৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, কাফেররা আমাদেরকে ‘মধ্যম নামায’ অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর আর কবরগুলো আগুন দিয়ে ভরে দিল (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : খন্দক বা আইখবের যুদ্ধে চার কি পাঁচ হিজরী সনে কাফেরদের তীর নিক্ষেপকে প্রতিরোধ করার কাজে বেশী ব্যস্ত থাকার কারণে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ক্ষমায়সহ চার বেলা নামায পড়তে পারেননি, আসরের নামাযের ফযিলত বর্ণনা করার জন্য তিনি তাদের বদদোয়া করেছেন। অর্থাৎ নামায ঠোঁ কইয়া হলো, এমনকি আসরের নামাযও কইয়া হলো, বার গুরুত্ব কুরআনেও বলা হয়েছে : “তোমরা নামাযের হিফায়ত করো, বিশেষ করে মধ্যম মেশকাত-২/৭—

নামাযের।” ‘মধ্যম নামায’ বলতে আসরের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এটা এই হাদীস দিয়েই প্রমাণিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫৮৪ - وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ - رواه الترمذی

৫৮৪। হযরত ইবনে মাসউদ ও সুমরা ইবনে জুনদাব (রা) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মধ্যবর্তী নামায (৩০তম) হচ্ছে আসরের নামায (তিরমিযী)।

৫৮৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ - رواه الترمذی

৫৮৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে আত্মাহর কালাম “অনুগ্রহের কেরাআতে (নামাযে) হাজির হয়”, এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে হাজির হয় রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : মানুষের আমল ও কাজ অনুসন্ধানের জন্য দুই দল ফেরেশতা স্বর্গে নেমে আসেন। একদল রাতে আরেক দল দিনে। উভয় দল একত্রে মিলিত হন আসরের নামাযে, আর কোশ কৈশ সময় ফজরের নামাযে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৮৬ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ - رواه مالك عن زيد و الترمذی عنهما تعلیقاً

৫৮৬। হযরত সায়েদ ইবনে সাবিত ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, ‘৩য়তম নামায’ (মধ্যম নামায) যোহরের নামায (মালিক সায়েদ ইবনে সাবিত হতে এবং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে মুআত্তাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : মধ্যম নামায বলতে তারা দুইজন যোহর নামায বুঝেছেন। কারণ এই নামায দিনের মধ্যভাগে পড়ে। এটা তাদের আশা-অনুমান। ৫৮৩ নং হাদীসে

হয়ঃ রাসূলুদ্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম নামায় বলতে আসরের নামায়কে বুঝিয়েছেন।

৫৮৭ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْحَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَتَزَلَّتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَالَ إِنْ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ - رواه احمد وابو داود

৫৮৭। হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায় তাড়াতাড়ি পড়তেন। হজুর কসীরামের সাহাবাদের জন্য হজুর যেসব নামায় পড়তেন তার মধ্যে যোহরের নামায়ের চেয়ে কষ্টসাধ্য আর কোন নামায় ছিলো না। তখন এই আয়াত নাযিল হলো :

“তোমরা সব নামায়ের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায়ের হিকায়ত করবে”। হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, যোহরের নামায়ের আগেও দু’টি নামায় (এলা ও ফজর) আছে, আর পরেও দু’টি নামায় (আসর ও মাগরিব) আছে (কাজেই এটাই মধ্যবর্তী নামায়)।

ব্যাখ্যা : এটা কাদের নিজস্ব ইজতিহাদ। নতুবা হজুরের কথার সাথে এই হাদীসের বিরোধ বাঁধে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল ওসতা বলতে আসরের নামায়কে বুঝিয়েছেন। এটাই অধিকাংশের মত।

৫৮৮ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ - رَوَاهُ الْمُوْطَأُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا

৫৮৮। হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন : ‘ওসতা নামায়’ ফজরের নামায় (মোয়াত্তা এবং তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর হতে মুআত্তাকরূপে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : হযরত আলী ও সম্ভবত সালাতুল ওসতা সম্পর্কে হজুরের মতামত জানার আগে একথা বলেছেন। এরপর তিনি হজুরের মত সন্নিহিত হাদীস ৫৮৩ বর্ণনা করেন। কাজেই এখন আর কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ইমাম মালেক ও

শাফেঈ ফজরকেই নামাযে ওসতা বলেন। শাফেঈ মায়হাবের ইমাম, ইমাম নববী সহিহ হাদীস অনুসারে আসরকেই নামাযে ওসতা বলেন।

৫৮৭ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدًا بِرَأْيَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدًا
بِرَأْيَةِ ابْلِيسَ - رواه ابن ماجه .

৫৮৯। হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে লোক ভোরে ফজরের নামায পড়ার দিকে গেলো সে লোক ইমানের পতাকা উঠিয়ে গেলো। আর যে লোক ভোরে বাজারের দিকে গেলো সে লোক ইবলিস মালউনের পতাকা উড়িয়ে গেলো (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হযরত আদামা তাইয়েবী (র) বলেন, এই হাদীসে আদাম তাআলার বাহিনী কারা, আর কারা শয়তানের পতাকাবাহী তার একটা রূপক দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যারা শেষ রাতের মধুর ঘুমের আরামকে হারাম করে শয়তানের এ সময়ের অসংখ্য ওয়াসওয়াসাকে উপেক্ষা করে, মাঘের শীতকে পরওয়া না করে উষু ও গোসল করে মসজিদের দিকে ধাবিত হন তারা যেনো শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যেভাবে ইসলামের মুজাহিদরা শত্রু পক্ষের মুকাবিলা করতে ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান, এরা যেনো তারা। অতএব যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামায জামায়াতে পড়া বাদ দিয়ে শুয়ে থাকে অথবা দুনিয়া কামাখার জন্য বাজারের দিকে যায় সে ব্যক্তি শয়তানের বাহিনীর এক সৈনিক। কারণ সে শয়তানের তাবেদারীর পতাকা উঠিয়ে শয়তান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের জয় জয়কার করে সামনে অগ্রসর হয়।

যারা ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর জীবিকা নির্বাহ, পরিবার পরিজনের লালন পালনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশে বাজারের দিকে যায় তারা আঘের দলভুক্ত অর্থাৎ তারাও আদাহর সৈনিক।

১ - بَابُ الْأَذَانِ

৪-আযান

‘আযান’ মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিরাট ঐক্যের প্রতীক। আদাহর এক বড় নেয়ামত। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আদাহর আনুগত্য স্বীকারে সব ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে যাবার এক সামগ্রিক ও জাতীয় আহবান।

এর আভিধানিক অর্থ 'খবর দেয়া', 'আহবান জানানো', 'ডেকে আনা'। আর পরিভাষায় আব্বাহর রাসূলের শিখানো কিছু নির্দিষ্ট বাক্য দিয়ে মুসলমানদেরকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে ধাবিত হবার উদাত্ত আহ্বানের নাম আযান।

আযানে রয়েছে আব্বাহর মহিমা ও রুড়ত্বের ঘোষণা। আব্বাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুহান্নাদ আব্বাহর রাসূল, এতে রয়েছে এই উদাত্ত সাক্ষী। এটাও নামাযের সময়, এটা কামিয়াবী ও সফলতার সময়। এসো সব ছেড়ে এদিকে, মহান মলিকের আনুগত্য স্বীকারে এসো। এ হলো আযানের মর্মবাণী।

মুসলিম মিল্লাতের স্বরে নবজাতকের আগমন ঘটার পর তার ডান ও বাম কানে এই আযানের মধুর ধ্বনি শুনিতে দিয়েই জন্মলগ্নেই শুনিতে দেয়া হয় কি তার পথ। কোন পথে তার চলার গতি হবে। নবজাতক ছেলে মেয়ে যাই হোক তার কানে আযান দেয়া মুসতাহাব।

ইসলামের প্রথম দিকে জাহায়াতে নামায আদায় করার জন্য, এই সময়ে সকলে একত্রে মসজিদে আসার জন্য কিছু সংকেতের প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকেরা যেন বুঝতে পারে এটা নামাযে শরীক হতে যাবার ডাক। এই ধরনের একটি ডাকের প্রয়োজনীয়তার কথা কোন কোন সাহাবা স্বপ্নে দেখেন। কেউ বলেন, তারা হলেন মশজুন। কেউ বলেন চৌদ্দজন। কেউ কেউ বলেন মেরাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের এসব বাক্য শিখে আসেন সাহাবাদের স্বপ্নের অনেক আগে। সাহাবাদের স্বপ্নের কথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে শিখে আসা বাক্যগুলো দিয়ে আযানের প্রচলন ঘটান। হযরত বেলাল হাবশী (রা) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও মুসলিম মিল্লাতের প্রথম মোয়যযিন। সেই কাল থেকে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এই আযান প্রচলিত হয়ে আসছে। যত দিন দুনিয়া থাকবে, চাঁদ সূর্য উদ্ভিত হবে আযানের এই ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে মুসলমান নেই। আর যেখানে মুসলমান আছে সেখানে আযানের সুমধুর ধ্বনি ও আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৫৭. - عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ قَالَ اسْمَاعِيلُ فِدَكَرْتُهُ لَا يُؤْتَبُ فَقَالَ الْإِقَامَةُ - متفق عليه .

৫৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আযান প্রথা চালু হবার আগে নামাযের জন্য ঘোষণা দেবার প্রসঙ্গে) আতুন জালানো ও শিলায় ফুক দেয়ার প্রস্তাব হলো। (এ প্রস্তাবে কেউ কেউ একে) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের (প্রথা বলে)

উল্লেখ করেন (অর্থাৎ তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়)। এরপর হজুর সাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে হুকুম দিলেন আযান জোড়া শব্দে ও একামত বেজোড় শব্দে দেবার জন্য। হাদীস বর্ণনাকরী ইসমাইল বলেন, আমি আবু আইয়ুব আনসারীকে (একামত বেজোড় দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তবে “কাদ কামাতিস সালাহ ছাড়া” (অর্থাৎ কাদ কামাতিস সালাহ জোড় বলতে হবে) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মদীনায় আগমনের পর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেলে ও মসজিদ বানানোর পর সকলে একত্র হয়ে নামায পড়ার জন্য কোন ঘোষণা ধ্বনির প্রয়োজন অনুভূত হলো।

এর জন্য কোন কোন সাহাবা কোন উচ্চ জায়গায় আশুন জ্বালিয়ে নামাযের ঘোষণা দিতে প্রস্তাব করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন শিলা বাজিয়ে ঘোষণা দিতে। এই দুই প্রস্তাব শুনে আবার কেউ বললেন, এই পথের মামামের ঘোষণা দিলে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণার সাদৃশ্য হবে বলে। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় আশুন জ্বালিয়ে। আর খৃষ্টানরা ঘোষণা দেয় ঘণ্টা বাজিয়ে। কণ্ঠ যুক্তিসঙ্গত। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস ভেঙ্গে গেলো। সকলে নিজ নিজ বাড়ী চলে গেলে একজন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাকদ (রা) দেখলেন, হজুর সাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি এই সমস্যার তাড়াতাড়ি একটা সমাধান হজরত যাক, হজুর চিন্তামুক্ত হোন, আন্তরিকভাবে এই কামনা করলেন। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে তিনি ঘরে এসে পড়ে গেলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, একজন ফেরেশতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আশ্বিনের বাক্যগুলো বলে যাচ্ছেন।

শুধু থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনে যাকদ (রা) হজুরের কাছে এলেন এবং স্বপ্নের বাক্যগুলো শুনে শুধলেন। হজুর বললেন, মিসসন্দেহে এ স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে এই বাক্যগুলো বলতে থাকো। সে তোমার কাছ থেকে জোরে জোরে বাক্যগুলো বলতে থাকুক। তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর জোরালো। হযরত বেলালের আযান ধ্বনি মদীনায় গুঞ্জরিয়ে উঠলে হযরত ওমর দৌড়িয়ে আসলেন। আরয করলেন, হে আব্বাহ রাসূল! আব্বাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, এই বাক্যগুলো আমিও আজ স্বপ্নে দেখেছি। আব্বাহর নবী শুকরিয়া আদায় করলেন। এই রাতে দশ, এগারো বা বারোজন সাহাবা একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আযানের বাক্যগুলো শুরুতে (আব্বাহ আকবার ছাড়া) জোড়া জোড়া আর একামতের বাক্যগুলো বেজোড়। তাই সাহাবা ও তাবেয়ীদের অধিকাংশ আহলে ইলম, ইমাম জুহরী, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণের এই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ আযান ও

পুনরায় বলা) বলে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে এভাবে বলা সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এটা সুন্নাত নয়। আবু মাহযুরার শিক্ষার জন্য তিনি পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫৭২ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - رواه أبو داؤد والنسائي والدارمي .

৫৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আযানের বাক্য দুই দুইবার ও একামতের বাক্য এক একবার ছিলো। কিন্তু “কাদ কামাতিস সালাহ”কে মুয়াজ্জিন দুইবার করে বলতেন (আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেয়ী)।

ব্যাখ্যা : আযানের সাতটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্য “আল্লাহু আকবার” ও শেষ বাক্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” ছাড়া আর সব কয়টি বাক্যই দুই দুইবার করে বলা হতো। প্রথম বাক্য আল্লাহু আকবার বলা হতো চারবার। আর শেষ বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা হতো একবার।

৫৭৩ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد والنسائي والدارمي وابن ماجه .

৫৯৩। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ বাক্যে আযান আর একামত সতের বাক্যে শিক্ষা দিয়েছেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেয়ী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে বর্ণিত ‘তারজী’ সহ আযানের ৭টি বাক্য মোট উনিশবার উচ্চারণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ‘তারজী’ বলা সুন্নাত নয় বলেন। তাই তার মতে আযানের সাতটি বাক্য পনেরবার। এর সাথে একামতের কাদ কামাতিস সালাহ বাড়ালে আরো দুইবার। অর্থাৎ আট বাক্য সতেরবার। আর অন্যান্যদের মতে, যারা ‘তারজী’কে সুন্নাত মনে করেন আট বাক্যে একুশবার।

৫৭৬ - وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مَقْدَمَ رَأْسِهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ الصُّبْحُ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه ابو داؤد .

৫৯৪। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতেই এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জামানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আবু মাহযুরা (রা) বলেন, (আমার কথা শুনে) তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগ মুছে দিলেন এবং বললেন, বলো : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। এই বাক্যগুলো তুমি খুব উচ্চস্বরে বলবে। এরপর তুমি বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তুমি পুনরায় উচ্চস্বরে শাদাত বাক্য বলবে : আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ ; হাইয়া আল্লাল ফালাহ, হাইয়া আল্লাল ফালাহ। এই আযান ফজরের নামাযের জন্য হলে বলবে, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আসসর্লাতু খাইরুম মিনান নাওম। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : অর্থ হয়তো যা উর্জমায় বলা হয়েছে তাই। অর্থ দীনের কথা জানার আদ্যই দেখে বরকতের জন্য তিনি আবু মাহযুরার মাথা মুছে দিয়েছেন। দীনের কথা যেন তিনি স্মরণ রাখতে পারেন। এক বর্ণনায় এসেছে : মাথা মুছে দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে আবু মাহযুরার কথা শুনে তিনি নিজের মাথার অগ্রভাগ মুছলেন।

এই হাদীসে ‘তারজী’ রয়েছে। মানে দ্বিতীয় বাক্য ও তৃতীয় বাক্যকে প্রথমে বলেছেন চারবার। আবার পরেও বলেছেন চারবার। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসে ‘তারজী’ নেই। এইজন্য ইমাম আহম (র) ‘তারজী’ করাকে সুন্নাত মনে করেন না।

৫৯৫- وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَبَاحَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْرَائِيلَ الرَّأْيِيُّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৫৯৫। হযরত হিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : ফজরের নামায ছাড়া কোন নামাযেই ‘তাছবীব’ করবে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী এই হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল মুহাদ্দিসদের মতে নির্ভরযোগ্য নন)।

ব্যাখ্যা : “তাছবীব” শব্দের অর্থ ঘোষণার পর ঘোষণা দেয়া। সতর্কের পর সতর্ক করা। উভয় ঘোষণারই লক্ষ্য এক। যেমন প্রথম ঘোষণায় মানুষকে নামাযের জন্য আসতে বলা উদ্দেশ্য হলে এই ঘোষণারও একই উদ্দেশ্য। এই “তাছবীব” কয়েক প্রকার। এক প্রকার হলো ফজরের নামাযের ‘আযানে’ ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলা। এই ‘তাছবীব’ এইজন্য যে, একবার ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ বলে মানুষদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলে মানুষদেরকে হুঁশিয়ার করলো। এই ‘তাছবীব’ হজুর কারীমের কালে প্রচলিত ছিলো। এটাই হলো সুন্নাত।

এরপর ‘কুফার’ আলেমগণ আযান ও তাকবীরের মধ্যবর্তী বিরতির সময় ‘হাইয়া আলাস ফালাহ’, ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলা চালু করলো। এরপর থেকে এক এক শ্রেণী এক এক ফিরক্বা নিজেদের প্রচলন অনুযায়ী কিছু না কিছু পদ্ধতি “তাছবীব”রূপে চালু করলো। কিন্তু এসব “তাছবীব” ফজরের নামাযের জন্যই চালু করা হয়েছে। কারণ ফজরের নামায তো নিদ্রা ও অলসতার সময়।

এরপর ওলামায়ে মোতআখখেরীন (শেষ যুগের আলেমগণ) সকল নামাযের জন্য এভাবে ‘তাছবীব’ চালু করেছেন এটাকে ইসতেহসান হিসাবে মনে করে। অথচ ওলামায়ে মোতআকাদ্দেহীন একে মকরুহ মনে করতেন। কারণ এ কাজ এহদাসের পর এহদাস এবং বেদাআত। হযরত আলী ও একাজকে অস্বীকার করেছেন। বর্ণনাটি এভাবে যে, এক ব্যক্তি ‘তাছবীব’ বলতো। তার ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিলেন এই বেদনামূলক মসজিদ থেকে বের করে দাও। হযরত ওমরের ব্যাপারেও একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন হযরত ওমরের উপস্থিতিতে মসজিদে এক

লোককে ফজরের নামাযে 'তাছবী' করতে শুনা গেলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। অন্যদেরকেও তিনি বললেন, 'তোমরা বেরিয়ে এসো। এই ব্যক্তির সামনে থেকো না। এই ব্যক্তি "বেদাআতী"।' <

৫৯৬ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالٍ إِذَا أَذْنَتْ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَأَقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْإِكْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شَرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقْرَأُوا حَتَّى تَرَوْنِي - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعَمِ وَهُوَ اسْنَادٌ مَجْهُولٌ

৫৯৬। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে বললেন, যখন আযান দিবে ধীর গতিতে (উচ্চ কণ্ঠে) দিবে। যখন ইকামত দিবে দ্রুত গতিতে নিচু স্বরে দিবে। তোমার আযান ও একাধতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি রাখবে যাতে খাবাররত লোক খাওয়া শেষ করতে পারে। পানরত লোক পান করা শেষ করতে পারে, পায়খানা পেশাবে রত লোক সে সবকাজ শেষ করতে পারে। আর আমাদের দেখা না পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না (তিরমিযী, তিনি বলেন, এই হাদীসকে আমরা আবদুল মোনয়েম ছাড়া আর কাহরা থেকে শুনিনি আর এর সনদ মজহুল-অজানা)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো আযান টেনে টেনে ধীর গতিতে উচ্চ কণ্ঠে দিতে হবে। আর ইকামত দিতে হবে দ্রুত গতিতে নিচু কণ্ঠে। আযান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু বিরতি থাকতে হবে। যাতে যে ব্যক্তি যে কাজে আছে তা সেরে এসে নামায ধরতে পারে। হাদীসের শেষ বাক্য "আমাদের আসতে না দেখলে তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে না", ইমাম আসার আগে দাঁড়িয়ে থাকতে কোন লাভ নেই। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একামতের শব্দ শুনার পর নিজ হজরা থেকে বেরতেন। ইকামত হাইয়া আলাস সালাহতে পৌছলে তিনি মেহরাবে প্রবেশ করতেন। এইজন্যই আমাদের ইমামগণের মত হলো, ইকামত হাইয়া আলাস সালাহ পর্যন্ত পৌছলে ইমাম ও মুজাদ্দীগণ দাঁড়িয়ে যাবেন। মোয়াজ্জিন "কাদ কামাতিস সালাহ" বললে ইমাম নামায শুরু করে দেবেন।

৫৯৭ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَذْنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَنْتُ فَأَرَاهُ بِلَالٌ أَنِّي يُقِيمُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا صَدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يَقِيمٌ - رواه الترمذی وأبو داؤد وابن ماجه .

৫৯৭। হযরত যিয়াদ ইবনে হারিস আস-সুদায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযের আযান দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি আযান দিলাম। এরপর (নামাযের সময়) বিলাল ইকামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সুদায়ী ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইকামতও দিবে (তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : যিয়াদ ইবনে হারিস সুদা বংশের লোক ছিলেন। তাই সুদায়ী বলা হতো। যে আযান দিবে সেই ইকামত বলবে। এটাই মোস্তাহাব। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মতে মোআজ্জিন ছাড়া অন্য কারো ইকামত দেয়া মকরুহ বলেন। ইমাম আবু হানিফার মতে মকরুহ নয়। তিনি বলেন, অনেক সময়ই হযরত উম্মে মাকতুম আযান দিতেন। হযরত বিলাল ইকামত বলতেন। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম সাহেব (র) বলেন, অমুআজ্জিন ইকামত দিতে চাইলে মুআজ্জিন থেকে অনুমতি নিবে। মোআজ্জিন না পেলে অমুআজ্জিনের আযান-ইকামত দেয়া ঠিক নয়। আবশ্যক হলে শুধু তা করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৯৮ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادَى بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ الْغَدْرَاءُ مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَتَنَادِ بِالصَّلَاةِ - متفق عليه .

৫৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা মদীনায় এসে একত্র হলে তারা নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন। সে সময় সকলে একত্র হতেন। কারণ তখনও নামাযের জন্য কেউ আহ্বান করতো না। একদিন এ ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ বললেন, খৃষ্টানদের মতো একটা ঘণ্টা বাজানো হোক। আবার কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটি শিঙ্গার ব্যবস্থা করা হোক। হযরত ওমর (রা) তখন

বলেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে মানুষকে নামাযের জন্য আহবান করছে পারো না? তখন হজুর সাদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! উঠো, নামাযের জন্য আহবান করো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : তখন নামাযের জন্য আহবান ছিলো কেউ একটু উচু ঝাংগায় দাঁড়িয়ে বলতো নামায প্রস্তুত, নামায প্রস্তুত। এরপর দ্বিতীয় মজলিসে আযানের বর্তমান প্রচলিত শব্দাবলীর মাধ্যমে আযান দিয়ে মানুষদেরকে জামায়াতে আনার সিদ্ধান্ত হয়। আদ্বাহ তাদের উপর রহম করুন।

৫৭৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لَجْمُ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يُحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّبِعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِهِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَالِقَ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَتَدْنِي صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوسِ .

৫৯৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাক্ক্ব ইবন আবদে রব্বিহি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য একত্র হতে যখন ঘণ্টা বানানোর নির্দেশ দিলেন (সেদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম : এক ব্যক্তি তার হাতে একটি ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আদ্বাহ বান্দা! তুমি কি এ ঘণ্টাটা বিক্রি করবে? লোকটি বললো, তুমি এই ঘণ্টা দিয়ে কি করবে? আমি

বললাম, আমরা এই ঘণ্টা কাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের জামায়াতে আসতে আহ্বান জানাবো। সেই ব্যক্তি বললেন; আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলে দিবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তুমি বলো, আল্লাহ আকবার হুতে শুরু করে আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত আমাকে বলে শুনালাম। এভাবে ইকামতও বলে দিলেন। ভোরে উঠে আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। যা স্বপ্নে দেখলাম সব তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যা স্বপ্নে দেখেছো তাকে বলতে থাকো। আর সে আযান দিতে থাকুক। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে জোড়ালো। অতএব আমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে বহুতে লাগলাম। আর তিনি আযান দিতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিজ বাড়ীতে হযরত ওমর (রা) আযানের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে একথা বলতে বলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ (অবু দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। তবে তিনি ঘণ্টার কথা উল্লেখ করেননি)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যাবাদের সমন্বয়ে মজলিসে বসে নামাযে একত্র করার জন্য কোন ব্যবস্থাতে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। পরে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শিঙ্গা বানানবার জন্য আদেশ দিতে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন যায়েদের স্বপ্নের কথা শুনে এই স্বপ্নের কথাগুলো দিয়ে নামাযের জন্য আহ্বান (আযান) জানাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই রাতে দশ থেকে চৌদ্দজন সাহাবা এই একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

৬০৬ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَصْرُ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَكَهُ بِرَجُلِهِ . رواه أبو

داؤد .

৬০৬। হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জন্য বেরুলাম। তখন তিনি যার নিকট গিয়েই যেতেন, নামাযের জন্য তাকে আহ্বান জানাতেন অথবা নিজের পা দিয়ে তাকে মেড়ে দিয়ে যেতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, কেউ যদি ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়ে দেয়া উত্তম। শব্দ করে ডেকেও জাগানো যায়। আবার পা, পা-হাত ধরে ঠেলে ঠেলেও জাগানো যায়।

৬০১ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤَذِّنُهُ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ .
رواه في الموطأ .

৬০১। হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে এ হাদীসটি পৌছেছে যে, একজন মুয়াজ্জিন হযরত ওমরকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকতে এসে তাকে ঘুমে পেলেন। তখন মুয়াজ্জিন বললেন, “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” (নামায ঘুম থেকে উত্তম)। তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে এই বাক্যটি ফজরের নামাযের আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন (মোয়াত্তা)।

ব্যাখ্যা : ফজরের আযানে “আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম” শুরু থেকেই প্রচলিত ছিলো। হযরত ওমরের কাল থেকে নয়। সম্ভবত ঘরে এসে ঘুমের অবস্থায় মুয়াজ্জিনের হযরত ওমরকে জাগানো তার ভালো লাগেনি। তাই তিনি বলেছেন, ‘এই বাক্য ফজরের নামাযের জন্য আযান দেবার সময় ওখানে যোগ করতে হয়। এই ঘরে নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন প্রকৃত ব্যাপার কি?।

৬০২ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُجْعَلَ اصْبَعِيْنِ فِي أذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لَصَوْتَكَ - رواه ابن ماجة .

৬০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে আশ্বার ইবনে সা'দ (রা.) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) ছিলেন মসজিদে কুবায় হজুর সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিন। রাসূলুল্লাহ সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে (আযানের সময়) তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এইভাবে (আঙ্গুল) রাখলে তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু হবে (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হযরত সা'দ (রা.) মসজিদে কুবায় মুআজ্জিন ছিলেন। হজুর সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হজুর সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত মদীনায়ে হযরত বিলালের পক্ষ অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। তিনি হজুরের বিরহে কাতর হয়ে শাম দেশে চলে যান। তখন মসজিদে কুবা হতে চেক্রে এনে হযরত সা'দ (রা.)-কে মদীনায়ে মসজিদে নববীতে আযান দেয়ার জন্য হযরত আবুবকর (রা.) নিয়োগ দেন। আমৃত্যু হযরত সা'দ (রা.) এই দায়িত্ব পালন করেন।

আযানের সময় কানে আকুল দিলে শব্দ সুউচ্চ হয় এই হাদীস থেকে একথাও জানা গেলো।

৫ - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَاجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

৫-আযান ও আযানের জবাব দানের মর্যাদা

৬০৩ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم .

৬০৩। হযরত মোয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উচু গলা সম্পন্ন লোক হবে মুআজ্জিনগণ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মুআজ্জিনগণের মর্যাদা বুঝাবার জন্য রূপক উপমার মাধ্যমে মুআজ্জিনের সবচেয়ে দীর্ঘ ঘাড়ের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা দুনিয়াতে আযান দিয়েছে তারা অধিক মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মুআযযিনগণ কিয়ামতের দিন নেতা হবেন। কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন তারা অনেক বেশী সওয়াবের আশাবাদী হবেন। কারণ কেউ যখন কোন কিছু চায় গলা-লম্বা করে তা চায়। আবার কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে মুআজ্জিনদের বড় কদর ও মর্যাদা হবে।

৬০৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّشَوُّبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ لَا يَذْكُرُ كَمْ صَلَّى - متفق عليه .

৬০৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের জন্য আযান দিতে থাকলে, শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালান ও বায়ু ছাড়তে থাকে। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত শুরু হয়

পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। ইকামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। নামাযে মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে, অমুক জিনিস স্মরণ করো। অমুক জিনিস স্মরণ করো। যে সব জিনিস তার মনে ছিলো না সব ভুলে তার মনে উদয় হয়ে যায়। বাজে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আর বলতে পারে না কত রাকাত নামায পড়া হয়েছে—(বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : শয়তানের বায়ু হাড়ার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, এটা একতই সত্য। কারণ শয়তানেরও দেহ আছে। কাজেই এটা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। গাধার উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে দিলে বোঝার চাপে বায়ু বের হতে থাকে। আযানও শয়তানের উপর এক বিরাট ভারী বোঝা। আযানের ভয়ে পালাতে পালাতে তারও এ ভয়ে বায়ু বের হয়।

কেউ কেউ বলেন, আযান দেয়া শুরু হলে শয়তান থেকে এক রকম শব্দ বের হয়। এ শব্দের কারণে তার কানে আযানের শব্দ পৌছায় না। এই শব্দটি শয়তানের হবার কারণে ঘৃণা-বিতর্কায় এই শব্দটিকে বায়ু বলা হয়।

শয়তান একজন নামাযীর মনে নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা ও খটকার সৃষ্টি করে। এই খটকা সৃষ্টির কারণে সে নামাযে মনোযোগী হতে পারে না। খুশ-খুজুর ভাবধারা আনতে পারে না।

৬০৫ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى .

৬০৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সন্তানুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মানুষ বা জিন অথবা অন্য কিছু যত দূর পর্যন্ত মুআযযিনের আযানের ধ্বনি শুনবে সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে—(বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘মাদা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ শেষ সীমা, শেষ প্রান্ত অর্থাৎ আযানের শব্দ দূরে যেতে যেতে, দূরের শেষ প্রান্তে আযানের কোন শব্দ বুঝা যায় না। এই সীমার মধ্যে মানুষ, জিন, পশু-পাখী যারা এই শব্দ শুনবে তারা মুআযযিনের এই খিদমত ও তার ইমানের সাক্ষ্য দেবে।

৬০৬ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ

صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ
قَالَتْهَا مَثَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ
فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشُّفَاعَةُ - رواه مسلم .

৬০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মুআযযিনের আযান শুনে তার জবাবে সেই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। আযানশেষে আমার উপর দুরুদ ও সালাম পড়বে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পড়বে এর পরিবর্তে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওসীলা' হলো জান্নাতের একটি উঁচু শ্রেণীর স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবেন। আর আমার আশা এই বান্দাহ আমিই হবো। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা'র দোয়া করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আযানে মুআযযিন যে বাক্য বলবে প্রতিউত্তরে ঠিক তাই বলবে। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এবং ফজরের নামাযের 'আস-সালাতু খাইরুম-মিনান-নাওম' ছাড়া। যার বর্ণনা পনের হাদীসে আসবে। আল্লাহর নিকট 'ওসীলা' প্রার্থনারও নিয়ম পরে আসবে।

٦٠٧ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيُّ الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم .

৬০৭। হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুআযযিন যখন "আল্লাহ আকবার" বলে তখন ভক্তদের কেউ যদি (উত্তরে) অন্তর থেকে বলে, আল্লাহ আকবার" আল্লাহ

আকবার”; এরপর মুআযযিন যখন বলে, “আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,” সেও বলে, “আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর মুআযযিন যখন বলে, “আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুদ্বাহ,” সেও বলে “আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুদ্বাহ,” তারপর মুআযযিন যখন বলে, হাইয়া আলাস সালাহ, সে তখন বলে, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”; পরে মুআযযিন যখন বলে, ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’, সেও বলে, “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার” এরপর মুআযযিন যখন বলে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,” সেও বলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,” সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলের শিখানো পদ্ধতি ও শব্দমালাই হলো আযানের জবাব। এই জবাব দেয়া ওয়াজিব। কারো কারো মতে মুস্তাহাব।

৬০৮ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخاري

৬০৮। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে (ও এর জবাব দেওয়ার পর) এই দোয়া পড়ে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। দোয়া হলো : “হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান কর ওসীলা, সুমহান মর্যাদা ও প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও তাঁকে (মাকামে মাহমুদে), যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ”। কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য আমার শাফাআত আবশ্যকীয়ভাবে হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই দোয়াকে আযানের দোয়া বলা হয়েছে। কারণ ‘আযান’ মানুষকে নামায ও আল্লাহর জিকিরের দিকে আহবান জানাচ্ছে। নামাযকে ‘কায়েমাহ’ বলা হয়েছে। কারণ এই নামায স্থায়ী, শাস্ত। কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। “ওয়াল ফাজিলাতা”র পর “ওয়াদ-দারুজ্জাতার রাফিআতা” শব্দগুলো পড়া হয়, কিন্তু এ শব্দগুলো হাদীসে কোন বর্ণনায়ই উল্লেখিত হয়নি।

বায়হাকীর বর্ণনায় “ওয়াদুততাহ”র পর “ইল্লাকা লম-তুখলিফুল মিয়াদ” উল্লেখ হয়েছে।

‘মাকামে মাহমুদ’ হলো ‘শাফায়াতে ওজমার’ স্থান। এই জায়গায়ই হজুর সাদ্দাতুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন ওনাইগারদের ‘শাফাআত’ করার জন্য অবস্থান করবেন।

হাশরের ময়দানে সব জায়গায় ‘নাফসি’ ‘নাফসি’ ‘আম্মার জীবন বাঁচাই’, ‘আম্মার জীবন বাঁচাই’ এই রোল উঠবে। মানুষ হিসাব-কিতাবের পেরেশানীকে লিও থাকবে। হাশরের ময়দানের কঠোরতা ও বিপন্নতায় দিশেহারা হয়ে পড়বে। শাফাআতের জন্য সকলে নবী-রাসূলদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করবে। কিন্তু সকলেই নিজের জান বাঁচাবার জন্য থাকবেন ব্যাকুল। শাফায়াত করার সাহস কেউ করবেন না। বলবেন, তোমরা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাদ্দাতুহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তাঁর আগের পরের সকল স্তম্ভ আদ্বাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার রাখেন। সকলে শেষ নবীর কাছে দৌড়িয়ে যাবেন। আদ্বাহর শ্রিয় শেষ নবী মুহাম্মাদ সাদ্দাতুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদ্বাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যাবেন। মানুষের জন্য ‘শাফাআত’ করবেন। এই সময় সকলের মুখেই তাঁর প্রশংসার কথা শুনা যাবে। আদ্বাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। শানে মুহাম্মাদীর প্রকাশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

হাদীসে উল্লিখিত “আদ্বাজি ওআদতাহ”-যার তুমি ওয়াদা তাঁকে দিয়েছো” কুরআনের এই আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“আশা করা যায়, (হে মুহাম্মাদ) আদ্বাহ আপনাকে মাকামে মাহমুদে (শাফায়াত জায়গায়) স্থান দিবেন”। অর্থাৎ অচিরেই আদ্বাহ আপনাকে হাশরের ময়দানে বিপন্নদের সুপারিশকারী বানিয়ে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

৬০৯ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبِرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَلَا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنَ النَّارِ فَظَرُّوا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَاغِي مِعْزَى - رواه مسلم

৬০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাতুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেনাধাহিনী নিয়ে কোথাও যখন যেতেন ভোরে শত্রুদের উপর) আক্রমণ চালাতেন। ভোরে তিনি কান পেতে আযান শুনার অপেক্ষায়

প্রাক্রমণ করতেন। (যে জায়গায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা হতো) ওখান থেকে আযানের ধ্বনি কখন ক্রমে আসলে আক্রমণ করতেন না। আর আযানের ধ্বনি কানে ভেসে না আসলে, আক্রমণ করতেন। একবার তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্য রওনা হয়ে যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় তিনি এক ব্যক্তিকে আব্বাহ আকবার, আব্বাহ আকবার বলতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, ইসলামের উপর আছে (কারণ আযান মুসলমানরাই দেয়)। এরপর ওই ব্যক্তি বললো, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আব্বাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই), হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলে। সাহাবীগণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আম্বাবদানকারী বকরীর পালের রাখাল (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যে মুহাম্মাদ হজুর অভিযান চালাতেন, আগে যাচাই-বাছাই করে নিতেন তারা মুসলমান কি না। এই যাচাইর উপায় হিসাবেই তিনি ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ওখান থেকে আযান শুনা যায় কিনা। আযান শুনা গেলেই তিনি বুঝতেন এটা মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লা। কাজেই ওখানে আর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না। আর তা না হলেই আক্রমণ করতেন। ভোরের সময়ই আযান ধ্বনি স্পষ্টভাবে কানে এসে পৌঁছে। তাই যাচাইর জন্য এটাই মোক্ষম সময়।

কাজেই বুঝা গেল, আযানই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রতীক। ইমানের লক্ষণ। এজন্যই ফিকাহবিদদের মত হলো, আযান শরীয়াতে সুন্নাত হলেও এর গুরুত্ব অপরিমিত। দলবদ্ধভাবে কোন এলাকায় আযান ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত, যে পর্যন্ত আযান চালু না করে।

৬১ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِإِسْلَامِ دِينَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ - رواه مسلم .

৬১০। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুহাম্মাদবিনের আযান শুনে এই সোহরা পড়বে, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু ওয়াআশহাদু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ আবদুহু ওয়াহুদাহু, রাবিতু বিলাহে রব্বান ওয়াবিল ইসলামি দীন ওয়া বিহুদায়াদিন রাসূলান”, (“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আব্বাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাহর বান্দা ও রাসূল, আমি আব্বাহকে রব, দীন

হিসাবে ইসলাম, নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামি ও মানি”) এর উপর আমি সন্তুষ্ট, তার সব শুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই দোয়াটি আযান চলা অবস্থায় পড়া যায়। আযান দেয়া শেষ হবার পরও পড়া যায়। তবে আযানশেষে পড়াই বরং উত্তম। তাহলে আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হবে না।

৬১৬ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ كُلِّ إِذْنَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ إِذْنَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ .
متفق عليه .

৬১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায আছে। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন : এই নামায এই ব্যক্তির জন্য যে পড়তে চায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : দুই আযানের অর্থ হলো, আযান ও ইকামত। অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া খুবই সফলতা ও সৌভাগ্যের কাজ। এই সময়ে সুন্নাত ও নফল নামায যত বেশী পড়া যায় ততই উত্তম। এইজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যটি একাধিকবার বলেছেন দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৬১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ
ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ - رواه أحمد
وابو داؤد والترمذی والشافعی وفي أخرى له بلفظ المصاحب .

৬১৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম জিহাদদের আর মুআযযিন আমানতদার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে হিদায়াত দান করো। আর মুআযযিনদেরকে মাফ করে দাও” (আহমাদি, আবু দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী। ইমাম শাফেয়ী মাসাবিহের শব্দে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

নামায : ইমাম আমিন ও জিহাদার। মুক্তাদির নামায, কিরামাত, রুকু, সিজদা সব আরকান আদায় হওয়া ইমামের উপর নির্ভর করে। এসব সুচারুরূপে হলো কিনা তার প্রতি সতর্ক থাকা তার দায়িত্ব। নামাযের সব বোঝা ও দায়দায়িত্ব তার কাঁধে তিনি তুলে নেন। তিনি নিয়তের সময় ঘোষণা দেন : যারা নামায পড়ার জন্য একত্র হয়েছে আমি তাদের সকলের দায়িত্বশীল নেতা। নামায ভালো ও সহীহ হলে তো ভালো। না হলো সব জবাবদিহিতা আমার। এই দায়িত্ব তাকে সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

আর মুআযযিন হলো আমানতদার। সহীহ সময়ে আযান দেয়া। মানুষকে মসজিদে সঠিক সময়ে আযান দিয়ে নিয়ে আসা। আযানের শব্দ শুনে মানুষ সারা দিন ক্লোয়া রাখার পর ইফতার করে। এসব কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করার আমানত তার উপর। কাজেই মুআযযিনগণ তাদের উপর অর্পিত এই আমানত পালন করবে। এর বিনিময়ে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

৬১৩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجه .

৬১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি (পারিতোষিক ও বিনিময়ের লোভ বাদ দিয়ে) শুধু সওয়ার লাভের আশায় সাত বছর পর্যন্ত আযান দেয় তার জাহান্নামের মুক্তি লিখে দেয়া হয় (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

৬১৪ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَأْيِي غَنِمَ فِي رَأْسِ شَظِيَةِ الْجَبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْظِرُوا لِي عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ - رواه ابو داؤد والنسائي .

৬১৪। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার রব সেই মেঘপালক রাখালের উপর খুশী হন, যে একা পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য আযান দেয় ও নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা সে সময় তার ক্ষেত্রশতাপণকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি তাকও। সে আমাদের ভয় করে (এই পর্বত চূড়ায়) আযান দেয় ও

নামায পড়ে। তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং আল্লাহতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম (আবু লাউদ ও নাসারী)।

ব্যাখ্যা : মেষপালক রাখাল লোকালয় হতে দূরে বহু দূরে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেষ-ছাগ চরায়। নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে নামায পড়ে ও আল্লাহ-রাসুলের নাম উড়ীন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

ইবনে মালিক (র) বলেন, ওই স্থানে তার আযান দেবার ফলে ফেরেক্স জিনসহ আল্লাহর মাখলুক নামাযের সময় সন্ধে অবগত হয়। তাছাড়া তার আযানের খনিসহ এর রেশ যতদূর পৌছেছে তার মাগফিরাত কামনা করে।

৭১৫ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ

عَلَى كُتُبَانِ الْمَسْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ أَمَّ

قَوْمًا وَهُمْ بِوَكَضُوءٍ وَرَجُلٌ يُتَادَى بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب .

৬১৫। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তি 'মিশকের' টিলায় থাকবে। প্রথম ওই গোলাম যে আল্লাহর হুক আদায় করে নিজের মনিবেরও হুক আদায় করেছে। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে মানুষের নামায পড়ায়, আর মানুষরা তার উপর খুশী। আর তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে দিনরাত সব সময় পাঁচ বেলা নামাযের সময় আযান দিয়েছে (তিরমিযী এবং তিরমিযী এই হাদীসকে "গরীব" বলেছেন)।

ব্যাখ্যা : 'আব্দ' অর্থ মালিকানাধীন মানুষ। এর অর্থ গোলাম হতে পারে, দাস-দাসীও হতে পারে। আল্লাহর সব ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমতো আদায় করে সে তার সুনিয়াম মনিবের তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

মুজাদিগণ ওই ইমামের উপরই সন্তুষ্টি থাকে যে ইমাম তাদের নামায সুন্দরভাবে পড়ান, ফরয-ওয়াজেবসহ সব আরকানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সুন্দরভাবে কিরাত পড়ান। এমন ইমামের উপর মুজাদীগণের খুশী ও তার প্রতি-শ্রদ্ধাশীল থাকাই স্বাভাবিক।

এরপর মুআযযিন। তিনি তার উপর অর্পিত আমানত ঠিকভাবে পালন করে। এই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ মিশকের টিলায় স্থান দিবেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের সুনিয়াম ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়েছেন। এইজন্য আল্লাহ তাদের সুগন্ধি এই পাহাড়ে রাখবেন, অন্যদের চেয়ে মর্যাদার পার্থক্য করার জন্য।

১১৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ يُعَقِّرُ لَهُ مِثْلِي صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَنَاسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعَشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه وروى النسائي الى قوله رطب وناس وقال وله مثل اجر من صلى

৬১৬। ইয়রত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুআযযিন, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার আযানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ্য দেবে প্রতিটা সজীব ও নিজেঁর জিনিস। যে নামাযে উপস্থিত হবে, তার জন্য প্রতি নামাযে পঁচিশ নামাযের সওয়াব লিখা হবে। মাফ করে দেয়া হবে তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলো (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। কিন্তু নাসায়ী, এতোক সজীব নিজের পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি আরো বলেছেন, তার জন্য সওয়াব রয়েছে যারা নামায পড়েছে তাদের সমান।

১১৭ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأُضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى إِذَاكَ اجْزَأ - رواه احمد وابو داؤد والنسائي

৬১৭। ইয়রত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম নিযুক্ত করে দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তাদের ইমাম। তবে ইমামতের সময় তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো। একজন মুআযযিন নিযুক্ত করে নিও, যে আযান দেবার বিনিময়ে পরিশ্রমিক গ্রহণ করবে না (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : ইমামদের আলেম হতে হবে। বুদ্ধিজীবী সম্পন্ন হতে হবে। সাধারণ জনের মালিক হতে হবে। তাহলে পূর্ব দিক বিবেচনা করে ইমামতি করতে পারবে। মানুষও মর্যাদার চোখে দেখবে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়রত ওসমানকে এখানে বলে দিয়েছেন, হত্যার মসজিদের আওয়াজ সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি (অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার প্রতি) লক্ষ্য যদি রাখতে পারো তবেই তুমি ইমাম। অর্থাৎ নামায দীর্ঘ করবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক আলেম তা করেন না। বিশেষ করে জুমার প্রায় এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময়

আমাদের ইমামগণ নামাযে ব্যয় করেন। অনেক কথা বলেন। প্রয়োজনীয় কথাই বলেন। কিন্তু এরপরও নামায আরো কম সময়ে পড়ানো যায়। যারা বৃদ্ধ অসুস্থ তারা তো এত দীর্ঘ সময় উকু রাখতেই পারেন না। ইমামদের হুকুমের নামায ও নামাযের ব্যাপারে হুকুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আযান ও ইমামতির জন্য বিনিয়ম না নেয়া উত্তম। তবে এলাকাবাসীর তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৬১৮ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ "اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَأَدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاعْفِرْ لِي" - رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبير

৬১৮। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাগরিবের আযানের সময় এই দোয়াটি পড়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন :

“হে আল্লাহ! এই আযানের ধ্বনি তোমার রাতের আগমনবার্তা দিনের বিদায় ধ্বনি এবং মুম্বাযযিনের আযানের সময়। তুমি আমাকে কমা করো” (আবু দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কবির)।

ব্যাখ্যা : আযানের জবাব তো মুম্বাযযিনের আযান চলার সময় তার সাথে সাথে দিতে হয়। মুম্বাযযিন লজ্জা করে টেনে আযান দেন। তাই এই শিখানো দোয়া আযান কানে আসার সাথে সাথে পড়ে ফেললেই আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আযান শেষে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। প্রথমে প্রচলিত দোয়া পড়বে। এরপর এই দোয়া।

৬১৯ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَلَغَ أَحَدٌ فِي الْإِقَامَةِ ثَلَاثًا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الظُّلَّةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كُنْ حُرٍّ حُرٌّ عُمَرُ فِي الْأَذَانِ - رواه أبو داود

৬১৯। হযরত আবু উমামা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী বলেন, একবার বেলাল ইকামত দিতে শুরু করলেন। তিনি কাদ কাদাতিস সাবাহ বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকামহাদ্দাহ ওয়া আদামাহা (আল্লাহ নামাযকে কামেয় করেন ও একে চিরস্থায়ী

করুন)। বাকী সব ইকামতে ওয়র (রা) বর্ণিত হাদীসে আযানের জবাবে বৈধ প উল্লেখ রয়েছে সেরূপই বললেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আযানের জবাবের মতো ইকামতের জবাব দিতে হয়। আযানের সব বাক্যেরই জবাব আপনার হাদীসগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। আযানের চেয়ে একটি বাক্য ইকামতে বেশী আছে। তা হলো, “কাদ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস সালাহ। এই বাক্যটির জবাব ইকামতে বলতে হবে : “আকামাহুয়াহ ওয়া আদামাহা”।

৬২০ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤَدُّ

الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - رواه أبو داؤد والترمذی .

৬২০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আদ্বাহ পাকের দরবার হতে ফেরত দেয়া হয় না (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : আদ্বাহ তাআলা তো পরম দয়ালু ও মেহেরবান। সব সময়ই তিনি তাঁর বান্দাদের আবেদন-নিবেদন শুনে, দোয়া কবুল করেন। আদ্বাহর রাসূল এখানে আযান ও ইকামতের মাঝখানের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় আদ্বাহ পাকের দরবারে কোন বান্দা তার যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করবে আদ্বাহর দরবার থেকে তা কবুল করা সম্ভব ফিরে আসে না। এ সময়টা বিশেষভাবে দোয়া কবুলের সময়। তাই দীন-দুনিয়ার মনোবাঞ্ছা, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আদ্বাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

৬২১ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَنَتَانِ لَا تُرَدُّنِ أَوْ قَلْعَانِ تُرَدُّانِ الدُّعَاءُ عَفْدُ النِّدَاءِ وَصَدَّ النَّاسَ حِينَ يُلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِي رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ - رواه أبو داؤد والبيهاقمى إلا أنه لم يذكر وَتَحْتَ الْمَطَرِ .

৬২১। হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা (তিনি বলেছেন) কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়ের দোয়া ও ফজরের সময়ের দোয়া, যখন পরস্পর কাটাকাটি, মাঝমাঝি আরম্ভ হয়ে যায়। আর এক বর্ণনায় আছে বৃষ্টির নিচের দোয়া (আবু দাউদ, দারিমী)। তবে দারিমীর বর্ণনায় “বৃষ্টির নিচের” কথাটুকু উক্ত হয়নি।

ব্যাখ্যা : যখন মানুষের বৃষ্টির খুব প্রয়োজন তখন যদি বৃষ্টি হয় তবে তা হবে আল্লাহর রহমাত ও বরকতের নিদর্শন। তাই সেই রহমত ও বরকতের সময়ও আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হয়। এ সময়ও দোয়া করা যেতে পারে।

৬২২ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتُمْ فَسَلْ تَعَطَّ - رواه أبو داؤد .

৬২২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আযানদানকারীরা তো আমাদের চেয়ে মর্যাদায় বেড়ে যায়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা যেভাবে বলে তোমরাও তাদের সাথে সাথে সেভাবে বলে যাও। আর আযানের জবাব শেষে যা খুশী তাই আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও আযানের জবাবের শুরুত্ব ও ফযীলাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুআযযিন আযান দিয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। বেশী সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা হজুরকে জানালে তিনি বললেন, মোআযযিন যা বলে, তোমরাও জবাবে তা বলো। সওয়াব সমান হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৬২৩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ قَالَ الرَّأْوِيُّ وَالرُّوحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا - رواه مسلم .

৬২৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে তখন সে “রাওহা” না পৌঁছা পর্যন্ত ভাগতে থাকে (অর্থাৎ অনেক দূরে চলে যায়)। বর্ণনাকারী বলেন, “রাওহা” নামক স্থানে মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নামাযের জন্য আযান দেবার সময় আযানের শব্দ শুনে শয়তানের দল পাল্লাতে গুরু করে এবং বহু দূরে চলে যায়। এখানে ‘রাওহা’ নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে যা মদীনা হতে বেশ দূরে। তৎকালে এটা একটা দূরবর্তী স্থান ছিলো। দূরের প্রতীকি শব্দ হিসাবে রাওহা ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে বেশ দূরত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য।

৬২৪ - وَهَنَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي قُصَّاصٍ قَالًا أَنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذَا دُنَّ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كُنَّا قَالًا مُؤَذِّنُهُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ - رواه أحمد .

৬২৪। হযরত আব্বাকাস ইবনে আবু ওয়াহাস (ক) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মোয়াবিয়ার নিকট ছিলাম। তার মুআযযিন আযান দিচ্ছিলেন। মুআযযিন যেভাবে (আযানের বাক্যগুলো) বলছিলেন, মুয়াবিয়াও ঠিক সেভাবে বাক্যগুলো বলতে থাকেন। মুআযযিন “হাইয়া আলাস সালাহ” বললে মুআবিয়া বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”। মুআযযিন “হাইয়া আলাস ফালাহ” বললে হযরত মুআবিয়া বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম”। এরপর আর বাকীগুলো তিনি তা-ই বললেন যা মুআযযিন বললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আযানের জবাবে) এভাবে বলতে শুনেছি (আহমাদ)।

৬২৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه النسائي .

৬২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বেলাল দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল চুপ করলে (আযান শেষ হলে) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এর মতো বলবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : আযানের মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আযানের জবাব দিবে সে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে খালিস ইমানের পরিচয় দিলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬২৬ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهُدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا - رواه أبو داود .

৬২৬। হযরত স্যামেশা রাদিনায়াহু আনহা হতে বর্ণিত + তিনি বলেন, হজুর সাদ্দায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআযযিনকে, আশহাদু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” ও “আশহাদু আলা মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ” বলতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন, ‘আর আমিও’ ‘আর আমিও’ (ইবনে মাজাহ)।

৬২৭ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَذْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ أَقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً - رواه ابن ماجة :

৬২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত + তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সাতো বার পবিত্র আযান মেনে তার জন্য জান্নাত অবশ্য্যকারী। তার প্রতি আযানের বিবিধ প্রতিদিন তার আমলদারায় ষাটটি সেরী ও প্রত্যেক ইকামতের পরিতর্কে ত্রিশ সেরী লেখা হয় (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : আযানের তুলনায় ইকামতের সাওয়ার অধিক। এর তাৎপর্ষ্য সম্বন্ধে এই যে, আযান উচ্চকরে বাইরে খোলা মসজিদে হয়। চারিদিকের সকল মানুষে শুনে এবং প্রচার বেশী হয়। আর ইকামত মসজিদের সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সংখ্যক লোকদের মাঝে হয়। তাছাড়া ইকামতের তুলনায় আযানে অপেক্ষাকৃত কষ্ট বেশী।

৬২৮ - وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤَمِّرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذْنِ الْمُغْرَبِ - رواه البيهقي

في الدعوات الكبير .

৬২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের সময় দোয়া করার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে (বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

ব্যাখ্যা : এর আগে ৬১৮ হাদীসেও মাগরিবের নামাযের সময় দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দোয়াটিও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও মাগরিবের পর দোয়া করার কথা উল্লেখ হয়েছে। সম্ভবত সেই দোয়াটি এখানেও করার কথা বলা হয়েছে।

৬-بَابُ تَأْخِيرِ الْإِذَاكَ

৬-বিলম্বে আযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

৬২৭ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالَ يُنَادِي بِلِيلٍ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ - متفق عليه -

৬২৮। হযরত ইবনে ওমর (রা) ইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেলাল রাত থাকতে আযান দেন। তাই তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান না দেয়া পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করতে থাকবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) অন্ধ ছিলেন। 'ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে' তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৩- 'সুবহে সাদেকের' আগ পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়। হযরত বিলাল (রা) 'সুবহে সাদেকের' আগেই আযান দিতেন। এতে এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন ছিলেন দুইজন। একজন আযান দিতেন 'সুবহে সাদেকের' আগে রাত থাকতে। তিনিই ছিলেন হযরত বেলাল। সম্ভবত তার আযান ছিলো তাহাজ্জুদের নামায ও রমযানের সাহরী খাবার জন্য। আর দ্বিতীয় মুআযযিন ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি ফজরের নামাযের আযান দিতেন। অন্ধ হওয়ার কারণে, কেউ আযানের সময় হয়ে গেছে বলে দিলে, তিনি আযান দিতেন। আর নামাযের ওয়াক্ত হবার আগে আযান দিতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই কারণে ইমাম শাফেরী (র) ফজরের নামাযের জন্য দুইজন মুআযযিন রাখা সুন্নাহ বলেছেন। একজন ফজরের আগে শেষ আধা রাতে আযান দেবার জন্য। আর দ্বিতীয়জন ফজরের প্রথম ওয়াক্তে আযান দেবার জন্য। হানাফী ইমামগণ বলেন, প্রথম মুআযযিন সাহরী ও তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য আযান দিতেন, ফজরের নামাযের জন্য নয়। কারণ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান দিতে নিষেধ করেছেন। তাই হানাফী মাযহাবে ফজরের নামাযের জন্য সময় হবার আগে আযান দেয়া জায়েয নেই।

৬৩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانٌ بِلَالٌ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُّ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَّ فِي الْأَفْقِ - رواه مسلم ولفظه للترمذی .

৬৩০। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেলাগের আযান ও সুবহে কায়েব তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হতে যেনো বিরত না রাখে। কিন্তু সুবহে সাদেক যখন দিগন্তে প্রসারিত হয় (তখন আবার-দাবার ছেড়ে দেবে) (মুসলিম ও তিরমিযী, মূল পাঠ তিরমিযীর)।

ব্যাখ্যা : রাতের সর্বশেষাংশে পূর্বাকাশে প্রথমে যে সাদা রং উপরের দিকে লম্বা হয়ে ভেসে উঠে আবার কিছুক্ষণ পর বিলীন হয়ে যায় তাই সুবহে কায়েব। এরপর আর একটি সাদা রং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে উঠে। কিন্তু বিলীন হয় না, বরং আস্তে আস্তে সাদা হতে হতে ভোর হয়ে যায়। এটাই সুবহে সাদেক। সুবহে সাদেক দেখা দিলেই সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হয়।

৬৩১ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَلَا ذَنَا وَلَا عَيْنِمَا وَلْيُؤَمِّكُمَا أَكْبَرُكُمَا - رواه البخاري .

৬৩১। হযরত মালিক ইবনুল হোয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সফরে গেলে আযান দিবে ও ইকামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড়ো সে তোমাদের ইমামতি করবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল উত্তম ব্যক্তি নামায পড়বার যোগ্য। আর আযান দেবার জন্য এমন যোগ্যতা বা বাছাবাছির প্রয়োজন নেই। তবে আযানের জন্য উত্তম লোক হওয়া উত্তম।

৬৩২ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ - متفق عليه .

৬৩২। হযরত মালিক ইবনুল হোরাইরিস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা নামায পড়বে যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যয়সে বড় সে তোমাদের নামাযের ইমামতি করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৩৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْكُرَى عَرَسَ وَقَالَ لِبَلَالٍ أَكَلْنَا لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوجِّهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتَيْقَاطًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ بِلَالٍ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقتَادُوا وَرَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَن نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي - رواه مسلم .

৬৩৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষায়েবার যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় রাতে পথ চলছেন। এক সময়ে ঘুমের তন্ময় আচ্ছন্ন হলে শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বেলালকে বলে রাখলেন, নামাযের জন্য রাতে লক্ষ্য রাখতে। এরপর বেলাল, তার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে রইলেন। ফজরের নামাযের সময় কাছাকাছি হয়ে আসলে বিলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে নিজের উটের গায়ে হেলান দিলেন। ফলে বেলালকে অর চোখ দুটো পরাজিত করে ফেললো (অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন)। অথচ তখনো বিলাল উটের গায়ে হেলান দেয়েই আছেন + না হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম

থেকে জাগলেন, না বিলাল জাগলেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের কেউ, যে পর্যন্ত না সূর্যের তাপ তাদের গায়ে লাগলো। এরপর তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, হে বেলাল! (কি হলো তোমার)। বেলাল জবাবে বললেন, হুজুর! আমাকে যে পরাজিত করেছে সে পরাজিত করেছে আপনাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে চলো। তাই তাদের উটগুলো নিয়ে কিছু সামনে এগিয়ে গেলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন। বিলালকে তাকবির দিতে আদেশ করলেন। বিলাল তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি তাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে হুজুর বললেন, নামাযের কথা ভুলে গেলে যখনই তা মনে পড়বে তখনই পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'নামায কায়ম করো আমার স্মরণে' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে বুঝা গেল 'কাজা' নামাযের জন্য আযান দিতে হয় না। ইকামত দিয়ে নামায পড়লেই চলবে। ইমাম শাফেয়ীর মত এটাই। ইমাম আযয আবু হানিফা (র)-র মত হলো 'কাজা' নামাযের আযান দিতে হয়, দেয়া সুন্নাত। আবু দাউদ প্রভৃতির বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে রাবী এখানে আযানের উল্লেখ করেন নি। মূলত প্রথমে 'আযান দিয়ে পরে একামাত দিলেন'।

৬৩৬ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ - متفق عليه .

৬৩৬। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন নামাযের জন্য একামত দেয়া হবে, তোমরা আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

ব্যাখ্যা : মুআযযিন 'হাইয়া আল্লা ফালাহ' বল্য পর্যন্ত নামাযের উদ্দেশ্যে আগত মুসল্লিগণ বসে থাকতে পারেন। তবে সারি সোজা করার জন্য আগে উঠে নিলে ভালো। এরপর আর বসে থাকা যায় না। তবে ততক্ষণেও ইমাম না আসা পর্যন্ত বসে থাকাই উচিত।

৬৩৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُواهَا تَسْعُونَ وَآتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا - متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ

أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهَرَفَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ
الْفَصْلِ الثَّانِي.

৬৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের ইকামত দিতে শুরু হলে তোমরা দৌড়িয়ে আসবে না, বরং শান্তভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে তাই পড়বে। আর যা ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে (বুখারী ও মুসলিম)। তবে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ নামাযের জন্য বের হলে তখন সে নামাযেই থাকে”। কাজেই দৌড়বার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা : মূলত নিয়ম হলো নামাযের আযান হবার পরপরই নামাযের জন্য তৈরি হওয়া। নামায শুরু হবার আগেই প্রশান্তির সাথে পাণ্ডিত্য সহকারে মসজিদে প্রবেশ করা। উজু ও মসজিদে প্রবেশ করার জন্য শুকরিয়াস্বরূপ দুই রাকাত সন্ধ্যা থাকলে পড়বে, এরপর ইমামের সাথে ধীরে সুস্থে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে।

নামাযের জন্য মসজিদে যেতে দেরী করলেই তাড়াহুড়া করতে হয়। ইকামত শুরু হা শেষ হবার পর ইমাম তাকবীর তাহরীমা বেঁধে ফেলার পর রাস্তা থেকে আওয়াজ শুনে তখন অনেকে দৌড়াতে শুরু করে।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাবার পর দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে যাওয়া য়না। এতে অনেক সময় দৌড়াতে গেলে উজুও নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা হয়।

নামাযে ‘তাকবীরে তাহরীম’ পাওয়া খুবই সওয়াবের ব্যাপার। তাই এই ‘তাকবীরে উলা’ ধরার জন্য দৌড়ানো জায়েয কিনা এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এ অবস্থায় তা জায়েয। কারণ হযরত ওমর একবার ‘জান্নাতুল বাকীতে’ ছিলেন। মসজিদে নববীতে তাকবীর শুনে তিনি দৌড়িয়ে মসজিদে এসেছেন।

আর কোন আলেম এটাকে ঠিক মনে করেন না। এই হাদীস তাদের দলীল। তাদের মত হলো, ধীরে-সুস্থে স্বাভাবিক গতিতেই মসজিদে আসবে। সামান্য যা ইমামের সাথে পাবে পড়বে। ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সাল্লাম ফিরাবার পর পড়ে নেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٦٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ عُرْشٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَطْرُقُ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَفَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا حَتَّى

اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَرَعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ قَرِيبٌ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّعُوا وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَنَادِيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَرَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا فَمَازَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ التَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَاضْجَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَهْدِيهِ كَمَا يَهْدِي الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - رواه مالك مرسلا .

৬৩৬। হযরত য়ায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মক্কার পথে এক রাতে শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন হতে দোঁয়ে বিছাম গ্রহণ করলেন। বিলালকে নিযুক্ত করলেন তাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতে। বিলালও পরিশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়েই রইলেন। অবশেষে তারা যখন জাগলেন, সূর্য তখন উঠে গেছে। জেগে উঠার পর তারা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নির্দেশ দিলেন বাহনে উঠতে ও ময়দান পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ময়দানে শয়তান বিদ্যমান। তাই তারা আরোহীতে সওয়ার হয়ে চলতেই থাকলেন। অবশেষে তারা ময়দান পার হয়ে গেলেন। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবতরণ করতে ও উজু করতে নির্দেশ দিলেন। বেলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথবা ইকামত দিতে। তারপর তিনি লোকজনদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায হতে অবসর হওয়ার পর তাদের উপর তীতি বিহীনতা পরিলক্ষিত হলো। হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে, লোকেরা! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কবচ কর দিয়েছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন এই সময়ের আরো পরেও আমাদের প্রাণসমূহ ফেরত দিতেন। তাই যখনই তোমাদের যে কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামায ভুলে গেলো জেগে উঠেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে যেনো এই নামায সেরায়েই পড়ে যেভাবে সময় মতো পড়তো। এরপর হজুর সাদ্কায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বলেন, “শয়তান বিলালের নিকট আসে। সে তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলো। তাকে সে শুইয়ে দিলো। (এরপর শয়তান ঘুম পাড়ানোর জন্য) তাকে (হাত দিয়ে) চাপড়াক্তে থাকে যেভাবে শিশুদের (ঘুম পাড়ানোর জন্য) চাপড়ানো হয়, যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে না পড়ে। তারপর তিনি বিলালকে ডাকলেন। বিলালও ঠিক সে কথাই বললেন, যা হজুর কারীম সাদ্কায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে শুনিয়েছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রঃ) ঘোষণা দিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল (মালিক)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস ৬৩৩মং হাদীসেরই অনুরূপ। ভিন্ন কোন ঘটনা নয়। ব্যাখ্যাত তাই।

১৩৭ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَدِّينَ لِلْمُسْلِمِينَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ - رواه ابن ماجه .

৬৩৭। হজরত আবু মুদ্দাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্দাহ সাদ্কায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দুইটি ক্যাপার মুআযযিনদের ঘাড়ে ঝুলে থাকে। তাদের রোযা ও তাদের নামায (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : মুসলমানদের দুইটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঠিক সময় সম্পর্কে অবস্থিত হওয়ার বিষয় মুআযযিনের উপর নির্ভর করে। একটি রোযা এবং দ্বিতীয়টি নামায। মুআযযিনের সময়মতো আযানের উপর এই দুইটি আমল নির্ভরশীল। এর দায়দায়িত্ব মুআযযিনের ঘাড়ে।

৭- بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

৭-মসজিদ ও নামাযের স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘মসজিদ’ শব্দই আমাদের কণ্ঠ ভাষায় মসজিদ। মসজিদ কবির স্থান। শরীয়াতের পরিভাষায় নামায ইত্যাদি ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে মসজিদ বলে,

যা মসজিদের মালিকানায় ছেড়ে দিতে হয়। এটাকেই 'ওয়াকফ' বলে। মসজিদের জন্য ওয়াকফ শর্ত। কিন্তু নামাযের জন্য মসজিদ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আল্লাহ পাক মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন **أَنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ** **الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ (توبه)** (আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আদায় করে ঝাকাত) (সূরা তওবা : ১৮)।

নামায যে কোন পবিত্র স্থানেই পড়া যায়। তবে মসজিদে পড়ার সওয়াব অনেক বেশী। জুমুআ ছাড়া শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য তৈরী মসজিদে এক রাকাত নামায পড়ার সওয়াব বাইরে কোন খালি স্থানে পঁচিশ রাকাত নামায পড়ার চেয়ে বেশী সওয়াব। জুমআর মসজিদে এক রাকাত নামায পড়ার সওয়াব শুধু পাঁচগামা নামাযের জন্য তৈরী মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে পাঁচ শত গুণ বেশী সওয়াব। মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযে পড়ার সওয়াব অন্যান্য সকল মসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাযের চেয়ে বেশী।

আর মসজিদুল হারামের এক রাকাত নামাযের সওয়াব মসজিদে নববীসহ বাইরের যে কোন মসজিদে এক লাখ রাকাত নামায পড়ার সমান।

স্বভা মেয়াযম্মার খানা কাবাকে (আয়তুল্লাহ) চারিদিকে ঘিরে যে মসজিদ রয়েছে তাকেই মসজিদুল হারাম বলা হয়। হারাম অর্থ সম্মানিত। কাবা ঘরের চারিদিকে গোল হয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াতে দাঁড়াতে মসজিদে হারাম ভরে বাইরেও উপচিয়ে পড়ে মানুষ, বিশেষ করে হজ্জের সময়। এখানে উল্লেখ্য যে, 'হারাম শরীফের' এলাকা মসজিদে হারামের বাইরেও চারিদিকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হজ্জের জন্য বাইরের পোষাকরা মক্কায় যাবার পর মদীনা মোনাওয়রা ঘুরে না আসা হজ্জর সাদ্ধায়াই আল্লাহি ওয়াসাল্লামের রক্তা মুবারক ঝিয়ারত না করে দেশে ফিরে যাওয়া কল্লনাও করা যাক না। কারণ দূরের মুসলমানদের অনেকে হয়তো জীবনে আর মক্কায় হজ্জের জন্য যেতে নাও পারে। শুধু মদীনার উদ্দেশে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার। তাই হাজী সাহেবান মদীনায় যান। সৌদী সরকারও হাজীদের মদীনায় পাঠাবার রুটিন করেই তা করেন। কিন্তু মদীনায় যাওয়া অথবা ঝিয়ারত করা হজ্জের কোন অংশ নয়।

যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলাসহ পড়ার জন্য অবস্থান করেন। মদীনায় যাবার পর ৮ দিন মদীনায় থাকেন।

এই হাদীসের আলোকে যত বেশী মসজিদে হারামে নামায পড়া যায় ততই সওয়াব বেশী শুধু নয়, মসজিদে নববী অপেক্ষা প্রতি রাকাতাতে ৫০ হাজার সওয়াব

মসজিদে হারামে বেশী পাওয়া যায়। কাজেই রওজা পাক যিয়ারত করেই মক্কায় চলে আসা ও মসজিদে হারামে বেশী সওয়াবের জন্য এখানে নামায পড়া দরকার। কারণ নামাযের জন্য চিহ্নিত করা স্থানই হলো মসজিদ, দেয়াল বা ছাদ পাকা করা শর্ত নয়। মসজিদের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। যাকে শরীয়াতের ভাষায় 'ইজ্জে আম' বলা হয়। বলা হয়ে থাকে ফেরেশতাগণ আসমা'নে বায়তুল মামুর নামক ঘরকে কেন্দ্র করে ইবাদত করে থাকেন। হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় এসে সেরূপ একটি ঘর নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মক্কায় একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই ঘরই খানায়ে কাবা।

এরপর হযরত আদম ফিলিস্তিন গমন করলে সেখানেও এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করেন। এই ঘরই 'মসজিদুল আকসা'। কারো কারো মতে এই 'মসজিদে আকসা' হযরত আদম আলাইহিস সালামের অধস্তন কোন সন্তানরা নির্মাণ করেছেন।

পরে কালক্রমে এই দুইটি ঘর ধ্বংস হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকমে খানায়ে কাবা পুনরায় নির্মাণ করে। আর মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান আলাইহিমাস সালাম।

৬৩৮ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ - رواه البخارى ورواه مسلم عنه وعن اسامة

بن زيد

৬৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন, কিন্তু নামায পড়লেন না। পরে বের হয়ে এলেন। কাবার সামনে দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা (বুখারী ও মুসলিম। মুসলিম এই হাদীসটিকে উসামা ইবনে যায়েদ হতেও বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : “এটিই কেবলা” কাবার দিকে ইশারা করে একথা বলার অর্থ হলো, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই খানায়ে কাবাই হবে মুসলিম মিল্লাতের কেবলা। এই দিকে ফিরেই মুসলিম মিল্লাত নামায পড়বে। আর কোন দিন এর ব্যাঘাত ঘটবে না।

৬৩৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ

فَاغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلَتْ بِأَلَا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ بُسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةِ أَعْمِدَةٍ وَرَأَاهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى - متفق عليه .

৬৩৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে তালহা আল-হাজ্জাবী ও বিলাল ইরনে বারাহ (রা) কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন। এরপর হযরত বিলাল অথবা হযরত ওসমান (রা) ভিতর থেকে ভীড় হবার ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ভিতরে রইলেন। ভিতর থেকে বেয় হয়ে আসলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভিতরে কি করলেন? জবাবে বিলাল বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে একটি পিলার বামে, দু'টি ডানে আর তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। সে সময় খানায় কাবা ছয়টি পিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (এখন তিনটি পিলারের উপর) (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ

فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

متفق عليه .

৬৪০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে হারাম ছাড়া, আমার এই মসজিদে নামায পড়া এক হাজার রাকাত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا - متفق عليه .

৬৪১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সফর করা যায় না : (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা ও (৩) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সওয়াব বা আদ্বাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের সফর করা নিষেধ। এই তিনটি মসজিদের মর্যাদা আদ্বাহ প্রদত্ত। আদ্বাহ এই মসজিদ তিনটিকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাজেই এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে মর্যাদা ও সাওয়াব লাভের আশায় গমন করা নিষেধ। তবে শিক্ষা লাভ বা অন্যরূপ কর্তব্য আদায় করার উদ্দেশ্যে যাবার প্রয়োজন হলো যাওয়া যাবে।

এই তিনটি মসজিদ ছাড়া যদি অন্য কোন মসজিদে সওয়াবের উদ্দেশ্যে গমন করা নাজায়েয হয় তাহলে দুনিয়ার আর কোন জায়গায়ই আদ্বাহর নৈকট্য লাভ ও সওয়াবের আশায় যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। হযরত শেখ আবদুল হক মেক্কতী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বলেছেন, এই তিন মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদ, মাযার, অলী-আওলিয়াদের ইবাদতের জায়গায় সওয়াব হাসিলের নিয়তে গমন করা জায়েয নেই।

৬৪২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضٍ - متفق عليه

৬৪২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমার ঘর আমার মিন্বরের মধ্যখানে আছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান। আর আমার মিন্বর হচ্ছে আমার হাওজে কাওসারের উপর (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর হজুরের মসজিদেরই পূর্ব পাশে অবস্থিত। নিজ ঘরেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাহিত হয়েছেন। এই জায়গার মর্যাদা বুঝাবার জন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। আমার ঘর আর মসজিদের মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থানে ইবাদত করলে সে ভাগ্যবান হবে। এর বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাগানে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার মিন্বরের কাছে ইকদতে মশগুল থাকবে সে কিয়ামতের দিন হাওজে কাওসারের পানি পানে পরিতৃপ্ত হবে। আর কারো কারো মতে এই জায়গাটা বাস্তবিকই জান্নাতের টুকরা।

৬৪৩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَأْشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

৬৪৩। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি সপ্তিমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ

করে 'মসজিদে কোবায়' গমন করতেন। আর ওখানে দুই রাকয়াত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'কোবা' একটি জায়গার নাম। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মক্কা হতে হজুর সাদ্দাওয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায যাবার পথে কিছু দিন এই কোবায় অবস্থান করেন এবং এখানে এই মসজিদটি তৈরি করেন। হজ্জে গমনকারী হাজীরা মদীনায যাবার পথে এখানে অবতরণ করেন এবং দুই রাকয়াত নামায পড়েন। বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে কোবায় দুই রাকয়াত নামায একটি ওমরার সমান।

হজুর সাদ্দাওয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামিতভাবে প্রতি শনিবার এই মসজিদে একবার আসতেন ও দুই রাকয়াত নামায পড়তেন।

৬৬৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ

الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا - رواه مسلم

৬৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাওয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর বাজার হলো সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।

ব্যাখ্যা : মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেমীর ঘর। তাই মসজিদ আল্লাহর কাছে প্রিয়। আর বাজার হলো জগতের নিকট জায়গা। কারণ দুনিয়ার সকল খাদ্দের কাজ হয় এখানে। বাস্তব জীবনে বাজারের নোংড়া পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সকলের জানা। তাই আল্লাহর কাছে বাজার ঘৃণ্য।

কিন্তু দুনিয়াতে এর চেয়েও তো খারাপ জায়গা বিদ্যমান। যেমন শরাবখানা, বেশ্যালয় ইত্যাদি। জবাবে বুজুর্গগণ বলেন, বাজার স্থাপন জায়েয। বাজারে লোকজনকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কারবার করতে আসতে হয়। কাজেই জায়েয স্থাপনাসমূহের মধ্যে বাজার সবচেয়ে খারাপ। আর বেশ্যালয় ও শরাবখানা অবৈধ ও নাজায়েয স্থাপনা। এগুলোকে ঘৃণ্য ও খারাপ বলার তো আর কোন প্রয়োজন নেই। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণ্য।

৬৬৫ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى

لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - متفق عليه

৬৪৫। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাওয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ বানাবার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বান্দাদের ইবাদত-বন্দেগীর সুবিধা-সুযোগের জন্য, নিরংকুশভাবে আল্লাহকে রাজী খুশী করতে ও পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। কোন নামধাম, যশ, প্রতিপত্তি এর উদ্দেশ্য হবে না। তাহলেই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর বানিয়ে রাখবেন। আর তা না হলে ফল হবে পুরো উল্টো।

৬৪৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ - متفق عليه .

৬৪৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিজ্ঞার বারো মাসের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক কি সন্ধ্যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৪৭ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَتَعِدُّهُمْ فَيَتَعِدُّهُمْ مُمْشِيٌّ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ . متفق عليه .

৬৪৭। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাঝায়ে সবচেয়ে বেশী সওয়াব পাবে ওই ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশী দূরে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তার সওয়াবও ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে একা একা নামায পড়ে ঘুমিয়ে থাকে (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৪৮ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلِّغْنِي أَتُكْمُ تَرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ

أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ دَبَّارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ
رواه مسلم .

৬৪৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালী হলো। এতে বনু সালামা গোত্র মসজিদেদে কক্ষে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইলো। এ খবর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলো। তিনি বনু সালামাকে বললেন, খবর পেলাম, জেমরা নাকি জায়গা পরিবর্তন করে মসজিদেদে আছে আসন্ন ইচ্ছা পোষণ করছো? জবাবে তারা বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে বনু সালামা! তোমাদের জায়গায়ই জেমরা অবস্থান করো। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বনু সালামা নামক একটি গোত্র মসজিদে নববী হতে বেশ দূরে বসবাস করতো। বেশ দূর থেকে এসে মসজিদে নববীতে তাদের নামায পড়তে হতো। এক সময় মসজিদে নববী কিছু জায়গা খালি হলে তারা এখানে নামায জায়গায় আসার ইচ্ছা করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর শুনে তাদেরকে ডেকে বললেন, সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভের দিক দিয়ে তোমাদের ওই অবস্থানের জায়গাই তো ভালো। মসজিদ থেকে যতো দূরে থাকবে, মসজিদে নামায পড়তে আসার জন্য তোমাদেরকে দূর থেকে হেঁটে আসতে হবে। নামাযের জন্য যত্নবশত উঠাবে তোমাদের আমলনামায় তত সওয়াব লেখা হবে। তাই তোমাদের ওই জায়গায় থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গল।

٦٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَافٍ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فُضِّضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ - متفق عليه

৬৪৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ

তা'আলা ওই দিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো আশ্রয় থাকবে না : (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) ওই যুবক যে যৌবন বয়সে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে থাকে। (৪) ওই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। যদি এরা একত্র হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়। (৫) ওই ব্যক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। (৬) ওই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয় সুন্দরী যুবতী কুকাঁজ করার জন্য আহ্বান জানায়। এর জবাবে সে বলে দেয়, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে এই সাত সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। যারা নিজেদের নেক আমলের দ্বারা কিয়ামতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় পাবেন। আল্লাহ তাদেরকে তার রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন। পরকালের কঠোরতা হতে তাদেরকে রক্ষা করবেন। অনেকে বলেন, আল্লাহর ছায়া অর্থ আরশের ছায়া। কিয়ামতের দিন সকল মানুষ যখন পেরেশান থাকবে, এই সাত ধরনের মানুষ তখন আল্লাহর আরশের ছায়ায় সৌভাগ্যের ছায়ায় থাকবেন।

৬৫০ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضَعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَرْحَمُهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُجِدْ فِيهِ - متفق عليه .

৬৫০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাসুল বলেছেন : ঘরে অথবা (ব্যস্ততার কারণে) কারো বাজারে নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ

বেশী। কারণ হলো কোন ব্যক্তি ভালো করে (সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে) উয়ু করে নিঃস্বার্থভাবে নামায আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে, তার প্রতি কদমের বদলা একটি সওয়াবে তার মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি গুনাহ কমে যায়। এভাবে মসজিদে পৌছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। নামায পড়া শেষ করে যখন সে মুসাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ অনবরত এই দোয়া করতে থাকে : ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ করো’। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ তার নামাযের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে। আর এক বর্ণনার শব্দ হলো, ‘যখন কেউ মসজিদে গেলো আর নামাযের জন্য ওখানে অবরুদ্ধ রইলো, তাহলে যেন নামাযেই রইলো। আর ফেরেশতাদের দোয়ার শব্দাবলী আরো বেশী : ‘হে আল্লাহ! এই বান্দাহকে ক্ষমা করে দাও। তার তাওবা কবুল করো’। এইভাবে চলত থাকতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেয় বা তার উজ্জ্বল ছুটে না যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৫১ - وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - رواه مسلم .

৬৫১। হযরত আবু উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেনো এই দোয়া পড়ে : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তোমার রহমাতের দরজাগুলো খুলে দাও’। যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ফজল-র অনুগ্রহ কামনা করি’ (মুসলিম)।

৬৫২ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجْلِسَ - متفق عليه .

৬৫২। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকাত নামায পড়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের দলীল। তিনি বলেন, মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাতাতে নামায পড়াওয়াজিব। কারণ এই হাদীসে

দুই রাকাত নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব এই নামাযকে মুক্কাইব বলে। তারা বলেন, এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয়।

৬৫৩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ - متفق عليه .

৬৫৩। হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হতে দিনের সকালের দিক ছাড়া আগমন করতেন না, আর আগমন করেই তিনি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। দুই রাকাত নামায পড়তেন, তারপর ওখানে বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসতেন দিনের প্রথমভাগে। যাদের মদীনায রেখে গেছেন, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত খোজ-খবর নেবার জন্য যেন যথেষ্ট সময় হাতে থাকে যারা এতদিন তাঁকে ছেড়ে ছিলেন তাদেরকে সঙ্গ ও সান্নিধ্য দেবার জন্য। আগে নিজের বাড়ী যেতেন না, বরং মসজিদে অর্থাৎ তাঁর নবুয়াতের অফিসে বসতেন। নামায পড়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য শুকরানা নামায পড়তেন। তারপর বাড়ী যেতেন। এই নামায মোস্তাহাব।

৬৫৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنِ لِهَذَا - رواه مسلم .

৬৫৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খোজে, সে যেন তার জবাবে বলে, 'আল্লাহ করুন তোমার হারানো জিনিস তুমি না পাও। কারণ হারানো জিনিস খোজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের প্রকাশ্য দিক থেকে তো বুঝা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে এসব সময়ে হুঁশিয়ার করার জন্য এভাবে কথা বলা হয়। এটা বদদোয় নয়। আর কারো হারানো জিনিস না পাওয়াও কারো কামনা হতে পারে না। কোন জিনিস হারিয়ে যাবার মতো অমনোযোগী কাজ যেন না করে। এজন্য কেউ রাগ করে একুণ্ডা বলতে পারে। ভবিষ্যতে যেন এধরনের কাজ আর না হয়।

৬৫৫ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتَنِّتَةِ فَلَا يَقْرِنَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَذَوَّى مِنْهُ الْإِنْسُ - متفق عليه .

৬৫৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের ধারেকাছে না আসে। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : দুর্গন্ধ যেমন মানুষের কাছে খারাপ লাগে তেমনি ফেরেশতাদের কাছেও খারাপ লাগে। কাজেই কোন প্রকার দুর্গন্ধ নিয়েই মসজিদে আসা উচিত নয়। হজুর এখানে রসুন ও পেঁয়াজের গন্ধের কথা প্রভিকী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আসলে মুখের গন্ধ (মিসওয়াক না করা), গায়ের গন্ধ (গোসল না করা), তামাকের গন্ধ, ঘামের গন্ধসহ কোন দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।

৬৫৬ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزْلَقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكُفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - متفق عليه .

৬৫৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। (যদি কেউ ফেলে) তার ক্ষতিপূরণ হলো ওই থুথু মাটিতে পুতে ফেলা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদার স্থান। পবিত্র জায়গা। মসজিদের ইজ্জত রক্ষা করা সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানের কর্তব্য। মসজিদকে সুন্দর ও পবিত্র রাখতে হবে। তাই থুথুসহ কোন অপবিত্র জিনিস মসজিদে ফেলা গুনাহর কাজ। যদি ঘটনাক্রমে হয়ে যায় সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তৎকালে মসজিদ কাঁচা ছিল। মাটির মেঝে ছিল বলেই থুথু মাটিতে পুতে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

৬৫৭ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَتُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ - رواه مسلم

৬৫৭। হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের ভালো মন্দ সকল আমার আমার কাছে উপস্থিত করা হয়। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম—রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিসকে ফেলে দেয়া। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মসজিদে ফেলা (মুসলিম)।

৬৫৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يَنَاجِي اللَّهَ مَا دَاكُمْ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي سَعِيدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى - متفق عليه .

৬৫৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যতক্ষণ সে তার জায়গা নামাযে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। সে তার ডান দিকেও (থুথু) ফেলবে না, কারণ সেদিকে ফেরেশতা আছে। (নিবারণ করতে না পারলে) সে যেন থুথু ফেলে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের নীচে, তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় আছে : তার বাম পায়ের নীচে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মসজিদে নববীর মেঝে তখন ছিল কাঁচা। ভিটিতে ছিল কংকর বিছানো। এতে থুথু ইত্যাদি পুঁতে ফেলা ছিল সহজ। পাকা মসজিদে অথবা জায়-নামায বিছানো মসজিদে খুব প্রয়োজন হলে নিজ কাপড়ে ফেলে, মলে দিতে পারে।

৬৫৯ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . متفق عليه

৬৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন : আমার অভিষাপ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আগের দিনের অনেক নবীর উম্মতগণ তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে অর্থাৎ মসজিদে পরিণত করেছে। বিশেষ করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা একাজ

করেছে। এর থেকে শিরকের কাজ আবার ছড়িয়ে পড়েছে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতিকে অভিসম্পাত করে তাঁর উদ্ঘাতকে হুঁশিয়ার করেছেন। তারা যেন ভক্তির আতিশয্যে কবরকে সিজদার জায়গা না বানায়। আজ-কালকার মাযার পূজারীদের এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

৬৬০ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَاحُ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ - رواه مسلم

৬৬০। হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও বজুর্গ লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার দুইটি দিক আছে। এক, কবরবাসীদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সিজদা করা। এই কাজ শিরকে জলি অর্থাৎ স্পষ্ট শিরক। দুই, সিজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু সাথে সাথে এই বিশ্বাস করা যে, ইবাদতে কবরবাসীদের প্রতি খেয়াল করা আল্লাহর অধিক সম্মতি লাভের কারণ। তাহলে এটা শিরকে খফি অর্থাৎ পরোক্ষ শিরক। এর থেকে ধীরে ধীরে শিরকে জলী বা মূর্তিপূজার দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ আমাদের এ দেশে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে মুসলিম মিল্লাতকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর থেকে সাবধান থাকতে হবে। তোমাদের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কবরের দিকে দৌড়াতে না। কবরবাসীর কাছে নিজের কোন প্রয়োজন মিটিবার জন্য প্রার্থনা করবে না। চাইবে আল্লাহর কাছে। কবরবাসী তো নিজের জন্যই কিছু করতে পারছে না। সে নিজেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

৬৬১ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا - متفق عليه

৬৬১। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “ঘরকে কবরে পরিণত করবে না” অর্থাৎ যেভাবে কবরস্থানে নামায পড়া জায়েয নয় সেভাবে তোমাদের ঘরে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে একেও

কবরস্থানে পরিণত করো না। বরং কখনো কখনো ঘরেও ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, ইত্যাদি নামায পড়বে। আল্লাহর যিকির করবে। তাই আলেমগণ ফরয নামায ছাড়া ঘরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৬৬২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ - رواه الترمذی

৬৬২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানেই 'কেবলা' (দিকনির্দেশ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের সম্পর্ক মদীনার সাথে। অর্থাৎ মদীনাবাসীদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে এতে। মদীনা হতে মক্কা প্রায় তিন শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আজকাল রাস্তাঘাট কিছু কিছু সোজা করে ফেলার কারণে দূরত্ব আরো কিছু কম হতে পারে। তাই মদীনাবাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিকে। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে। মদীনা সহ মক্কার উত্তর দিকে যত দেশ আছে সকলকেই দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায পড়তে হবে। কারণ তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে। দিক ঠিক থাকলেই চলবে। এভাবে আবার যারা মক্কার দক্ষিণ দিকে তাদের কেবলা উত্তর দিকে। যারা মক্কার পশ্চিম দিকে তাদেরকে নামায পড়তে হবে পূর্ব দিকে ফিরে। কারণ তাদের কেবলা বা খানায়ে কাবা পূর্বদিকে। আমরা যারা মক্কার পূর্ব দিকে আমাদের নামায পড়তে হবে পশ্চিম দিকে ফিরে।

৬৬৩ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَقَدَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرَنَاهُ أَنَّ بَارِضًا بَيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضَّضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا فَإِذَا اتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بَيْعَتَكُمْ وَأَنْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ فَقَالَ مُدَّوَةٌ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طَبِيبًا - رواه النسائي

৬৬৩। হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তাঁর হাতে বাইআত হল। তাঁর সাথে নামায পড়লাম। এরপর আমরা

তার কাছে আরম্ভ করলাম, আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা আছে। এটাকে আমরা এখন কি করবো? আমরা তাঁর নিকট তাঁর উজ্জ্বল পানি তাবারুক হিসাবে চাইলাম। তিনি পানি আনালেন, উষ্ণ করলেন, কুলি করলেন এবং তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওনা হয়ে যাও। তোমরা যখন তোমাদের এলাকায় পৌছবে, তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। গির্জার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দেবে। তারপর একে মসজিদ বানিয়ে নিবে। আমরা আরম্ভ করলাম, আমাদের এলাকা অনেক দূরে। ভীষণ খরা। পানি তেজুকিয়ে যাবে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরও পানি মিশিয়ে এই পানি বাড়িয়ে নেবে। এই পানি তার পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি করা ছাড়া কমাতে নয় (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : “বিয়াতুন” শব্দের অর্থ গির্জা। খৃষ্টানদের ইবাদতের ঘর। যে প্রতিনিধি দল হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, তারা ছিল খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারা হজুরের হাতে বাইআত করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা তাদের গির্জা এখন কি করবে, হজুরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁর উজ্জ্বল পানি এতে ছিটিয়ে দিয়ে একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করতে বলে দিলেন।

কোন জাতির সম্মানিত ও ইবাদতের স্থান ভাঙ্গা ও অপমানিত করা ইসলামে নিষেধ। হজুরও তাই একে কোন নষ্ট বা অপমান না করে মসজিদ বানিয়ে নিয়ে এতে নামায আদায় করতে বলে দিলেন। অথচ খৃষ্টান ও হিন্দুজাতিসহ সকল অমুসলিম জাতি মুসলমানদের মসজিদকে অপমানিত করেছে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের সাত শত বছরের বাবরী মসজিদ এখন রাম মন্দিরে পরিণত। খৃষ্টানরা দ্বিধ্বিজয়ে বের হয়ে মুসলমানদের অনেক মসজিদকে আত্মবলে পরিণত করেছে।

১১৬ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِي الدَّوْرِ وَأَنْ يُنْظَفَ وَيُطَيَّبَ - رواه أبو داود والترمذي وابن

ماجة .

৬৬৪। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে জানা গেলো মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা প্রয়োজন। মসজিদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা শুধু দীনী পরিবেশ ও জাতীয় জাগরণই সৃষ্টি হবে না, বরং এর দ্বারা মহল্লার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকতও বর্ষিত হয়। তবে লক্ষ্য

রাখতে হবে মসজিদ বানিয়ে শুধু ঈমানের আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করলেই চলবে না, মসজিদকে যত্ন করতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সুগন্ধি ছড়াতে হবে।

৬৬৫ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُزَخَّرُفُنَّهَا كَمَا زَخَّرْتَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - رواه ابو داؤد .

৬৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মসজিদ বানিয়ে তা চাকচিক্যময় করে রাখার হুকুম দেয়া হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, কিছু দুঃখের বিষয় যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ইবাদতখানাকে (স্বর্ণ-রূপা দিয়ে) চাকচিক্যময় করে রাখতো তোমরাও একইভাবে তোমাদের মসজিদকে শ্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য করে রাখবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে লোকজনের ঘরবাড়ী ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। মসজিদও ছিল সাদাসিধে। পরবর্তী কালে ঘরবাড়ী চাকচিক্য ও জমকালো হবার কারণে মসজিদকে ঘরবাড়ী হতে অপেক্ষাকৃত হীন না রাখার পক্ষে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। তবে এতে ইবাদতগাহের গাভীর বজায় রাখা আবশ্যিক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাদামাটা রাখাই ভালো।

৬৬৬ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتْبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ - رواه ابو داؤد والنسائي والدارمی وابن ماجه .

৬৬৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : শেষ জমানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা দেখানোর জন্য, নাম-কাম জাহির করার জন্য অনেক কাজ করবে। তার মধ্যে বড় বড় ও কারুকার্য খচিত মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করবে। এ নিয়ে গর্ব জাহির করবে। মসজিদ নির্মাণের খালেস নিয়ত থাকবে না। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদ তৈরীর ভালো উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে শুধু অহংকার ও নাম। এসবও কেয়ামতের আলামত বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন।

৬৬৭ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَى أَجُورِ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبِ أُمَّتِي فَلَمْ أَرْ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ تَيْهًا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

৬৬৭। হযরত আনাস (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সামনে আমার উম্মাতের সওয়াবগুলো পেশ করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও পেশ করা হয় যা একজন স্নানুশ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। ঠিক একইভাবে আমার সামনে পেশ করা হয় আমার উম্মাতের গুনাহসমূহ। তখন আমি কারো কুরআনের একটি সূরা বা একটি আয়াত যা তাকে দেয়া হয়েছে (তারপর ভুলে গেছে, মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া) এর চেয়ে আর কোন বড় গুনাহ আমি দেখি নাই (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াত মুখস্ত করতে পারাটা আল্লাহর দান। তাঁর বড় নেয়ামত ও রহমত। তাই মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া দুর্ভাগ্যের কারণ। এ ভুলে যাওয়া কুরআনের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটা হওয়া গর্হিত কাজ।

৬৬৮ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ الثَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَانَسَ .

৬৬৮। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিনের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সাদ ও আনাস হতে)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুরআনের ওই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

“তাদের নূর তাদের ডানে ও সামনে দৌড়াতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের এই নূর পূর্ণ করো” (সূরা তাহরীম : ৮)।

৬৬৯ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی .

৬৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাউকে তোমরা যখন দেখবে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করে তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

“আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে সে ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, এর হেফাযত করে, সব সময় এর পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করে মেরামত করে, মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করে, মসজিদের ইমাম-মুআযযিনের দাঈমিক পালনে সহযোগিতা করে, বুঝতে হবে এই ব্যক্তি ঈমানদার। তার ব্যাপারে একজন ভালো ঈমানদার লোক হিসাবে সাক্ষ্য দিবে।

৬৭০ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لَنَا فِي الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَلَا أُخْتَصِيَ اِنْ خِصَاءٌ أُمْتِيَ الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ اِنْ سِيَاحَةٌ أُمْتِيَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرْهُّبِ فَقَالَ اِنْ تَرْهُّبٌ أُمْتِيَ الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ اِنْتَظَارَ الصَّلَاةِ - رواه فى شرح السنة .

৬৭০। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সেই লোক আমাদের মধ্যে নেই (অর্থাৎ আমার সুনাত তরীকায় নেই) যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়। বরং আমার উম্মাতের খাসি হওয়া হলো রোযা রাখা। হযরত ওসমান (রা) আরয করলেন, তাহলে আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে

বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া। তারপর ওসমান (রা) বললেন, তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা (শারহে সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা : হযরত 'ওসমান ইবনে মাজউন' (রা) যার ডাকনাম ছিল আবু সায়েব, উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্রমিকতায় চৌদ্দ নম্বরের মুসলমান ছিলেন তিনি। মুশরিকদের উৎপীড়নে ছেলে সায়েবসহ হাবশা হিজরত করেছিলেন। ওখান থেকে কিরে এসে মদীনাযও হিজরত করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরী সনে মদীনায মৃত্যুবরণ করেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাশের উপর চুমু খেয়েছিলেন।

তার ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন হতে বিরত থাকার। শয়তানী কাজে লিপ্ত না হওয়ার। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এক কিছু হবার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনটারই অনুমতি দেননি। বরং বলে দিলেন, রোযা রাখো। দীনের জিহাদে অংশ গ্রহণ করো। মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করো। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

৬৭১ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ فُوجِدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَا "وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مَرْسَلًا وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ الْمَكْتُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَأَبْلَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّكَارَةِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ حَظِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ فَإِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً

فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ وَالذَّرَجَاتُ افْشَاءُ السَّلَامُ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ
وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيحِ لَمْ
أَجِدْهُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

৬৭১। ইখরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার ‘রবকে’ অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মালাউল আলা’ তথা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি ব্যাপারে ঝগড়া করছে? আমি বললাম, তা তো আপনিই ভালো জানেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। হাতের শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। আমি তখন আসমানসমূহ ও জমিনে-যা কিছু আছে সবকিছুই জানতে পারলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “এভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখালাম আকাশমণ্ডলী ও যমিনের রাজ্যসমূহ যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়” (দারেমী এই হাদীসকে মুরসল হিসাবে বর্ণনা করেছেন; তিরমিযীও তাই)।

তিরমিযীতে এই হাদীসটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ, ইবনে আব্বাস ও মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে। আর এতে আরো আছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অর্থাৎ হজুরকে আসমান ও জমিনের জ্ঞান দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন), হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন ‘মালাউল আলা’ কি বিষয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হাঁ! জানি, ‘কাফ্ফারাত’ নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। আর এই কাফ্ফারাত হলো, নামাযের পর মসজিদে আর এক নামাযের ওয়াস্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা বা যিকির-আযকার করার জন্য বসে থাকা। জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া। কঠিন সময়ে (যেমন অসুস্থ বা শীতের মৌসুমে) উজ্জুর স্থানে ভালো করে পানি পৌছানো। যারা এভাবে উল্লেখিত আমলগুলো করলো কলম্বনের উপর বেঁচে থাকবে, কল্যাণের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তার শুনাহ-খাতা হতে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে যেমন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! নামায পড়া শেষ করার পর এই দোয়াটি পড়ে নিবে :

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ‘নেক কাজ’ করার, ‘বদ কাজ’ ছাড়ার, গরীব-মিসকীনদের বন্ধুত্বের আবেদন করছি। যখন তুমি বান্দাদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ক্ষেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে দেবে তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার কাছে উঠিয়ে নেবে”।

হজুর সাদ্দিয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ‘দারাজাত’ হলো সালামের প্রসার করা, গরীবকে খাবার দেয়া, রাতে মানুষ যখন ঘুমে থাকে নামায পড়া।

মিশকাতের সংকলক বলেন, যে হাদীস আবদুর রাহমার হতে মাসাবিহতে বর্ণিত হয়েছে তা আমি শরহে সুন্নাহ ছাড়া আর কোন কিতাবে দেখিনি।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হজুরকে ‘মালাউল আলা’ ফেরেশতাদের কথা কাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করার অর্থ হলো তারা আমার বান্দার কোন আমলের ফজিলত ও মর্যাদা কি এ সম্পর্কে তর্ক করেছে। অথবা তারা কে কীর আগে আমার বান্দাদের মর্যাদাপূর্ণ নেক আমল গ্রহণের খবর নিয়ে আসার জন্য পরস্পর ঝগড়া করেছে।

১৭৭ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَارِبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا تَأَلَّ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - رواه أبو داود .

৬৭২। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দিয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তিন ব্যক্তি যারা সকলেই আল্লাহর জিহাদদারীতে রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিহাদদারীতে রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, যে সওয়াব বা যে গনীমতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে তার সাথে। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সে আল্লাহর জিহাদদারীতে রয়েছে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : প্রথম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার যে দায়িত্ব তা বলে দেয়া হয়েছে। তার জন্য দীন-দুনিয়ায় কি কি পুরস্কার রয়েছে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে দায়িত্ব আল্লাহর তা তো স্পষ্ট। সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলে তাদের সকলকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখা এবং ঘরের কল্যাণ ও শান্তির দায়িত্ব আল্লাহর। এ সালাম দানের বদৌলতে ঘরের পরিবেশ সুন্দর হয়।

৬৭২ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجَرَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا أَبَاهُ فَأَجَرَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى اثْرِ صَلَاةٍ لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ - رواه احمد وابو داود

৬৭৩। হযরত আবু উমামা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে উজ্জ্বল করে ফরয নামায পড়ার জন্য বের হয়েছে তার সওয়াব একজন ইহরাম বাঁধা হাজীর সওয়াবের সমান। আর যে ব্যক্তি যোহার নামাযের জন্য বের হয়েছে আর এই নামায ব্যতীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সওয়াব পাবে একজন উমরাকারীর সওয়াবের সমান। এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মাঝখানে কোন বেহুদা কথা বলেনি তা ‘ইল্লিয়ানে’ লেখা হয়ে থাকে (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : “যোহার নামায” সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত যে সকল নফল নামায পড়া হয় তাকে যোহার নামায বলা হয়। ওমরাহ হলো হজ্জের মতো অনুষ্ঠান। এতে তাওয়াফ ও সায়ী করতে হয়, আরাফা মিনায় যেতে হয় না। বছরের যে কোনো সময় ওমরা করা যায়। সত্যের পর মুমিনদের রুহ যে স্থানে থাকে তাকে ইল্লিয়ান বলে।

৬৭৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيلَ وَمَا الرِّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - رواه الترمذی .

৬৭৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, এর ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি? জবাবে তিনি বললেন : মসজিদসমূহ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো এর ফল খাওয়া কি? হজুর বললেন, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ এই বাক্য বলা (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : মসজিদকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে। কারণ, মসজিদে ইবাদত করলে ও নামায পড়লে জান্নাতের বাগান লাভ করা যায়। হাদীসে ‘রাত্বুন’ শব্দ

ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, বাগানে গিয়ে ভালো করে ফলফলারী ও তৃপ্তিদায়ক জিনিস খাওয়া ও লেকের পাড়ে ভ্রমণ করা। যেমন লোকজন বাগানে গিয়ে করে থাকে।

এই হাদীসে হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে জান্নাতের সাথে তুলনা করেছেন। আর মসজিদে গিয়ে উল্লেখিত তাসবিহ পড়াকে ‘ফলফলারী’ ও তৃপ্তিদায়ক খাবার বলেছেন। তাই মসজিদে এই তাসবিহসহ আল্লাহ পাকের নামে বিভিন্ন তাসবিহ পড়া উচিত।

৬৭৫ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لُشَىءٍ فَهُوَ حَظُّهُ - رواه أبو داود .

৬৭৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়াত করে আসবে সে সে কাজেরই অংশ পাবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটিতেও নিয়াতের উপর আমলের ফল পাওয়া নির্ভর করার প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে তাই সে পাবে। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে যায় তবে সওয়াব পাবে, এমনকি যাবার পথের প্রতি কদমের সওয়াবও পাবে। আর যদি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে যায় তাহলে তার পরিণতিও তাকে পেতে হবে।

৬৭৬ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ - رواه الترمذی واحمد وابن ماجة وفي روايتيهما قالت اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بذلك صلى محمد وسلم وقال الترمذی ليس اسناده بمتصل وقاطمة بنت الحسين لم تذكر قاطمة الكبرى .

৬৭৬। হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার দাদী হযরত ফাতেমাতুল কুবরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতেমাতুল কুবরা

(রা) বলেছেন, (আমার পিতা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদে প্রবেশ করতেন, মুহাম্মাদের (অর্থাৎ নিজের উপর) সালাম ও দুর্কদ পাঠ করতেন। বলতেন, 'হে পরওয়ারদিগার, আমার গুনাহসমূহ মাফ করো। তোমার রহমতের দ্বার আমার জন্য খুলে দাও।' তিনি যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মাদের উপর দুর্কদ ও সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমার জন্য দয়ার দ্বার খুলে দাও (তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ)।

কিন্তু আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতিমাতুল কুবরা (রা) বলেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ও এইভাবে মসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদের উপর দুর্কদের পরিবর্তে বলতেনঃ আল্লাহর নামে এবং শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রাসূলের উপর।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। কোননা নাতনী ফাতেমা তার দাদী ফাতেমা (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর দুর্কদ ও সালাম পাঠ করতেন তাঁর জীবনের যা আগের পরের সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবার ঘোষণা দেবার পরও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিজের গুনাহ মাফ চাইতেন।

৬৭৭ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْغَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ - رواه ابو داود والترمذی .

৬৭৭। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমআর দিন জুমআর নামাযের পূর্বে গোল হয়ে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : কবিতা আবৃত্তি অর্থ বাজে কবিতা, অর্থহীন রঙ্গরসের কবিতা, মিথ্যাচার ও অশ্লীল কবিতা। এসব মসজিদে কেনো বাইরে আবৃত্তি করাও নিষেধ। মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। ইবাদতের জায়গা। এইসব পবিত্র স্থানে বাজে কাজের আড্ডাবাজি নিষেধ।

এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে বেচা-কেনা করাও নিষেধ। মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে হজুর নিষেধ করেছেন। গোল হয়ে এভাবে বসলে

মসজিদে ইবাদতের জন্য আসার উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, জুমআর দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলন। জুমআর নামাযে আসার পর নামাযীরা আত্মসমর্পণের মতো কাতারবন্দী হয়ে নামাযের প্রকৃতি নিয়ে বসে যাওয়াই তাকওয়ার দাবি। তাই জুমআর নামায শেষ হবার আগে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে হজুর নিষেধ করেছেন। এটা অবহেলা ও অমনোযোগিতার পূর্ব লক্ষণ।

৬৭৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرِيحَ اللَّهَ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ - رواه الترمذی

والدارمی

৬৭৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাউকে মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তোমার এই ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না করুন। এভাবে কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা তোমাকে ফেরত না দিন (তিরমিযী, দারেমী)।

৬৭৯ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَنْشُدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْجُدُودُ - رواه ابو داؤد فِي سُنَنِهِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرٍ .

৬৭৯। হযরত হাকিম ইবনে হিয়াম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা পাঠ ও হৃদ-এর শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ তার সুনানে, সাহবে জামেউল উসূল তার কিতাবে হাকিম থেকে, আর মাসাবহিতে হযরত জাবের হতে বর্ণিত)।

৬৮০ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِي الْقَبْصَلَ وَالْثُومَ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا

يَقْرَيْنُ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنَّ كُنْتُمْ لَا بُدَّ أَكْلِيهِمَا قَامِيَتُوهُمَا طَبِخًا - رواه أبو داؤد

•

৬৮০। তাবিয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কোররা (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি গাছ অর্থাৎ পিয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। যে তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেছেন, যদি তোমাদের একান্তই খেতে হয় তবে তা যেন পাকিয়ে দুর্গন্ধ দূর করে খায়।

ব্যাখ্যা : কাঁচা পেয়াজ ও রসুন খাওয়া মাকরুহ। মুখে থেকে গন্ধ আসে। সন্তর্কতা অবলম্বনের জন্য মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। মুখে গন্ধ না হবার জন্য রান্না করে খেতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

৬৮১ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ - رواه أبو داؤد والترمذی والدارمی •

৬৮১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবরস্থান ও হাম্মামখানা ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গাই মসজিদ। কাজেই সব জায়গায়ই নামায পড়া যায় (তিরমিযী ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো, পাকপবিত্র সব জায়গায়ই নামায পড়া জায়েয। আর এ অর্থে আল্লাহর দুনিয়ার সব জায়গাই মসজিদ। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থান ও গোসলখানা নাপাক না হলেও তথায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৬৮২ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَرْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبِرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاظِنِ الْأَيْلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ - رواه الترمذی وابن

•

৬৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (১) আবর্জনা ফেলার জায়গায়। (২) জানোয়ার জবেহ করার জায়গায়।

(কসাইখানায়) (৩) কবরস্থানে। (৪) রাস্তার মাঝখানে। (৫) গোসলখানায়। (৬) উট বাঁধার জায়গায় এবং (৭) খানায় কাবার ছাদে (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে কবরস্থানে নামায পড়তে। তবে এই নিষেধ ‘তানজিহ’। কবরস্থানকে সামনে রেখে নামায পড়া সকলের মতেই মাকরুহ তাহরীম।

আবজর্না ফেলার ও পশু জবেহ করার স্থানে নামায পড়া নিষেধ। কারণ এখানে সব সময় অপবিত্র জিনিস পড়ে থাকে। বড় দুর্গন্ধ হয়। লোক চলাচল ও যানবাহনের যাতায়াতে ব্যাঘাত ও দুর্ঘটনার কারণ ঘটতে পারে বলে রাস্তার মাঝখানে নামায পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

গোসলখানায় নামায পড়া নিষেধ এইজন্য যে, তা উলঙ্গ ও ন্যাংটা হবার জায়গা। ওখানে শয়তানের বাসা।

খানায় কাবা আল্লাহর ঘর। এই ঘরের উপরে নামায পড়া বেআদবী। এই সাতটি জায়গায় নামায পড়া কারো মতে মাকরুহ, কেউ বলেন হারাম।

৭৮৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْأَيْلِ - رواه الترمذی

৬৮৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পারো, উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : উট ছাগল অপেক্ষা বিপজ্জনক পশু। উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে গেলে ভয় আছে। আশংকা আছে ছুটে এসে কোন ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু ছাগল-ভেড়া দ্বারা এই আশংকা নেই। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৭৮৬ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - رواه ابو

داؤد والترمذی والنسائی

৬৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই সকল স্ত্রী লোকদের প্রতি যারা (ঘন ঘন) কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ওই সব লোকদেরও অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা তাতে বাতি জ্বালায় (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে মহিলাদের কবরস্থানে গিয়ে কবর বিয়ারত করা, কবরের উপর মসজিদ বানানো ও কবরে বাতি জ্বালানো স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হলো সরাসরি কবরস্থানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ বানানো। আর দ্বিতীয় অর্থ সম্মান ও মর্যাদা এবং তাজীম-তাকরীমের নিয়াতে কবরকে সজ্জা করা। উভয়টাই নিষেধ।

ইসলামের প্রথম দিকে দীনকে শিরকমুক্ত করার স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য কবর বিয়ারতও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর বিয়ারতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু কিছু আলেম এই অনুমতির মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ই शामिल আছে বলেন। তাই আগে নারীদের কবর বিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। আর হকুম হবার পর তাদের জন্যও জায়েয। আবার কোন কোন আলেম বলেন, কবর বিয়ারতের অনুমতি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু পুরুষদের দিয়েছেন, নারীদের জন্য নয়। কারণ হিসাবে তারা বলেন, মহিলারা দুর্বল প্রকৃতির ও দুর্বল মনের মানুষ। কবরের পাশে গেলে মায়া-মমতা ও ডরে-ভয়ে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না, একেবারেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই তাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। এই হাদীস তাদের পক্ষে দলীল। তাই ঘরে বসেই তাদের মূর্দার জন্য দোয়া করা উচিত। জমহুর ওলামার মতে নারী-পুরুষ সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওশা মোবারক বিয়ারত করতে পারবে। তবে ভক্তির আতিশয্যে কেউ কেন সাজ্জা করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কবরে বাতি জ্বালানো, মাযারে আলোকসজ্জা করা নাজায়েয। একে তো এটা একটা বেহুদা খরচ। এতে মূর্দারের কোন উপকার হয় না। দ্বিতীয়তঃ কবরে বা মাযারে এভাবে বাতি জ্বালালে মানুষ ভক্তির আতিশয্যে কবর বা মাযারে সজ্জা করতে শুরু করবে। করছেও তা। তাই নিষেধ।

৬৮৫ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ حَبْرًا مِّنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَسْكُتْ حَتَّى يَجِيءَ جَبْرِيلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ أَسْأَلُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ جَبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دُتُّوتُ مِنَ اللَّهِ دُتْرًا مَّا دُتُّوتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جَبْرِيلُ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَأُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا - رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر

৬৮৫। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- নিরন্তর রইলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ জিবরীল আমীন না আসবেন তুমি খামুশ থাকো। সে খামুশ থাকলো। এর মধ্যে জিবরীল (আ) আসলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে ওই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। হযরত জিবরীল উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানে না। আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করবো। এরপর হযরত জিবরীল বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর এতো নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন আর যাইনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে জিবরীল? তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা বাকী ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকট স্থান হলো বাজার, আর সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ (ইবনে হিব্বান)।

ব্যাখ্যা : প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিল একটি। আর তা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান কোনটি। কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর আসলো দুইটি। একটি উৎকৃষ্ট স্থান আর একটি নিকট স্থান। একসাথেই জানিয়ে দেয়া হলো রহমানের স্থান কোনটি আর শয়তানের স্থান কোনটি?। একটা নিয়মও এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন প্রশ্ন জানা না থাকলে তার জবাবের জন্য তাড়াহুড়া না করে ভাল করে জেনে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় পব্লিশ্বদ

৬৮৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مُسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ - رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الایمان

৬৮৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে আমার এই মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে এলেম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে হলো ওই ব্যক্তির মতো যে অন্যের জিনিসকে হিংসার চোখে দেখে (কিন্তু ভোগ করতে পারে না) (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকীর শূআবুল ইম্যান)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে আমার এই মসজিদে আসে”। আমার মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নববী। যে মসজিদে নামায পড়লে ‘মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব মসজিদ হতে প্রতি রাকাতের পঞ্চাশ হাজার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই মসজিদ মর্যাদা, ফযিলত ও বরকতের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে শুধু নামাযই নয়, তিলাওয়াত, ইতেকাফ, এলেম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া সবই অনেক বেশী সওয়াব এনে দেয়। নেক নিয়্যতে নেক কাজে আসলেই এই সওয়াব। আর তা না হলে তার দৃষ্টান্ত এমন লোকের যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু অন্যের কাছে কিছু দেখলেই তার দুঃখ হয়, হিংসা লাগে। আখিরাতের আদালাতেও যখন এই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির খোঁজখাল দেখবে বুঝবে এতো সৌভাগ্য তার ওই মসজিদের কারণেই হয়েছে।

৬৮৭ - وَعَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلْيَسِّرْ لَهُ فِيهِمْ حَاجَةً - رواه البيهقي في شعب الإيمان

৬৮৭। হযরত হাসান বসরী (র) হতে এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই এমন এক কাল আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজদের দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তাআলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই (বায়হাকীর শোয়াবুল ইমান)।

৬৮৮ - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَتَنِي بِهِذَيْنِ فَجَنَنَهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتُمَا أَوْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصَوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري

৬৮৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে শুয়ে আছি, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি জেগে উঠে দেখি তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা)। তিনি আমাকে বললেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার

লোক? তারা বললো, আমরা তায়েফের লোক। হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দিতাম। হাসুলুয়াহ সাদ্লামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে তোমরা উচ্চস্বরে কথা বলছো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : সব মসজিদেই উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ। কারণ এটা বেআদবী। আত্মানুষ্ঠান কথা হলেও। আর এটা মসজিদে নববীতে আরো বড় বেআদবী। কারণ হজুর সাদ্লামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শায়িত।

৬৮৭ - وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَنَى عُمَرُ رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تَسْمَى

الطَّيْحَاءُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْفِظَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ

فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ - رواه في الموطأ .

৬৮৯। হযরত ইমাম মালেক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে মরবীর পাশে একটি বড় চত্বর বামিরেছিলেন; এর নাম রাখা হয়েছিল 'বুতাইহা'। তিনি লোকদেরকে বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে চায় সে যেন সেই চত্বরে চলে যায় (মুওয়াত্তা)।

৬৭ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ

فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا

قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأَنَامَ يَنَاجِي رَبَّهُ وَإِنْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَنْزُقَنَّ

أَحَدَكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ

فَبَصَّقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا - رواه البخارى

৬৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাদ্লামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে থুথু পড়িতেন দেখলেন। এতে তিনি ভীষণ রাগ করলেন। তাঁর চেহারা এ রাগ প্রকাশ পেলো। তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তার 'রবের' সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। অপর তখন তার 'রব' থাকেন তার ও কিবলার মাঝে। অতএব কেউ যেন তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে। এরপর হজুর সাদ্লামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন, এতে থুথু ফেললেন, তারপর চাদরের একাংশকে অপরাংশ দ্বারা মলে দিলেন এবং বললেন : সে যেনো এভাবে থুথু নিঃশেষ করে দেয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : “তার ‘রব’ থাকেন তার ও কেবলার মাঝে”-এর অর্থ হলো-যখন কোশ মনুষ্য নামায পড়ার জন্য দাঁড়ায় তখন কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর প্রতি ধ্যান নিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করে। অতএব তার ‘রব’ তার ও কেবলার মাঝখানে থাকেন। এইজন্যই কেবলার দিকে থুথু ফেলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একান্তই যদি থুথু নিষারণ করা না যায় তাহলে হয় বাম পায়ের নিচে ফেলে মলে দেবে অথবা চাদরের এক কোণে ফেলে থুথু অপর কোণ দিয়ে তা মশে দেবে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর দিয়ে যেভাবে দেখিয়েছেন।

৬৭১ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِينَ فَرَعَ لَا يُصَلِّيْ لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدْ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - رواه ابو داؤد

৬৯১। হযরত সায়েব ইবনে খালাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন বলেন, এক লোক কিছু ক্ষেত্রে ইমামতি করছিলেন। সে কেবলার দিকে থুথু ফেলতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন। তার নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকগুলোকে বললেন, এই ব্যক্তি যেনো আর তোমাদের নামায না পড়ায়। পরে এই লোক তাদের নামায পড়াতে চাইলে লোকেরা তাকে নামায পড়াতে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ তাকে জানিয়ে দিলো। সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ (ঘটনা ঠিক)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথাও বলেছেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ (আবু দাউদ)।

৬৭২ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَا يَا عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ

سَرِيعًا فَثُوبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مُصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ انْقَلَبَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَشْقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَهَا ثَلَاثًا فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ فَتَجَلَّى بِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ مَشَى الْأَقْدَامُ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَأَسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرْبِهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيمَ قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ اطْعَامُ الطَّعَامِ وَلَبْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلِّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتُ قِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرِبُنِي إِلَى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَقٌّ قَادِرُ سُوءِهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৬৯২। হযরত মোয়াজ্জ ইবনে জাবল (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিত্য দিনের অভ্যাসের বিপরীত) ফজরের নামাযে আসতে এতটা দেরী করলেন যে, সূর্য প্রায় উঠে উঠে। এর মধ্যে তাড়াহুড়া করে তিনি আসলেন। সাথে সাথে নামাযের ইকামত দেয়া হল। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎক্ষিপ্ত করে নামায পড়ালেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি উচ্চ কণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নামাযের কাতারে যে যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, শুনো! আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে যে কারণ আমার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হলো, আমি রাতে ঘুম থেকে উঠলাম। উয়ু করলাম। পরে আমার পক্ষে যা সম্ভব হলো নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্দ্রা ধরলো। ঘুমে অসাড়া হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার ‘রব’ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে উপস্থিত। তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় আছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার ‘রব’ আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, ‘মালাউল আলা’ অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাবে বললাম, আমি তো কিছু জানি না হে আমার ‘রব’! এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর দেখি, তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে তাঁর কুদরতের হাত রেখে দিয়েছেন। এতে আমি আমার সিনায় তাঁর আঙ্গুলের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম। আমার নিকট তখন সব জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়লো। আমি সকল ব্যাপার বুঝে গেলাম। তারপর তিনি আবার আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে পরওয়ারদিগার। এখন বলো দেখি ‘মালাউল আলা’ কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি বললাম, শুনাহ মিটেয়ে দেবার ব্যাপারসমূহ নিয়ে। আক্কাই তাআলা বললেন, সেসব জিনিস কি? আমি আরয় করলাম, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, নামাযের পরে দোয়া ইত্যাদির জন্য মসজিদে বসা এবং শীতের বা অন্য কারণে গুজু করা কষ্টকর হলেও তা উপেক্ষা করে উয়ু করা। আবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন, আর কি ব্যাপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম, দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, গরীব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, ভদ্রভাবে কথা বলা, রাতে মানুষ যখন ঘুমায় সে সময় উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া। তারপর আবার আল্লাহ পাক বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তোমার যা চাওয়ার তা নিবেদন করো। তাই আমি দোয়া করলাম : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার, মিসকীনের বন্ধুত্ব, তোমার ক্ষমা ও রহমত চাই। আর যখন তুমি কোন জাতির মধ্যে গোমরাহী ছড়াতে চাও, তার আগে আমাকে গোমরাহী ছাড়া উঠিয়ে নিও। আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা আর ওই ব্যক্তির ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর আমি এমন আমলকে ভালোবাসতে চাই যে আমল আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করবে”। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই স্বপ্ন মেলানানা সত্য। তাই তোমরা একথা স্মরণ রাখবে, আর লোকদেরকে শিখাবে (আহমাদ, তিরমিযী)। আর তিরমিযী বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : এই ধরনের একটি হাদীস এ সংকলনের ৬৭১-এ উক্ত হয়েছে। সেখানে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে এখানে দেয়া হলো না।

৬৭২ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ قَادًا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حَفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ - رواه أبو داؤد .

৬৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাবার সময় বলতেন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অফুরন্ত ক্রমতার বিভাঙ্কিত শয়তান হতে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ এই দোয়া পড়লে শয়তান বলে, আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

৬৭৬ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - رواه مالك مرسلًا

৬৯৪। তাবেরী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ভূত বানিও না যা লোকেরা পূজা করবে। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে ওই জাতি যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (ইমাম মালিক মুরসাল হিসাবে)।

ব্যাখ্যা : “কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে” অর্থ হলো মসজিদে যেভাবে আল্লাহর ইবনেদত বন্ধেগীর জন্য যায়, কবরস্থানেও সেভাবে কবরবাসীর অর্চনার জন্য যায়। মুসলিম সমাজে সজ্জতা, মূর্খতা ও এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষের দূরভিসিক্রির কারণে আজকাল পীর-বুয়ুর্গদের কবরে মামব পূজা শুরু হয়েছে।

হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া শরীফ মসজিদের এক পাশে বাইরেই ছিল। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে তা ওয়াল দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ঘিরে দেয়া হয়। এখন তা মসজিদে নববীর মাঝেই আছে। কিন্তু কোম লোক আবেগে আপ্ত হয়ে সেখানে শরীয়ত বিরেধী কোন কাজ করতে পারে না।

৬৯৫ - وَعَنْ عُمَادِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِدُ الصَّلَاةَ فِي حَيْطَانٍ قَالَ بَعْضُ رَوَاتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِينَ - وَكَوَلَا الشَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ الْأَمِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعُفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ

৬৯৫। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হিটানে' নামায পড়ে তাহলে তার আসন তেঁদের কেউ-কেউ বলেছেন, 'হিটান' অর্থ বাধান (আহমাদ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেছেন, আমরা এই হাদীসটি হাসান ইবনে আবু জাফর হাড়া অন্য কারো নিকট হতে অবগত নই। আর হাম্মানকে ইয়াহুয়া ইবনে সাদ প্রমুখ জরীফ বলেছেন।

৬৯৬ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْنِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقِبَاةِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ بِخَمْسٍ مِائَةٍ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفٍ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفٍ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفٍ صَلَاةً - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৬৯৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি তার ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তার এই নামায এক নামাযের সমান। আর যদি সে মহল্লার পাঞ্জেরানা মসজিদে নামায পড়ে তাহলে তার এই নামায পঁচিশ নামাযের সমান। আর সে যদি জুমআর মসজিদে (জামে মসজিদে) নামায পড়ে তাহলে তার নামায পাঁচ শত নামাযের সমান। সে যদি মসজিদে আকসা অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসে নামায পড়ে, তার এই নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর যদি আমার মসজিদে নামায পড়ে তার এই নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর সে যদি মসজিদে হারামে নামায পড়ে তবে তার নামায এক লাখ নামাযের সমান (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়ে ১ম পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

৬৭৭ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضَعَ فِي الْأَرْضِ
أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قُلْتُ كَيْفَ
بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَعَبَّثْ مَا دُرَّكَتِكَ الصَّلَاةُ
فَصَلِّ - متفق عليه .

৬৭৭। হযরত আবু যার সিকারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, 'মসজিদুল হারাম'। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মসজিদুল আকসা'। আমি বললাম, এই উভয় মসজিদ তৈরীর মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছরের পার্থক্য। তারপর দুনিয়ার সব জায়গাই তোমার জন্য মসজিদ, নামাযের সময় যেখানেই হবে নামায পড়ে নেবে।

ব্যাখ্যা : মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার মধ্যে প্রথম নির্মাণে চল্লিশ বছরের পার্থক্য ছিল। পুনঃনির্মাণে উভয় মসজিদের পার্থক্য হবে এক হাজার বছরের।

৮ - بَابُ السَّتْرِ

(সতর)

সতর অর্থ ঢাকা, আবৃত করা। মানুষের শরীরের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান ঢেকে রাখা ফরয। নামাযে পুরুষের কমসে কম নাজী হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর মহিলাদের পায়ের পাতা, হাতের কজি ও মুখমণ্ডল ছাড়া গোটা দেহ ঢাকা ফরজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৬৭৮ - عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتٍ أَمْ سَلَمَةَ وَأَضْعًا طَرْفَهُ
عَلَى عَاتِقِهِ - متفق عليه .

৬৭৮। হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নামায পড়ছিলেন। তিনি এ কাপড়টি নিজের শরীরে

এভাবে জড়িয়ে নিলেন যে, কাপড়ের দুই দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর ছিল (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “ইশতেমাল” হলো কাপড়ের ডান দিক যা ডান কাঁধের উপর আছে, তা বাম হাতের বগলের নিচ দিয়ে বের করে এনে আবার ডান হাতের নিচ দিয়ে বাম হাতের উপর ফেলে দেয়া। পরে কাপড়ের ডান ও বাম দিককে একত্রে মিলিয়ে সিন্ধুর উপর গিরা লাগানো। তবে কাপড় লম্বা হলে গিরা লাগানোর প্রয়োজন হয় না। শুধু কাপড় ছোট হলে খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে গিরা দিতে হয়। এক কাপড়ে নামায পড়তে হলে এই নিয়মে পড়তে হয়। তখমকার দিনে আরবদের অনেকেই ভিতরে সুগি বা পাম্পজামা না পরে এক কাপড়ে থাকতো।

হাদীসে কাপড়ের এই ব্যবহার বিধিকে ‘বুখারায়’ অন্য ‘মুশতামাল’ ‘মুজল ওয়াশ্শাহ’ ‘মুখলিক বাইনা তারাকাইহে’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সবগুলোরই অর্থ এক।

৩৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ - متفق عليه

৬৯৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের কাপড়ের কোন অংশ কাঁধের উপর না থাকলে তোমাদের কেউ যেন এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “ইশতেমাল” পরা অবস্থায় তো নামায পড়ার অনুমতি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। কারণ কাপড়ের কিছু অংশ কাঁধের উপর আছে। আর কাঁধের উপর কাপড় থাকলে তা খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাঁধের উপর কাপড় না থাকলে তা খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই অবস্থায় এক কাপড়ে নামায পড়তে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

৭ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - رواه البخاري

৭০০। এই হাদীসটিও হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়বে সে যেন কাপড়ের দুই কোণা কাঁধের উপর দিয়ে বিপরীত দিক হতে টেনে এনে জড়িয়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

৭০১ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا الْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُبَارِزِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عِلْمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَخَافُ أَنْ يَقْتَنِي

৭০১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর পরে নামায পড়লেন। চাদরটির এক কোণে অন্য রঙের বুটীর মতো কিছু কাঙ্ক্ষ করা ছিলো। নামাযে এই কারুকার্যের দিকে তিনি একবার তাকালেন। নামায শেষ করার পর তিনি বললেন, আমার এই চাদরটি (এর দানকারী) আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও। তাকে এটি ফেরত দিয়ে আমার জন্য তার 'আবেজানিয়াটি' দিয়ে আসো। কারণ এই চাদরটি আমাকে আমার নামাযে মনোযোগী হতে বিরত রেখেছে (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, আমি নামাযে চাদরের কারুকার্যের দিকে তাকাছিলাম, তাই আমার ভয় হচ্ছে এই চাদর নামাযে আমার নিবিষ্টতা বিনষ্ট করতে পারে।

স্বাক্ষর : 'খামিসাহ' এক রকম কালো রঙের পশমের তৈরী চাদর। এর কোণায় কাঙ্ক্ষ করা নক্সা ছিলো। আবু জাহম নামে একজন সাহাবী হজুরকে ফেরত দিয়ারে দান করেছিলেন। এই 'খামিসাহ' নামক চাদর গায়ে তিনি নামায পড়ছিলেন। নামাযে চাদরের নক্সার প্রতি হজুরের দৃষ্টি গিয়েছে। যাতে খুজু-খুতর ব্যাঘাত ঘটেছে। তাই তিনি নামাযশেষে এই চাদর আবু জাহমকে ফেরৎ দিয়ে 'আবেজানিয়া' নামক আর এক রকমের সাদাটিথে চাদর নিয়ে আসতে বলেন। 'আবেজান' একটি শহরের নাম। ওই শহরে এই চাদর তৈরী হতো বলে একে আবেজানিয়া বলা হতো।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, নামাযে এমন চাকচিক্যময় কাপড়-চোপড় পরা উচিত নয় যা মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। সে দিকে বারবার নজর পড়ে। নামাযে খুজু খুত নষ্ট হয়।

৭০২ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ حَاتِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنْ قِرَامِكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭০২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-র একটি পর্দার কাপড় ছিলো। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার এই পর্দাখানি আমাদের (এখান থেকে) সরিয়ে ফেলো। কারণ এর ছবিগুলো সব সময় নামাযে আমার চোখে পড়তে থাকে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই পর্দাটি হযরত বিবি আয়েশা (রা) ঘরের একপাশে ওয়ালে লাগিয়ে রেখেছিলেন বলে মনে হয়। এতে কোন কিছুর ছবি বা নক্সা ছিলো। নামাযে হজুরের দৃষ্টিতে পড়তো। তাই তিনি পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে হযরত আয়েশাকে বলেছেন। তখনো আয়েশা (রা) এটা ঠিক নয় বলে জানতেন না। হজুরের বলার সাথে সাথে তা সরিয়ে ফেলেন।

৭. ৩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجَ حَزِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَأَلْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ - متفق عليه .

৭০৩। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমের একটি 'কাবা' হাদীয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি কাবাটিকে অত্যন্ত অপছন্দনীয়ভাবে শরীর থেকে খুলে ফেললেন এরপর তিনি বললেন, এই 'কাবা' মুশ্রিকদের পরা ঠিক নয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রেশমের 'কাবাটি' হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দূমার বাদশাহ আকির অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ ইস্কান্দরিয়া তোহফা হিসাবে পরিয়েছিলেন। পুরুষদের জন্য তখনো রেশমের কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হয়নি। তাই তিনি প্রথমে 'কাবাটি' পরিধান করেছিলেন। কিন্তু পরে নামায পড়ার পর তিনি অনুতাপ করলেন রেশমের কাপড়ে মনে একটা অহংকার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তা খুলে ফেললেন। পরে অবশ্য এই কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হলে সকলে তা পরা ত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭. ৪ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ لَهَا صَلًى فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَأَوْزُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ . رواه أبو داود وروى النسائي نحوه .

৭০৪। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আব্দাহর রাসূল! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। আমি কি (লুঙ্গী পায়জামা ছাড়া) এক কাপড়ে নামায পড়ে নিতে পারি? হজুর (সা) প্রতিউত্তরে বললেন, হাঁ, পড়ে নিতে পারো। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও (গলার নীচে কাপড়ের দুই দিক) আটকিয়ে নিও (আবু দাউদ; এই হাদীসটি ঠিক এভাবে নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : শিকারী ব্যক্তিকে শিকারের পেছনে সময় সময় দৌড়াতে হয়। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয়। তাই তারা খুব কম কাপড় পরিধান করে হালকা থাকে। যাতে চলাচলে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। তারা বেশীর ভাগ সময় এক কাপড়ে চলে। এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে কিনা তাই এ প্রশ্ন।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে। কিন্তু গলার নিচে কাপড় বেঁধে রাখবে। বাঁধার জন্য কোন কিছু না পেলে অন্তত কাটা দিয়ে হলেও আটকিয়ে রাখবে। যাতে কাপড় ফাঁক হয়ে সতর খুলে না যায়।

৭০৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّيُ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ - رواه أبو داود

৭০৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুঙ্গী (পায়ের গোছার নিচে) খুলিয়ে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও উষু করে আসো। লোকটি গিয়ে উষু করে আসলো। এ সময় এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দাহর রাসূল আপনি এই লোকটিকে কেন উষু করতে বললেন (অথচ তার উষু ছিল)? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার লুঙ্গী (গোছার নিচে) খুলিয়ে রেখে নামায পড়ছিলো। আর যে ব্যক্তি লুঙ্গী খুলিয়ে রেখে নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : পায়ের গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত পায়জামা, লুঙ্গী বা জামা খুলে থাকাকে খুসবেলে ইয়ার বলে। এটা 'অহংকার' অহমিকার প্রতীক। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে অহমিকা প্রদর্শন করে পোশাক পরতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সকলের মতে তা মাকরুহ তাহরীমী। এই অবস্থায় লোকটি নামায পড়েছে। উযুর

দ্বারা লোকটির বাহ্যিক শুদ্ধির আক্কেশ দিয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তর শুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। লোকটি যেন বুঝতে পারে কাজটি স্বাভাবিক, উম্ম এই গর্হিত কাজের কাফফার।

৭০৬ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ

صَلَاةٌ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - رواه أبو داود والترمذی

৭০৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওড়না' ছাড়া প্রান্তবয়স্কা মহিলাদের নামায কবুল হয় না (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : প্রান্তবয়স্কা অর্থাৎ বালগা মহিলা বুঝাতে এই হাদীসে 'হায়েমা' ব্যবহার করা হয়েছে। যারা বালেগ হয় তাদেরই হায়েম হয়। এই হাদীস থেকে বুঝা গেল মেয়েদের মাথা ও মাথার চুল সতরের মধ্যে গণ্য। তাই এগুলো ঢেকে রাখা ফরয। কোন মহিলা খোলা মাথায় চুল দেখিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। ওড়না মাথায় দিয়ে মাথা ও চুল ঢেকে নামায পড়তে হবে।

৭০৭ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ كَانَ الْمِدْرَعُ سَابِغًا يَغْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا - رواه أبو داود وذكر جماعة ووقفوا على أم سلمة

৭০৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাদের কাছে যদি নুঙ্গি পায়জামার কোন কাপড় ভিতরে পড়ার জন্য না থাকে; শুধু জামা ও ওড়না পরে তারা নামায পড়তে পারে কিনা? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, নামায হয়ে যাবে। তবে জামা এতটটা লম্বা হতে হবে যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায় (আবু দাউদ। ইমাম আবু দাউদ বলেন, একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উম্মে সালামা (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নয়)।

৭০৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ قَاهُ - رواه أبو داود والترمذی

৭০৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়বার সময় 'সদল' করতে ও কারো মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে নামায পড়ার সময় দুইটি কাজ করতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একটি 'সদল' করতে আরেকটি চেহারা ঢাকতে। 'সদল' হলো মাথা ও কাঁধের উপর চাদর জাতীয় কাপড় বাঁধন ছাড়া নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। দু'টি কাজই মার্কুহ।

৭০৯ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي بُعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهِمْ - رواه أبو داود .

৭০৯। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুতা-মোজাসহ নামায পড়ে ইয়াহুদীদের বিপরীত কাজ করবে। কারণ জুতা-মোজা পরে তারা নামায পড়ে না (আবু দারুদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল, মোবাহ বিষয়েও ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতির অনুকরণ করা যাবে না। জুতা-মোজা পাক থাকলে তা পায়ে রেখে নামায পড়া যায়।

৭১ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَشَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا وَلَّى ذَلِكَ الْقَوْمَ الْقِيَامَ يُعَالِهِمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا خَمَلَكُمْ عَلَى الْقَائِكُمْ نَعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نَعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى نَعْلَيْهِ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا - رواه أبو داود والدارمی .

৭১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি পা থেকে জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। তা দেখে লোকেরাও নিজেদের জুতা খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন, তোমরা কেন নিজেদের পায়ের জুতা খুলে ফেললে? তারা জবাব দিলেন, আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখে

দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হযরত জিবরীল এসে আমাদের খবর দিলেন, আমার জুতায় নাপাক আছে। তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতার নাপাক আছে কি না তা দেখে নেয়। সে যেন তা মুছে ফেলে। এরপর জুতা সহকারেই নামায পড়ে (আবু দাউদ, দারেমী)।

৭১১ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلِيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ لِيُصَلَّ فِيهِمَا - رواه أبو داود وروى ابن ماجه معناه .

৭১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে সে যেন তার জুতা তার ডান পাশেও না রাখে, বাম দিকেও না রাখে। কারণ এদিক অন্য কারো ডান দিক হবে। তবে যদি বাম দিকে কেউ না থাকে তাহলে এদিকে রেখে দিবে। তাহলে সে যেন জুতা তার দুই পায়ের মধ্যে (সামান্য সামনে) রেখে নেয়। আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো এসেছে : (যদি জুতা পাক-পবিত্র হয় তা না খুলে) পায়ে রেখেই নামায পড়বে (আবু দাউদ ; ইবনে মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : জুতা রাখার অন্য কোম ব্যবস্থা না থাকলে এভাবে দুই পায়ের মাঝ বরাবর একটু সামনের দিকে এগিয়ে রাখাই ভালো। আর জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া আমাদের দেশে সম্ভব নয়। পানি কাদার দেশে জুতায় ময়লা অপবিত্র জিনিস থাকেই। আরব শুকনা দেশ, বালু কংকর ছাড়া কিছু নেই। কাজেই পাপোষে মুছে মসজিদে জুতা পায়ে চলে গেলে কোম ময়লা বা অপবিত্র কিছু থাকে না। আমাদের দেশে মসজিদে জুতা রাখার জন্য সামনে লম্বা বাস্তের ব্যবস্থা আছে। তাই এখন আর সমস্যা নেই। সামনেই জুতা রাখা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৭১২ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ - رواه مسلم .

৭৩২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি একটি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন, তার উপরই সিজদা দিচ্ছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি আরো দেখলাম তিনি এক কাপড়ে-বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর পেঁচিয়ে নামায পড়ছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে নামাযের সিজদা ও জমীনের মধ্যে কোন কিছু বিছানো থাকলে এবং তা পাক-পবিত্র হলে এতে নামায পড়া জায়েয। তা বিছানা, চাটাই বা মাদুর যাই হোক। শীআদের মত সিজদার স্থানে এক টুকরা মাটি রাখার প্রয়োজন নাই।

৭১৩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ حَافِيًا وَ مُتَّعِلًا - رواه ابو داؤد .

৭১৩। হযরত আমর ইবনে শূআইব (র) হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

৭১৪ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ قَالَ صَلَّى بِنَا جَابِرٍ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمَشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تَصَلِّيُ فِي إِزَارٍ وَ أَحَدٌ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلَكَ وَ إِنِّي كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري .

৭১৪। তাবেরী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তিনি তা গিরা লাগিয়ে পেছনে ঘাড়ের উপর বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তার অন্যান্য কাপড় খুঁটির উপর রাখা ছিলো। একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এক লুঙ্গিতেই নামায পড়লেন (অথচ আপনার আরো কাপড় ছিলো)? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মতো আহাম্মককে দেখাবার জন্য আমি এ কাজ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে আমাদের কারই বা দু'টি কাপড় ছিলো (বুখারী)?

ব্যাখ্যা : এক কাপড়ে নামায পড়া যায়, যদিও লুঙ্গি বা পাজামা ও জামা পয়ে নামায পড়া উত্তম। এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। কিয়ামত সংঘটিত হবার

আগ পর্যন্ত মানুষের কত রকম অবস্থা হবে। তাই ন্যূনপক্ষে কতটুকু পোশাক পরে নামায পড়া যায় তার সীমাও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে বলে দিতে ছাড়েননি। নামাযে দাঁড়ানো হলো আল্লাহর দরবারে দরবারে দাঁড়ানো। এর চেয়ে মর্যাদার স্থান ও সময় আর কিছু নেই। কাজেই একজন মুমিন তার সামর্থ্য অনুসারে উত্তম পোশাকে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়া উত্তম। তবে খেরাল রাখবে কোন কিছুতেই যেন মনে অহংকার ও গর্বের উদ্ভব না ঘটে। হযরত আবিরও এক কাপড়ে নামায পড়ে কমপক্ষে কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়া যায় তা দেখিয়েছেন।

৭১৫ - وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَغَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ قَلَّةٌ فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثُّوبَيْنِ أَزْكَى - رواه احمد

৭১৫। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাপড় নামায পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা এভাবে। এক কাপড়েই নামায পড়েছি। তাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি। এই কথাটির উপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যখন আমাদের কাপড়ের অভাব ছিলো তখন এক কাপড়ে নামায পড়া হতো। আল্লাহ তাআলা এখন আমাদেরকে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন। তাই এখন দুই কাপড়েই নামায পড়া উত্তম (আহমাদ)।

৭ - بَابُ السُّتْرَةِ

৯-নামাযে সুতরা

সুতরা অর্থ হলো 'আড়াল', যা দিয়ে আড়াল করা হয়। তা এমন একটি বস্তু যা নামাযীর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যাতে তার নামাযের অবস্থায় প্রয়োজনে তার সামনে দিয়ে যাওয়াত করা যেতে পারে। যেমন লাঠি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি। সুতরা সাধারণত কোন খোলা জায়গায় নামায পড়লেই লাগাতে হয়। তাতে নামাযীর নামাযের জায়গা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করে। সুতরার জন্য কিছু না পাওয়া গেলে সামনে দিয়ে একটি রেখা টেনে দিলেও চলে বা নিজের জুতা জোড়া সামনে রাখলেও হয়। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার টুপি খুলে তা সুতরা হিসাবে ব্যবহার করেন। নামায জামায়াতে পড়লে ইমামের সামনে সুতরা দিলেই চলবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুতরার ব্যাপারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল।

৭১৬ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنْزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمِلُ وَتَنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا - رواه البخارى .

৭১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঈদগাহে চলে যেতেন। যাবার সময় তাঁর আগে আগে একটি বর্শা নিয়ে যাওয়া হতো। এই বর্শা ঈদগাহে হজুরের সামনে গেড়ে রাখা হতো। এই বর্শা সামনে রেখে তিনি নামায পড়তেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন দিকে চলাতেন, তার সাথে খাদেম থাকতো। সে বর্শা হাতে করে আগে আগে থাকতো। ঈদগাহ যেহেতু ময়দান। এতে কোন প্রাচীর থাকতো না। খোলা জায়গা। তাই ওই বর্শা তিনি যে জায়গায় নামায পড়াতে দাঁড়াতে তার সামনে গেড়ে নিতেন।

সুতরার সামনে দিয়ে যাবার হুকুম

৭১৭ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بِلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذُّوَابُ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ - متفق عليه .

৭১৭। হযরত আবু জুহাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কার 'আবতা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি চামড়ার লাল তাঁবুতে দেখতে পেলাম। বেলালকে দেখলাম হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর পানি হাতে তুলে নিতে। আর (অন্যান্য) লোকদেরকে দেখলাম উরুর অবশিষ্ট পানি নিবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। যারা তাঁর ব্যবহারের

উত্তম উয়ুর পানি আনতে পেরেছে তাই বরকতের জন্য সারা শরীরে ও মুখমণ্ডলে মাখতে লাগলো। আর যারা উয়ুর পানি আনতে পারলো না তারা সঙ্গী সাথীদের (যারা পানি পেয়েছে) হাতের তিজা স্পর্শ করেছে। এরপর আমি বেলালকে দেখলাম, হাতে একটি বর্শা নিলো ও ভা মাটিতে পুঁতে দিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। কাপড়ের কিনারা শামলিয়ে লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়লেন। সেই বর্শাটি তাঁর সামনে। এসময় মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে দেখলাম বর্শার বাইরে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মিনা যাবার পথে মক্কার কাছেই ‘আবতাহ’ অবস্থিত। ‘আবতাহ’ একটা নালার নাম। এই নালাকে ‘বুতহা ও মুহাসসায’ও বলা হয়। হাদীসে ‘হুলাহ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ‘দুই কাপড়’ অর্থাৎ লুঙ্গী ও চাদর। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ‘হুলাহটি’ পরেছিলেন তা ছিলো লাল জোড়া।

আরোহণের জানোয়ার ও হাওদার পেছনের লাঠিকে সুতরা হিসাবে ব্যবহার

৭১৮ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّيُ إِلَى آخِرَتِهِ

৭১৮। হযরত নাফে (তাবেয়ী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোলা জায়গায় নামায পড়লে) নিজের উটকে সামনে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, নাফে বলেন, আমি ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, উট মাঠে চরতে গেলে হজুর তখন কি করতেন? উত্তরে ইবনে ওমর বলেন, তখন তিনি উটের ‘হাওদা’ নিতেন এবং হাওদার পেছনের ডাঙাকে সামনে রেখে নামায পড়তেন।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বাইরে সফরে গেলে বর্শা না থাকা অবস্থায় ‘সুতরা’ হিসাবে উটকে ব্যবহার করতেন। আর উটও না থাকলে উটের হাওদার লম্বা ডাঙাকে ‘সুতরা’ বানাতেন।

৭১৯ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُوْخَرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ - وَوَاهِ مُسْلِمٌ

৭১৯। হযরত ডালাহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায পড়ার সময় হাওদার পেছনের দিকের ডাঙাটির মতো কোন কিছু সুতরা বানিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নামায পড়বে। এরপর তার সামনে দিয়ে কে আসবে আর গেলো তার কোন পরওয়া করবে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মর্ম হলো নামায পড়ার সময় সুতরার মতো কোন জিনিস সামনে দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে আর কোন অসুবিধা নেই। নামাযের বুজু শুভ ভাংবে না। অন্যের ক্ষতিও হবে না।

৭২০ - وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قِلَالٌ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ هَنَةً .
متفق عليه .

৭২০। হযরত আবু জুহাইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী এতে কি গুনাহ হয়, যদি জানতো তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু নাদর বলেন, উর্দ্ধতন রাবী চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার মনে নাই (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত ইমাম তাহাবী মুশকিলুল আসার গ্রন্থে বলেছেন, হজুরের কথার অর্থ এখানে চল্লিশ বছরই হবে। কারণ হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে যে কতো গুনাহ, তা জানতো তাহলে সে নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা এক শত বছর পর্যন্ত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করতো। 'নামায' অর্থই মাক্কের তখন আব্বাহর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত থাকা। এ সময় তার সামনে দিয়ে হেঁটে তার ধ্যান নষ্ট করা গুনাহ।

নামাযের সামনে না যাবার জন্য সুতরা একটা নির্দেশ

৭২১ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ

قَلِيدُكُمْ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ
مَعْنَاهُ .

৭২১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কিছু আড়াল নিয়ে নামায পড়া শুরু করে, আর কেউ আড়ালের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে চাইলে তাকে বাধা দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তাকে 'কতল' করবে। কারণ চলাচলকারী (মানুষের আকৃতিতে) শয়তান। এই বর্ণনটি বুখারীর। মুসলিমেও এই মর্মে বর্ণনা আছে।

ব্যাখ্যা : 'কতল' করা অর্থ এখানে প্রকৃতপক্ষে মেরে ফেলা নয়। যেহেতু নামাযের সামনে দিয়ে হাঁটাইটি খুবই খারাপ ও গুনাহ, তাই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে প্রবল বাধা দিয়ে এই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে গুনাহ করা হতে রক্ষা করতে হবে।

সুতরা নামাযের বিধায়ত করে

৭২২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّجُلِ . رواه مسلم

৭২২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারী, গাধা ও কুকুর নামায (সামনে দিয়ে অতিক্রম করে) নষ্ট করে। আর এর থেকে রক্ষা করে হাওদার (পেছনে দণ্ডায়মান) ডাঙার ন্যায় কিছু বস্তু (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কিরামসহ জমহুর ওলামার মত হলো, নামাযীর সামনে দিয়ে নারী হোক, গাধা হোক কি কুকুর হোক, যাতায়াত করলে নামায নষ্ট হবে না। নামায আদায় হয়ে যাবে। এই হাদীসসহ এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসের মূল লক্ষ্য হল, নামাযীর সামনে 'সুতরা' দাঁড় করানোর গুরুত্ব ও তাকীদ দেয়া। যে কোন কিছুই নামাযীর সামনে খুব কাছে দিয়ে গেলে নামাযীর মনোযোগ ভঙ্গ হয়।

এখানে নারীর কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা মনোহারিণী। তাদের দেখলে মনোযোগ ভঙ্গ হতে পারে। গাধা ও কুকুরের সাথে শয়তান থাকে। তারা নামায নষ্ট করে। এইজন্য এগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা গেলে নামায বাতিল হয় না।

৭২৩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبِيلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ - متفق عليه

৭২৩। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম লাশের আড়াআড়িভাবে থাকার মতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল। আর আয়েশা (রা) তাঁর সামনে ঘুমে অচেতন। এরপরও তিনি নামায পড়তে থাকেন। তাই বুঝা যায় কীলোক নামাযীর সামনে থাকলে বা সামনে দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না।

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা ইত্যাদি গেলে নামায নষ্ট হয় না।

৭২৪ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى آتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْأَحْثَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَنَا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَتَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فَلَمْ يُتَكَّرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ - متفق عليه

৭২৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি মাদি গাধার উপর আরোহণ করে আসলাম। তখন আমি বালগ হবার কীছাকাছি। এ সময়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অন্যান্য লোকজনসহ কোল দেয়ালের আড়াল ছাড়া নামায পড়ছিলেন। আমি (নামাযের) কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। এরপর গাধাটিকে চম্বাবার স্কল্য ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এই কাজে কেউই কোন আপত্তি জানালো না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম হলো, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা জাতীয় বা অন্য কোন প্রাণী পার হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয় না। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও তখন নাবালগ থাকার কারণে তার নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াকেও কেউ মনে কিছু করেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লাঠিকে সুতরা হিসাবে রাখার অবস্থান

৭২৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ - رواه أبو

داؤد وابن ماجه

৭২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে যেনো তার সামনে কিছু গেড়ে দেয়। কিছু যদি না পায় তাহলে তার লাঠিটা বেনো দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে, তাহলে যেন সামনে একটা রেখা টেনে দেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এসব ক্ষেত্রে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও কাজ করে। তার কোন ক্ষতি করবে না অর্থ নামাযে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা ভঙ্গ হবে না। সুতরাং বা কোন রেখা টেনে নিয়ে হজুরের নির্দেশের কারণে নামাযীর মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব সৃষ্টি হয়। তাই নামাযে মন জমে যায়। কি গেলো না গেলো তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হয় না।

সুতরাং নিকটে দাঁড় করাবে

৭২৬ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَسْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سِتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ

صَلَاتُهُ - رواه أبو داؤد

৭২৬। হযরত সাহল ইবনে আবু হাসম্বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সুতরা দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে সে যেনো সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহলে শয়তান তার নামায নষ্ট করতে পারবে না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : 'সুতরার কাছাকাছি' অর্থ সুতরার এতো কাছাকাছি দাঁড়াবে যাতে সুতরা আর তার মধ্যে সিজদা দেবার মতো জায়গা থাকে। আবার কেউ এর মধ্য দিয়ে যেতেও সুযোগ না পায়। তাহলে শয়তান 'নামায নষ্ট হয়ে গেছে' এমন সন্দেহ মনে সৃষ্টি করতে পারবে না।

সুতরা নাক বরাবর সোজা দাঁড় না করানো

৭২৭ - وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ

الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْنَعُ لَهُ صِمْدًا - رواه أبو داؤد

৭২৭। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোন কাঠ, স্তম্ভ অথবা কোন গাছকে (সোজাসুজি) সামনে রেখে নামায পড়তে দেখিনি। যখনই দেখেছি তিনি এগুলোকে নিজের ডান বা অথবা বাম দুর সোজাসুজি রেখেছেন। নাক বরাবর সোজা রাখেননি (আবু দাউদ)।

নামাযীর সম্মুখ দিগে গাধা ও কুকুর গেলে নামায বাতিল হয় না

৭২৮ - وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي بِذَلِكَ - رواه أبو داود

والنسائي نحوه

৭২৮। হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তশরীফ আনলেন। আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আমার পিতা হযরত আব্বাস (রা)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ময়দানে নামায পড়লেন, সামনে কোন আড়াল ছিলো না। সে সময় আমাদের একটা গাধা ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলাধুলা করছিলো। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে কোন দৃষ্টিই দিলেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, গাধা, কুকুর ইত্যাদি নামাযীর সামনে দিগে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না।

৭২৯ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَأَدْرُؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - رواه أبو داود

১৩৯

৭২৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না। এরপরও নামাযের সম্মুখ দিগে কিছু যাতায়াত করলে সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দিবে। নিশ্চয়ই তা শয়তান (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযের সম্মুখ দিগে কিছু গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। নামাযীর সামনে দিগে যাতায়াত বেআদবী ও শরজস্মী কাজ + একে বাধা দিতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৭২ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ سَطَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْيَبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ - متفق عليه

৭৩০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম। আর আমার দুইপা থাকতো তাঁর কেবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা দিতেন আমাকে টোকা দিতেন। আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আমার দুইপা লম্বা করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে আলো থাকতো না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহিলাদের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত বা নামাযের সামনে তাদের অবস্থান এবং তাদেরকে স্পর্শ করায় নামায নষ্ট হয় না।

নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া বড় গুনাহ

৭৩১ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مَائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَا - رواه ابن ماجه

৭৩১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত কত বড় গুনাহ তা যদি তৌমাদের কেউ জানতো, তাহলে সে (নামাযীর সামনে দিয়ে) যাতায়াতের চেয়ে এক শত বছর পর্যন্ত (এক জায়গায়) দাঁড়িয়ে থাকাকে বেশী উত্তম মনে করতো (ইবনে মাজাহ)।

৭৩২ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ الْأَخْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخَسَّفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَهْوَنَ عَلَيْهِ - رواه مالك

৭৩২। ভাবেয়ী হযরত কাব ইবনে আব্বার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো তার এই অপরাধের শাস্তি কি, তাহলে

সে নিজের জন্য ভূগর্ভে ধ্বংসে যাওয়াকে নামাযীর সামনে দিয়ে যাবার চেয়ে অতি উত্তম মনে করতো। অন্য এক বর্ণনায় 'উত্তম'-এর স্থানে 'বেশী সহজ' শব্দ এসেছে (মালিক)।

৭৩৩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السِّتْرِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْخَنَزِيرُ وَالنَّهْودَى وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَتُجْزَى عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَذْفَةً بِحَجَرٍ - رواه أبو داود

৭৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুছাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ আড়াল ছাড়া (সুতরা) নামায পড়ে, আর তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মাজুসী ও স্ত্রীলোক অতিক্রম করে। তাতে তার নামায ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি একটি কংকর নিক্ষেপের পরিমাণ দূর দিয়ে যায় তাহলে কোন দোষ নেই।

ব্যাখ্যা : কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব ও নামাযে ক্রিয়াম তিন হাত দূর ধরেছেন। যা দেড় সফ সমান। উর্ধ্বে দুই সফ সমান হবে। অর্থাৎ মিনায় পাথর মারার যে দূরত্ব তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। হিসাব করলে তাই হয়।

১ - بَابُ صِفَةِ الْجُكُوفَةِ

১০-নামাযের নিয়ম-কানুন

প্রথম পরিচ্ছেদ

৭৩৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الْتِي بَعْدَهَا عَلِمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا

قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا
تَسْرَرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْقَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ
قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْقَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْقَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْقَعْ حَتَّى
تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا - متفق عليه .

৭৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম। যাও, আবার নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। সে আবার গেলো ও নামায পড়লো। আবার এসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম। আবার যাও, পুনরায় নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বললো, হে-আব্বাসহু রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালোভাবে উম্ম করবে। এরপর কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুবরান থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর রুকু করবে। রুকুতে প্রশান্তির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে তুমি তোমার সব নামায আদায় করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই হাদীসকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, রুকু ও সিজদায় কাওমা অর্থাৎ রুকু ও সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝে বসে কিছুক্ষণ স্থির থাকা ফরয। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, প্রথম দুই জায়গায় ওয়াজিব। দ্বিতীয় দুই স্থানে সুন্নাত। তারপর বলেন, “তোমার নামায হয়নি” অর্থ তোমার নামায পরিপূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় সিজদার পর দাঁড়ানোর আগে কিছু সময় বসাকে ‘জলসায়ে ইস্তেরাহাত’ বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী এই বসটাটাকেও সুন্নাত বলেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সুন্নাত বলেন না।

৭৩৫ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخُصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّتْ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ - رواه مسلم

৭৩৫। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ও কিরাআত ‘আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন’ দ্বারা নামায শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন মাথা খুব উপরেও করতেন না, আবার বেশী নীচুও করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন। রুকু হতে মাথা উঠিয়ে একদম সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আবার সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দুই রাকাতের পরই বসে আন্তাহিয়াত পড়তেন। বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন। শয়তানের মতো কুকুর বসা বসতে নিষেধ করতেন। সিজদায় পড়ার মত মাটিতে দুই হাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চ্বরে পড়তেন না। মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়ে শব্দ করে আলহামদু লিল্লাহ হতে কিরাআত শুরু করতেন। আর প্রথম ও শেষ বৈঠকে ‘আন্তাহিয়াতু’ পড়ার জন্য বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন। আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এটাই হযরত ইমাম আবু হানিফার মত।

‘শয়তান বসা’ বলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন কুকুরের মতো নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বসে দুই পাশে দুই পা লাগিয়ে সামনের দুই পা খাড়া করে বসা।

৭৩৬ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ هَذَا مِنْكَبِهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيَمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ - رواه البخارى

৭৩৬। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আপনাদের চেয়ে বেশী মনে রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। রুকু করার সময় পিঠ নুইয়ে রেখে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। আর মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এতে প্রতিটা গ্রহি স্ব স্ব স্থানে চলে যেতো। তারপর তিনি সিজদা করতেন। এ সময় হাত দু'টি মাটির সাথে বিছিয়েও রাখতেন না, আবার পাঁজরের সাথেও মিশাতেন না। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলামুখী করে বসতেন। এরপর দুই রাকাতের পরে যখন বসতেন বাম পায়ের উপরে বসতেন ডান পা খাড়া রাখতেন। সর্বশেষ রাকাতের বাম পা বাড়িয়ে দিয়ে আর অপর পা খাড়া করে রেখে নিতম্বের উপর (ভর করে) বসতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আব্বাস আবু হানিফা ও মালেক (র) কান পর্যন্ত হাত উঠাবার পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ অন্য এক হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান পর্যন্ত হাত উঠবারও উল্লেখ আছে। এই দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হাতের কজি কাঁধ পর্যন্ত ও আঙ্গুল কান পর্যন্ত উঠালে দুই হাদীসের উপর আমল করা হয়ে যায়।

۷۳۷ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ - متفق عليه .

৭৩৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আবার রুকুতে যাবার তাকবীরে ও রুকু হতে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হামদু' বলেও দুই হাত একইভাবে উঠাতেন। কিন্তু সিজদায় যাবার সময় এরূপ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে দেখা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠাতেন প্রথম একবার। আবার রুকুতে যাবার সময় ও রুকু হতে উঠার পরও আরো দুইবার 'রাফে ইয়াদাইন' অর্থাৎ দুই হাত উঠাতেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অন্য আর এক হাদীস অনুযায়ী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠাতেন। আর কোন সময় হাত উঠাবার পক্ষে নয়।

৭৩৮ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه البخاري .

৭৩৮। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নামায পড়া শুরু করতে তাকবীর তাহরীমা বলতেন এবং দুই হাত উপরে উঠাতেন। এরপর রুকুতে যাবার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। রুকু হতে উঠার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। এরপর দুই রাকাত পড়ে দাঁড়াবার সময়ও দুই হাত উপরে উঠাতেন। ইবনে ওমর এসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বলে জানিয়েছেন (বুখারী)।

৭৩৯ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ - متفق عليه .

৭৩৯। হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান পর্যন্ত উপরে উঠাতেন। আর রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেও এরূপ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : তাকবীর তাহরীমার সময় দুই হাত উপরে উঠাবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সময় তাকবীর দিতে হবে কিনা এই নিয়েও মতভেদ। এসকল হাদীস থেকে রুকুতে মাওয়া ও রুকু হতে উঠে হাত উপরে তুলে তাকবীর দেয়া প্রামাণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের এই মত। আহলে হাদীসগণও এই হাদীসের উপর আমল করেন।

ইমাম আবু হানিফাসহ হানাফী ওলামা এসব হাদীসের মধ্যে মিল খুঁজে বেগ করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, হতে পারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'রাফে ইয়াদাইন' করেছেন আবার কখনো করেননি। অথবা তিনি প্রথম প্রথম করেছেন পরে তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় হাত উঠানো রহিত হয়ে গেছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে অনেক 'হাদীস' ও 'আছার' উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে আছে, তিনি তার সাথী-সঙ্গীদেরকে রাসূলের নামায পড়ে দেখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাকবীর তাহরীমা ছাড়া আর কোন জায়গায় হাত উঠাননি। এছাড়াও ইমাম দারু কুতনী ও ইবনে আদী অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমরের সাথে নামায পড়েছি। তারা কেউই তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না। ইমাম তাহাবী বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর ও আলী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠিয়েছেন।

'হেদায়ার' শরাহ 'নেহায়ার' আছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন, আমরাও উঠিয়েছি। পরে তিনি হাত উঠাননি, আমরাও হাত উঠাইনি।

বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে রুকুতে যেতে ও উঠতে হাত উঠাতে দেখে বললেন, এরূপ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম এরূপ করেছেন। কিন্তু পরে তা আর করেননি। পরে 'হাত উঠানো' রহিত হয়ে গেছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর মত হলো, এসব ব্যাপারে কোন পক্ষেরই বাড়াবাড়ি না করা উচিত। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কখনো 'হাত উঠিয়েছেন' কখনো উঠাননি। পরবর্তী কালের লোকদের কেউ হাত উঠিয়েছেন, কেউ উঠাননি। প্রত্যেক পক্ষের লোকদের কাছেই দলীল আছে।

৭৬ - وَعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَإِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا - رواه البخاري

৭৪০ - হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় রাকাতের সিজদা হতে উঠিয়ে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : বেজোড় রাকাতের সিজদা হতে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার আগে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ বসাকে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' বা আরামের জন্য বসা বলা হয়। এই বসা প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের। ইমাম শাফেয়ী এই বসাকে সুন্নাত বলেন। আহলে হাদীসগণও তা অনুসরণ করেন। আবু হানিফার মতে এই বসা সুন্নাত নয়।

আর ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো, হযরত আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি নকল করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে পায়ের উপর না বসেই সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত ইবনে আবু শাইবা (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি পায়ের উপর না বসেই (প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের সিজদা হতে) সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি হযরত ওমর, আলী, জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারেও বলেছেন যে, তারাও সিজদা হতে সরাসরি উঠে দাঁড়াতে, বসতেন না। হযরত নোমান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে বলছেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি অনেক সাহাবাকে দেখেছি, তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না।

যাহোক এ বিষয়ে অনেক হাদীস ও আছার নকল করা হয়েছে। আর এর বিপরীত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্যতিক্রম। মহানবী (সা) হয়ত বৃদ্ধ অথবা দুর্বল হয়ে যাবার কারণে মাঝে মাঝে জলসায়ে ইস্তেরাহাত করেছেন।

৭৬১ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ التَّحَفَ بِشَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الشَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ - رواه مسلم

৭৪১। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামায শুরু করার সময় দুই হাত উঠিয়ে তাকবীর বললেন। এরপর হাত কাপড়ের ভিতরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকুতে যাবার সময় দুই হাত বের করে উপরের দিকে উঠালেন ও 'তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন। রুকু হতে উঠার সময় 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলে আবার দুই হাত উপরে উঠালেন। তারপর দুই হাতের মাঝে মাঝে রেখে সিজদা করলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে তাকবীর তাহরীমা বেঁধে হাত কাপড়ের ভেতরে নিয়ে যেতেন। এটা সম্ভবত শীতের সময় শীতের ঠাণ্ডার জন্য। আর আগ থেকেই যদি হাত কাপড়ের ভেতরে থাকে তাহলে হাত বের করে তাকবীর তাহরীমা বলতে হবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বুকে হাত বাঁধা উত্তম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নাভীর নিচে হাত বাঁধা উত্তম। আর ইমাম মালিক বলেছেন, হাত কোথাও না বেঁধে নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে শেষ সীমায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ভালো। অর্থাৎ সকলের কথাই হাদীস ভিত্তিক। অতএব যে ব্যক্তি যে সুন্নাহ অবলম্বন করবে তার কোনটাতেই কোন আপত্তি নেই।

٧٤٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ - رواه البخارى

৭৪২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষদেরকে হুকুম দেয়া হতো নামাযী যেন নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে কিভাবে দাঁড়াতে হবে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। আল্লাহর এই দরবার হলো নামাযে দাঁড়ানো। এই দরবারের আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে মাথা নত করে দাঁড়ানো।

٧٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمْدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلَّيْهِ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ - متفق عليه .

৭৪৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলতেন। আবার রুকুতে যাবার সময় তাকবীর বলতেন। রুকু হতে তাঁর পিঠ উঠাবার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রব্বানা লাকাল হামদ বলতেন। তারপর সিজদায় যাবার সময় আবার তাকবীর বলতেন। সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, আবার সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাযে তিনি এরূপ করতেন। যখন দুই রাকাত পড়ার পর বসা হতে উঠতেন তাকবীর বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে বুঝা গেলো যে, নামাযে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কোন্ জায়গায় তাকবীর দিয়েছেন। তাকবীর তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম তাকবীর দেয়া ফরয। আর বাকী সব তাকবীরই সুন্নাত। এই হাদীসে কোথাও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠাতেন তা বলা হয়নি।

٧٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ

الصَّلَاةُ طَوَّلُ الْقُنُوتِ - رواه مسلم .

৭৪৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম নামায হলো দীর্ঘ কুনুত (দাঁড়ানো) সম্বলিত নামায (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে 'কুনুত দীর্ঘ করা'-র অর্থ হলো দাঁড়ানো, বশ্যতা, বিনয়, নামায, দোয়া ও চূপ করা। আলেমদের মতে এখানে এর অর্থ হলো 'দাঁড়ানো'। অর্থাৎ দীর্ঘকরণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় সূরা পড়া খুবই উত্তম।

এখন প্রশ্ন উঠে, নামাযের মধ্যে কোন অংশ বেশী ভালো। দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ কিরাআত অথবা সিজদা। কেউ সিজদাকে উত্তম বলেন। কেউ বলেন দাঁড়ানোকে। এই হাদীস তাদের দলীল। কিন্তু অন্য আর এক হাদীসে নামাযের সিজদাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কেউ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, দিনে সিজদা উত্তম, আর রাতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭৬৫ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّي رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعٍ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السُّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَكَّنَ أَنْفَهُ وَجْهَتَهُ الْأَرْضَ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ

عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَخِذِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَأَقْبَلَ
بِصَدْرِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ وَكَفَّهُ
الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ يَعْزِي السَّبَابَةَ . وَفِي أُخْرَىٰ لَهُ
وَإِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَىٰ بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ وَإِذَا
كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْضَىٰ بَوْرِكَ الْيُسْرَىٰ إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ
وَاحِدَةٍ .

৭৪৫। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। তারা বললেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালে দুই হাত উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর উপরে তুলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন। এরপর ‘কিরায়াত’ পড়তেন। তারপর তাকবীর বলে দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর করতেন। এরপর রুকু করতেন। দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা নিচের দিকেও ঝুঁকাতেন না, আবার উপরের দিকেও উঠাতেন না। এরপর (রুকু থেকে) মাথা উঠিয়ে বলতেন ‘সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ’। তারপর সোজা হয়ে হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা কাঁধ বরাবর করতেন এবং বলতেন, ‘আল্লাহ্ আকবার’। এরপর সিজদা করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকতেন। সিজদার মধ্যে দুই হাতকে বাহু থেকে আলাদা করে রাখতেন। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। এরপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর প্রতিটা হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে এসে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন। অতঃপর সিজদা হতে উঠতে উঠতে “আল্লাহ্ আকবার” বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এ অবস্থায় তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর সমস্ত হাড় নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর তিনি দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকাআতও এভাবে পড়তেন। দুই রাকাআত পড়ে দাঁড়াবার পর তাকবীর বলতেন ও কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতেন, যেভাবে প্রথম নামায শুরু করার সময় করতেন। এরপর তার বাকী নামায এইভাবে তিনি পড়তেন। শেষ রাকায়াতের শেষ সিজদার পর, যার পরে সালাম ফিরানো হয়, নিজের বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং এর উপর বসতেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। তারা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন (আবু দাউদ ও দারেমী)। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এই বর্ণনাটিকে এই অর্থে নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে আছেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু আকড়ে মজবুত করে ধরলেন। এসময় তাঁর দুই হাত ধনুকের মতো করে দুই পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। আবু হুমাইদ (রা) আরো বলেন, এরপর তিনি সিজদা করলেন। নাক ও কপাল মাটির সাথে ঠেকালেন। দুই হাতকে পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। দুই হাত কাঁধ সমান জমিনে রাখলেন। দুই উরুকে রাখলেন পেট থেকে আলাদা করে। এইভাবে তিনি সিজদা করলেন। তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসলেন। ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন। শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাকাতের পর বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন। ডান পা রাখতেন খাড়া করে। তিনি চতুর্থ রাকাতের বাম নিতম্বকে জমিনে ঠেকাতেন আর পা দু'টিকে একদিক দিয়ে বের করে দিতেন (ডান দিকে)।

ব্যাখ্যা : “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি”, কথাটি নিরহংকার কথা। গর্ষ করার জন্য আবু হুমাইদ একথা বলেননি। বরং হুজুরের নামাযের নিয়ম জানানোর নিয়াত ছিলো তাঁর। এটা জায়েয।

“শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন” অর্থ ‘লা ইলাহা’ বলবার সময় আঙ্গুল উঠিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন, আর ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় তা নিচে নামিয়ে নিলেন। এটা মোস্তাহাব। “উভয় পা ডানদিকে বের করে দিলেন” অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসার এটাও হুজুরের একটা নিয়ম ছিলো। হাদীসে হুজুরের শেষ বৈঠকে বসার তিনটি নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে। (১) বাম পায়ের উপরে বসে ডান পা খাড়া রাখা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পুরুষের জন্য এটাই উত্তম। (২) বাম পা পাশের দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখা। শাফেয়ী মাযহাব এটাকেই ভালো মনে করেন। (৩) উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। হানাফী মাযহাবে মেয়েদের জন্য এভাবে বসাই বেশী উত্তম।

৭৬৬ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بَعْجَالٍ مَنَكِبَيْهِ وَحَاذَى إِنْهَامِهِ

أَذْنِيهِ ثُمَّ كَبَّرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَرْفَعُ إِبْهَامِيَهُ إِلَى شَحْمَةِ
أَذْنِيهِ .

৭৪৬। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ার জন্য দাঁড়বার সময় দেখেছেন। তিনি তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উপরে উঠালেন। দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টি কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বললেন (আবু দাউদ; আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে বৃদ্ধাঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন)।

٧٤٧ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ - رواه الترمذی وابن ماجه .

৭৪৭। হযরত কাবীসা ইবন হুব্ব হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি (দাড়া'নো অবস্থায়) বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

٧٤٨ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ عَلِمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصَلَّى قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَأْسَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِّلْسُجُودِ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَعْذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ . هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ .

৭৪৮। হযরত রিকাবা ইবনে রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ফরাজিদে এসে নামায পড়লেন। তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আমার নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নামায পড়বো তা আমাকে শিখিয়ে দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেবলমুখী হয়ে প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে। এর সাথে আর যা পারো (কুরআন থেকে) পড়ে নেবে। তারপর রুকু করবে। (রুকুতে) তোমার দুই হাতের তালু তোমার দুই হাঁটুর উপর রাখবে। রুকুতে প্রশান্তিতে থাকবে এবং পিঠ সটান রাখবে। রুকু হতে উঠে পিঠ সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াবে যাতে হাড়গুলো নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর সিজদা করবে। সিজদায় প্রশান্তির সাথে থাকবে। (হাদীসের মূল পাঠ মাসাবিহ থেকে গৃহীত। এই হাদীসটি আবু দাউদ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, নাসাইও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের জন্য দাড়াতে ইচ্ছা করলে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে উবু করবে। এরপর কলোমা শাহাদাত পড়বে। একমুখ বলবে (নামায শুরু করবে)। তোমার কুরআন জানা থাকলে তা পড়বে, অন্যথায় আল্লাহর 'হামদ', তাকবীর, তাহলীল করবে। তারপর রুকু করবে।

ম্যাখ্যাঃ এই হাদীসের মূল বর্ণনাই আগের হাদীসগুলোতে এসেছে। তবে একটি কথা এখানে বেশী বলা হয়েছে। তাহলো যদি কেউ কুরআন পড়তে না পারে আল্লাহর হামদ সানা সিন্বাত পড়বে। তবুও নামায ছাড়তে পারবে না।

৭৪৯ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشْهَدُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَضَرُّعُ وَتَمْسُكُنْ ثُمَّ تَقْنَعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرَفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِيْطُونَهُمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّاءٌ وَكَذَا رَفِئَةُ رَوَاةُ فَهُوَ خَدَاجٌ - رواه الترمذی

৭৪৯। হযরত ফযল ইবনে আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নফল নামায দুই রাকাত্তা দুই রাকাত্তা। প্রত্যেক দুই রাকাত্তাতেই 'তাশাহুদ' ভয়ভীতি ও বিনয় দীনাধীনতার ভাব আছে। তারপর সুবি তোমার দুই হাত উপরে। হযরত ফজল বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি তোমার দুই হাত তোমার রবের নিকট দোয়ার জন্য উঠাতে হাতের বুকের নিকট তোমার মুখের নিকট ফিরায়ে। আর বারবার বলবে, হে আল্লাহ, অর্থাৎ দোয়া বারবার করবে। আর হে এভাবে করবে না আর নামায একত্র একত্র। আর এক বর্ণনায় আছে, তার নামায অসম্পূর্ণ (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে তিনটি জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। প্রথম হলো নফল নামায দুই দুই রাকাআত। দিনে হোক আর রাতে হোক। ইমাম শাফেঈ এই হাদীসের উপর আমল করেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, দিন হোক আর রাত সব সময়ই নফল নামাযে চার রাকাআত করে পড়াই উত্তম। ইমাম আবু হানিফা তার কথার সমর্থনে দলীল হিসাবে বলেন, এই কথা সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হজুর সাদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর চার রাকাআত এবং যোহরের নামাযের আগে চার রাকাআত পড়ার প্রমাণ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৭৫০ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৫০। হযরত সাঈদ ইবনে হারিস ইবনে মুআল্লা বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাতে সিজদায় যেতে ও দুই রাকাআতের পর মাথা উঠাবার সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায এভাবে পড়তে দেখেছি (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস সম্ভবত বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হলো, নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে বলতে হয়। এখানে শুধু এই তিন জায়গায় তাকবীরের উল্লেখ।

৭৫১ - وَعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعَشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ تَكَلَّفَكَ أَمْلَكَ مِنْهُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৫১। হযরত ইকরিমা তাবেরী (র) বলেন, আমি মক্কায় এক শায়খের পেছনে (আবু হুরাইরা) নামায পড়েছি। তিনি নামাযে মোট বইশবার তাকবীর বললেন। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বললাম, (মস্নে হচ্ছে) এ লোকটি নির্বোধ। একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে কাদাক, এটা তো হযরত আবুল কাসেম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : একতপক্ষে নামাযে তাকবীর তাহরীমাসহ বইশ বারই হয়। এই সময় মারওয়ান ও বনু উমাইয়া আওয়াজের সাথে তাকবীর তাহরীমাসহ বলা হোঁতে দিয়েছিলো আর ইকরিমাও এর আগে উচ্চস্বরে তাকবীর শুনেননি। তাই হযরত আবু হুরাইরার উচ্চস্বরের তাকবীর শুর কাছে কিম্বয় বোধ হয়েছে। আর তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে এ মন্তব্য করে বসেন।

৭৫২ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفِضَ رَدْفَهُ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ - رواه مالك .

৭৫২। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (র) হতে মুরসাল হিসাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ককু সিজদায় মাথা ঝুঁকাতে ও উঠাতে তাকবীর বলতেন। আর তিনি আদ্বাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সব সময় এভাবে নামায পড়েছেন (মালিক)।

৭৫৩ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا أَصَلَّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْاِفْتِتَاحِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .

৭৫৩। হযরত আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াবো? এরপর তিনি নামায পড়ালেন। অথচ প্রথম তাকবীরে একবার হাত উঠানো ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাননি (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি এই অর্থে সহীহ নয়)।

ব্যাখ্যা : এ বিষয়ে ৭৪০ নং হাদীসে মোটামোটি আলোচনা হয়েছে।

৭৫৪ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

৭৫৪। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য কেবলমুখী হয়ে দাঁড়াতেন। হাত উপরে উঠিয়ে তিনি বলতেন, আল্লাহ আকবার (ইবনে মাজাহ)।

৭৫৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ فَاسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى مِنْ ظُلُمِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৭৫৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যোহরের নামায পড়ালেন। এক ব্যক্তি পেছনের সর্বশেষ পেছনের সারিতে ছিলো। নামায খারাপভাবে পড়ছিল। সে নামাযের সালাম ফিরাবার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন ও বললেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় করছো না? তুমি কি জানো না তুমি কিভাবে নামায পড়ছো? তোমরা মনে করো, তোমরা যা করো তা আমি দেখি না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি দেখি আমার পেছনের দিক, যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিক (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : “নিশ্চয় আমি দেখি আমার পেছনের দিক যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিক। এ কথাটির অর্থ কিন্তু হজুরের গায়েব জানা নয়, বরং এটা হজুরের ‘মোজ্জিয়া’। আল্লাহ ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

১১ - بَابُ مَا يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

১১-তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়তে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৭৫৬ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اسْكَاةً فَقُلْتُ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْكَاةُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - متفق عليه .

৭৫৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার পর কিরাআত শুরু করার আগে কিছু সময় চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোন। আপনি তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময় চুপ থাকেন তাতে কি বলেন? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বলি, “হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দাও, যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো গুনাহ হতে, যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও মুমলধারে বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহকে ধুয়ে ফেলো” (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পরে ও কিরাআত শুরু করার আগে যে দোয়াটি পড়তেন তা এখানে এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। গুনাহ মাফ করিয়ে নেবার জন্য এটি অতি সুন্দর ও মোক্ষম দোয়া। দোয়ায় সর্বশেষ বাক্যটি হলো, হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল। অর্থাৎ যেভাবে সম্ভব আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

৭৫৭ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ

وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ
 صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ . وَبِذَلِكَ
 أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا
 عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِيْ فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ . وَاَهْدِنِيْ لِحَسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ .
 وَاَصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لِيَّبِكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ
 كُلُّهُ فِىْ يَدِيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ .
 اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمْنْتُ وَلَكَ
 اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمَخِئْ وَعَظْمِيْ وَعَصْبِيْ . فَاِذَا رَفَعَ
 رَأْسَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا
 شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمْنْتُ وَلَكَ
 اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ . تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ . ثُمَّ يَكُونُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُولُهُ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ
 اغْفِرْ لِيْ مَا قَدِّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ
 اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ . اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي
 رَوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مِنْ هَدَيْتِ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَا
 مَنجَاءَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَاءَ اِلَّا اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ .

৭৫৭। হুযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সান্নায়াহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালে, আর এক বর্ণনায় আছে, নামায শুরু করার সময়, সর্বপ্রথম তাকবীর তাহরীমা বলতেন। তারপর তিনি এই দোয়া পড়তেন : “ইন্নি ওয়াজ্জাহু ওয়াজ্জিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন। ইল্লা সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহুয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহ, ওয়া

বিজাফিকা উমেরতু, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহু আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আনতা রব্বি, ওয়া আনা আবদুকা। জলামতু মাফসি ওয়াত্‌রাফতু বিজাফি, ফাগফিরলী জুনবী জামিআ। ইল্লাহ লা ইয়াগফিরুজ্জ জুনুবা ইল্লা আনতা। ওয়াহদীনী লিআহসানিল আখলাকি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা। লাক্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। ওয়াল খাইরু কুল্লাহ ফি ইয়াদাইকা। ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবারাকতা ওয়াতআলাইতা। আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা”। অর্থ “আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমার রব। আমি তোমার গোলাম। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো। তুমি ছাড়া নিশ্চয় আর কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি দূরে রাখো আমার নিকট হতে মন্দ কাজ। তুমি ছাড়া মন্দ কাজ থেকে আর কেউ দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার আদেশ পালনে হাযির। সকল কল্যাণই তোমার হাতে। কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি আরোপিত হয় না। আমি তোমার মদদেই টিকে আছি। তোমার দিকেই ফিরে আছি। তুমি কল্যাণের আধার। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকেই আমি ফিরছি”।

এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন, “আল্লাহু লাকা রাকা’তু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু। খাশীয়া লাকা সামরী ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্বী ওয়া আজমী ওয়া আসাবী”। অর্থ, “হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম। তোমাকেই বিশ্বাস করলাম। তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলাম। তোমার ভয়ে ভীত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা”।

এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, বলতেন : “আল্লাহু রব্বানা লাকাল হামদ মিলয়াস-সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়াম্মা বাইনাহুমা ওয়া মিলয়া মা শে’তা মিন শাইয়িন বা’দু”। অর্থ “হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান ও যমীন ও এতদুভয়ের ভিতর যা কিছু আছে, সবই তোমার প্রশংসা করছে। এরপরে যা তুমি সৃষ্টি করবে তারাও তোমারই প্রশংসা করবে”।

এরপর তিনি সিজদায় গিয়ে পড়তেন, “আল্লাহু লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিদ্ধাযি খালাকাহ ওয়া

সীওয়ানাহ ওয়া শাক্বা সামআহ ওয়া বাসারাহ। তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেকীন”। অর্থ, “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি। তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মুখ তার জন্য সিজদা করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আকার-আকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ খুবই বরকতপূর্ণ উত্তম সৃষ্টিকারী”।

এরপর সর্বশেষ দোয়া যা ‘আতাহিয়্যাতু’র পর ও সালাম ফিরাবার আগে পড়া হয় তাহলো, “আল্লাহুমাগফিরলী মা কাদামতু ওয়ামা আখ্বারতু ওয়ামা আসন্নাতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিনী আনতাল মুকাদিসু ওয়া আনতাল মুআখখেরু। লা ইলাহা ইল্লা আনতা”। অর্থ, “হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও যা আমি করেছি। আমার ওইসব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও যা আমিপূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। আমার ওইসব বাড়াবাড়িও মাফ করে দাও যা আমি আমলে ও সম্পদ খরচে করেছি। আর আমার ওইসব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি তোমার বান্দাদের যাকে চাও মান-সম্মানে এগিয়ে নাও। আর যাকে চাও পিছে হটিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই” (মুসলিম)।

ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় প্রথম দোয়ায় ‘ফি ইয়দাইকা’-এর পরে আছে, “ওয়াল-শারকু লাইসা ইলাইকা। ওয়াল মাহদিউ মান হাদাইতা। আনা বিকা ওয়া ইল্লাইকা। লা মনজা মিনকা ওয়ালা মালজা ইল্লা ইলাইকা তাবারকতা”। অর্থ, “মন্দ তোমার জন্য নয়। সে-ই পথ পেয়েছে যাকে তুমি পথ দেখিয়েছো। আমি তোমার সাহায্যে টিকে আছি। তোমার দিকেই প্রত্যাভর্তন করছি। তোমার পাকড়াও হতে বাঁচার কোন জায়গা নেই। তুমি ছাড়া আশ্রয়েরও কোন স্থল নেই। তুমি বরকতময়”।

ব্যাখ্যা : “মন্দ তোমার জন্য নয়, অর্থাৎ স্বরাপ ও ভালোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হলেও আল্লাহ তাআলা মানুষের অকল্যাণ চান না। তিনি সব সমস্যা তাঁর বান্দার কল্যাণ চান। কিন্তু বান্দা আল্লাহ তাআলার বারবারের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ এবং ভালো-মন্দের পরিণতি বলে দেবার পরও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে তার ফল তাকে ভোগতেই হবে।

৭৫৮ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمَ . فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ

بَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ
مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا . رواه مسلم .

৭৫৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক (তাড়াহুড়া করে) এসে নামাযের কাতারে शामिल হয়ে গেলো। তার শ্বাস উঠানামা করছিল। সে বললো, “আল্লাহ্ আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহে”। অর্থাৎ, “আল্লাহ মহান। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অনেক বেশী পাক-পবিত্র ও বরকতময়”। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? সকলে চুপ হয়ে বসে আছে। তিনি আবার বললেন, তোমাদের কে একথাগুলো বলেছে? এবারও কেউ কোন জবাব দিলো না। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছে? যে ব্যক্তি একথাগুলো বলেছে সে আপত্তিকর কিছু বলেনি। এক ব্যক্তি আরজ করলো, আমি যখন এসেছি, আমার শ্বাস উঠানামা করছিলো। আমিই একথাগুলো বলেছি। এবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম বারোজন ফেরেশতা কার আগে কে আল্লাহর কাছে এই কথাগুলো নিয়ে যাবে এই তাড়াহুড়া করছে (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭৫৯ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ" . رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ
حَفْظِهِ .

৭৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার (তাকবীর তাহরীমার) পর এ দোয়া পড়তেন, “সৌবহানাঙ্ক আল্লাহ্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা যাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। (হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তোমার পূত পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরো বলছি, তুমি খুবই বরকতপূর্ণ। তোমার শান অনেক উর্ধ্বে। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই) (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। আর ইবনে মাজাহও এই হাদীসটি আবু সাঈদ (রা)

হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি আমি হারেসা ছাড়া অন্য কারো সূত্রে শুনিনি। তার স্বরণশক্তি সমালোচিত।

ব্যাখ্যা : আল্লামা তাইয়েবী শাফেয়ী (র) এই হাদীসকে ‘হাসান মশহুর বলেছেন। হযরত ওমর (রা) এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাছাড়া এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের মজবুতীর ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

৭৬০ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ صَلَاةً قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ عُمَرُ نَفْخُهُ الْكَبِيرُ وَنَفْثُهُ الشَّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمَوْتَةُ .

৭৬০। হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি তাকবীর তাহরীমার পর বললেন : “আল্লাহ্ আকবার কবীরা। আল্লাহ্ আকবার কবীরা। আল্লাহ্ আকবার কবীরা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়াল সোবহানালাহি বুররাতাও ওয়াল আসিলা, তিনবার বললেন, তারপর বলেছেন, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানি রাজীমে মিন নাফথিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া হামযিহি। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। কিন্তু তিনি ওয়ালহামদু লিল্লাহে কাসিরা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি শেষদিকে শুধু মিনাশ শাইতানির রাজিম বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা) বলেছেন, নাফক অর্থ অহমিকা, নাফস অর্থ গান, আর হাময অর্থ পাগলামী।

৭৬১ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَصَدَّقَهُ أَبِي بْنُ كَعْبٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ .

৭৬১। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুইটি নীরবতার স্থান স্বরণ রেখেছেন। একটি

নীরবতা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর, আর একটি নীরবতা হলো, “গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াস্তীন” পড়ার পর। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-ও তার বক্তব্য সমর্থন করেন (আবু দাউদ; তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমীও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাকবীর তাহরীমার পর চুপ থাকতেন ‘ছানা’ অর্থাৎ সোবহানাকা পড়ার জন্য। এতে সকলে একমত। আর দ্বিতীয়বার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করার পর মোক্তাদীরাও যেনো সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতেন। এটা ইমাম শাফেইর মত। কিন্তু দ্বিতীয় বারের চুপ থাকার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা বলেন, মোক্তাদীদের ‘আমীন’ বলার জন্য।

৭৬১ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي إِفْرَادِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ .

৭৬২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার পরে উঠে সাথে সাথে সূরা ফাতিহা দ্বারা কিরাআত শুরু করে দিতেন এবং চুপ করে থাকতেন না (মুসলিম)। এই হাদীসটিকে ইমাম হুমাইদী তার কিতাব ‘আফরাদে’ উল্লেখ করেছেন। জামেউল উসূলের সংকলকও এই হাদীসকে মুসলিম হতে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতের পর ও তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে ‘আলহামদু’ পড়া শুরু করতেন যার আগে আর কোন দোয়া-কালাম পড়তেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৭৬৩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسِنِ الْأَخْلَاقَ لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - رواه النسائي .

৭৬৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহ আকবার) দ্বারা নামায শুরু করতেন। তারপর পড়তেন, “ইল্লা সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্যাইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহ ওয়া বিজালিকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলেমীন। আল্লাহুমা হাদিনী লিআহসানিল আমালি ও আহাসানিল আখলাকে লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়া কিনী সাইয়্যোয়াল আমালে ওয়া সাইয়্যোয়াল আখলাকে লা ইয়াকী সাইয়্যোয়াহা ইল্লা আনতা”। অর্থাৎ-আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচালিত করো উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে। তুমি ছাড়া উত্তম পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারবে না। আমাকে খারাপ কাজ ও বদ চরিত্র হতে রক্ষা করো। তুমি ছাড়া এর খারাবি থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না” (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : “আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান” এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কিরাম বলেন, এই বাক্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মাতের তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান। গোটা উম্মাতের প্রথম মুসলমান নবী ছাড়া আর কে হতে পারে। “আমাকে এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে” বলে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে।

৭৬৪ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يقرأ - رواه النسائي .

৭৬৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবেন মাসলামা (রা) বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তে দাঁড়ালে বলতেন, “আল্লাহ আকবার, ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জহিয় লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়াম্মা আনা মিনাল মুশরেকীন”। অর্থাৎ-“আল্লাহ বড় মহামহিম। আমি সেই সত্তার দিকেই আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই”। ইমাম নাসায়ী বলেন, অবশিষ্ট হাদীস তিনি (উপরে উল্লেখিত) জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরিবর্তে বলেছেন, “আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত”। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আল্লাহুমা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ওয়া বিহামাদিকা”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র। সব প্রশংসা তোমার জন্য। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআত পড়া শুরু করতেন (নাসায়ী)।

১২ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

১২-নামায়ে কেরায়াতের বর্ণনা

কেরায়াত অর্থ পাঠ করা। তিলওয়াত করা। শরীয়াতে এর অর্থ হলো বিশেষ নিয়মে ও ধরনে নামাযের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা। কুরআনে বলা হয়েছে, “ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন” (কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমর জন্য সহজ হয় ততটুকু তুমি (নামাযে) পড়ো)। সর্বসম্মতভাবে নামাযে এই কেরায়াত পড়া ফরয।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা

৭৬৫ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - متفق عليه وفي رواية لمسلم لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا .

৭৬৫। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায পূর্ণ হলো না (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনার শব্দগুলো হলো, “ওই ব্যক্তির নামায হবে না, যে নামাযে সূরা ফাতিহা আর এর সাথে কুরআন থেকে কিছু অংশ পড়ে না”।

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমের শেষ বর্ণনার মর্ম হলো, নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে কুরআন থেকে আরো কিছু আয়াত পড়তে হবে।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতামত

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। নামাযে কেউ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ এই

মত পোষণ করেন। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা (র) বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। এই হাদীসের উত্তরে তিনি বলেন, এখানে ‘হবে না’ অর্থ পরিপূর্ণ না হওয়া, মোটেই ‘না হওয়া’ নয়। তিনি দলিল হিসাবে কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন : “কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়ে নাও”। এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে বিশেষ করে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়, ফরয হলো কুরআনের যে কোন সূরা হতে কিছু আয়াত পড়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বেদুঈনকে নামায শিখাতে গিয়ে বলেছেন, “কুরআন থেকে যা কিছু পারো পড়ো”।

৭৬৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْأَمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ - رواه مسلم .

৭৬৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু এতে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়লো না তাতে তার নামায “অসম্পূর্ণ” রয়ে গেল। এই কথা তিনি তিনবার বললেন। একথা শুনে কেউ আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়বো তখনো কি তা পড়বো? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ তখনো তা পড়বে নিজের মনে মনে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ বলেছেন, আমি ‘নামায’

অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি, (এভাবে যে, হামদ ও ছানা আমার জন্য আর দোয়া বান্দাহর জন্য)। আর বান্দাই যা চায় তা তাকে দেয়া হয়। বান্দাহ বলে, সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দাহ বলে, আল্লাহ বড় মেহেরবান ও পরম দয়ালু, আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণগান করলো। বান্দাহ যখন বলে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিনের হাকীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমায় সম্মান প্রদর্শন করলো। বান্দাহ যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার!) আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার (ইবাদত আল্লাহর জন্য আর দোয়া করা বান্দাহর জন্য)। আর আমার বান্দাহ যা চাবে তা সে পাবে। বান্দাই যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার!) তুমি আমাদেরকে সোজা পথে চালাও। ওই সব লোকদের পথে যার উপর তোমার ফজল ও করম আছে। ওই সব পথে নয় যে পথে তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। আর পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দাহ যা চাবে, সে তা পাবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি”-এর অর্থ হলো, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। “আলহামদু লিল্লাহ হতে মালিকী ইয়াওমিন্দীন” পর্যন্ত এই তিন আয়াত আল্লাহ তাআলার হামদ ছানা সম্পর্কিত। আর মাঝখানের আয়াতটি “ইয়্যাক্কা নাবুদু ওয়া ইয়্যাক্কা নাসতায়ীন” আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যুক্ত। এভাবে যে, “ইয়্যাক্কা না’বুদু’র মধ্যে আছে আল্লাহর ইবাদত যা তাঁর জন্য। আর “ইয়্যাক্কা নাসতায়ীন”-এ আছে বান্দার তরফ থেকে প্রয়োজন পূরণের আবেদন। এর পরের তিন আয়াত অর্থাৎ ইহদিনাস সিরাতাল থেকে ওয়ালাদদোয়াল্লীন” পর্যন্ত এই তিন আয়াত শুধু বান্দার দোয়ার সাথে সম্পর্কিত।

৭৬৭ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - رواه مسلم

৭৬৭। হযরত আনাস (রা) হাতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) নামায আলহামদু লিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এই সাহাবাগণ সূরা ফাতিহা আওয়াজ করে পড়েছেন বলেই তিনি শুনেছেন। বিসমিল্লাহকে আওয়াজ করে পড়তে শুনেনি। এই হাদীস অনুসারেই ইমাম আবু হানিফা (র) বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়ার পক্ষে এবং তিনি মনে করেন, সূরা নামলে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ ছাড়া আর কোন বিসমিল্লাহ

কুরআনের অংশ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী বিসমিল্লাহকে কুরআনের অংশ মনে করেন।

৷৶৶৷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৷৶৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ‘আমীন’ বলবে, তোমরাও ‘আমীন’ বলবে। কারণ যে ব্যক্তির ‘আমীন’ ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)। আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন ইমাম বলে, ‘গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন’, তখন তোমরা আমীন বলবে। কারণ যার ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যায় তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ শব্দগুলো বুখারী শরীফের। মুসলিম শরীফের হাদীসের শব্দগুলোও এর মতোই। আর বুখারীর অন্য একটি বর্ণনার শব্দ হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন পাঠকারী অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কেউ ‘আমীন’ বলবে, তোমরাও সাথে সাথে আমীন বলবে। কারণ সে সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। আর যে ব্যক্তির ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যাবে তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

মোক্তাদীর নামায পড়ার পদ্ধতি

৷৶৭ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمُكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ

فَإِذَا كُفِرَ بِكَ وَكَفَىٰ ذِكْرُكَ فَأَنَّ الْأَمَامَ يَرْجِعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْجِعُ قَبْلَكُمْ بِمَا
وَسَّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ قَالَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ نَصْرًا
حَدَّثَهُ فَنُظِّرُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي
رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا

৭৬৯। হযরত আবু মুসা আশেআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আমাদের নামে পাকস্বত্ব, তোমাদের কাতারগুলোকে সাজা করবে। এরপর তোমাদের কেউ আমাদের ইমাম হবে। ইমাম তাকবীর তাহরীমা আদ্বাহ আকবার বললে, তোমরাও আদ্বাহ আকবার বলবে। ইমাম, “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” বললে, তোমরা আমীন বলবে। আদ্বাহ তাআলা তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। ইমাম রুকুতে যাবার সময় আদ্বাহ আকবার বলবে ও রুকুতে যাবে। তখন তোমরাও আদ্বাহ আকবার বলে রুকুতে যাবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকু করবে। তোমাদের আগে রুকু হতে মাথা উঠাবে। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটা ওটার পরিবর্তে (অর্থাৎ তোমরা পরে রুকুতে গেলে, আর পরে মাথা উঠালে ও ইমাম আগে রুকুতে গেলে আর আগে মাথা উঠালে, উভয়ের সময় এক সমান হয়ে গেলো)। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইমাম সামিআদ্বাহ লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা বলবে আদ্বাহু রব্বানা লাকাল হামদ, আদ্বাহ তোমাদের প্রশংসা করেন (মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে, “হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামের কেরামাত পড়ার সময় তোমরা খামুশ থাকবে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেন, ইমাম সামিআদ্বাহ লিমান হামিদাহ বললে মুক্তাদী ‘রব্বানা লাকাল হামদ বলবে + এরপরদিকে অন্য এক হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেরী বলেন, মুক্তাদী দুটিই অর্থাৎ সামিআদ্বাহ ও রব্বানা লাকাল হামদ বলবেন। অবশ্য একা একা নামায পড়লে সকল ইমামই বলেন, তাঁকে দুইটাই পড়তে হবে।

৭৭ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي
الطُّهْرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَتَيْنِ بِأَمِّ
الْكِتَابِ وَنُسْمَعْنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَنُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ - متفق عليه

৭৭০। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে প্রথম দুই রাকাতাতে সূরা ফাতিহা এবং আরও দুইটি সূরা পড়তেন। পরের দুই রাকায়তে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। আর কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে আয়াত শুনিতে পড়তেন। তিনি প্রথম রাকাতাতের দ্বিতীয় রাকাতাত অপেক্ষা লম্বা করে পড়তেন। এইভাবে তিনি আসরের নামাযও পড়তেন। এইভাবে তিনি ফজরের নামাযও পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ যুইরের নামাযে কিরাআত তো মনে মনে বা চুপে চুপে পড়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো যুইরের নামাযেও কিরাআত শব্দ করে পড়তেন। কারণ লোকেরা যেনো বুঝতে পারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিহার পর এর সাথে আরো কোন সূরা কি আয়াত পড়েন।

প্রথম রাকাতাতে একটু লম্বা কেরাআত পড়তে হয়, এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে। ইমাম মালিক, শাফেই ও ইমাম আহমাদ এই মত পোষণ করেন। সকল নামাযেই তারা এমন করার পক্ষে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ শুধু ফজরের নামাযে প্রথম রাকাতাত বড় করার পক্ষে মত দেন। কারণ ও সময়টা হলো সুম ও আরামের সময়। যারা দেরীতে আসবে তারা যেন প্রথম রাকাতাত পেয়ে যায়।

৭৭১ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آلَمِ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ وَفِي رَوَايَةٍ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ - رواه مسلم

৭৭১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কত সময় দাঁড়ান তা আমরা আন্দাজ করতাম। আমরা আন্দাজ করলাম যে, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকাতাতে সূরা আলিফ লাম মীম তানযিলুস সিজদা পড়তে যতো সময় লাগে ততকণ দাঁড়াতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক রাকাতাতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পড়ার সময় ও শেষ রাকাতাতে এর অর্ধেক সময় দাঁড়াতেন বলে অনুমান করেছিলাম। আসরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতাতে, যুহরের নামাযের শেষ দুই

রাকাতদ্বয়ের অর্ধেক সময় এবং আসরের নামাযের শেষ দুই রাকাতাতে যোহরের শেষ দুই রাকাতাতের অর্ধেক সময় বর্ষে আশ্রয় করেছিলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযের শেষ দুই রাকাতাতে সাধারণভাবে সূরা ফাতিহাই পড়তেন। এটাই হলো সুন্নাত। তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা পড়তে যে দোষ নাই তা বুকাবার জন্য ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়তেন।

৬৬৬ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِالنِّلِّ إِذَا بَغَشَّى وَفِي رَوَاةٍ يَسْبِغُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ . رواه مسلم .

৭৭২। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে 'সূরা ওয়ালাইলি ইজা ইয়াগশা' এবং অপর বর্ণনামতে সাক্বিহিসমা রব্বিকাল আলা পড়তেন। আসরের নামাযও একইভাবে পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামাযে এর চেয়ে লম্বা সূরা পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই সূরাগুলো হজুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে পড়েছেন। কিন্তু কোন রাকাতাতে পড়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে একথা বুঝা গেছে যে, পূর্ণ এক সূরা এক রাকাতাতে পড়েছেন। এক রাকাতাতে এক সূরা পড়াই উত্তম, অংশবিশেষ পড়ার চেয়ে।

৭৭৩ - وَعَنْ حُضَيْنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ - متفق عليه .

৭৭৩। হযরত হুযায়ের ইবনে যুতয়েম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তুর' পড়তে শুনেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

৭৭৪ - وَعَنْ أُمِّ الْقُضُلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا . متفق عليه .

৭৭৪। হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালত পড়তে শুনেছি।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ নামাযে বিশেষ সূরা পড়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। প্রমাণ আছে হজুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক

নামাযে এক এক সময়ে এক এক সূরা পড়তেন। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাযে যে সূরা শ্রায় সময়ই পড়তেন সে নামাযে ওই সূরা পড়াই উন্নত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুক্তাদীদের অবশ্য বাকরুণা বুঝাই নামায পড়তেন। কখনো বেশ লম্বা সূরা পড়তেন, আবার কখনো ছোট সূরা। তবে হযরত ওমর (রা) হুজুর ও যুহরে 'তেওয়ালে মুফাসসাল' (বড় সূরা), আসর ও ইশায় 'আওসাতে মুফাসসাল' (মধ্যম সূরা) এবং মাগরিবের নামাযে 'কেসায়ে মুফাসসাল' (ছোট সূরা) পড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হুজুরের আমল অনুযায়ী নিশ্চয় হযরত ওমর এই কাজ করেছেন।

সূরা 'হুজুরাত থেকে বুরুজ' পর্যন্ত সূরাগুলো তেওয়ালে-মোফাসসাল 'বুরুজ হতে লাম ইয়াকুন' পর্যন্ত আওসাতে-মোফাসসাল এবং 'লাম ইয়াকুন হতে নাস' পর্যন্ত কেসায়ে-মোফাসসাল।

৭৭৫ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيُؤْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَاءَةَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَأَفْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَنْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَأَنْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا قَفَّتْ بَا فَلَانَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا تَيْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاخْبِرْنَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ خَوَاصٍ نَحْمَلُ جَالِئَهُ لَا إِنْ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَفْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَخَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفْتَانِ أَنْتَ أَقْرَأُ وَالشَّمْسُ وَضَعَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى .

৭৭৫- হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন, তারপর নিজ মহল্লায় যেতেন ও মহল্লাবাসীর ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইশায় নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন। তিনি নামাযে সূরা বাকরুণা পড়তে শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক লোক সালাম ফিরিয়ে নামায

কেকে পৃথক হয়ে গেলো। একা একা নামায পড়ে এখান থেকে চলে গেলেন। তার এ অরহা সেনে লোকজন বিস্মিত হয়ে বললো, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেলো? জবাবে লে বললো, আল্লাহর কসম! আমি কখনো মুনাফিক হয়নি। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবো। এ বিষয়টা সম্পর্কে তাঁকে জানাবো। তারপর সে ব্যক্তি হজুরের কাছে এলো। বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পানি সেচকারী (শ্রমিক), সারাদিন সেচের কাজ করি। মুআয আপনার সাথে ইশার নামায পড়ে নিজের গোত্রের ইমামতি করতে এসে সূরা বাকারাহ দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মুআয! তুমি কি খ্রিস্টান সৃষ্টিকারী? তুমি ইশার নামাযে সূরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দোহাহা', সূরা ওয়াদ-দোহা, ওয়াল-লাইলি ইজা ইয়াকশম, সূরা সাক্বিহিসমা যাক্বিকাল আলা পড়বে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই ব্যক্তি নামাযের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়নি। সারাদিনের কর্মকান্ডান্তিতে নামাযে সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা, সূরা বাকারাহ পড়তে শুরু করলে অধৈর্য হয়ে উঠে। বাধ্য হয়ে নামায ছেড়ে দিয়ে একা একা নামায আদায় করে নেয়। আর নামায ছোট করে পড়ার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলে দেন। এক নামায দুইবার পড়া যায় কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফে'রী ফরয নামায আদায়কারীদের ইমামতি নফল নামায আদায়কারী করতে পারেন বলে অভিमत দেন। কেননা মুআয ইবনে জাবাল হজুরের সাথে জামাতে ফরয আদায় করে এসে এখানে গোত্রের ইশার নামাযে ইমামতি করেছেন। তার এই নামায ছিলো নফল। গোত্রের নামায ছিলো ফরয।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, নফল নামায আদায়কারীর পেছনে করয নামায আদায়কারীর ইস্তেস্কা করা জায়েয নয়। হযরত মুআয ইবনে জাবাল হজুরের পেছনে যে নামায পড়েছেন তা তিনি নফলের নিয়াতে পড়েছেন। তিনি জানতেন তাকে আবার গোত্রের নামায পড়াতে হবে। আর নিয়াত অনুযায়ী সব কাজের ফল হয়। কাজেই তিনি গোত্রের সাথে যে নামায পড়েছেন তা ছিলো তার ফরয নামায, নফল নয়। কাজেই এটা জায়েয।

৭৭৬ - وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّهْيَيْنِ وَالزُّهْدَيْنِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ - متفق عليه

৭৭৬। হযরত বারাহা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা ওয়াতত্বীন ওয়াযযাইতুন পড়তে শুনেছি। আর তাঁর চেয়ে মধুর স্বর আমি আর কারো ওনিনি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল। জাহেরী ও বাতেনী উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ তাঁকে শুধু মানুষ নয় রিসালাতের সকল গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনীন দাওয়াত নিয়ে জিসি দুনিয়ায় আগমন করেছেন। তাঁর দাওয়াতে প্রচারিত দীন দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।

কাজেই তাঁর অবয়ব সৌন্দর্যের সাথে তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে মধুর কণ্ঠস্বর আর কার হবে। তাই হজুরের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে রাবীর এই সাক্ষ্য একটি সত্য কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

৭৭৭ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْقُبْرِ بِسَقِّ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوَهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ يَعْدُ تَخْفِيفًا - رواه

مسلم

৭৭৭। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মজীদ' ও এরূপ সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। অন্যান্য নামায ফজরের চেয়ে কম দীর্ঘ হতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিলো তেমনি ফজরের নামাযের সময়টাও কলকণ্ঠবিহীন একটা নীরব নিরিবিল সময়। সময়ের সব কয়টি দুয়ার খুলে দিয়ে এসময় তিলাওয়াতে বড় নিবিষ্ট হওয়া যায়। আর এ সময় রাতের শেষের ও দিনের প্রথম প্রহরের ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময়। বান্দাদের অবস্থার সাক্ষী তারা আল্লাহর কাছে দেবেন। সম্ভবত তাই হজুর এই নামাযের কেরাওয়াত দীর্ঘ করতেন। দোয়া কবুলের সময় এটা। অন্যান্য নামায তিনি ফজরের নামাযের মতো লম্বা করতেন না।

৭৭৮ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْقُبْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا غَسَّسَ - رواه مسلم

৭৭৮। হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযে 'ওয়াল লাইলে ইজা আসুআসা' সূরা পড়তে শুনেছেন (মুসলিম)।

৭৭৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى

وَهَارُونَ أَوْ ذَكَرُ عِيسَى أَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةً فَرَكَعَ .
 رواه مسلم .

৭৭৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আমাদের ফজরের নামায পড়িয়েছেন। তিনি সূরা মোমেন পড়া শুরু করলেন। তিনি যখন মূসা ও হারুন অথবা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন তার কাশি এসে গেলে (সূরা শেষ না করেই) তিনি রুকুতে চলে গেলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাশির কারণে নামাযে ফজরে দীর্ঘ তিলাওয়াত শেষ করতে পারেননি। সূরায় হযরত মূসা ও হারুন অথবা হযরত ঈসার কথা আসলে এসব মর্যাদাবান নবীদের উল্লেখে তাঁর মন আবেগাপ্ত হয়ে উঠে। তিনি কান্দতে শুরু করলেন। এই কারণেই তাঁর কাশি এসে গেলো। কান্না আর কাশির কারণে তিনি তিলাওয়াত ক্ষান্ত করে রুকুতে চলে গেলেন।

৭৮০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِآلِمِ تَنْزِيلٍ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ - متفق عليه .
 ৭৮১

৭৮০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতাতে ‘আলিফ লাম মীম তানযীল’ ও দ্বিতীয় রাকাতাতে ‘হাল আতা আলাল ইনসানি’ (অর্থাৎ সূরা দাহর) পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের উপর আমল করে শাফেয়ী ইমামগণ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে এই সূরাগুলোই পড়তেন। সব সময় নয়। কোন নির্দিষ্ট নামাযে কোন নির্দিষ্ট সূরাকে নির্দিষ্ট করা অর্থ হলো অন্য কোন সূরা না পড়া। এটা করলে অন্য সূরার গুরুত্ব কমে যায়। অথচ কুরআনের সব সূরাই গুরুত্বপূর্ণ। হজুর কখনো কখনো পড়তেন। তাহলে উম্মাতও কখনো পড়তেন। এটা উত্তম।

৭৮১ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَحْلَفَ مَرْوَنُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَأَفِّقُونَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
 رواه مسلم .

৭৮১। হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরাকে মদীনাতে তার স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় গেলেন। এসময় হযরত আবু হুরাইরা জুমুআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি নামাযে 'সূরা জুমুআ' প্রথম রাকয়াতে ও সূরা 'ইজা জাযাকাল মুনাফিকুন' দ্বিতীয় রাকয়াতে পড়লেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই দুইটি সূরা পড়তে শুনেছি (মুসলিম)।

৭৮২ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ - رواه مسلم

৭৮২। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইদে ও জুমুআর নামাযে সূরা 'সাব্বিহিল্লাহ রবিবকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' পড়তেন। আর ইদ ও জুমুআ এক দিনে হলে, এই দু'টি সূরা তিনি দুই নামাযেই পড়তেন (মুসলিম)।

৭৮৩ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَلَّى إِلَيْهَا وَقَدْ اللَّيْنَى لَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَقِ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم

৭৮৩। হযরত উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু ওয়াকের লাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইদের নামাযে কি পাঠ করতেন? রাবী বলেন, তিনি উভয় ইদের নামাযেই 'সূরা কাক্ব ওয়াল কুরআনিল মজিদ' ও 'ইকতারা বাতিস সাআহ' পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত ওমর (রা) হজুর করীমের খুবই নিকটের সাহাবী ছিলেন। হজুরের নামাযসহ সকল আমল সম্পর্কেই তিনি হযরত ওয়াকের লাইসী হতে বেশী অবগত। এখানে হযরত ওমর (রা) হযরত ওয়াকেরকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হলো লোকদের সামনে হজুরের এই আমল প্রমাণ করা।

৭৮৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رواه مسلم

৭৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত নামাযে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন ও সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়েছেন (মুসলিম)।

৭৮৫ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتَي الْفَجْرِ قَوْلًا أَمَّنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - رواه مسلم .

৭৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত নামাযে ষষ্ঠাঙ্কে সূরা বাকারার এই আয়াত 'কুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়াম্মা উনজিলা ইলাইনা' এবং সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবে তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে জানা গেল যে, নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়াও জায়েয।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭৮৬ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

৭৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহর সাথে নামায শুরু করতেন (ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়)।

ব্যাখ্যা : বিসমিল্লাহ দিয়ে নামায শুরু করার অর্থ হলো তিনি নামাযের প্রথমে তাকবীর ত্বাহরীমার পর চুপে চুপে বিসমিল্লাহ পড়তেন। তারপর আওয়াজ করে আলহামদু লিল্লাহ পড়তেন।

৭৮৭ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ أَمِينَ مَدًّا بِهَا صَوْتُهُ - رواه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

৭৮৭। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি নামাযে 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দেয়াত্বীন' পড়ার পর সশব্দে 'আমীন' বলেছেন (আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : সশব্দে 'আমীন' বলার দু'টো অর্থ হতে পারে। হয় তিনি উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন অথবা এর অর্থ হতে পারে আমীন শব্দের 'আলীফ'কে মাদের সাথে টেনে পড়েছেন।

আমীন বলার বিষয়েও ইমামগণ মতভেদ করেছেন। 'আমীন' পড়ার ব্যাপারে কাটায়া খিমত নেই, একা হোক বা ইমামের সাথে হোক। খিমত হলো উচ্চস্বরে বলতে হবে না মনে মনে বলতে হবে। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেরী 'আমীন' উচ্চস্বরে বলেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন, সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারেই আমীন বলেছেন। আলকাশা ইবনে ওয়াইলের হাদীস তার প্রমাণ। তাতে আছে যে, ওয়াইল (রা) হজুরকে নামায পড়তে ও চুপে চুপে আমীন বলতে দেখেছেন। হযরত ইবনে মাসউদও আমীন চুপে চুপে বলতেন।

۷۸۸ - وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النَّمِيرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلْعَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بَأَى شَيْءٍ يُجْتَمَعُ قَالُوا بِأَمِينٍ - رواه أبو داود .

৭৮৮। হযরত আবু যুহায়র নুযাইরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলো। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট এলাম যিনি (নামাযের ক্ষেত্রে) আত্মাহুত কাছে আকৃতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি তার জন্য জন্মাত ঠিক করে নিলো, যদি সে এতে সোচ্চার লক্ষ্যায়। এক ব্যক্তি বললো, হে আত্মাহুত রাসূল। কি দিয়ে মোহর লাগাবে? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমীন' দিয়ে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : "জন্মাত ঠিক করে নিলো" মর্ম হলো এই ব্যক্তি তার দোয়ার শেষে যদি 'আমীন' বলে তা প্রত্যয় করে নিতো তাহলে সে মাগফিরাত ও জন্মাত পাবার ইকদার হয়ে গেলো। আর দোয়া আকৃতি মিনতি আত্মাহুত দরবারে কবুল হয়ে গেলো।

খতমের দুই অর্থ। মোহর (সীল) লাগানো। অথবা খতম (শেষ) করা। এর মর্ম হলো, ‘আমীন’ হলো আল্লাহ তাআলার মোহর। এর দ্বারা বালা-মসিবত, বিশাদ-আগদ খতম হয়। যেমন মোহর দ্বারা চিঠিপত্র ও দাখিলপত্র নিরাপদ হয়ে যায়, নির্ভরযোগ্য হয়। হজুরের একথা বলার অর্থ হবে, যে ব্যক্তি তার মাসুমদের কাছে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করবে, এরপর আমীন বলবে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নেবেন। এই দোয়া হবে পরিপূর্ণ দোয়া।

২৮৭ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَفَّهَا فِي رُكْعَتَيْنِ - رواه النسائي .

৭৮৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আরাফ দুই ভাগ করে মাগরিবের নামাযের দুই রাকাতাতে পড়লেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : মাগরিবের নামায হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেসারে মোফাসসালের সূরাগুলো দিয়েই সাধারণত পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি জায়েয প্রমাণ করার জন্য মোফাসসালের সূরা অর্থাৎ বড় সূরা দিয়েও মাগরিবের নামায পড়তেন।

২৭ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُوذُ لِرَسُولِ اللَّهِ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرَيْتَا فَعَلِمْنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرْنِي سُرَرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ التَّفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ - رواه احمد وابو داود والنسائي .

৭৯০। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে হজুর করীমের উটের নাকশী ধরে ধরে সামনের দিকে চলতাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে পড়ান মত দুই সূরা শিখা দেবো? তারপর তিনি আমাকে সূরা ‘কুল আউজু বিরকিবল ফালাক’ ও সূরা ‘কুল আউজু বিরকিবলাস শিখালেন। কিন্তু এতে আমি খুব খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। পরে তিনি ফজরের নামাযের জন্য উট হতে নামলেন। এই দুইটি সূরা দিয়েই আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি দেখলে হে ওকবা (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর হিফাজতে যাবার জন্য এই দুইটি সূরা খুবই উত্তম সূরা।

ওকবাকে এই দুইটি সূরা শিখাবার পর ওকবা এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেননি বলে হুজুর এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ফজরের নামাযের দুই রাকাআতে এই দুইটি সূরা পড়লেন। এতে আসলে দুইটি জিনিস প্রমাণিত হলো। একটি এই দুইটি সূরার গুরুত্ব। আরো একটি ফজরের নামাযের মতো নামাযেও সময় সময় ছোট সূরা পড়া যায়।

৭৯১ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَلَا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

৭৯১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন রাতে মাগরিবের নামাযে ‘কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন’ ও ‘কুল হয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তেন (এই হাদীসটি শরহে সুন্নায বর্ণিত হয়েছে)। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি ইবনে ওমর হতে নকল করেছেন। কিন্তু এতে ‘লাইলাতুল জুমআ’- জুমআর রাত উল্লেখ নেই।

৭৯২ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أُحْصِيَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلَا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৭৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনে শেষ করতে পারবো না যে, আমি কতবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযের পর ও ফজরের নামাযের আগের প্রথম দুই (রাকাত) সুন্নাতে ‘কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন’ ও ‘কুল হয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তে শুনেছি (তিরমিযী)। এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাল্ল বর্ণনায় “মাগরিবের পর” শব্দ নেই।

৭৯৩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْيَءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُلَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ

خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ وَيُخَفِّفُ
الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ
الْمُفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفْصَلِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ
إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৭৯৩। তাবেয়ী হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমি অমুক লোক ছাড়া আর কোন লোকের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সামা স্যপূর্ণ নামায পড়িনি। হযরত সুলাইমান বলেন, আমিও ওই লোকের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দুই রাকাতাত অনেক লম্বা করে পড়তেন। আর শেষ দুই রাকাতাতকে ছোট করে পড়তেন। আসরের নামায ছোট করতেন। মাগরিবের নামাযে কেসারে মোফাসসাল সূরা পড়তেন। ইশার নামাযে আওসাতে মোফাসসাল পড়তেন। আর ফজরের নামাযে তেওয়ালে মোফাসসাল সূরা পড়তেন (নাসাঈ। ইবনে মাজাহও এই বর্ণনাটি নকল করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা আসরের নামায ছোট করতেন পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা : অমুক লোকটি কে? এসম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী কারামুল্লাহ ওয়াজ্জহ। কেউ বলেন, মারওয়ানের নিযুক্ত মদীনার গভর্নর।

٧٩٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ
تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعَنِي
الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

৭৯৪। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুরের পেছনে ফজরের নামাযে ছিলাম। তিনি যখন কেরাআত পড়া শুরু করলেন, তখন তাঁর কেরাআত পড়া কষ্টকর ঠেকলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, তোমরা মনে হয় ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ো। আমরা আরজ করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কেরাআত পড়ি। তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া আর

কিছু পড়বে না। কারণ যে ব্যক্তি এই সূরা পড়বে না তার নামায হবে না (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই এই অর্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি হলো কুরআন আমার সাথে এভাবে টানাটানি করছে কেন? আমি যখন সশব্দে কেরাআত পড়ি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না)।

. ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে সর্ব অবস্থায়ই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইমামের পেছনেও। শাফেয়ী মাযহাবের মত এটাই। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেন অবস্থাতেই ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, “যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও চুপ করে থাকবে” (৭ : ২০৪)।

তাই সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীসগুলো প্রথম সময়ের হাদীস। হযরত ইমাম মালিকের মতে জেহরী নামায অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। আর সেররী নামাযে অর্থাৎ যুহর ও আসরের নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এই মতকেই ভালো মনে করেছেন, যদিও তিনি হানাফী মাযহাবই অনুসরণ করেছেন।

৭৭৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنُ قَالَ فَأَتَتْهُ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ .

৭৯৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহরী নামায অর্থাৎ শব্দ করে কেরাআত পড়া নামায শেষ করে নামাযীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কেরাআত পড়েছো? এক ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (আমি পড়েছি)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই তো, আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, কি হলো, আমি কিরাআত পড়তে আটকিয়ে যাচ্ছি কেন? হযরত আবু হুরাইরা বলেন, হজুরের একথা শুনার পড় লোকেরা হজুরের পেছনে জেহরী নামাযে কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে (মালিক, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, জেহরী নামাযে ইমামের পেছনে সাহাবাগণ কোন কিরাআত পড়েননি, সূরা ফাতিহাও নয়। আর অন্য কোন সূরাও নয়। এই হাদীস থেকে হানাফী মাযহাবের কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া জায়েয নয়। এই হাদীসটি আগে কিরাআত পড়া হাদীসগুলোর জন্য ‘নাসেখ’। হযরত আবু হুরাইরা (রা) পরে ইমাম এনেছেন। তাই তার বর্ণিত হাদীসটিও ওইসব হাদীসের পরে হবে। আর এটা স্পষ্ট যে, পরের হুকুম আগের হুকুমের জন্য নাসেখ।

৭৯৬ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يَنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يَنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ - رواه احمد .

৭৯৬। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস আল-বায়াদী (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হজুর সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, নামাযী নামাযরত অবস্থায় তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে আলাপ করে। তাই তার উচিৎ সে কি আলাপ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষ বাক্যটি “অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে”-এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি নামাযে স্নেহ কি নামাযের বাইরে হোক কুরআন পড়লে অন্য কোন নামাযীর বা অন্য কোন কান্নীর আশ্রয় যেন তাকে ব্যাহত না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭৯৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ قَانُصِتُوا - رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه .

৭৯৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম এইজন্য নিয়োগ করা হয় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে। তাই ইমাম আদ্বাহু আকবার বললে তোমরাও আদ্বাহু আকবার বলবে। ইমাম যখন কেরাআত পড়বে, তোমরা তখন খামুশ থাকবে (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নাই। এই অতিমত পোষণ করেন ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা। এই দুইটি হাদীস তার দলীল।

আর একটি হাদীসেও আছে, ‘ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত’। অতএব ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নয়।

কুরআন না জানা ব্যক্তি কি পড়বে

৭৭৮ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِمَنِي مَا يُجْزئُنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَآذَا لِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي فَقَالَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ - رواه أبو داود وانتهت رواية النسائي عند قوله الا بالله .

৭৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুরআনের কোন অংশ শিখে নিতে সক্ষম নই। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই (দোয়া) পড়ে নিবে : “আল্লাহ পাক ও পবিত্র। সব প্রশংসা তাঁর। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ অতি বড় ও মহান। গুনাহ হতে বেঁচে থাকার শক্তি ও ইবাদত করার তাওফিক আল্লাহরই কাছে”। ওই ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এসব তো আল্লাহর জন্য। আমার জন্য কি? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য পড়বে : “হে আল্লাহ! আমার উপর রহম করো। আমাকে নিরাপদে রাখো। আমাকে হিদায়াত দান করো। আমাকে রিজিক দাও”। তারপর লোকটি নিজের দুই হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলো আবার বন্ধ করলো যেন সে পেয়েছে বলে বুঝালো। এটা দেখে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই ব্যক্তি তার দুই হাত কল্যাণ দিয়ে ভরে নিল (আবু দাউদ। কিন্তু নাসাঈর রাবীগণ এই বর্ণনা শেষ করেছেন “ইল্লা বিল্লাহ” পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাক্যগুলোর মর্ম হলো প্রশ্নকারী কিরাআতের পরিবর্তে অন্য কিছু পড়ার কথা জানতে চাইলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দিলো, তখন সে তার দুই হাত দিয়ে ইশারা করলো ও হাত বন্ধ করলো। এর দ্বারা সে বুঝাতে চাইলো, সে যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে।

এ ঘটনাটি ইসলামের প্রথম যুগের কথা। অথবা সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পরই নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল ব-ক্বরআন শিখার তার তখন সময় ছিলো না।

৭৯৯ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبَّحَ

اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - رواه احمد وابو داؤد

৭৯৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা “সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা” পড়তেন, বলতেন, ‘সুবহানা রব্বিয়াল আলা’ (আমি আমার উচ্চ মর্যদাবান রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আদ্বাহর যখন যে হুকুম আসতো সঙ্গে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আমল করতে শুরু করতেন। অনুসারীদেরকেও তা মেনে চলার জন্য বলতেন। হাদীসে উল্লেখিত সূরার প্রথমেই আদ্বাহর প্রশংসা করার নির্দেশ রয়েছে। তাই তিনি নামাযেও উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে বলতেন, “আমি আমার মর্যদাবান রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি”। হজুরের সাহাবীগণও নমাজেই সাথে সাথে এই প্রশংসা বাক্য বলতেন। আমাদেরও তদ্রূপ করা কর্তব্য।

৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ

مَنْكُمُ بِالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى التَّيْسِ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ

بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

فَانْتَهَى إِلَى التَّيْسِ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْصِيَ الْمَوْتَى فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ

قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ لَبَّغَ قَبَائِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ - رواه

ابو داؤد والترمذی الى قوله وأنا على ذلك من الشاهدين

৮০৫-১ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৮ ভোমাদের যে ব্যক্তি সূরা তীন পড়তে

পড়তে “আলাইসাদ্বাহ বিআহকামিল হাকিমীন” (আদ্বাহ কি সবচেয়ে বড় হাকিম

ননা) পর্যন্ত পৌছবে, সে যেমতো বলে, “বালা, ওয়া আন আলা মালিক

মিনাল বাহিসীন” (হাঁ, আমি একবার সাক্ষ্যদাতারীদের একজন)। আর যে ব্যক্তি

সূরা “কিয়ায়াহ” পড়তে “আলাইসা যালিকা বিকাদিরীন আলা আন ইউহইয়াল

মাওতা” (ওই আদ্বাহর কি এই শক্তি নেই যে, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করে

উঠানো), তখন সে যেমতো বলে, “বালা” (হাঁ, তিনি তা করতে সমর্থ)। আর যে

ব্যক্তি সূরা 'ওয়াল ফুরসাত' পড়তে পড়তে "কবিআল্লি হাযীদিন বা'দাহ ইউ মিন্দ" (এরপর একা কোন কথার উপর ইমান আনবো) এ পর্যন্ত শৌছে লে যেনো বলে, "আম্না বিদ্বাহ" আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি (আবু দাউদ, তিরমিযী এই হাদীসটিকে "সাহীদীন" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এই আয়াতগুলোসহ এই ধরনের অন্যান্য আয়াতের জবাবগুলোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। উক্তরূপ আয়াত নামাযের বাইরে পড়া হলে সকল ইমামের মতে তার জবাব দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এই আয়াতগুলো নামাযে পড়া হোক কি নামাযের বাইরে এর জবাব দিতে হবে।

হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, নামাযের বাইরে আর নফল নামাযে শব্দ করে পড়লে তো জবাব দিতে হবে। ফরয নামাযে পড়লে জবাব দিতে হবে না।

ইমাম অযম আবু হানিফা বলেন, নামাযের বাইরে পড়লে জবাব দিতে হবে। নামাযের প্রত্যয়ে জবাব দেয়া জময়েম নয়, তা যে নামাযই হোক। একথা যেন কেউ মনে না করে যে, এই উত্তরগুলোও কুরআনের ভাষা।

আল্লাহ তা'আলার বরেন, এই হাদীসের প্রকাশ্য দিক থেকে তো বুঝা যায়, জবাবগুলো তো নামাযের মধ্যেই দেবার হুকুম হয়েছে। তাই নামাযেই জবাব দিতে হবে। কিন্তু এর জবাবে তিনি বলেন, হতে পারে নফল নামাযের জন্য এ হুকুম, ফরয নামাযে নয়। রাতে তাহাজ্জদের নামাযে তিনি একরূপ করতেন। হজুরের এই আমল জেহাদী ফরয নামাযে করেছেন বলে কোন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়নি।

(৮) - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَمَبْكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْخَيْبِ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلِّهَا آتِيَةً عَلَى قَوْلِهِ فَبَايَ الْآءِ رِيكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوا لَا يَشَىءُ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ - رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب

১৩০১: হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিছু সাহাবীদের কাছে এসেন। তাদেরকে তিনি সূরা আন-শুরা মাক্কাহ শুরু করে পড়তে পড়তে জনারেন। সাহাবীরা পড়ে পড়ে জময়েম জময়েম জময়েম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সূরাটি আমি 'লাইলাতুল জিব' (জিনের সাথে দেবার রাতে) খিল্লদের পড়ে শুনিয়েছি। জিনেরা জময়েমের চেয়ে এর উত্তর ভালো দিয়েছে। আমি এখনই "তোমাদের মতের কোন দেয়াসতকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো" পর্যন্ত শৌছেছি, এখনই উত্তরে তারা

৮০৪। হযরত ফারাহেসা ইবনে ওমাইর হানাকী তাব্বয়ী (র) বলেন, আমি সূরা ইউসুফ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি। কেননা তিনি এই সূরাটিকে বিশেষ করে ফজরের নামাযে প্রায়ই পড়তেন (মালিক)।

৮০৫ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً قِيلَ لَهُ إِذَا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلٌ - رواه مالك

৮০৫। হযরত আমের ইবনে রাবিআ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি এর দুই সূরাআতেই সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্জকে ধেমে ধেমে পড়েছেন। কেউ হযরত আমেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, হযরত ওমর (রা) ফজরের শুরাত শুধু ইখ্বার সাথে সাথেই কি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন? উত্তরে আমের বলেন, হ্যাঁ (মালিক)।

ব্যাখ্যা : প্রথম সময়ে ফজরের নামায পড়া সকলের নিকটই জায়েয। তাই এই হাদীস জায়েয প্রমাণের জন্য দলীল, উক্ত প্রমাণের জন্য নয়। কারণ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ওমর (রা) সব সময় ফজরের নামায প্রথম সময় পড়েছেন।

৮০৬ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَدَّ حِينَ الْمُتَّصِلِ سُورَةَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً الْأَقْدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ بِهَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ - رواه مالك

৮০৬। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোফাসসাল সূরার (ছদ্মরূপে থেকে নাস পর্যন্ত) ছোট-বড় সকল সূরা দিয়েই ফরয নামাযের ইমামতি করতে শুনেছি।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েয বুঝাবার জন্য মোফাসসাল সূরার সব কয়টি সূরা দিয়েই বিভিন্ন সময়ে নামায পড়াতে। যাতে লোকেরা বুঝে যে, নামাযে সকল সূরাই পড়া যায়।

৮০৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ - رواه النسائي مرسلًا

৮০৭। তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা 'হা-মিম আদ-দোখান', পড়লেন (নাসায়ী)। হযরত ইমাম নাসায়ী এই হাদীসটিকে মুরসাল হাদীস হিসাবে নকল করেছেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা হলেন একজন তাবেয়ী।

• ব্যাখ্যা : এই হাদীসের বর্ণনায় দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের প্রথম দুই রাকাতাতেই 'হা-মিম আদ-দোখান' গোটা সূরাটি পড়েছেন। দ্বিতীয়, দুই রাকাতাতের প্রথম রাকাতাতে ওই সূরার কিছু অংশ ও দ্বিতীয় রাকাতাতে কিছু অংশ পড়েছেন।

১৩ - بَابُ الرُّكُوعِ

১৩-রুকু

প্রথম পরিচ্ছেদ

রুকু-সিজদা ঠিকভাবে করতে হবে

৮০৮ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - مُتَفِقٌ عَلَيْهِ :

৮০৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন দিক হতেও দেখি (বুখারী ও মুসলিম)।

• ব্যাখ্যা : “রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করো”-এর অর্থ হলো, রুকু এবং সিজদা নিয়মানুযায়ী থেমে থেমে খুবই প্রশান্তির সাথে আদায় করা। খুব ঘন ঘন রুকু-সিজদা না করা। তাতে না রুকু আদায় হয় না সিজদা।

“আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখি” মর্ম হলো, আমি যেভাবে আমার চোখের সামনে তোমাদেরকে দেখতে পাই, আল্লাহর কদরতে ‘মোজেযা’ হিসাবে আমি তেমনি তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখতে পাই। তোমাদের ঝড়োচড়া, রুকু-সিজদা কেমনভাবে করছো আমি দেখি।

৪০৭ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِّنَ السُّورَاءِ - متفق عليه .

৮০৯। হযরত বারআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যে বসা, রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ কিয়াম ও কুউদের সময় ছাড়া প্রায় সমান সমান ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কোন অংশে কত সময় খেমেছেন তার বর্ণনা আছে। চারটি রুকন অর্থাৎ রুকু, কাওমা, সিজদা ও জলসা নামাযের এই আমলগুলো প্রায় সমান সমান সময় ব্যবধানে হতো। অবশ্য 'কিয়াম' ও কুউদ এই দুইটি কাজে যথাক্রমে কেয়াযত ও আস্তাহিয়াত পড়া হতো। তাই এই দুইটিতে অন্যান্য আরকানের তুলনায় সময় দীর্ঘ হতো।

৪১০ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ قَامَ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ - رواه مسلم

৮১০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন, সোজা হয়ে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা মনে করতাম নিশ্চয় তিনি (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সিজদা করতেন ও দুই সিজদার মধ্যে এত লম্বা সময় বসে থাকতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি (নিশ্চয় দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায ছাড়া অন্য সব নামাযেই সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। আর এইজন্যই নামাযের এসব অংশে বেশ সময় যেত। সম্ভবত কোন কোন সময় তিনি ফরয নামাযেও এত সময় নিতেন।

৪১১ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ - متفق عليه .

৮১১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের উপর আমল করে নিজের রুকু ও সিজদায় এই দোয়া বেশী বেশী পড়তেন : “সোবহানাকা আল্লাহুয়া রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগ ফিরলি” (হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তুমি আমাদের রব। আমি তোমার গুণগান করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও)।

ব্যাখ্যা : এর মর্ম হলো, যেহেতু কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহ” (অর্থাৎ তেম্বরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে তাঁর পরিতোষ বর্ণনা করো ও তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করো), তাই এই হুকুম পাশনের জন্য রুকু ও সিজদায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরওয়ারদিগারের তাসবিহ ও তা'রিফ করতেন। কারণ আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারে রুকু ও সিজদার চেয়ে বড় আর কোন ইবাদত নেই।

৮১২ - وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ . رواه مسلم .

৮১২। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় বলতেন, “সুব্বুহনু কুদ্দুসুন রব্বুল মালায়িকাতৈ ওয়াররুহ” ফেরেশতা ও রুহ জিবরীলের রব অত্যন্ত পবিত্র, খুবই পবিত্র (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রুকু-সিজদায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এই দোয়া পড়তেন, সব সময় নয়।

রুকু সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ

৮১৩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوا فِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاِجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم .

৮১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকু-সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকুতে তোমাদের ‘রবের’ মহিমা বর্ণনা করো। আর সিজদায় অতি মনোযোগের সাথে দোয়া করবে। আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রুকু-সিজদায় কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। কেউ বলেন, সিজদায় কুরআন পড়া ‘মকরুহ তানজিহ’, আর কেউ বলেন ‘মকরুহ তাহরিমী’।

এটাই অধিকাংশের মত। রুকুতে সোবহানা রব্বিআল আজীম ও সিদ্দায়-সোবহানা রব্বিআল আলা পড়া সবচেয়ে ভালো।

৪১৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِعِ قَوْلِهِ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه .

৮১৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইমাম বধন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলবে, তখন তোমরা “আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদ” বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তার আগের সব সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায় ফেরেশতাগণও সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলার-সময় ‘আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল-হামদ’ বলে থাকেন।

৪১৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمُوتَ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৮১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে তাঁর পিঠ সোজা করে উঠে বলতেন, “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ। আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদ মিলউস সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরদে ওয়া মিলউ মা শেতা মিন শাইয়িন বা‘দু” (আল্লাহ শুনেন যে তার প্রশংসা করে। হে আমার রব! আকাশ ও পৃথিবীপূর্ণ তোমার প্রশংসা, এরপর তুমি যা সৃষ্টি করতে চাও তাও পরিপূর্ণ) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানিফার মতে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহর পরে ফরয মামায়ে শুধু রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আর এর সাথে দীর্ঘ করে দোয়াগুলো নকল নাভাবে পড়া হয়।

৪১৮ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمُوتَ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مِنَّا قَالَ

الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ لَا مَانِعٍ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" - رواه مسلم

৮১৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন : “আল্লাহ্‌র রব্বানা লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতে ওয়া মিলআল আরদে ওয়া মিলআ মা শেতা মিন শাইয়িন বা’দু আহলাস সানায়ে ওয়াল মাজ্জদে আহকু মা কালাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাক আবদুন। আল্লাহ্‌র লা মানিআ লিমা আতাইতা। ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল যাদু (“হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই সব প্রশংসা। আকাশ পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ, এরপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার মালিক! মানুষ তোমার প্রশংসায় যা বলে তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিতেও কেউ সমর্থ নয়। কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শান্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারবে না) (মুসলিম)।

৮১৭ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ وَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَأَاهُ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ". فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَنْفًا قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ - رواه البخاری

৮১৭। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু হতে মাথা তুলে, ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন (যে ব্যক্তি আল্লাহর হামদ ও সানা করলো আল্লাহ তা শুনলেন), তখন এক ব্যক্তি বললো, ‘রব্বানা লাকাল হামাদু হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফিহ’ (হে আল্লাহ! তোমার জন্য প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, যে প্রশংসা শিরক ও রিয়া হতে পবিত্র ও মোবারক)। নামাযশেষে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এখন এই বাক্যগুলো কে পড়লো? সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন হজুর বললেন, আমি ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখেছি এই কলেমার সওয়াব কার আগে কে লিখবে এই নিয়ে তাড়াহুড়া করছেন (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাদীলে আরাকান

৪১৮ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْزِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮১৮। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত রুকু ও সিজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে তাকে তার নামাযের সওয়াব দেয়া হয় না (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্মানুযায়ী হযরত ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমাদ, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ 'তাদীলে আরাকান' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে রুকু সিজদাসহ এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় ধীরস্থিরভাবে ষাওয়াযকে ফরয বলেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ তাদীলে আরাকান ওয়াজিব বলেন। অন্তত এক তাসবিহ পরিমাণ সময়ের কম হলে তাদীলে আরাকান বলা চলে না। আর এক তাসবীহ হলো একবার আল্লাহ আকবার বলা।

৪১৯ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "قَسِّبَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৮১৯। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আযীম' ('তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো') এই আয়াত নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই আয়াতটিকে তোমরা তোমাদের রুকুতে পড়ো। এইভাবে যখন 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' ('তোমার উচ্চ মর্যাদাশীল রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো) আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সিজদার তাসবিহতে পরিণত করো (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এই দুইটি দোয়া। এর একটি ‘সোবহানা রব্বিআল আজীম’। এই তাসবীহটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে পড়তে বলেছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো ‘সোবহানা রব্বিআল আলা’, এইটি সিজদায় পড়তে বলেছেন।

৪২০ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَأَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ

৮২০। হযরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রুকু করবে সে যেন রুকুতে তিনবার ‘সোবহানা রব্বিআল আজীম’ পড়ে। তাহলে তার রুকু পূর্ণ হবে। আর এটা হলো সর্বনিম্ন সংখ্যক। এভাবে, যখন সিজদা করবে, সিজদায়ও যেন তিনবার ‘সোবহানা রব্বিআল আলা’ পড়ে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণ হবে। আর তিনবার হলো কমপক্ষে পড়া (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : রুকু-সিজদায় তিনবার বা এর বেশী তাসবীহ বলা উত্তম। কিন্তু তাসবীহ একবার বললেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। পাঁচবার, দশবার, এমনকি কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু জামায়াতে নামায পড়ার সময় মোক্তাদীদের প্রতি, সময়ের প্রতি, এমনকি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যতবার পড়া সঠিক বিবেচনা করবে ততবার পড়বে।

৪২১ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَالَ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّرِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ الْأَعْلَى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮২১। হযরত হোয়াইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আর্জীম' ও সিজদায় তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আলা' পড়তেন। আর যখনই তিনি কেয়াতের সময় রহমাতের আয়াতে পৌছতেন, ওখানে থেমে যেতেন, রহমত তলবের দোয়া পড়তেন। আবার যখন আযাবের আয়াতে পৌছতেন, সেখানে থেমে গিয়ে আযাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেয়ী, নাসায়ী)। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে সোবহানা রব্বিআল আলা পর্যন্ত নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হানাফী ও মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এই হাদীসের মর্মকে নফল নামাযের মধ্যে ব্যবহার করতে বলেছেন। কারণ তাদের মতে ফরয নামাযে কিরাআতের মধ্যে থেমে থেমে কোন দোয়া পড়া জায়েয নয়। তবে নফল নামাযে পড়লে তা জায়েয হবে, নামায বাতিল হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪২২ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَّثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ" - رواه النسائي

৮২২। হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। তিনি রুকুতে গিয়ে সূরা বাকারাহ পড়তে যতো সময় লাগে ততো সময় রুকুতে থাকলেন। রুকুতে বলতে থাকলেন, "সোবহানা জিল জাবারুতে ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল আজমাতে" (ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব, মহত্ব ও বিরাটত্বের মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : হজুরের এসব আমল ফরয নামাযে নয়, বরং নফল ও তাহাজ্জুদের নামাযে অথবা সালাতুল কুসুফ অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সময়ের নামাযে পড়তেন।

৪২৩ - وَعَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَبَّهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ

فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ - رواه ابو داؤد

والنسائي

৮২৩। হযরত ইবনে জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর এই যুবক অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া আর কারো পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো নামায পড়িনি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস বলেছেন, আমরা তার রুকু সময় অনুমান করেছি দশ তসবিহর পরিমাণ এবং সিজদার সময়ও অনুমান করেছি দশ তসবিহ পরিমাণ (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো সময় রুকু ও সিজদায় কাটাতেন ততক্ষণে আমরা দশবার পর্যন্ত তাসবিহ পড়ে ফেলতে পারতাম। তাতে আমরা অনুমান করতাম হুজুরও দশবার করে তাসবিহ পড়তেন রুকু ও সিজদায়। আর ঠিক তেমনি পরিমাণ সময় রুকু সিজদায় কাটাতেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র), পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ।

৮২৪ - وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مِتُّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه البخارى

৮২৪। হযরত শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোযাইফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকু সিজদা পূর্ণ করছে না। সে নামায শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়োনি। শাকীক বলেন, আমার মনে হয় হযরত হোযাইফা একথাও বলেছেন, যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ফিতরতের উপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে (বুখারী)।

৮২৫ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا - رواه احمد

৮২৫। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চুরি হিসাবে সবচেয়ে বড় চোর হলো ওই ব্যক্তি যে নামাযে (আরকানের) চুরি করলো। সাহাবাগণ আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের চুরি কিভাবে হয়? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাযের চুরি হলো রুকু-সিজদা পূর্ণ না করা (আহমাদ)।

৪২৬ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّائِنِ وَالسَّارِقِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشٌ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا - رواه مالك واحمد وروى الدارمى نحوه .

৮২৬। হযরত নোমান ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নটি এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের আয়াত নাযিল হবার আগের। সাহাবাগণ আরয় করলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, ওনাহ কবিরী, এর সাজাও আছে। আর নিকৃষ্টতম চুরি হলো যা মানুষ তার নামাযে করে থাকে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ তার নামাযে কিভাবে চুরি করে থাকে? হজুর বললেন, মানুষ রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় না করে (এই চুরি করে থাকে) (মালিক, আহমদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা এ প্রশ্ন করে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, তারা কি পরিমাণ অপরাধী ও ওনাহগার। এ প্রশ্ন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম অবস্থায় করেছিলেন। তখনো সাহাবাগণ অপরাধের ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন না। হৃদূদের আয়াত নাযিল হবার পর সকলে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হয়ে গেছেন।

এ হাদীস থেকে নামায ধীরেসুস্থে ও রুকু সিজদা পূর্ণভাবে করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নইলে তা একটা অপরাধে পরিণত হবে।

১৪ - بَابُ السُّجُودِ وَقَضَاهُ

১৪-সিজদা ও তার মর্যাদা

৪২৭ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ - متفق عليه

৭২৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে শরীরের সাতটি হাড় যথা কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগের সাহায্যে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাপড়, দাড়ি ও চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে সিজদার সময় শরীরের কোন্ কোন্ অংগ মাটির সাথে লাগাতে হবে সে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের সাথে সিজদার সময় শরীরের সাতটি অঙ্গ লাগাবার জন্য তাঁকে হুকুম করা হয়েছে বলেছেন। কপাল, দুই হাতের পাঞ্জা, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগ। অধিকাংশ ইমাম বলেন, কপাল ও নাক সিজদার সময় জমিনে লাগাতে হবে। এটা ফরয। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মাটির সাথে শুধু কপাল, রাখলেও নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরুহ হবে।

৪২৮ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ - متفق عليه .

৮২৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সিজদা ঠিকমতো করবে। তোমাদের কেউ যেন সিজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে আরবী শব্দ ‘এতেদাল’ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আন্তে ধীরে প্রশান্তির সাথে নামাযের রোকনগুলো পালন করা। সিজদার সময় যেন পুরুষরা তাদের হাত জমিনে বিছিয়ে না রাখে। এভাবে বিছিয়ে রাখলে নামায মাকরুহ হবে।

৪২৯ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْقَئَكَ - رواه مسلم .

৮২৯। হযরত বারআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিজদা করার সময় তোমরা দুই হাতের তালু জমিনে রাখবে। উভয় হাতের কনুই উপরে উঠিয়ে রাখবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সিজদার সময় হাত রাখার নিয়ম হলো দুই হাতের পাঞ্জা (তালু) কান পরিমাণ নিয়ে জমিনে রাখবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে পরস্পর মিলে থাকবে। হাত খোলা থাকবে। কপড়-চোপড়ের মাঝে হাত লুকিয়ে রাখবে না।

হাতের কনুই জমিনে পড়ে থাকবে না। আবার পাঁজরের সাথেও লাগা থাকবে না। পাঁজর থেকে সরে জমিন থেকে উপরে থাকবে। তবে এই নিয়ম পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। বরং তারা হাত জমিনে ফেলে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে রাখবে।

৮৩০ - وَعَنْ مِيمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ بِهِمَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هَذَا لَفِظَ أَبِي دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ فِي السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بِهِمَةُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৩০। উম্মুল মোমেনীন হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় নিজের দুই হাত জমিন ও পেট হতে পৃথক করে রাখতেন, এমনকি যদি একটি ছাগলের বাচ্চা তাঁর হাতের নিচ দিয়ে চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো। এগুলো হলো আবু দাউদে মূলপাঠ, যেমন ইমাম বাগারী শরহে সুন্নায সনদসহ ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাইমুনা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন ছাগলের বাচ্চা তাঁর দুই হাতের মাঝ দিয়ে (পেট ও হাতের ভিতর দিয়ে) চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো।

৮৩১ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَجٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ بَيَاضُ ابْطِئِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা দিতেন, তার হাত দুটোকে এমন প্রশস্ত রাখতেন যে, তার বগলের নিচের শুভ্রতাও দেখা যেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

৮৩২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَجُودِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجَلِّهِ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَاتِيَّتَهُ وَسِرَّهُ" .
 رواه مسلم .

৮৩২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে বলতেন, “আল্লাহ্‌স্বাগফিরলী জাম্বি কুদ্রাহ্‌ দেকাহ্‌ ওয়া জিল্লাহ্‌ ওয়া আওয়ালাহ্‌ ওয়া আখিরাহ্‌ ওয়া আলানিয়্যাভাহ্‌ ওয়া সিররাহ্‌” (“হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল ছোট-বড়, আগে-পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও”) (মুসলিম)।

৮৩৩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" - رواه مسلم .

৮৩৩। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমার হাত হজুরের পায়ের উপর গিয়ে পড়লো। আমি দেখলাম, তিনি মসজিদে নামাযরত। তাঁর পা দু’টি খাড়া হয়ে আছে। তিনি বলছেন,ঃ “আল্লাহ্‌স্বা ইন্নি আউজু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেমুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা, ওয়া আউজু বিকা মিনকা লা উহসী ছানায়ান আফসিকা, আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তোমার অসন্তোষ ও গজব থেকে পানাহ চাই। তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার আযাব হতে মুক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার রহমতের উছিলায় আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো”) (মুসলিম)।

৮৩৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ - رواه مسلم .

৮৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর বান্দারা তাদের স্ববেশ বেশী নিকটে যায় সিজদারত অবস্থায়। তাই তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ সব সময়েই তাঁর বান্দার নিকটে থাকেন। তিনি বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ “আমি গর্দানের শাহুরগ হতেও বান্দার নিকটে”। এখানে এই নিকটের অর্থ বান্দার সব খোঁজ খবরই আমার জানা। আর এই হাদীসে যে নিকটের কথা বলা হয়েছে তাহলো আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নিকট যা পেতে চায় তা চাওয়ার ও পাবার সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মোক্ষম সময় আল্লাহর দরবারে সিজদারত অবস্থায়। তাই এই অবস্থার সদ্যবহার করতে হবে।

৮৩৫ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَلَيْتِي أَمْرًا ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ - رواه

مسلم

৮৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তানরা যখন সিজদার আয়াত পড়ে ও সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে, হায় আমার কপাল মন্দ। আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়েই সিজদায় লুটে পড়লো। ফলে সে জান্নাত পাবে। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করলাম। আমার জন্য তাই জাহান্নাম (মুসলিম)।

৮৩৬ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بَوْصُوهُ وَحَاجَّتُهُ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ

السُّجُودِ - رواه مسلم

৮৩৬। হযরত রবিয়া ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম। উজুর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন মিসওয়াক জায়নামায ইত্যাদি এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য যা কিছু চাও) চেয়ে

নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমার তো শুধু জান্নাতে আপনার সাহচর্য লাভই একমাত্র কাম্য। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (যে মর্যাদায় তুমি পৌঁছতে চাও এটি তো বড় কথা) এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র আবেদন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এই মর্যাদা লাভের জন্য) আমাকে সাহায্য করো।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো মর্যাদাবান বুজুর্গ লোকের খিদমত করাও জায়েয। সওয়াবের কাজ। আর জান্নাত পাবার জন্য বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বেশী বেশী সিজদা তথা নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় খাদেম রবিয়াকে বলেছেন, এই জায়গায় পৌঁছতে হলে ও তোমাকে আমার বন্ধুত্ব নিতে হলে আমাকে একাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আর সে সাহায্য হলো বেশী করে নামায পড়া।

৪৩৭ - وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يَدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ - رواه مسلم .

৮৩৭। হযরত মা'দান ইবনে তালহা তাবেরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস হযরত সাওবান (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি খামুশ রইলেন। তৃতীয়বার তাকে আবার একই প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজেও এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করতে থাকবে। কেননা আল্লাহকে তুমি যতো বেশী সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। তোমার অতটা গুনাহ এদিয়ে কমাতে থাকবেন। হযরত মা'দান বলেন, এরপর হযরত আবু দারদার সাথে দেখা করে তাকেও আমি একই প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে সাওবান (রা) যা বলেছিলেন তাই বললেন (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪৩৮ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৮৩৮। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার সময় মাটিতে তাঁর হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে ও সিজদা হতে উঠতে হাঁটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারেই মত প্রকাশ করেছেন। সিজদায় যাবার সময় প্রথম মাটিতে হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাত। এভাবে উঠার সময় প্রথম দুই হাত উঠাবে পরে দুই হাঁটু।

আলেমগণ সিজদার অঙ্গসমূহ জমীনে রাখার ও উঠানোর ব্যাপারে একটা নীতিমালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাহলে সিজদার অঙ্গসমূহ জমিনে রাখার সময় নিকটের হিসাবে রাখতে হবে। অর্থাৎ যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে, সে অঙ্গ আগে মাটিতে রাখবে। ঠিক একইভাবে উঠবার সময় এর বিপরীত যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে তা সবচেয়ে পরে উঠবে। তাহলে দৃশ্যটা হবে এমন যে ব্যক্তি সিজদায় যাবে তার পা তো মাটিতেই আছে এরপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাঁটু পড়বে মাটিতে। তারপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাত। তারপর নাক, তারপর কপাল। কেউ কেউ নাক ও কপালকে একই অঙ্গ হিসাবে একত্রে মাটিতে রাখার কথা বলেছেন। আবার ঠিক উঠার সময় নীতিমালা অনুযায়ী মাটি হতে সবচেয়ে দূরের সিজদার অঙ্গ কপাল, তারপর নাক তারপর হাত ও তারপর হাঁটু উঠাবে।

৪৩৯ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتَ مِنْ هَذَا وَقِيلَ هَذَا مَنْسُوخٌ .

৮৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সিজদা করার সময় যেন উটের বসার মতো না বসে, বরং দুই হাত যেন হাঁটুর আগে মাটিতে রাখে (আবু

দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)। আবু সুলায়মান খাতাবী বলেন, এই হাদীসের চেয়ে ওয়ায়েলের আগের হাদীসটি বেশী সহীহ। কেউ কেউ বলেন, এই হাদীসটি মানসুখ বা রহিত।

৪৮০ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" - رواه أبو داود والترمذی .

৪৮০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলতেন, “আল্লাহ্মাগফিরলী, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনী, ওয়া আফেনী ওয়ারযুকনী” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো। আমাকে রহম করো, হিদায়াত করো, আমাকে হেফাজত করো। আমাকে রিজিক দান করো”) (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

৪৮১ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "رَبِّ اغْفِرْ لِي" - رواه النسائي والدارمی .

৪৮১। হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন, “রব্বিগফিরলী” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও”) (নাসায়ী, দারেমী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৮২ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّيْعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ - رواه أبو داود والنسائي والدارمی .

৪৮২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর মতো যমিনে হাত বিছিয়ে দিতে ও উটের মতো মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। একটি হলো কাকের মতো ঠোকর দিয়ে দানা উঠাবার মতো

তাড়াতাড়ি নামাযে সিজদা দিতে। দ্বিতীয়টি হলো হিংস্র জন্তু, কুকুর চিতা ইত্যাদির মতো পা বিছিয়ে দিয়ে সিজদায় বসতে। তৃতীয় উট যেকোনো নিজের থাকার জন্য একটি স্থান ঠিক করে নেয়, সে জায়গায় অন্য কোন উট বসতে পারে না, ঠিক এভাবে কোন মুসল্লী যেনো মসজিদে তার জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করে না রাখে। কারণ মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদের সকল স্থান সকলের জন্য উন্মুক্ত, যে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। নিজের জন্য কোন আসন ঠিক করে রাখার অর্থ হলো অন্যকে এখানে বসতে না দেয়া।

৪৬৩ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَنِّي أَحَبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَفْعَلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - رواه الترمذی

৮৪৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আলী! আমি আমার জন্য যা ভালোবাসি তোমার জন্যও তা ভালোবাসি এবং আমার জন্য যা অপসন্দ করি তোমার জন্যও তা অপসন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে (কুকুরের মতো) হাত খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসো না (তিরমিযী)।

৪৬৪ - وَعَنْ طَلْحِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنْفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صَلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا وَسُجُودِهَا - رواه احمد

৮৪৪। হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বান্দার নামাযের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না যে বান্দাহ নামাযের রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযে রুকু ও সিজদায় পিঠ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নিতম্ব হতে মাথা পর্যন্ত একটা সরল রেখার মতো দেখায়।

৪৬৫ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهَ - رواه مالك

৮৪৫। হযরত নাকে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি নামাযের সিজদায় নিজের কপাল জমিনে রাখে সে যেনো তার

হাত দু'টিকেও জমিনে ওখানে রাখে যেখানে কপাল রাখে। তারপর যখন সিজদা হতে উঠবে তখন নিজের হাত দু'টিও উঠায়। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সিজদা করে ঠিক সেইভাবে দুই হাতও সিজদা করে (মালিক)।

১০ - بَابُ التَّشَهُّدِ

১৫-তাশাহুদ

তাশাহুদ অর্থ সাক্ষী দেয়া। হুদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়া। শরীয়াতে কলমেয়ে শাহাদাত অর্থাৎ নামাযের উভয় বৈঠকে যে আন্তাহিয়াতু পড়া হয় তাকে তাশাহুদ বলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৪৬৮ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسْطِهَا عَلَيْهَا . رواه مسلم .

৮৪৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহুদ পড়ার জন্য বসলে তাঁর বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন। এসময় তিনি তিগ্নানের মতো করার জন্য আঙ্গুল বন্ধ করে রাখতেন, তর্জনী দিয়ে (শাহাদাত) ইশারা করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামাযের মধ্যে বসতেন দুই হাত দুই রানের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বন্ধার নিকট যে আঙ্গুল রয়েছে (তর্জনী) তা উঠাতেন। তা দিয়ে দোয়া করতেন। আর তাঁর বাম হাত রানের উপর বিছানো থাকতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসসহ আরো কিছু হাদীস হতে বুঝা যায় যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাশাহুদ বা আন্তাহিয়াতু পড়ার সময় আশহাদু অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি পর্যন্ত পৌছলে শাহাদাত অঙ্গুলি উঠিয়ে আল্লাহ এক এই সাক্ষ্যের প্রতি ইশারা করতেন। “ইল্লাল্লাহ”-তে পৌছে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন। এই আঙ্গুল

উঠাবার সময় হাতের অন্যান্য আঙ্গুলকে কিভাবে রাখতেন তা বুঝাবার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব দেশের নিয়মানুযায়ী গণনা করার কখনো শাহাদত আঙ্গুলকে খাড়া করে রেখে সব অঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন। অর্থাৎ আশহাদু আত্মা ইলাহা বলার সময় আঙ্গুল উঠাতেন এবং ইল্লাল্লাহু বলা শুরু করার সাথে সাথে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন।

৪৬৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ - رواه مسلم

৮৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহুদ অর্থাৎ আন্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসলে নিজের ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন। শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। বাম হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু জড়িয়ে ধরতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এ বিষয়ে উপরে একবার বলা হয়েছে যে, ইমাম আজম আবু হানিফারও এই মত। আন্তাহিয়াতু পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে, হাতের মুঠি ও নিকটবর্তী আঙ্গুলকে বন্ধ করে নিবে। বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা মধ্যমা আঙ্গুলের মাথার উপর রেখে বৃত্ত বানিয়ে নিয়ে শাহাদত আঙ্গুল উচাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, আন্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার সময়েই এইভাবে বৃত্ত বানিয়ে নেবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফ বলেন, যখন শাহাদত আঙ্গুল উঠাবে তখন বৃত্ত বানিয়ে নেবে।

৪৬৮ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادَةِ السَّلَامَ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامَ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامَ عَلَى فَلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَخَذَكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ
الدُّعَاءِ أَعَجِبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوهُ - متفق عليه .

৮৪৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম তখন এই দোয়া পড়তাম, “আসসালামু আলাল্লাহি কাবলা ইবাদিহি, আসসালামু আলা জিবরীলা, আসসালামু আলা মিকাইলা, আসসালামু আলা ফুলানিন” অর্থাৎ “আল্লাহর উপর সালাম তাঁর বান্দাহদের উপর পাঠাবার আগে, জিবরীলের উপর। সালাম, মিকাইলের উপর সালাম। সালাম অমূকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, “আল্লাহর উপর সালাম” বলো না। কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব ভোমাদের কেউ নামাযে বসে বলবে, “আস্তাহিয়্যাযু লিল্লাহি ওয়াসসালামু ওয়াযু ওয়াযুতায়্যিযাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন” অর্থাৎ “সব সম্মান, ইবাদত, উপসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও সালাম। আল্লাহর সব নেক বান্দাদের উপর সালাম।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি এই কথাগুলো বললে এর বরকত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক নেক বান্দার কাছে পৌঁছবে। এরপর হজুর বললেন, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ” অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর আল্লাহর বান্দার কাছে যে দোয়া ভালো লাগে সেই দোয়া পড়ে আল্লাহর মহান দরবারে আকৃতি মিনতি জানাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর উপর সালাম দিয়ে আবার তা নিষেধ করে দিলেন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেন, আল্লাহ তো নিজেই সালাম। অর্থাৎ আল্লাহর যাত সিফাত সকল আপদ-বিপদ ক্ষয়-ক্ষতি হতে মুক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সব জাহেরী বাতেনী আপদ-বলা থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেহেতু তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন তাঁর জন্য সালামতির দোয়া নিষ্প্রয়োজন।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গমনের পর আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ‘আস্তাহিয়্যাযু’ এই কলেমাগুলো পড়েন। হজুর

বলেন, “আত্‌তাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়োবাতু” অর্থাৎ সকল প্রশংসা, শরীর ও সম্পদের ইবাদাত সবই আল্লাহর জন্য। বারোগাহে এলাহী হতে প্রতি উত্তরে বলা হলো, “আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ ওয়ারাহমাতুন্নাহ ওয়াবারাকাতুহু” অর্থাৎ “হে নবী তোমার উপর সালাম, আল্লাহর বরকত ও রহমত বর্ষিত হোক”।

আবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন” “আমাদের উপরও সালাম, আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও সালাম।

তখন হযরত জিবরীল আমীন বললেন, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ” অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

৪৬৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ "الْطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ الْفِ وَلاَمٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ .

৮৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আত্‌তাহিয়াতু শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কালামে পাকের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, “আত্‌তাহিয়াতুল মোবারাকাতু ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াস্তাইয়োবাতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুন্নাহে ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াআশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়ারাসূলুহ” (মুসলিম)। মিশকাত সংকলক বলেন, সালামুন আলাইকা ও সালামুন আলাইনা আলিফ, লাম ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও এদের সংকলন হুমাইদীর কিতাবে কোথাও নেই। কিন্তু জামেউল উসূল প্রণেতা তিরমিযী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : আত্‌তাহিয়াতুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আযম আবু হানিফা উপরে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীস

গ্রহণ করেছেন। মূল অর্থ একই। সম্ভবত হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক সময় এক একভাবে শব্দের কিছু পার্থক্যে তাশাহুদ বা আত্‌তাহিয়াত পড়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই এ দুইয়ের যে কোন একটি পড়লে চলবে। তবে মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটিকেই বেশী সহীহ মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৫০ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُمْ جُلَسَ فَاْفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَمَدَّ مِرْقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثَنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلَقَةً تُمْ رَفَعَ اصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا - رواه ابو داؤد والدارمى .

৮৫০। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (তাশাহুদে বৈঠক সম্পর্কে) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নকবইয়ের বন্ধনের ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃদ্ধার দ্বারা) একটি বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদত আঙ্গুল উঠালেন। এসময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহুদ পড়তে পড়তে ইশারা করার জন্য শাহাদত আঙ্গুল নাড়ছেন (আবু দাউদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে একটি নতুন জিনিস পাওয়া গেলো। আর তাহলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় তা নাড়াচাড়া করতেন। ইমাম মালিকও এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, আঙ্গুল নাড়াচাড়া ঠিক নয়। কারণ পরের হাদীসেই লা ইউহাররিকুহ বলে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৫১ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِاصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا - رواه أبو داؤد والنسائي وزاد أبو داؤد وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ .

৮৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসা অবস্থায় “কলেমায়ে

শাহাদাত” দোয়া পড়তেন, নিজের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাড়া করতেন না (আবু দাউদ, নাসাই)। আবু দাউদ এই শব্দগুলোও নকল করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করতো না।

ব্যাখ্যা : আবু দাউদের বর্ণনার শেষ শব্দগুলোর মর্ম হলো, হজুর শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবার সময় তার দৃষ্টি আঙ্গুলের দিকেই নিবদ্ধ রাখতেন, অন্য কোন দিকে নয়। আঙ্গুল উচিয়ে তাওহীদের প্রতিই মন নিবিষ্ট রাখতেন।

৪৫২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنْ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِاصْبِعِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَحَدٌ . رواه الترمذی والنسائی والبيهقی فی الدعوات الكبير .

৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নামাযে তাশাহুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো (তিরমিযী, নাসাই, বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

ব্যাখ্যা : হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) নামাযে বসা অবস্থায় কলেমায়ে শাহাদত পড়ার সময় দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করছিলেন আল্লাহর একত্বের প্রতি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দুই আঙ্গুল উঠাতে নিষেধ করে দিলেন। বলে দিলেন, নিয়মানুসারে শুধু ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে।

৪৫৩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ - رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَهَى أَنْ يُعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

৮৫৩। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক যেন নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে না বসে (আহমাদ, আবু দাউদ)। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন : নামাযে উঠার সময় কোন ব্যক্তি যেন তার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে না উঠে।

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রথম অংশের মর্ম হলো, যখন কেউ নামাযে বসবে অথবা বসা হতে দাঁড়াতে শুরু করলে সে যেন হাতের উপর ভর করে না উঠে। দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো সিজদা ইত্যাদি দিয়ে উঠার সময়ও যেন হাতের সাহায্য না নেয়।

হয়। অর্থাৎ হাত মাটিতে ঠেস না দিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে উঠেছেন বলে একটি হাদীসে আছে হিসাবে ইমাম শাফেরী এভাবেই উঠতেন। হানাফীগণ বলেন, ওটা ছিলো হজুরের বৃদ্ধকালে অসুস্থ অবস্থায়।

৪৫৪ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرُّضْفِ حَتَّى يَقُومَ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی .

৮৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকাতের পরের বৈঠক হতে এত ভাড়াভাড়া উঠে দাঁড়াতেন, মনে হতো তিনি যেন কোন উস্তা পাতরের উপর বসেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : মর্ম হলো তিনি বৈঠকে আত্মাহুত ছাড়া আর কোন দোয়া পড়তেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৫৫ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ "بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ" - رواه النسائی .

৮৫৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে তিনি আমাদেরকে তাশাহুদও শিখাতেন। তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহে, আত্মাহুত লিল্লাহি ওয়াসসালামু ওয়াত তাইয়েয়াতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যাহান্নাবীয়া ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ। আসআলুল্লাহাল জান্নাতা ওয়া আউজু বিল্লাহে মিনান্নারে (নাসায়ী)।

শাহাদাত আঙ্গুল শয়তানের জন্য পীড়াদায়ক

৪৫৬ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ وَاتَّبَعَهَا بَصَرُهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَابَةَ . رواه احمد .

৮৫৬। তাবেয়ী হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) যখন নামাযে বসতেন, নিজের দুই হাত নিজের দুই রানের উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে (আল্লাহর একত্বের প্রতি) ইশারা করতেন এবং তার চোখের দৃষ্টি থাকতো আঙ্গুলের প্রতি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই শাহাদত আঙ্গুল শয়তানের কাছে লোহার চেয়ে বেশী শক্ত। অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে তৌহিদের ইশারা করা শয়তানের উপর নেজা নিক্ষেপ করার চেয়েও কঠিন (আহমাদ)।

৪৫৭ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ اخْفَاءُ التَّشْهَدِ - رواه ابو داؤد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৮৫৭। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নামাযে তাশাহুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

১৬ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاهَا

১৬-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ ও তার মর্যাদা

কুরআন পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

“আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর নবীর প্রতি দুরুদ পাঠ করেন। অতএব হে মুমীনগণ! তোমরাও তার প্রতি দুরুদ ও সালাম পাঠ করো” (সূরা আহযাব : ৫৬)।

রাসূলের নাম যতবার শুনেবে ততবার তাঁর নামে দুরুদ পড়বে। দুরুদের অপরিণীম ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে।

৪৫৮ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِيْكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِيْهَا لِيْ فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْأَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .

৮৫৮। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা তাবয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে উজ্জরা (রা)-র সাথে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি? উত্তরে আমি বললাম, হাঁ, আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমরা 'সালাম' কিভাবে পাঠ করবো তা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি 'সালাত' কিভাবে পাঠ করবো? হুজুর বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহু্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহু্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছো ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। তুমি বড় প্রশংসিত ও সম্মানিত" (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় 'আলা ইবরাহীম' শব্দ দুইবার উল্লেখিত হয়নি।

ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কিরামের মূল প্রশ্ন ছিলো, তারা তো আন্তাহিয়াতুর মাধ্যমে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম দেবার পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। কিন্তু তারা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত অর্থাৎ দুরুদ কিভাবে পাঠ করবেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযে তাশাহুদদের পর যে দুরুদ শরীফ তা পাঠ করে শিখিয়ে দিলেন কিভাবে দুরুদ পড়তে হয়।

৪৫৭ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ - متفق عليه .

৮৫৯। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে সাল্লাল্লাহু রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরুদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো, “আল্লাহুয়া ----- শেষ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : দুরুদ শরীফের শব্দ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকম তালীম দিয়েছেন।

৪৬০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه مسلم .

৮৬০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪৬১ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ - رواه النسائي .

৮৬১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি

গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে (নাসাঈ)।

৪৬২ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ - رواه الترمذی

৮৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যারা আমার প্রতি বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পড়বে তারাই কিয়ামতের দিন আমার বেশী নিকটে হবে (তিরমিযী)।

৪৬৩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ - رواه النسائي والدارمي

৮৬৩। হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌছান (নাসায়ী ও দারেযী)।

৪৬৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى الْأَرْدِّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - رواه ابو داؤد والبيهقي في الدعوات الكبير

৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার রুহ ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি (আবু দাউদ, বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)।

ব্যাখ্যা : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বারযাখে জীবিত আছেন। যখন কেউ তাঁর প্রতি দুরুদ ও সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহর কুদরতে তাঁর রুহ তাঁর শরীয়ে প্রবেশ করে। তিনি জীবিত হন এবং সালাম ও দুরুদের জবাব দেন।

৪৬৫ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ - رواه النسائي

৮৬৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না, আমার কবরকেও উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আমার প্রতি তোমরা দুরুদ শরীফ পাঠ করবে। তোমাদের দুরুদ নিশ্চয়ই আমার কাছে পৌছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো (নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা : “তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না” এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের মতো মনে করো না। লাশ কবরে পড়ে থাকে। তোমরাও তোমাদের ঘরে লাশের মতো পড়ে থাকবে। কোন ইবাদত-বন্দেগী করবে না। আমার উপর দুরুদ পড়বে না। তাহলেই তোমাদের ঘর কবরের মতো হয়ে যাবে। বরং মসজিদের মতো ঘরেও ইবাদত করো, দোয়া-দুরুদ পড়ো। আমার উপর সালাম পাঠাও।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, ঘরে লাশ দাফন করবে না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজ হজুরায় দাফন করার ব্যাপারটা তাঁর সাথেই নির্দিষ্ট।

এই হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য, “আমার কবরকে উৎসবের স্থলে পরিণত করো না,” অর্থ ঈদগাহের মতো উৎসবের স্থানে পরিণত না করা। ওখানে একত্র হয়ে হাসিখুশী আনন্দ মেলায় পরিণত করো না। যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীজনের কবরস্থানে করেছিলো। বেদায়াতী কিছু লোক মর্যাদাবান লোকদের কবরকে এইরূপ ‘ওরশ’ করে আনন্দ মেলা বানিয়ে রেখেছে। এরূপ ঠিক নয়।

৪৬৬ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ - رواه الترمذی

৮৬৬। এই হাদীসটিও হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাল্হিত হোক ওই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করে না। লাল্হিত হোক সেই ব্যক্তি যার কাছে রমযান মাস আসে আবার তার ওনাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাল্হিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ মা-বাপ অথবা দুইজনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌছায় না।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার লোককে অভিশাপ দিয়েছেন। এক, যাদের সামনে হজুরের নামের উল্লেখ হবে অথচ তারা তাঁর উপর দুরুদ পাঠ করে না। এরা হতভাগ্য ও লাল্হিত হবে।

দুই, যারা রমযান মাসের মতো মর্যাদাবান মাস পেয়েও ইবাদত-বন্দেগী করে শুনাই মাফ করিয়ে নিতে পারলো না। তারাও লাক্ষিত বঞ্চিত মানুষ।

আর তৃতীয় হলো যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছে অথচ তাদের খেদমত করে তাদের মন জয় করতে পারেনি, বাপ-মায়ের দোয়া নিতে পারেনি। তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। তারাও হতভাগ্য, লাক্ষিত ও বঞ্চিত। সুযোগ পেয়েও সুযোগের সত্বব্যহার না করাই তাদের লাক্ষনার কারণ।

৪৬৭ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَّا بِرُضْيِكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه النسائي

والدارمی

৮৬৭। হযরত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের কাছে তাকরীফ আনলেন। তখন তাঁর চেহারা বড় হাসি-খুশী ভাব। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার সব বলেছেন, আপনি কি একশয় সম্বুট নন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রতমত বর্ষণ করবো। আর আপনার উম্মাতের কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠালে আমি তার উপর দশবার সালাম পাঠাবো (নাসাই ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের বড় কল্যাণকামী ছিলেন। তাদের যে কোন খোশখবরে তাঁর খুশীর অবধি থাকতো না। এখানেও জিবরীলের মাধ্যমে উম্মাতের একবারের দুরূদ শরীফ পাঠ ও একবারের সালাম প্রেরণের বিনিময়ে উম্মাতগণ দশ গুণ বেশী দান আল্লাহর তরফ থেকে পাবে শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্ল হয়ে সাহাবাদেরকে এই খবর জানিয়ে দিলেন।

৪৬৮ - وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوَتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ لِمَرْبَعٍ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ لِمَرْبَعٍ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ

قَالَتَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا
قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمُّكَ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنْبَكَ - رواه الترمذی

১৬৮। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর অনেক বেশী দুরুদ পাঠ করি। আপনি আমাকে বলে দিন আমি (দোয়ার জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় আপনার উপর দুরুদ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট করবো? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরজ করলাম, যদি এক-চতুর্থাংশ করি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি আরো বেশী করো তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি আরজ করলাম, যদি অর্ধেক সময় নির্ধারণ করি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যতটুকু সময় চায় করো। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তাহলে তোমার জন্যই তা ভালো। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তোমার জন্যই মঙ্গল। আমি আবার আরজ করলাম, তাহলে (আমি আমার দোয়ার) সবটাই সমস্তই আপনার উপর দুরুদ পড়ার কাজে নির্দিষ্ট করে দেবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমার দীন-দুনিয়ার সকল সুদ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, দুরুদ শরীফ কতো বরকতপূর্ণ ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি আবেগ নিয়ে মহব্বতের সাথে জীবনের একটি জরুরী জিনিস মনে করে সব সময় দুরুদ শরীফ পাঠ করবে তার এই জীবনও ওই জীবন দুইটাই সহজ হয়ে যাবে। তার সব আশা পূরণ হবে।

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) বলেন, আমার ওস্তাদ শেখ আবদুল ওহাব (র) আমাকে মদীনার জিয়ারতে পাঠাবার সময় উপদেশ দিলেন, ফরয ইবাদাত আদায়ের পর দুরুদ শরীফ বেশী বেশী পাঠ করবে। ফরযের পর আর কোন ইবাদত দুরুদ পাঠের সমান নয়। আমি আরয করলাম, এজন্য কোন সংখ্যা ঠিক করে দিন। তিনি বলেন, সংখ্যা ঠিক করে দেবার প্রয়োজন নেই। দুরুদ পাঠে মশগুল হয়ে থাকবে।

৪৬৭ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ

بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَىَّ ثُمَّ ادَّعَاهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمَدَ
اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّيُّ ادَّعُ تُجَبُّ - رواه الترمذی وروی ابو داؤد
والنسائی نحوه

৮৬৯। হযরত ফাদালা ইবনে ওবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তখন একজন লোক এলেন। তিনি নামায পড়লেন এবং এই দোয়া পড়লেন, “আল্লাহ্মাগফিরলী ওয়ারহামনী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো ও আমার উপর রহম করো”। একথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামায আদায়কারী! তুমি তো দোয়ার নিয়ম ভঙ্গ করে বড্ড তাড়াহুড়া করলে। তারপর তিনি বললেন, তুমি নামায শেষ করে দোয়ার জন্য বসবে। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে। আমার উপর দুরূদ পড়ো। তারপর তুমি যা চাও আল্লাহর কাছে দোয়া করো। হযরত ফাদালা (রা) বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এলো, নামায পড়লো। সে নামাযশেষে আল্লাহর প্রশংসা করলো। হজুর করীমের উপর দুরূদ পাঠ করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামাযী! আল্লাহর কাছে দোয়াও করো। দোয়া কবুল করা হবে (তিরমিযী; আবু দাউদ ও নাসাঈও একরূপই বর্ণনা করেছেন)।

৮৭০ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ . رواه الترمذی

৮৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ছিলেন হযরত আবু বকর ওমর (রা)। নামাযশেষে আমি যখন বসলাম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করলাম। তারপর আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাও, তোমাকে দেয়া হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে (তিরমিযী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৭১ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمَكِّيَّاتِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ" - رواه أبو داود

৮৭১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সওয়াব লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দুরুদ পাঠ করে, আহলে বায়তের উপরও যেন দুরুদ পাঠ করে। বলে, “আল্লাহ্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদীনিন্নাবীযিয়াল উম্মিয়্যো, ওয়া আযওয়াজিহি, ওয়া উম্মাহাতিল মোমেনীনা, ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করো। যেভাবে তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছো ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর” (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতগুলো নামে মহব্বতের সাথে ডাকা হয় তার একটি ‘নাবিউল উম্মি’। বিশেষ নাম। আগের সকল আসমানী কিতাবে এই নাম উল্লেখ আছে।

‘উম্মি’ শব্দের অর্থ হলো যিনি না লেখা জানেন, আর না লেখা জিনিস পড়তে পারেন। আর না কোন প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ও পড়েছেন। ‘উম্মি’ শব্দটি ‘উম্মুন’ হতে নির্গত। এর থেকে মনে হয় যিনি মার পেট থেকে জন্ম নেয়া বাচ্চার মতো। যাকে না কেউ লেখার তালীম দিয়েছে না পড়ার।

তিনি যেহেতু গোটা বিশ্বের সর্বকালীন সর্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আল্লাহ জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁকে কারো দ্বারস্থ করেননি। তিনি স্বনির্ভরতা ও পূর্ণতা তাঁকে দান করেছেন। এই অর্থে তিনি ‘উম্মি’।

আবার কেউ কেউ বলেন, ‘উম্মি’ মূলত ‘উম্মুল কোরা’ অর্থাৎ মক্কার প্রতি নির্দেশ করেছে, যা গোটা বিশ্বের মূল বা আসল।

৪৭২ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ

أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৮৭২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রকৃত কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হবার পর আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি (তিরমিযী)। হাদীসটি ইমাম আহমাদ হযরত হোসাইন ইবনে আলী হতে নকল করেছেন আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গবীব।

৮৭৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

৮৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর দুরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় (বায়হাকীর শুআবুল ইমান)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পড়লে সরাসরি আমি শুনি। আর যারা দূরে বহু দূরে থাকে, ওখানে দুরূদ পাঠ করে, তা ভ্রমণকারী ফেরেশতাগণ আমার কাছে পৌঁছে দেন।

৮৭৪ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَئَتْهُ سَبْعِينَ صَلَوةً - رواه احمد

৮৭৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর সত্তরবার দুরূদ পাঠ করবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : বাহ্য দিক থেকে বুঝা যাচ্ছে একবার দুরূদ পড়ার এই সওয়াব জুমাবারের দিনের সাথে সম্পর্কিত। কারণ একথা প্রমাণিত যে, জুমাবারের নেক আমলের সওয়াব সত্তর গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়।

৪৭৫ - وَعَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " - رواه احمد

৮৭৫। হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দূরুদ পড়বে এবং বলবে, “আল্লাহ্‌মা আনজিলহু মাকআদাল মোকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতে!” (“হে আল্লাহ তাঁকে তুমি কিয়ামতের দিন জোমার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিও”), আমার সুপারিশ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে (আহমাদ)।

৪৭৬ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَقَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ . رواه احمد

৮৭৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদারত হলেন। সিজদা এতো দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ না করুন, তাঁকে তো আবার আল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত করেন নি? আবদুর রহমান বলেন, তাই আমি তাঁর কাছে এলাম, পরখ করে দেখার জন্য। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? আমি তাঁকে আমার আশংকার কথা বললাম। আবদুর রহমান বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বললেন : জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিবো না যা আল্লাহ তাআলা আপনার ব্যাপারে বলেন? যে ব্যক্তি আপনার উপর দূরুদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবো। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি নাযিল করবো।

৪৭৭ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ الدُّعَاءَ مُوقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ - رواه الترمذی

৮৭৭। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দোয়া আসমান ও জমীনের মধ্যে লটকিয়ে থাকে। এর থেকে কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমিরা তোমাদের নবীর উপর দুরুদ না পাঠাও।

১৭ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُُّدِ

১৭-তাশাহুদেদে মধ্যে দোয়া

৪৭৮ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِمَّا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِذُّ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ - متفق عليه

৮৭৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাবার আগে) দোয়া করতেন। **বিস্তারিতঃ** "আল্লাহ্‌হে আমি ইন্নি আউজু বিকা মিন আযাবিল কাবরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জালি। ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতি। আল্লাহ্‌হে ইন্নি আউজু বিকা মিনাল মাছামে ওয়া মিনাল মাগরামে"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি গুনাহ ও দেনার ঘোষা হতে।" এক ব্যক্তি বললো, হুজুর! আপনি দেনার ঘোষা হতে বড় বেশী পানাহ চেয়ে থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কেউ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করে তা ভুল করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি জিনিস থেকে আব্রাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন : (১) আযাবের কবর (২) ফেতনায়ে মাসীহিদ দাজ্জাল (৩) ফেতনায়ে জেদ্দেগী (৪) ফেতনায় মওত (৫) ওনাহ ও (৬) শেণ। এই ছয়টি জিনিস ভয়ংকর ধ্বংসকর দীন-দুনিয়ার ক্ষতির বড় কারণ। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ‘ফিতনা’ হলো মসিহদ দাজ্জালের ফিতনা। দাজ্জালের ফিতনা অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৪৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْمَغَاتِ وَأَمْرٍ شَرٍّ لِلْمَسِيحِ الدَّجَالِ - رواه مسلم

৮৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযের শেষে শেষ তশাহুদ পড়ে অবসর হয়ে যেনো আব্রাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পানাহ চায়। (১) জাহান্নামের আযাব। (২) কবরের আযাব। (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা। (৪) মসিহদ দাজ্জালের অনিষ্ট (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের সারমর্ম হলো তশাহুদ পড়ে শেষ করে সালাম ফিরাবার পর এই দোয়া পড়া সঙ্গীত : “আব্রাহমা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কবরে, ওয়া ফিতনাতিল মাহইমা ওয়া মামাত ওয়া শাররিল মাসিহিদ দাজ্জাল।”

৪৮০ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قَوْلًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْمَغَاتِ" - رواه مسلم

৮৮০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো, “আব্রাহমা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবি জাহান্নাম, ওয়া আউজু বিকা মিন আযাবিল কবরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মসিহিদ দাজ্জাল ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল

মাহুইয়া ওয়ালা মামাত।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি হতে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে (মুসলিম)।

৪৪১ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْتَنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ "اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" - متفق عليه

৮৮১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বকর সালাতের আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া বলে দিন যা আমি নামাযে (তাশাহহুদের পর) পড়বো। জবাবে হযরত সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই দোয়া পড়বে, “আল্লাহু ইন্নি জ্বলমতু নাকসি জ্বলমান কাসিরা। ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি। ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর অনেক জ্বলম করেছি। তুমি ছাড়া ওঁনাহ মাহু কব্বার কেউ নেই। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ থেকে মাফ করে দাও। আমার উপর রহম করো। তুমিই ক্ষমাকারী ও রহমতকারী” (বুখারী ও মুসলিম)।

৪৪২ - وَعَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدَّيْهِ - رواه مسلم

৮৮২। হযরত আমের ইবনে সা'দ তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা আমর ইবনে আমর ওয়াত্বাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি আবু বকর সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে এভাবে সালাম করতেন যে, আমি তাঁর পাশের ওজ্জা দেখতে পেয়েছি (মুসলিম)।

৪৪৩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - رواه البخاري

৮৮৩। হযরত সূরত বিন জন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি আবু বকর সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন তখন তাঁর মুখ আমাদের দিকে ফিরে থাকত। (বুখারী)

৮৮৩। হযরত সামুরা ইবনে জুশদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে আমাদের দিক মুখ কিরিয়ে বসতেন (বুখারী)।

৮৮৪ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ - رواه مسلم

৮৮৪। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে ডান দিক মুখ ফিরিয়ে বসতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায আদায়ের পর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন না। কখনো কখনো ডান দিকে, আবার কখনো বাম দিকে মোড় দিয়ে বসতেন, আবার কোন কোন সময় মোজাদীসের দিকে মুখ করে বসতেন।

ইমাম আযম আবু হানিফার মতে যে সকল ফরয নামাযে সুন্নাত নাই সেসব নামাযে হজুর এক্রপ করতেন। ফরযের পর সুন্নাত থাকলে সুন্নাতের জন্য দাঁড়ালে আগের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়।

৮৮৫ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ - متفق عليه

৮৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজেদের নামাযের কোন অংশ নির্দিষ্ট না করে এই কথা ভেবে যে, শুধু ডান দিকে ঘুরে বসাই তার জন্য অনির্দিষ্ট। আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেকবার বাম দিকেও ঘুরে বসতে দেখেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার পর কোন সময় ডান দিক থেকে ফিরে বাম দিকে বসতেন। আবার কোন সময় তিনি সালাম ফিরাবার পর দোয়া করতেন এবং জার হজরা শরীফের দিকে চলে যেতেন। আর হজরা ছিলো তাঁর বাম দিকে। আবার কোন সময় এরও উল্টা করতেন। “কেউ যেন শয়তানের জন্য নামাযের কোন অংশ নির্ধারণ না করে” কথাটির অর্থ হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক দিয়ে ফিরতেন। আবার বাম দিক দিয়েও ফিরতেন। তবে ডান দিক দিয়ে

ফিরিয়ে আনত। কিন্তু এটাকে যেমো অকণ্ঠস্বরী করে নেয়া না হয় যে, এর বিপরীত করা যাবে না। এভাবে মনে করল যেন শয়তানের অনুসরণ করা। এইজন্য ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম দিকেও ফিরতেন।

৪৪৬ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - رواه مسلم

৮৮৬। হযরত বারআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় তাঁর ডানশাশে থাকতে পসন্দ করতাম। তিনি যেন সালাম ফিরাবার পর সর্বপ্রথম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বারআ (রা) বলেন, একদিন আমি ওনলাম হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রবি কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু আও তাজমাউ ইবাদাকা”। অর্থাৎ “হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে বাচাও। যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশরের ময়দানে উঠাবে অথবা একত্র করবে” (মুসলিম)।

৪৪৭ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّسَاءَ قَتِيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَنَدُكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي بَابِ الضَّحْكِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

৮৮৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মহিলারা জামায়াতে নামায আদায় করলে সালাম ফিরাবার সাথে সাথে উঠে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নামাযে শরীক হতেন, যতটুকু সময় আত্মা তাআলো মহাদের জন্য মঞ্জুর করতেন বসে থাকতেন। তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাঁড়াতে সব পুরুষগণও দাঁড়িয়ে চলে যেতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মেয়েরা হজুরের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন। সালাম ফিরাবার সাথে সাথে তারা উঠে নিজ নিজ বাড়ী

চলে যেতেন। যতক্ষণ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর মুসল্লান বসে থাকতেন পুরুষরা তাঁর সাথে বসে থাকতেন। হজুর বসা থেকে উঠে যাবার পর তারাও উঠতেন ও নিজ নিজ বাড়ী চলে যেতেন। অর্থাৎ মহিলাদেরকে আগে মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪৪৪ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ "رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّ لِأَبِي دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مُعَاذُ وَأَنَا أُحِبُّكَ

৮৮৮। হযরত মোআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মোআয! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও সবিনয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পড়তে ভুল করো না : “রব্বি আইনি আলা যিকরিকা ও শুকরিকা ওয়া হোসনে ইবাদাতিকা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ভোমার যিকর, শোকর ও উত্তমরূপে ইবাদাত করত্রে সাহায্য করো” (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাই)। কিন্তু আবু দাউদ, “কাল মুআজুন ওয়া আনা ওহেবুকা” বাক্য বর্ণনা করেননি।

৪৪৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ بَسَارِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

৮৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার সময় “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, এমনকি

তাঁর চেহারার ডাম পাশের উজ্জ্বলতা নজরে পড়তো। আব্বাস তিনি বাম দিকে ও আলসালামু-আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে মুখ ফিরাতেন, এমনকি তাঁর চেহারার বাম-পাশের উজ্জ্বলতা দৃষ্টিতে পড়তো (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাই)। ইমাম তিরমিযী তাঁর বর্ণনায়, “এমন কি তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা দেখা যেতো” এই বাক্য নকল করেননি। ইবনে মাজাহ এ হাদীস আশ্বার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَوَتِهِ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَى حُجْرَتِهِ - رواه في شرح السنة عليه وسلم ১০০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের পর অধিকাংশ সময় তাঁর বাম দিকে নিজের হজরার দিকে মোড় ঘুরতেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মূল কথা হলো, হজুর করীমের হজরা শরীফের দরযা ছিলো মসজিদের বামে মেহরাবের দিকে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করার পর অধিকাংশ সময় বাম দিকে ফিরতেন ও নিজের হজরায় চলে যেতেন।

৪৯১ - وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الْأَمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ . رواه أبو داود وقال عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة .

৪৯১। হযরত আতা খুরাসানী (র) হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুগীরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম যে জায়গায় ফরয নামায পড়েছে সে জায়গায় যেন অন্য নামায না পড়ে, যে পর্যন্ত না স্থান পরিবর্তন করে (আবু দাউদ)। কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, হযরত মুগীরার সাথে আতার সাক্ষাত হয়নি।

ব্যাখ্যা : অন্য কোন নামাযই যেন ফরয নামাযের মতো গুরুত্ব না পায় সেজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। তিনি নিজেও ফরয নামায পড়ার পক্ষে ফরযই একদিকে একটু সরে যেতেন। তেমন কোন অসুবিধা না থাকলে এভাবে একটু সরে অন্যান্য নামায পড়া ইমাম-মুফতিদি সকলের জন্য মোস্তাহাব।

৪৯২ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضُّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ

وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ . رواه أبو داود .

৮৯২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতি তাদের উদ্দীপনা যোগাড়তেন। আর নামায শেষে হজুরের বাইরে গমনের আগে তাদেরকে বের হতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামায শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ হতে তাড়াতাড়ি বের না হয়ে ওখানে বসে কিছু দোয়া-কালাম পড়ার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেছেন। তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্যে হজুর কোন কথাও বলতে পারেন। এইজন্যও তাড়াতাড়ি বের হতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৮৯৩ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ."

رواه النسائي وروى احمد نحوه

৮৯৩। হযরত শাদাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযে এই দোয়া পড়তেন, “আল্লাহ্‌ই-ইন্নি আসআলুকাস সারাতা ফিল আমরে ওয়াল আযিমাতা আলার রুশদে, ওয়া আসআলুকা ওকরা নি’মাতিকা ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা, ওয়া আসআলুকা কালবান সালীমান ওয়া লিসানান সাদেকান ওয়া আসআলুকা মিন খায়রি মা তালামু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা তালামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তালামু”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। তোমার নেয়ামাতের শোকর ও তোমার ইবাদাত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্যও আমি তোমার কাছে দোয়া করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্যও আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি যা ভালো বলে জানো। আমি তোমার কাছে ওই সব হতে পানাহ চাই যা তুমি আমার জন্য মন্দ বলে জানো। সর্বশেষ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার সে সকল অপরাধের জন্য যা তুমি জানো” (নাসাই, আহমাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এসব দোয়া প্রকৃতপক্ষে উন্মাতের শিক্ষার জন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন। তারা যেনো সব সময় এসব দোয়া বিপদে আপদে সমস্যা-সংকুলে পড়ে আল্লাহর সাহায্য চায়।

৮৯৪ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُنَّ صَلَوَتُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه النسائي

৮৯৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের মধ্যে আত্মহিয়াত পড়ার পর বলতেন, “আহসানুল কলামে কলামুল্লাহ ওয়া আহসানুল হাদীয়ে হাদীযু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম”। “আল্লাহর ‘কলামই’ সর্বোত্তম কলাম। আর রাসূলুল্লাহর হিদায়াতই সর্বোত্তম হিদায়াত” (নাসাঈ)।

৮৯৫ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا - رواه الترمذی

৮৯৫। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ভিতর এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে। এরপর ডানদিকে একটু ঝোড়ে দিতেন (তিবয়যী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের অর্থ হলো, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার সময় কেবলমুখি থেকেই সালাম ফিরাবার করণে ‘আসলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতেন। এরপর ডান দিকে সামান্য একটু চেহারা ফিরাতেন। দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ফিরায়ে সালামের বাক্যগুলো বলতেন না অর্থাৎ একবারই সালাম ফিরাতেন।

এই হাদীস অনুসারেই হযরত ইমাম মালিক নামাযে সামনের দিক মুখ রেখে সালাম ফিরাবার পক্ষে মত দিয়েছেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (রা) সকলেই নামাযে দুই দিকে দুই সালামের পক্ষে। কারণ দুইবার দুই দিকে সালাম ফিরাবার অনেক হাদীস রয়েছে। এই হাদীস সম্পর্কে এই তিন ইমামের ক্বায়দ হলো; এক সালাম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্তভাবে বলতেন। আর দ্বিতীয় সালাম বলতেন নিম্নবরে। তাই হযরত আয়েশা (রা) উক্তভাবে সালামটি গণ্য করে এক সালামের উল্লেখ করেছেন।

৮৯৬ - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُرَدَّ عَلَى الْأَمَامِ وَتَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ - رواه ابو داود

৮৯৬। হযরত সামুয়া ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের উত্তর দিতে, একে অমর্যাদে ভাবাবিস্ময়ে ও পরস্পর সালাম বিনিময় করতে হুকুম দিয়েছেন (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : ইমামের সালামের জবাব হলো, তিনি সালাম ফিরাবার সময় তার সাথে সাথে মনে মনে সালামের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা। পরস্পর সালাম বিনিময়ের অর্থ হলো, সালাম ফিরাবার সময় ইমাম মুক্তাদীকে সালাম দিচ্ছে আর মুক্তাদীগণ ইমাম সালাম দিচ্ছে এই নিয়্যাত করা। আর এইভাবে আমল করলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

১৮-باب الذكر بعد الصلوة
১৮-নামাযের পর জিকির-আজকার

এ অধ্যায়ে নামাযের পর যেসব দোয়া ও ওজিফা পড়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত ও স্বপ্না করা হয়েছে। জিকির-আজকার বলতে সাধারণত এসব দোয়া ও ওজিফাকে বুঝায়।

ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায থাকলে মধ্যবর্তী সময়ে বেশী দেবী করা ঠিক নয়। তাই ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে ছোট ছোট তাসবীহ ও লোম্বা-জিকির করা যায়। আর ফরযের পর সুন্নাত না থাকলে দীর্ঘ দোয়া ও জিকির করা যেতে পারে। নামাযের পর যেসব দোয়া ও ওজিফা পড়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত ও স্বপ্না করা হয়েছে। জিকির-আজকার বলতে সাধারণত এসব দোয়া ও ওজিফাকে বুঝায়।

৯৭-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْرِى النَّظْمَاءَ حُلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
৯৭-এবু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্নিহিত বুকতে পাশতাম-তাকবীর খিমির মাধ্যমে (বুখারী-মুসলিম)

৯৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্নিহিত বুকতে পাশতাম-তাকবীর খিমির মাধ্যমে (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা : নামাযশেষে 'আল্লাহু আকবার' বলার ব্যাপারে হাদীসের ব্যাখ্যাদাতাদের বিভিন্ন কথা আছে। কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহু আকবার' বলার অর্থ হলো 'জিকির'। বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুকুম পাকের সময়ে ফরয নামায শেষ করে লোকজন সশব্দে জিকির করতেন। এরপর হযরত

ইবনে আক্বাস আরো বলেন, নামায শেষ হয়েছে, আমরা এই ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি থেকেই বুঝলাম। ইবনে আক্বাসের এই বর্ণনা নকল করার পর ইমাম বুখারী আবার ইবনে আক্বাস (রা)-এর এই বর্ণনাটিকে নকল করেছেন, যা এখানে উল্লেখ হয়েছে। তাই তাকবীর অর্থ হলো ‘জিকির’।

ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেন, হুজুর (স) উম্মতকে শিক্ষাবার জন্য শব্দ করে তাকবীর বলেছেন। হুজুর বা অস্পষ্ট জিকির করতেই হুজুর (স) বলেছেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা, এমন সত্তাকে ডাকছো না যিনি বধির ও অনুপস্থিত। তিনি তোমাদের বুঝই নিকটে”।

কেউ কেউ বলেন, এই জিকির হলো নামাযের পরের ‘তাসবিহ’। মূলত নামায শেষ হবার সংকেতই ছিলো উক্তভাবে সালাম ফিরানো। ইবনে আক্বাস (রা) যোধ ইর সে সময় ছোট ছিলেন। সব সময় নামাযে আসতেন না অথবা নামাযে পেছনের সারিতে থাকতেন। তিনি সালামের শব্দ শুনে পেতেন না। তাই তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহি আকবার’ শব্দ থেকে বুঝতেন যে, নামায শেষ হয়েছে।

۸۹۸- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يَقْعِدُ الْأَمْفَدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৯৮। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পর শুধু এই দোয়া শেষ করার পরিমাণ সময় বসে থাকতেন, “আল্লাহুম্ম আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়ালা ইকরাম” (“হে আল্লাহ! তুমিই নিরাপত্তার আধার। তোমার পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা। তুমি বরকতময় হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত”) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায আছে, সেসব ফরযের পর তিনি এই দোয়া পড়ার পরিমাণ সময় বসতেন। আর যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায নাই সেসব নামাযের পর তিনি পর্যাপ্ত সময় বসতেন। উল্লেখিত দোয়ার সাথে আরো কিছু শব্দও পড়া যেতে পারে। শব্দগুলো সুন্দরও বটে। কিন্তু এসব শব্দ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শব্দগুলো হলো, “ওয়া ইলাইকা ইয়রজেউস সালাম, ফাহাইয়োন রফান্না বিস-সালাম। ওয়া আদখিলন্নাল জান্নাতা-দারাস সালাম”।

۸۹۹- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৯৯। হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম কিরাতার পর তিনবার কব্বা প্রার্থনা করতেন, তারপর এই দোয়া পড়তেন : “আল্লাহুহু আনতাস সালাম। ওয়া মিনকাল সালাম। তাবারাকতা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকরাম” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ হতে সালাম কিরাতার পর তিনবার ‘আসতাগাকিরুনাহ’ পড়তেন। এরপর উল্লেখিত দোয়া পড়তেন।

৯০০- وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا تَنَاجَ لَنَا أَعْظَيْتَ وَلَا تُعْطِنِي لِمَا سَأَلْتُ وَلَا تَنْفَعْ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯০০। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক করয-নামাযের শেষে এই দোয়া পড়তেনঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদির। আল্লাহুহু লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা। ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা। ওয়ালা ইয়ান্ফাউ জাল-জালিল মিনকাল জাদু (“আল্লাহ! ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং দয়্য প্রশংসাত্মক তাঁরই জন্য। তিনি সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান করো, তা কেউ কব্বতে পারবে না। আর যাকে তুমি দান করা বন্ধ করো, তাকে কেউ দিতে পারে না। সম্পদ লাগিলে, তাকে তোমার আশ্রয় থেকে বাঁচাতে পারবে না”) (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত এই দোয়াসহ অন্যান্য সমস্ত দোয়া ও তিরিক হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে পড়তেন। আলোচনায় লিখেন, নবী করিম (স) কখনো কখনো নামাযের সালাম কিরিয়ে যেমন কিছু না পড়েই উঠে চলে যেতেন। আমার বেশির সময় এসব দোয়া পড়তেন।

যেহেতু হাদীসে নামাযের সময় পড়ার বিভিন্ন দোয়া প্রমাণিত, তাই কোন কোন আলেম একাধারে দোয়াগুলো পড়ার ক্রম বিল্যাস করেছেন। প্রথমতঃ আযহাদমিশকাতুল্লাহ পড়বে। এরপর পড়বে, ‘আল্লাহুহু আনতাস সালাম শেষ পর্যন্ত। এরপর পড়বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু... শেষ পর্যন্ত। এছাড়াও আরো অনেক দোয়া রাসূল (স) পড়তেন।

‘নামাযের পরে’ বলে করয নামায শেষ হবার সাথে সাথেই পড়তে হবে এমন অর্থ করা ঠিক নয়। সুন্নাত বা নফল নামাযের পরও যদি এসব দোয়া পড়া হয় বা হলেও তা ‘নামাযের পরেই’ পড়া হলো কল্ল গণ্য হবে।

৯.১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الصُّلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْفَنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের সালাম ফিরাবার পর উচ্চস্বরে বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলুকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদির। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নাশুদু ইল্লা ইয়াহু। লাহিন নে মাতু, ওয়ালাহুল ফাদলু, ওয়ালাহুল সানাউল হোসনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসিনা লাহুদ্দীন। ওয়ালাও কারিহাল কাফেরুন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : উম্মতের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এই দোয়াগুলো উচ্চস্বরে পড়তেন বলে বিদ্বৎ আশ্বেষণ বলে থাকেন। এসব দোয়া আমাদের মতো সাধারণ লোকদের জন্য মনে মনে বা অনুচ্চ স্বরে পড়াই উত্তম বলে ইমাম নববী (র) মত প্রকাশ করেছেন। তবে কাউকে কোন দোয়া শিখানো উদ্দেশ্য হলে তা উল্লিখিত।

নামাযের পর যেসব জিনিস হতে নাজাত চাওয়া উচিত

৯.২- وَعَنْ سَعْدِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَيْنَهُ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ دُبْرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعَمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯০২। হযরত সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদেরকে দোয়ার এসব শব্দগুলো শিক্ষা দিতেন ও বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এই শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন : আল্লাহ্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল জুবনে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়া আউজু বিকা মিন আরজালিল উসুরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিডনাতিদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল কাবরি" (হে আল্লাহ! আমি ভীষণতা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। কৃপণতা হতে তোমার কাছে পানাহ

চাই। নিকটতম বয়স হতে তোমার কাছে নাজাত চাই। দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই)।

ব্যাখ্যা : এখানে 'জুবন' শব্দ দ্বারা কাপুরুষতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে যেনো দুর্বলতা বা কাপুরুষতা প্রকাশ না পায়। কাপুরুষতা বলতে ধন-সম্পদ খরচ না করা, জ্ঞান দান না করা, কারো শুভ কামনা না করা ইত্যাদি ভালো কাজ না করাকে বুঝানো হয়েছে। 'আরজালিল-উমুর' বা 'নিকটতম জীবন' বলতে বুঝানো হয়েছে জীবনের এমন এক স্তরে পৌছা, যখন বুদ্ধি-জ্ঞান আর কাজ করে না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ক্ষমতা হ্রাস পায়। চলৎশক্তি রহিত হয়ে অক্ষম হয়ে যায়। ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে না, দুনিয়ায় কোন কাজের আর যোগ্য থাকে না। এমন জীবন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া দরকার। এমন অসহায় জীবন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৯০৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّبُورِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يَصُومُونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَتَصَدَّقُ وَيُعْتَقُونَ وَلَا نُعْتَقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تَدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِحُونَ وَتُكَبِّرُونَ إِلَّا مَنْ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ أَخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ تَسْبِحُونَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا بِدَلِّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ .

৯০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজের হয়ে আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদশালী লোকজন মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি বললেন, এটা কিভাবে? তারা আরম্ভ করলেন, তারা

আমাদের মতই নামায পড়ে, রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান-সদকা করে। আমরা তা করতে পারি না। তারা গোলাম-আবাদ করে, আমরা গোলাম আবাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে এবং তোমাদের পশ্চাত্ত্বর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে, কেউ তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হতে পারবে না, তারা ছাড়া যারা তোমাদের অনুরূপ আমল করবে? গরীব লোকরা আরম্ভ করলেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর 'সোবহানাল্লাহ', আল্লাহু আকবার' আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশবার করে পড়বে।

রাবী আবু সালেহ বলেন, পরে সেই গরীব মুহাজিরগণ হুজুরের খিদমতে ফিরে এসে আরম্ভ করলেন, আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলের কথা শুনে তারাও অনুরূপ আমল করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, যাকে তিনি ছান তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। আবু সালেহর কথা শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশ বারের জায়গায় প্রত্যেক নামাযের পর দশবার করে 'সোবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' পড়ার কথা উল্লেখ আছে।

৯০৬ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْقِلَاتُ لَا يَخْبِبُ قَاتِلُهُنَّ أَوْ قَاتِلُهُنَّ دُبْرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَارْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৬। হযরত কাআব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়ার মতো কিছু কুলেমা আছে যেগুলো পাঠকারী বা আমলকারী নিরাশ হয় না। সেই কুলেমাগুলো হলো : সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, 'আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশবার ও 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশবার করে পড়া (মুসলিম)।

৯০৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ لِلَّهِ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ تَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامُ الْمَلَأَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সোবহানাল্লাহ তেরিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেরিশবার এবং আত্মাহ আকবার তেরিশবার পড়বে, যার ষোট সংখ্যা হবে নিরানব্বই বার, এক শত করার জন্য একবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুলাহু লা শারীক লাহু লাহল মুলকু ওয়ালাহু হামদু ওয়াহুলা আলা মুব্বি শাহীদীন কাদীর” পড়বে, তাহলে তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদি তা সমুদ্রের যেন্নাশির-ন্যায় অসংখ্যও হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কোন কোন বর্ণনায় “ওয়ালাহু হামদু”-এর পর “ইয়ুহী ওয়া ইউমিতু” এবং কোন কোন বর্ণনায় “বিইয়াদিহিল খাইরু” শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত তাসবিহসমূহ নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সংখ্যায় পড়তেন। তাই এই হাদীসে উল্লেখিত তাসবিহর কলেক্টগুলো যে কোন সংখ্যায় পড়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া কবুলের সময়

৯০৬- عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯০৬। হযরত আবু উমায়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া (আল্লাহর কাছে) বেশী গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন, মধ্য রাতের শেষাংশের (দোয়া) এবং ফরয নামাযের পরের (দোয়া) (তিরমিযী)।

প্রত্যেক নামাযের পরে সুন্নাতুল্লাহ পড়ার হুকুম

৯০৭- وَعَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعْذَرَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

৯০৭। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর কুল আউজু বিরাব্বিল্লাস ও কুল আউজু বিরাব্বিল ফারাক পড়ার হুকুম দিয়েছেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই, মায়মুকাবীর দাওয়াতুল কবীর)।

৯০৮- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ أَقْعُدَ مَعَ

قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَلَآنَ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯০৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আদ্বাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের চারজন বংশধরকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যারা আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আদ্বাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, চারজনকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় (আবু দাউদ)।

৯.৭- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَةٌ تَامَةٌ تَامَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়লো, অতঃপর বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আদ্বাহর জিকির করলো, তারপর দুই রাকআত নামায পড়লো, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার সমতুল্য সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন, পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার সওয়াব (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো মসজিদে দুই রাকআত ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর যে ব্যক্তি ওই মুসল্লিতে বসে বসে আদ্বাহর ধ্যান করবে, এরপর সূর্য উঠার পর দুই রাকআত নফল নামায পড়বে সে পূর্ণ 'হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার' সওয়াব পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি জিকির অবস্থায় তাওয়াফ করার জন্য অথবা জ্ঞানের সন্ধানে অথবা মসজিদেই ওয়াজের মজলিসে যাওয়ার জন্য মুসল্লি হতে উঠে অথবা কোন ব্যক্তি ওখান থেকে উঠে বাড়ীতে চলে আসে, কিন্তু আদ্বাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাহলে সেও এই সওয়াব পাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই নামাযের মধ্যে বিরতি দেয়া উচিত

৯১. - وَعَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٍ لَنَا يُكْنَى أَبَا رَمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْقَتَلَ كَانَتْ تَالِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوُتِبَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَلَّ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَصَلَّى فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯১০। হযরত আযরাক ইবনে ক'য়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইমাম, যার ডাকনাম ছিলো আবু রেমসা (রা), আমাদের নামায পড়ালেন। নামাযের পর তিনি বললেন, আমি এই নামায অথবা এই নামাযের অনুরূপ নামায হজুর (স)-এর সাথে পড়েছি। হযরত আবু রেমসা বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) প্রথম সারিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানদিকে দাঁড়ান। এক ব্যক্তি পেছন থেকে এসে নামাযে প্রথম তাকবীরে শরীক হলো। হজুর (স) নামায পড়ালেন। অন্তঃপর তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, এমনকি আমরা তাঁর গুণ্ডলেশ্বর ওস্তা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি ঘুরে বসলেন যেভাবে রেমসা ঘুরে বসেছেন। যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরে শরীক ছিলো, সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলো। হযরত ওমর তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার দুই কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন, রুসে যাও। কারণ আহলে কিতাবরা এইজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা দুই নামাযের মধ্যে কোন বিরতি দিতো না। হযরত ওমরের এই কথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, হে খাতাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সত্য পথে পৌছিয়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আবু রিমসা (রা) 'এই নামায' বলে জুহর অথবা আসরের নামায বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি পেছন থেকে প্রথম তাকবীরে এসে শরীক হয়েছে, যে পুরা নামায পেয়েছে। সে বাকী নামায পড়ার জন্য উঠে দাড়াইনি, বরং সূনাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল।

দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ হলো এক নিয়াতে নামায শেষ করার পর আবার নতুন করে নামাযের নিয়াত করার মধ্যে কিছু সময় বিরতি হয়। জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে, আগে বেড়ে অথবা পিছে হটেও এই বিরতির কথা আবু হোরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

নামাযের পরের তাসবিহ

৯১১- وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأَتَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْإِنصَارِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْإِنصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوهَا فِيهَا التَّهْلِيلَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْعَلُوا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْأَدَا رَمَى.

৯১১। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে, আমরা যেনো প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়ি। একজন আনসারী এক ফেরেশতাকে স্বপ্নে দেখেছেন। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে এতো এতো বার তাসবিহ পড়ার হুকুম দিয়েছেন? আনসারী ঘুমের মধ্যে বললো, হাঁ। ফেরেশতা বললেন, এই তিনটি কলেমাকে পঁচিশবার করে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবে। আর এর সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিও। ভোরে ওই আনসারী হজুরের খিদমতে হাজির হয়ে তার স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। হজুর সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই করো (আহমদ, নাসাই, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হজুর সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, 'এভাবে আমল করবে' অর্থ তোমাদেরকে যেভাবে তাসবিহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে ওইভাবে পড়বে। আর

যেভাবে ফেরেশতা স্বপ্নে বলেছেন সেভাবেও পড়তে পারো। স্বপ্নের বিবরণ হজুর (স) অনুমোদন করেছেন। কারণ স্বপ্ন কোনো দলীল নয়।

আয়াতুল কুর্সির মর্যাদা

৯১২-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْوَادٍ هَذَا الْمَنْبَرِ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمِنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُورَاتِهِ حَوْلَهُ - رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف.

৯১২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঠের এই মিনারের উপর বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুর্সি পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শুইতে যাবার সময় আয়াতুল কুর্সি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঘর, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর এবং তার চারিপাশের ঘর-বাড়ীর নিরাপত্তা বিধান করবেন। এই হাদীসটি বায়হাকী শোয়াবুল ইমান কিতাবে নকল করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা : ‘মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না’ অর্থ হলো বান্দাহ ও জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই একটি অন্তরায়। একদিকে জীবন, আর একদিকে জান্নাত। যখন এই অন্তরায় মৃত্যু উঠে যাবে অর্থাৎ বান্দাহর মৃত্যু ঘটবে তখনই সে জান্নাতে চলে যাবে।

৯১৩-وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيُثْنِيَ رَجُلِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ وَمُحِبَّتٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلْ لِدَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يُفْضِلُهُ يَقُولُ أَفْضَلُ مِمَّا قَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى

التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا الشِّرْكَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৯১৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর জায়গা হতে উঠার ও পা মুড়িয়ে বসার আগে এই দোয়া পাড়ে : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ লা শারীকা লাহ্ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু বিয়াদিহিল খায়রু, ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হয়্যা আলা কুন্দী শাইয়ীন কাদির” তাহলে প্রতিবারের বদলায় তার জন্য দশ নেকী লিখা হবে। তার দশটি শুনাহ মাক করে দেয়া হবে। তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর এই দোয়া তাকে খারাপ কাজ ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখার কারণ হবে। শিরক ছাড়া কোন শুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমলের দিক দিয়ে এই ব্যক্তি হবে অন্য মানুষের চেয়ে উত্তম, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়েও উত্তম আমল করবে (আহমাদ)। এই বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযীও আবু যার (রা)-র সূত্রে ইল্লাশ শিরকা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ‘সালাতুল মাগরীব’ ও ‘বিয়াদিহীল খাইর’ শব্দ বর্ণিত হয়নি। তিনি বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٩١٤- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا بَعَثًا نَجَدٍ فَعَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَفْضَلُ رَجْعَةً قَوْمًا شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الرَّأْيِي هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.

৯১৪। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী নাজদে পাঠালেন। তারা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর গণিমাতের মাল নিয়ে মদীনায় ফেরত এলেন। আমাদের মধ্যে এক লোক যে ওই বাহিনীর সাথে যায়নি, সে বললো, আমরা এই বাহিনীর মতো এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন বাহিনীকে এতো গণিমাতের মাল নিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের খবর দেবো না যারা গণিমাতের মাল ও দ্রুত ফিরে আসার ব্যাপারে এদের চেয়েও উত্তম? তারা

হলো, যারা ফজরের নামাযে হাজির হয়েছে, এরপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহর জিকির করেছে। এরাই হলো সেই লোক যারা দ্রুত ফিরে আসা ও গনিমাতের মাল আনার লোকদের চেয়েও বেশী অগ্রসর (তিরমিযী)। তিরমিযী বলেন, হাদিসটি গরীব। আর এর একজন বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাঈদ হাদীস শাস্ত্রে যয়ীফ।

১৭- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَبَاحُ مِنْهُ

১৯-নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয নয় ও যেসব কাজ জায়েয।

৯১৫- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاتَّكَلُ أُمِّيَاءُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رَجُلٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رَجُلٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ لَكِنِّي سَكَتُ هَكَذَا وَجَدْتُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصَحَّحَ فِي جَامِعِ الْأَصُولِ بِلَفْظَةٍ كَذَا فَوْقَ لَكِنِّي.

৯১৫। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। নামাযীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো। আমি ইয়ারহামুকালাহ বললাম। ফলে লোকেরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। আমি বললাম, তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আমার প্রতি তাকাছো? লোকেরা আমাকে খামানোর জন্য তাদের নিজ নিজ রানের উপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। আমি যখন

দেখলাম তারা আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) নামায শেষ করলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো উত্তম শিক্ষক আমি তাঁর আগেও দেখিনি, তাঁর পরেও দেখিনি। তিনি আমাকে না শাসালেন, না মারলেন, না বক্লেন। তিনি শুধু বললেন, এই নামাযে মানবীয় কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হলো ‘তাসবিহ’, ‘তাকবীর’ ও কুরআন পড়ার সমষ্টি। অথবা হুজুর (স) অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেবল জাহিলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ আমাকে ইসলামের নেয়ামাত গ্রহণ করার মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের মধ্যে বহু লোক গণকের কাছে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের কাছে যাবে না। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের অনেক লোক শুভাশুভ লক্ষণ মানে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন একটা জিনিস যা তারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেখা টেনে (ভবিষ্যদ্বাণী করে)। হুজুর (স) বললেন, নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন। অতএব কারো রেখা টানা এই নবীর রেখা টানার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে ঠিক আছে (মুসলিম)।

মিশকাত সংকলক বলেছেন, তিনি হাদীসের শব্দ “ওয়ালাকিন্নী সাকাতুত”-কে সহিহ মুসলিম ও কিতাবে হুমাইদীতে এভাবে দেখেছেন। তবে সাহেবে জামেউল উসূল শব্দ লাকিন্নী-এর উপর কাযা শব্দ লিখে এর বিস্কৃত্যের দিকে ইশারা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ নামাযে হাঁচি দেওয়াতে হযরত মুআবিয়া (রা) উত্তরে ‘ইয়ারহামুকাদ্ধাহ’ বলেছিলেন। নামাযে ইয়ারহামুকাদ্ধাহ বলা হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুআবিয়া নওমুসলিম ছিলেন, মাসআলা জানতেন না।

৯১৬-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা নাজ্জাশী বাদশাহর কাছ থেকে ফিরে আসার পর হুজুরকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না।

আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে নামাযে সালাম করতাম, আপনি সালামের জবাব দিতেন। হুজুর (স) বললেন, নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত 'নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে' একথা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, নামাযে কুরআন তিলাওয়াত, অন্যান্য তাসবিহাত, দোয়া মুনাজাত পড়াই গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ। এই অবস্থায় অন্য কোন লোকের সাথে সালাম-কলাম করার সুযোগ নেই। তাই বুঝা গেলো নামাযরত অবস্থায় কাউকে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া নিষিদ্ধ। এর দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৯১৭- وَعَنْ مُعَيْقِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَسْوَى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১৭। হযরত মুআইকিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে নামাযে সিজদার জায়গার মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি মাটি সমান করার প্রয়োজন হয় তবে মাত্র একবার তা করবে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সিজদা করতে অসুবিধা হলে সিজদা করার জন্য শুধু একবার মাটি ঠিক করে নিতে অথবা কংকর সরিয়ে নিতে পারবে।

৯১৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَضَرِ فِي الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমর বা কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কোমরে বা কাঁধে হাত রাখাকে সামাজিকভাবেও খারাপ চোখে দেখা হয়ে থাকে। এভাবে দাঁড়ানো দুনিয়াতেও হতভাগ্য লোকদের অভ্যাস। আর পরকালে জাহান্নামবাসীদের হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় পরিশ্রান্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকার কথা অন্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এক বর্ণনায় আছে, যে সময় শয়তান মারদুদকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় ও তাকে অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয় সে সময়ও সে এভাবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই হুজুর (স) এভাবে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

৯১৯- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَلْتِفَاتِ

فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এটা ছিনিয়ে নেয়া। শয়তান বান্দার নামায থেকে ছৌঁ মেরে নেয় (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নামাযে এদিক ওদিক তাকানো তো নামাযের প্রতি মনোযোগ ও মনোনিবেশ না থাকার লক্ষণ। শয়তান নামাযীর মনকে অন্যদিকে ছিনিয়ে নেয়। এতে নামাযের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকানো অর্থ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখা। যদি ঘাড় ঘুরাতে গিয়ে সিনাও ঘুরিয়ে দেখে এবং মুখ কেবলার দিক হতে ফিরে যায় তাহলে তো তার নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে।

৯২০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنَتَيْهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯২০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা যেনো নামাযে দোয়া করার সময় দৃষ্টিকে আসমানের দিকে না উঠায়। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়া হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নামাযে দোয়া করার সময় আসমানের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ আসমানের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলে বুঝা যায় আল্লাহ আসমানেই এক জায়গায় নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। অথচ তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

নামায ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দোয়ার সময় আসমানের দিকে তাকানোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তখনো আকাশের দিকে তাকানো মাকরুহ। কেউ বলেন জায়েয, তবে না উঠানো ভালো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নামাযে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে তাকাতেন। যখন “অল্লাহীনাহম ফী সালাতিহিম খাশিউন” আয়াত নাজিল হলো তখন থেকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দোয়া করতে থাকেন।

৯২১- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَأَمَامَهُ بَنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِكِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২১। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনকে নামায পড়াতে দেখেছি। তাঁর নাতনি উমামা বিনতে আবুল আস তখন তাঁর কাঁধে ছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকুতে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তাকে আবার কাঁধে বসিয়ে নিতেন (বুখারী- মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আবুল আস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা, হজুরের কন্যা হযরত যায়নাবের স্বামী। তাদের কন্যা সন্তানের নাম ছিলো উমামা। উমামাকে কাঁধে উঠানো-নামানো হজুরের আমলে কাসির ছিলো না। উমামা ছিলেন হজুরের বড় আদরের নাতনী। হজুর নামায পড়তে শুরু করলে ছোট্ট উমামা হজুরের কাঁধে চড়ে বসতো। হজুর রুকু-সিজদা হতে উঠার সময় তিনি নেমে যেতেন। যেনো পড়ে না যায় এইজন্য হজুর হাতে একটু ধরে রাখতেন। এটা হজুরের স্নেহপ্রবণ মনের পরিচয়।

৭৫৭- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ مَا فَاتَنَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নামাযে তোমাদের কারো হাঁচি আসলে যথাশক্তি তা রুখে রাখবে। কারণ (হাঁচি দেবার সময়) শয়তান (মুখে) ঢুকে যায় (মুসলিম)। বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে একটি বর্ণনা আছে, তোমাদের কারো নামাযে 'হাঁচি' আসলে যথাসম্ভব তা রুখে রাখবে এবং 'হা' শব্দ করবে না (যা হাঁছির সময় মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে)। কারণ এটা শয়তানের কাজ। আর শয়তান হাঁচি দেখে হাসে।

ব্যাখ্যা : হাঁচি প্রকৃতপক্ষে অলসতা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটিকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। হাঁচি দেবার সময় হা করে মুখ খুললে শয়তান মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে। অর্থাৎ নামাযীকে নামায থেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে ইবাদতে অবসাদ সৃষ্টি হয়। এটিই শয়তানের লক্ষ্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসম্ভব নামাযে হাঁচি আসলে তা বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করতে বলেছেন।

৭২৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ تَقْلُتُ الْبَارِحَةَ لَيَقْطَعَ عَلَى صَلَاتِي فَأَمْكَنْتِي اللَّهُ مِنْهُ

فَاَخَذْتُ فَارَدْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ
كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ
بَعْدِي فَرَدَّدْتُهُ خَاسِنًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গত রাতে জিনদের একটি ‘দেও’ আমার কাছে ছুটে এসেছে, আমার নামাযে ক্রটি ঘটাবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর আমাকে বিজয়ী করেছেন। আমি তাকে ধরে ফেলেছি। আমি চাইলাম মসজিদে নববীর কোন একটি খাওয়ার সাথে একে বেঁধে ফেলতে, যেহেতু ভোমরা সকলে একে দেখতে পাও। এ সময় আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের এই দোয়াটি আমার মনে পড়লো, “রব্বি হাবলী মুলকান লা ইয়াহাযী লিআহাদীম মিন বা’দী” (হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাদশাহী দান করো, যা আমার পর আর কারো পক্ষে সমীচীন হবে না)। তারপর আমি একে লাক্ষিত করে ছেড়ে দিয়েছি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে সমস্ত জিনকে দীপমালায় বন্দী করে রেখেছিলেন। এখান থেকে একটি শয়তান জিন ছুটে এসে হজুরের নামাযে বিচ্যুতি সৃষ্টি করতে চাইলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে ধরে ফেললেন। তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ হজুরকে রক্ষা করেছেন। হজুর এই শয়তান জিনটাকে মসজিদে নববীর খাওয়ার সাথে বেঁধে লোকদেরকে দেখাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ) জিনকে বন্দী করার কাজটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। হযরত সুলায়মানের এই দোয়ার কথা মনে পড়াতে হজুর এই শয়তান জিনটিকে তাঁর সম্মানার্থে আর বাঁধলেন না। শয়তানটাকে লাক্ষিত করে ছেড়ে দিলেন।

৯২৪- وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৪। হযরত সাহল ইবনে আবু সা’আদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নামাযে কোন শব্দ কানে আসে সে যেহেতু ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়ে নেয়। আর ‘তালি’ দেয়া মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর (স) বলেছেন, ‘তাসবিহ হলো পুরুষদের জন্য, আর তালি বাজানো হলো নারীদের জন্য (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কেউ ঘরে একাকী নামায পড়লে আর এই ঘরে আর কেউ না থাকলে এই সময় যদি বাইরে থেকে কেউ এসে দরজায় করাঘাত করে বা অন্য কোনভাবে শব্দ করে তাহলে নামাযী 'সুবহানল্লাহ' শব্দ করে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। আর নামাযী নারী হলে মুখে কোন আওয়াজ দিবে না, বরং হাত দিয়ে 'তালি' বাজিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। ঘরে আর কেউ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৯২৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنْ مِمَّا أَحَدُتَ إِلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدُّ عَلَى السَّلَامِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذَكَرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯২৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবশা যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম। হুজুর (স)-ও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন হাবশা হতে ফিরে (মনীদায়) আসি তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর যে হুকুম চান জারী করেন। আল্লাহ এখন নামাযে কথাবার্তা না বলার হুকুম জারী করেছেন। এরপর হুজুর (স) তাদের সালামের জবাব দেন এবং বলেন, নামায শুধু কুরআন পড়া ও আল্লাহর জিকির করার জন্য। অতএব তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এই অবস্থায়ই থাকবে (আবু দাউদ)।

৯২৬- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَعَوْضُ بِلَالٍ صُهْبٌ .

৯২৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকলে কেউ তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর কিভাবে দিতেন। হযরত বিলাল উত্তরে বললেন,

তিনি হাত দিয়ে (সালামের জবাবে) ইশারা করতেন (তিরমিযী)। নাসাঈর বর্ণনাও অনুরূপ। তবে তাতে ইবনে ওমরের স্থলে সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ হয়েছে।

৯২৭- وَعَنْ رُقَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَ رُقَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضَعَةٍ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৯২৭। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে আমার হাঁচি আসলো। আমি কলেমায়ে হামদ অর্থাৎ “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান সুবারাকান ফিহে সুবারাকান আলাইহি কামা ইয়ুহেবু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা” পড়লাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে বললেন, নামাযের মধ্যে কথা বললো কে? কেউ কোন কথা বললো না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কোন কথা বললো না। তৃতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবার রিফাআ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। নবী (স) বললেন, ওই জাতে পাকের শপথ যার হাতে আমার জীবন! ত্রিশের অধিক ফেরেশতা এই কলেমায়ে হামদগুলো কার আগে কে নিয়ে যাবে এ নিয়ে তাড়াহুড়া করছে (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : ইবনে মালিক বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো নামাযে হাঁচি দিলে আলহামদু বলা জায়েয। তবে মনে মনে বলাই উত্তম অথবা চুপ থাকতে হবে।

হাই তোলা হলো শয়তানের প্রভাব

৯২৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَاءُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَةَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

৯২৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসা হলো শয়তানের কাজ। অতএব নামাযে তোমাদের কারো হাই আসলে তা যথাশক্তি রুখে রাখার চেষ্টা করবে (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযীর আর এক বর্ণনা ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসলে নিজের হাত মুখের উপর রাখবে।

ব্যাখ্যা : আগেও একবার বলা হয়েছে যে, 'হাই' আসে শয়তানের প্রভাবে। 'হাই' ইবাদাত-বন্দেগীতে অবহেলা-অলসতা, বিশ্বাস ও ঘুম আমদানী করে। আর এতে শয়তান বড় খুশী হয়। এইজন্য হাইকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নামাযে হাই থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৯২৯- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

৯২৯। হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ওজু করবে ভালোভাবে ওজু করবে। তারপর নামাযের নিয়াত করে মসজিদে যাবে। তখন এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মটকাবে না। কারণ সে নামাযে আছে (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ একজন নামাযী ওজু করার পর থেকেই যেনো নামাযের কাজে রত হয়ে গেলো। কাজেই ওজু করার পর নামাযের দিকে মনোযোগী হয়ে একজন বিনীত মানুষের মতো আদবের সাথে মসজিদের দিকে যাবে।

নামাযে এদিক ওদিক তাকালে সওয়াব হ্রাস পায়

৯৩- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ .

৯৩০। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দাহ নামাযে থাকে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক তাকায়। সে এদিক-সেদিক তাকালে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই, দারেমী)।

নামাযে সিজদার জায়গায় তাকানো

৯৩১- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ بِرَفْعِهِ الْجَزْرِيُّ .

৯৩১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) আমাকে বললেন, হে আনাস! নামাযে তুমি তোমার দৃষ্টি ওখানে রাখবে যেখানে তুমি সিজদা করবে। এই হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী সুনানে কাবীরে হযরত আনাস (রা) হতে হাসান (র)-র সূত্রে নকল করেছেন, যাকে জায়রী হাদীসে মারফু বলেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, নামাযে দৃষ্টি রাখতে হবে সিজদার জায়গায়। ইমাম শাফেরী এই হাদীসের উপর আমল করেন। আল্লামা তীবী বলেন, নামাযে কিয়াম অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকুতে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে, সিজদার মধ্যে নাকের দিকে, আর বসা অবস্থায় হাঁটুর দিকে দৃষ্টি রাখা মুজাহাব। হানাফী মাযহাবেরও এই মত। শুধু তারা একটু বাড়িয়ে বলেন যে, সালাম কিরাব্বার সময় দৃষ্টি রাখবে কাঁধের দিকে। কোন কোন আলেম বলেন, হারাম শরীফে নামায পড়ার সময় নজর রাখবে খান্নায়ে কাবার দিকে।

৯৩২- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَاللِّتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৯৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আমার বেটা! নামাযে এদিক ওদিক দেখা হতে বেঁচে থাকবে। কারণ নামাযে (ছাড় ফিরিয়ে) এদিক ওদিক তাকানো ধ্বংস হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি দেখা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে নফল নামাযে দেখতে পারো, কিন্তু ফরয নামাযে কখনো নয় (তিজমিমী)।

৯৩৩- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَلْخُطُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينَهُ شِمَالًا وَيَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَرَأَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ.

৯৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের মধ্যে বাঁকা চোখে ডান দিকে বাম দিকে দেখতেন, কিন্তু পেছনের দিকে কখনো ঘাড় ফিরাতেন না (তিরমিযী ও নাসাই)।

৯৩৪- وَعَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَّاسُ وَالنُّعَّاسُ
وَالْتَّشَاءُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ.

৯৩৪। হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে ও তার দাদা হতে, যিনি এই হাদীসটিকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, নকল করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের মধ্যে হাঁচি আসা, ঘুম আসা, হাই আসা, মাসিক হওয়া, বমী হওয়া, নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে না। পরের তিনটি জিনিসে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৯৩৫- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَجَوْفَهُ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ
الرُّحَى مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَأَبُو دَاوُدَ
الثَّانِيَةَ.

৯৩৫। হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখরীর নিজের পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি সে সময় নামায পড়ছিলেন। তাঁর ভিতর থেকে ডেগের পানির জোশের মতো শব্দ বের হয়ে আসছিলো। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলছেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখছি। সে সময় তাঁর সিনা হতে চাকার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে বুঝা গেলো নামাযে কাঁদলে নামায ভঙ্গ হয় না। 'হিদায়া' নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থে আছে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযে বেশীও কাঁদে ও জাহান্নামের বা আযাবের কথা মনে করে প্রভাবিত হয়ে আহ্ উহ্ শব্দ করে তাহলে তার নামায বাতিল হবে না। তবে কেউ যদি শারীরিক কোন অসুখ-বিসুখ বা ব্যাধায় আহ্ উহ্ করে সশব্দে কেঁদে উঠে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

৯২৬- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

৯৩৬। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে সে যেনো হাত দিয়ে কংকর না সরায়। কেননা রহমত তার সামনে থাকে (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : 'রহমত তার সামনে থাকে' অর্থ হলো একজন নামাযী যখন দুনিয়া বিমুখ হয়ে নিজের পরওয়ারদিগারের প্রতি একমুখী হয়ে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার সামনে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তাই পবিত্র রহমত বর্ষণের সময় কংকর বা এই ধরনের কোন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা নামাযীর শোভা পায় না। এতে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবার আশংকা থাকে।

সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ফুঁ না দেয়া

৯২৭- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرَبَّ وَجْهَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৯৩৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'আফলাহ' নামক গোলামকে দেখলেন যে, সে যখন সিজদায় যায় (তখন সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য) ফুঁ দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আফলাহ! নিজের মুখে মাটি লাগতে দ্রাও (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম হলো ফুঁ দিয়ে সিজদার জায়গা পরিষ্কার না করাই উত্তম। মুখে মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ালে অসহায় বিনয় ভাব প্রকাশ পায়, এতে আল্লাহ বান্দার উপর খুশী হন। সওয়াব বেশী হয় এতে।

৯৩৮- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةٌ أَهْلَ النَّارِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

৯৩৮। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযে কোমরে হাত রেখে (দাঁড়ানো) জাহান্নামীদের বিশ্রাম নেবার ধরন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই অধ্যায়ের ৯১৮ নং হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাশরের ময়দানে জাহান্নামীরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু আরামের জন্য তারা এভাবে থাকবে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

৯৩৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ .

৯৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত অবস্থায়ও দুই 'কালোকে' অর্থাৎ সাপ ও বিড়্কে মেরে ফেলবে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাই অর্থের দিক দিয়ে)।

ব্যাখ্যা : ইবনে মালেক (র) বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিড়্কে সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক বা দুই আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে। এর চেয়ে বেশী আঘাত করাতে নামাযে 'আমলে কাসীর' হয়ে যাবে। এতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

আবার কেউ বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিড়্কে মারার জন্য এক কদম কি দুই কদম চলতে পারবে। এর বেশী অগ্রসর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা 'আমলে কাসীর' গণ্য হবে।

মূল কথা হলো বিষধর সাপ-বিড়্কে নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক কদম বা দুই কদম অথবা এক আঘাত বা দুই আঘাতে একে মেরে ফেলতে পারলে ভালো কথা। এর দ্বারা তার নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু এতে না পারলে আরো বেশী এগিয়ে বা আরো বেশী আঘাত দিয়ে হলেও সাপ বা বিড়্কে মেরে ফেলতে হবে, যদিও এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

৯৪০- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৯৪০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়ার সময় দরজা বন্ধ থাকতো। আমি ঘরে আসলে দরজা খোলতে বলতাম। তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার মুসাল্লায় চলে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, দরজা ছিলো কেবলার দিকে (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই)।

ব্যাখ্যা : দরজা কিবলার দিকে থাকার কারণে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন। তাঁর চেহারা মুবারক সামনের দিকেই থাকতো। কেবলা রুখের পরিবর্তন হতো না। পেছন পায়ে আবার নামাযের মুসাল্লায় চলে আসতেন।

নামাযরত অবস্থায় উজ্জু ছুটে গেলে

৯৪১-وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَتُقْصَانٍ .

৯৪১। হযরত তালক বিন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো যখন বিনা শব্দে বাতাস বের হয় সে যেনো ফিরে গিয়ে ওজু করে আসে ও নামায আবার পড়ে নেয়। (আবু দাউদ)। এই বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিজীও কিছু কমবেশী সহকারে নকল করেছেন।

৯৪২-وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بَأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৪২। হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নামাযে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যেনো তার নাক চেপে ধরে নামায ছেড়ে চলে আসে (আবু দাউদ)।

৯৪৩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَوَتُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيٍّ وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ .

৯৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি শেষ বৈঠকের শেষের দিকে সালাম ফিরাবার পূর্বে উজু ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে (তিরমিযী)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি যয়ীফ, যার সনদে দুর্বলতা আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৯৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَمَّا إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَتَسَبَّحْتُ أَنْ اغْتَسَلَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا .

৯৪৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। তাকবীর বলার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে ফিরে (সাহাবাদেরকে) ইশারা করে বললেন, তোমরা যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি গোসল করলেন। এরপর ফিরে আসলেন। তখন তার চুল থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অপবিত্র ছিলাম। গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম (আহমাদ)।

৯৪৫- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ قُبْضَةً مِنَ الْحَصَى لَتَبْرُدَ فِي كَفِّيْ أَضَعُهَا لِيَجْبَهَتِيْ أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৯৪৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুষ্টি কংকর হাতে নিতাম আমার হাতের তালুতে ঠাণ্ডা করার জন্য। প্রখর গরম থেকে বাঁচার জন্য এই কংকরগুলোকে সিজদার জায়গায় রাখতাম (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

৯৬৬- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنَكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ ثَلَاثًا بِسَطِّ يَدِهِ كَأَنَّهُ يَتَنَاولُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بِسَطَّتْ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ابْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنَكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ الثَّامَةَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوتَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪৬। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে নামাযে “আউজু বিল্লাহে মিনকা” পড়তে শুলাম। এরপর তিনি তিনবার বললেন, “আমি তোমার উপর অভিসম্পাত করছি, আল্লাহর অভিসম্পাত দ্বারা”। এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কোন জিনিস ধরছেন। নামায শেষ হবার পর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনাকে নামাযে এমন কথা বলতে শুনলাম যা এর আগে আর কখনো বলতে শুনিনি। আর আজ আমরা আপনাকে হাত বাড়াতেও দেখেছি। উত্তরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দূশমন ইবলিস আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য আগুনের কুঞ্জী হাতে করে এসেছিলো। তখন আমি তিনবার বলেছিলাম, আউজু বিল্লাহে মিনকা (আমি আল্লাহর কাছে তোমার শত্রুতা হতে আশ্রয় চাই)। এরপর আমি বলেছি, আমি তোমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষণ করছি, আল্লাহর পরিপূর্ণ লানত। এতে সে হটে যায়নি। তারপর আমি আমার হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! যদি আমার তাই সূলায়মান আলাইহিস সালামের দোয়া না থাকতো তাহলে সে মসজিদের ঝাষায় সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকতো। আর মদীনায শিতরা একে নিয়ে খেলতো (মুসলিম)।

৯৬৭- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَسَلَّمَ

عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سَلِمَ عَلِيٌّ أَحَدَكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلْيُشْرِ بِيدِهِ رَوَاهُ مَالِكٌ.

৯৪৭। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক লোকের কাছে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে সালাম দিলেন। সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সালামের জবাব দিলো শব্দ করে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাউকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলে তার জবাব শব্দ করে নয়, বরং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করবে (মালিক)

২- بَابُ السُّهُو

২০-সাহ্ সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

৯৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيُ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذَرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৪৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে তার কাছে শয়তান এসে অবস্থান করে। সে তাকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়, এতে সে মনে রাখতে পারে না কতো রাকাত নামায সে পড়েছে। তাই তোমাদের কেউ এই অবস্থায় পড়লে সে যেনো (শেষ বৈঠকে) বসে দু'টি সিজদা করে (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে অবস্থায় সিজদার কথা বলা হয়েছে তা 'সাহ্' বা ভুলের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের সাথে। সাহ্ হলো নামাযের নির্দিষ্ট কোন আমল ভুলে যাওয়া। সন্দেহ সংশয় হলো এটা করেছি কি করিনি বা দুই রাকাত পড়া হলো না তিন রাকাত পড়া হলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ হতো না। সন্দেহে পতিত করে শয়তান। শয়তান হজুরের কাছে আসতেই পারতো না। কাজেই তাঁর সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে নামাযে ভুলে যাবার কারণে কখনো হজুরের ভুল হতো। তিনি সিজদায় সাহ্ করতেন। তবে ভুল ও সন্দেহ-সংশয় উভয় অবস্থায়ই সিজদায় সাহ্-করাই শরীফতের হুকুম।

৯৪৭-وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى اِتِّمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَفِي رَوَايَتِهِ شَفَعَهَا بِهِاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ .

৯৪৯। হযরত আতা বিন ইয়াসার (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, তার মনে থাকে না যে, তিন রাকাত পড়েছে অথবা চার রাকাত, তাহলে তার উচিত সন্দেহ দূর করা। যে সংখ্যার উপর তার আস্থা হয় তার উপর ভিত্তি করবে। তারপর নামাযের সালাম ফিরাবার আগে দুটো সিজদা করে নেবে। যদি সে পাঁচ রাকাত নামায পড়ে থাকে তাহলে এই পাঁচ রাকাত ঐ দুই সাজদার দ্বারা এই নামাযকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাকাত) পরিণত করবে। যদি সে পুরো চার রাকাতই পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের লাঞ্ছনার কারণ হবে (মুসলিম)। ইমাম মালিক এই বর্ণনাটিকে আতা হতে মুরসালরূপে নকল করেছেন। ইমাম মালিকের আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে যে, নামাযী এই দুই সিজদার দ্বারা পাঁচ রাকাতকে জোড় সংখ্যক বানাবে।

৯৫০-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়ে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সাহাবারা আরম্ভ করলেন, আপনি

নামায পাঁচ রাকাত পড়েছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পর দুই সিজদা করে নিলেন। আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিও একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমন ভুল হয়। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ হলে সে যেনো চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায পুরো করে নেয়। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টো সিজদা করে নেবে (বুখারী-মুসলিম)।

৯৫১-وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدِي صَلَاتِي الْعِشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشْبَةِ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضِبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ سَرْعَانَ الْقَوْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يَقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتُ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَرِيبًا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِي أُخْرَى لَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلْ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

৯৫১। হযরত ইবনে সীরীন (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের দুই নামাযের (যোহর অথবা আসরের) কোন এক নামায আমাদেরকে পড়ালেন, যার নাম আবু হুরাইরা

আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে আড়াআড়িভাবে রাখা একটি কাঠের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো তিনি খুব রাগতঃ অবস্থায় আছেন। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। বাম কপালে বাম হাতের পিঠ রাখলেন। তাড়াহাড়া চলে যাবার লোকেরা মসজিদের দরজার দিকে বের হচ্ছিলো। তারা বলতে লাগলে, নামায তো কম হয়ে গেছে। যারা তখনো মসজিদে ছিলো তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরও ছিলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ হজুরের সাথে কুথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যার হাত ছিলো লম্বা। আর এইজন্য তাকে যুলইয়াদাইন অর্থাৎ হাতওয়ালা বলা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন অথবা নামাযই কম করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিও নাই, নামাযও কম করা হয়নি। তারপর তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরাও কি তাই বলছো যা যুলইয়াদাইন বলছে? সাহাবারা আরজ করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একথা ঠিক। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে যে দুই রাকাত নামায ছুটে গিয়েছিলো তা পড়ে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে তাকবীর বললেন। অভ্যাস অনুযায়ী সিজদা যতটুকু লম্বা করতেন তার চেয়েও বেশী লম্বা করলেন। তারপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। মানুষেরা ইবনে সিরীকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, এরপর আবার হজুর সালাম ফিরিয়ে থাকবেন। তিনি বললেন, আমি ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তারপর হজুর সালাম ফিরিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, মূল পাঠ বুখারীর)।

বুখারী-মুসলীমের আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-ইয়াদাইনের জবাবে অর্থাৎ না ভুলেছি আর না নামায কম করা হয়েছে, এর জায়গায় বলেছেন, “যা তোমরা বলছো তার কোনটাই না। তিনি আরয় করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে”।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হলো যখন নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয ছিলো তখনকার। তখন কথা ও কাজকে আমলে কাসীর বলে ধরা হতো না। এটা ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থা। পরে এসব কাজকে আমলে কাসীর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এসব কাজে নামায ফাসেদ হয়ে যায় বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভুল ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক।

৯০২-وَمَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ

الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَحْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বৃহাইনা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দুই রাকাত পড়ে (প্রথম বৈঠকে বসা ছাড়া তৃতীয় রাকাতের জম্য) দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি নামায যখন শেষ করলেন প্রায় এবং লোকেরা সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় আছেন, তিনি বসা অবস্থায় তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরাবার আগে দুইটি সিজদা করিলেন, তারপর সালাম ফিরাবলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, 'সিজদায় সাহ' সালাম ফিরাবার আগেই করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পরই 'সিজদায় সাহ' করেছেন। তাছাড়াও হযরত ওমর (রা)-ও সালাম ফিরাবার পরই সিজদায় সাহ করতেন। তাই হযরত ওমরের আমল দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের হুকুম মানসুখ বা রহিত।

বিত্তীর পরিচ্ছেদ

৯৫৩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৯৫৩। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়ালেন। নামাযের মধ্যে তাঁর ডুল হয়ে গেলো। তাই তিনি দু'টি সিজদা দিলেন। এরপর তিনি আততাহিয়াত পড়লেন এবং সালাম ফিরাবলেন (ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, 'সিজদা সাহ' সালাম ফিরাবার পর দুই সিজদা দিতে হয়। এ ব্যাপারে সামনে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হবে।

৯৫৪- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلْإِمَامِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ

اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَلَيْسَ جُذْ سَجْدَتِي السُّهُوَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةٍ.

৯৫৪। হযরত মুণীরা বিন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম দুই রাকাত নামায পড়ার পর (প্রথম বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাকাতের জন্য) উঠে গেলে যদি সোজা দাঁড়িয়ে যাবার আগে মনে হয় তাহলে সে বসে যাবে। আর যদি সোজা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে বসবে না (এবং শেষ বৈঠকে) দুইটি সাহ্ সিজদা করবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৯৫৫- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنَزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضَبَانِ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৫৫। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। তিনি তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন ও ঘরে চলে গেলেন। খেবরবাক নামক এক লম্বা হাতওয়ালা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হে আত্মাহূর রাসূল বলে নিবেদন করে ঘটনা তাঁকে জানালেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগতভাবে নিজ চাদর টানতে টানতে লোকদের কাছে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) আর এক রাকাত নামায পড়লেন তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহ্ সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন (মুসলিম)।

বাস্তবতা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিজের হজুরায় চলে গেলেন। খবর শুনে আবার মসজিদে ফিরে এলেন। লোকদের সাথে কথাবার্তা বললেন। কেবলা রোখ থাকলো না। বেশ পথ হেঁটে গেছেন ও আবার ফিরে আসলেন। এরপরও তিনি নতুন করে নামায না পড়ে, না পড়া এই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহ্ সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। এটা কুল হলেও একতরফা কাজ করার পর নামায ফাসেদ হয়ে যায়। হানাফী মত এটাই। তবে প্রথম প্রথম হজুর এরূপ করেছেন, পরে আর করেননি।

নামায়ে প্রথম প্রথম কথাবার্তা বলতেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে এই হাদীসের হুকুমও রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে।

৯৫৬- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشْكُ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৯৫৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নামায পড়তে যে ব্যক্তির কম-বেশী পড়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় এসে যায়, সে যেনো আরো পড়ে নেয়, যেনো বেশী পড়ার সন্দেহ হয় (আহমাদ)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সন্দেহ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে যদি, কতো রাকাত পড়েছে নির্ধারণ করতে না পারে। যেমন চার রাকাতাতওয়ালা নামাযে ঠিক করতে পারছে না তিন রাকাতাত পড়েছে না চার রাকাতাত। সে ক্ষেত্রে তিন রাকাতাত অর্থাৎ ক্রমটা হিসাব করে আর এক রাকাতাত পড়ে নেবে। তাহলে এখন কম হয়েছে এ সন্দেহের জারগায় বেশী পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

২- بابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

২১-তিলাওয়াতের সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

৯৫৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّمَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالنَّاسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজমে সিজদা করেছেন। তাঁর সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানুষ সিজদা করেছে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজমের ৬২ নং আয়াতে অর্থাৎ “আল্লাহর জন্য সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো” পৌছলে তিনি এই হুকুমের আনুগত্য করে সিজদা করেছেন। তাঁর সাথে সাথে সকল মুসলমান সিজদা করেছেন। মুশরিকরা এই আয়াতে তাদের মূর্তি মানাত ও উজ্জার নাম শুনে সিজদা করেছে।

৯৫৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৫৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছি।

৯৫৯- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِحَبْثِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫৯। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আর আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদায় গেলে আমরাও তাঁর সাথে সাথে সিজদা করতাম। এ সময় এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল মাটিতে রেখে সিজদা দেবার জায়গা পেতো না (বুখারী-মুসলিম)।

৯৬০- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৬০। হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি। তিনি এতে সিজদা করেননি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই বিষয়ে ইমাম শাফে'রীর তরফ থেকে বলা হয় যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করা বাধ্যতামূলক নয় তা জানানোর জন্য সূরা নাজমের তিলাওয়াতের সময় সিজদা করেননি। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই সূরায় কোন সিজদার আয়াত নেই। তাই তিনি সিজদা করেননি।

ইমাম আবু হানীফার তরফ থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হতে পারে এই সময় হজুরের উজ্জ্বল ছিলো না অথবা এ সময় নিষিদ্ধ সময় ছিলো অথবা সিজদায়ে তেলাওয়াত ফরয নয় তা বুঝাবার জন্য সিজদা করেননি অথবা ঐকথাও বলা যায় যে, সিজদায় তিলাওয়াত তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়, পরেও আদায় করা যায়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো পরে সিজদা করেছেন। তাই কারো এই সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয় যে, সূরা নাজমের তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয়।

কারণ আগের হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে আরো অনেকে সূরা নাজমের সিজদার আয়াতে সিজদা করেছেন।

৭৬১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ صَ لَيْسَ مِنْ غَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي صَ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتَّى أَتَى فَبَهَذَاهُمْ افْتَدَاهُ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯৬১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'সাদ'-এর সিজদা বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করবো কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস তখন এই ২৪ নং আয়াত পড়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকদের মধ্যে গণ্য যাদের প্রতি আগের নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ ছিলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : ওলামায়ে কিরাম বলেন, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করা ছিলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনুকরণ ও তাঁর তাওবা গ্রহণের কৃতিত্বাবলম্ব।

হযরত মুজাহিদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাসের কথাই মর্ম হলো, বর্ণনামহানবী (স)-কে তাদের পাল্লরবী করতে হয়েছে তখন তোমাদের তো পাল্লরবী করতেই হবে। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) যখন সিজদা করেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দাউদকে অনুসরণ করেছেন। তখন আমাদের তো সিজদা করাই উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭৬২- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثٌ فِي الْمُفْضَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

৯৬২। হযরত আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআন পাকের পনরটি সিজদা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি সিজদা 'ভাঙলে মুকাসসাল সূরায় এবং দুই সিজদা সূরা হজে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই পনরটি সিজদা হলো (১) আ'রাকের শেষের দিকের একটি আয়াত, (২) সূরা রূ'দের দ্বিতীয় রুকু'র ১টি আয়াত, (৩) সূরা নাহলের পাঁচ রুকু'র শেষ আয়াত, (৪) সূরা বনি ইসরাঈলের বার রুকু'র একটি আয়াত, (৫) সূরা মারিয়ামের চার রুকু'র একটি আয়াত, (৬) সূরা হজের দ্বিতীয় রুকু'র একটি আয়াত, (৭) সূরা হজের শেষ রুকু'র ১টি আয়াত, (৮) সূরা ফোরকানের পাঁচ রুকু'র একটি আয়াত, (৯) সূরা নামল, (১০) সূরায়ে তানজিল, (১১) সূরা সাদ, (১২) সূরা হা মিম আস-সাজদা, (১৩) সূরা নাজম, (১৪) সূরা ইনশাক্কাত ও (১৫) সূরা ইকরা।

দুই সিজদার কারণে সূরা হজের মর্যাদা

৯৬৩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَلَّتْ سُورَةُ الْحَجِّ بَانَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يقرأهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيٍّ وَفِي الْمَصَابِيحِ فَلَا يقرأُهَا كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

৯৬৩। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুগাহ সাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করলাম, যে আয়াতের রাসূল! সূরা হজে কি দু'টি সিজদা থাকার কারণে এর এতো মর্যাদা? হজুর উত্তরে বললেন, হাঁ। যে ব্যক্তি এ দু'টি সিজদা করবে না সে যেন এই দুইটি আয়াত তিলাওয়াত না করে (আবু দাউদ, তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়। আর মাসাবিহতে শারহে সুনাহর মতো "সে দু'টো সিজদার আয়াত যেনো না পড়ে"-এর স্থলে "তাহলে সে যেনো এই সূরাকে না পড়ে" এসেছে।

ব্যাখ্যা : হজুরের জবাবের অর্থ হলো যে ব্যক্তি সূরা হজের সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করবে না সে যেনো এই দুইটি আয়াতই না পড়ে। সিজদা দেয়া ওয়াজিব। কাজেই তেলাওয়াত করে সিজদা না দিলে ওয়াজিব তরক হবে। ওয়াজিব তরক হলে গুনাহ হবে।

৯৬৪- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ قَرَأُوا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের নামাযে সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন। তারপর রুকু করলেন। লোকেরা মনে করলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা সূরা পড়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : রুকু আরেই সিজদা করার কারণে সাহাবারা বুঝেছেন হজুর তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। আর "আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা পড়েছেন বলে মনে করেছেন। নামায জেহরী নামায ছিলো না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসব নামাযেও দু' একটি আয়াত শব্দ করে পড়ে ফেলতেন। তাতেই তারা এই সূরা পড়েছেন বলে বুঝেছেন।

৯৬৫- وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَاذًا مَرًّا بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। যখন সিজদার আয়াতে পৌছতেন তাকবীর বলে সিজদা দিতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে এখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সিজদার আয়াত যিনি পড়বেন আর যারা তা শুনবেন সকলের জন্যই সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

৯৬৬- وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى أَنْ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সিজদার আয়াত পড়লেন। তাই সকল সাহাবায়ে কিরাম (উপস্থিত) হজুরের সাথে সাথে সিজদা করলেন। সিজদাকারীদের কেউ কেউ তো সাওয়ারীর উপর ছিলেন, আর কেউ মাটিতে ছিলেন। আরোহীরা তাদের হাতের উপরই সিজদা করলেন (আবু দাউদ)।

৯৬৭- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مِنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৬৭। হযরত ইবনে আক্বাস (রা)-হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে আগমনের পর মুফাসসাল সূরার কোন সূরায় সিজদা করেননি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাসের এই বর্ণনার অর্থ হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেওয়ালে মুফাসসাল সূরায় সিজদার আয়াতে মক্কাতে থাকতে সিজদা করতেন। কিন্তু মদীনাতে আসার পর এসব সূরার সিজদার আয়াতে সিজদা করেননি।

এই হাদীস ও এর আগের আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের সাথে বিরোধ হয়। এতে হযরত আবু হুরাইরা বলেছেন, “ইজাস সামাউন শাককাত”, “ইকরা’ বিসমি রব্বিক্বাল্লাহী খালাকা”-সিজদা করেছেন। এই দুই হাদীসের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরার হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কারণ আবু হুরাইরা ৭ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর মদীনাতে এসে মুসলমান হয়েছেন। কাজেই তিনি মদীনাতে সিজদা করেছেন সম্পর্কিত বর্ণনাই ঠিক হবার সম্ভাবনা বেশী।

৯৬৮- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدَ وَجْهِ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৯৬৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পড়তেন : “সাজ্জাদা ওয়াজ্জিয়া লিল্লাহী খালাকাহ ওয়া শাক্বা সামআহ ওয়া বাসারাহ শিহা ওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি।” অর্থাৎ “আমার চেহারা ওই জাতে থাককে সিজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন। নিজের শক্তি ও কুদরতে ভাতে কান ও চোখ দিয়েছেন”-(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

ব্যাখ্যা : রাতের শরট্টা ঘটনাক্রমের ব্যাপার। আসলে এই দোয়া রাত-দিন সব সময়ই পড়ার মতো। হযরত আয়েশা (রা) হয়তো দোয়াটি হজুরকে পড়তে শুনেছেন রাতের বেলায়। তাই তিনি রাতের উল্লেখ করেছেন।

৯৬৯- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّيُ خَلْفَ شَجَرَةٍ

فَسَجَدَتْ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَمَسَمَعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُفِ لِي بِهَا
عَشْرَةَ أَجْرًا وَصُغْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا
تَقْبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُجُودًا ثُمَّ سَجَدَ فَتَمَسَمَعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ الْأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقْبَلْهَا كَمَا تَقْبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ
دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৯৬৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক
কাকি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে
আমি আমার নিজেকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি গাছের নিচে নামায পড়ছি। আমি
যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত করলাম তখন এই গাছটিও আমার সাথে সাজদায়ে
তিলাওয়াত করলো। আমি শুনলাম গাছটি এই দোয়া পড়ছে : “আল্লাহ্মাফু বলি বিহা
ইনদাকা আজরান ওয়াদা-অন্নি বিহা বেফরান। ওয়াফুআলহা লি ইন্দাকা জুখরান ওয়া
তাকাব্বালহা যিনি কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদা”। “হে আল্লাহ! এই
সিজদার জন্য তোমার কাছে আমার জন্য সত্তার্ব সিঁটি করো + এর দ্বারা আমার গুনাহ
ক্ষম করে দাও। এই সিজদাকে আমার জন্য পুজি বানিয়ে তোমার কাছে জমা রাখে।
আর আমার তরফ থেকে এই সিজদাকে এমনভাবে কবুল করো যেভাবে তুমি তোমার
বান্দা-দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছো।” হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এই দোয়া
পড়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত
করলেন। সিজদা দিলেন। আমি তাকে ঐ বাক্যগুলো বলতে শুনেছি এবং যা ওই
লোকটি গাছটি বলেছে বলে বর্ণনা করেছেন (তিরমিযী)। ইবনে মাজাও এই হাদীসটি
কর্ণা করেছেন কিন্তু তার বর্ণনায় “ওয়া তাকাব্বালহা কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা
দাউদ” উল্লেখ করেনি। আর তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৯৭. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ
فِيهَا وَسَجَدَ مِنْ كَانِ مَعَهُ غَيْرَ أَنْ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ
تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ
قَتَلَ كَافِرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رَوَايَةٍ وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ

৯৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন-শাজদা তিলাওয়াত করিলেন এবং এতে সিজদা করলেন। তাঁর কাছে যেসব লোক ছিলেন তারাও সিজদা করলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের এক বৃদ্ধ কংকর অথবা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সিজের কপালের সাথে লাগালো এবং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আসউদ (রা) বলেন, আমি এই ঘটনার পর দেখেছি ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কুফরী অবস্থায় যারা গেছে (বুখারী-মুসলিম)। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সেই বৃদ্ধটি ছিলো উমাইয়া বিন খালাফ।

ব্যাখ্যা : এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের আগের। এই ব্যক্তিটি ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্রে শরীক ছিলো। সে ছিল কুরাইশদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্দার, বিশেষ অহংকারী। হজুরের এই সিজদার সময় উপস্থিত কসকেরাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। উমাইয়াকেও কপালে মাটি মুঠিতে হয়েছে কিন্তু অহংকার করে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।

৯৭১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي مَرَّةٍ وَقَالَ سَجَدُهَا دَاوُدُ نَوْمَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৯৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সাঁদ-এ সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সূরায় 'ছাদ'-এর এই সাজদা দৌয়া কবুলের জন্য করেছেন। আর আমরা তার তাওকা কবুলের শুকরিয়া হিসাবে সিজদা করছি (নাসাই)।

২২-باب أَوْقَاتِ النَّهْيِ

২২-নামায নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

৯৭২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَغِيبَ وَلَا تَحِثُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৭২। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যেন সূর্য উদয়ের ও অন্ত যাবার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে। একটি বর্ণনার ভাষা হলো, তিনি বলেছেন, “যখন সূর্য কেউ গোলক উদ্ভিত হয় নামায ছেড়ে দেবে, যে পর্যন্ত সূর্য বেশ স্পষ্ট হয়ে না উঠবে। ঠিক এভাবে আবার যখন সূর্য গোলক ডুবে যাবে তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, যে পর্যন্ত সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে না যায়। আর সূর্য উঠার ও অন্ত যাবার সময় নামাযের নিয়ত করবে না। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদ্ভিত হয় (বুখারী, মুসলিম)।

৯৭৩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تُضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৭৩। ইয়রত ওক্বা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময় রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়তে ও মূর্দা দাফন করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। প্রথম হলো সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত তা উপরে উঠে না আসে। দ্বিতীয় হলো দুপুরে এক্ষারে বরাবর হবার সময়, যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়ে। আর তৃতীয় হলো সূর্য ডুবে যাবার সময় যে পর্যন্ত না তা ডুবে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মূর্দা দাফন করা আর নামাযে জানাযা না পড়া নামায পড়া হয়ে গেলে এ সময় মূর্দা দাফন করা যায়।

৯৭৪- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৭৪। ইয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠে উপরে চলে না আসা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। আর আসরের নামাযের পর সূর্য না ডুবা পর্যন্ত কোন নামায নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এসব সময় নামায পড়া হারাম নয়, মাকরুহ।

৯৭৫- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْئُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِلَوْضُوءُ جَدِّتَنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقْرِبُ وَضُوءَهُ فَيُمْضِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْشِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخِيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خُطْبَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৭৫। হযরত আমর ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায তাশরীফ আনলে আমিও মদীনায চলে এলাম। তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আমি বললাম, আমাকে নামাযের সময় সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ফজরের নামায পড়ো। এরপর নামায হস্তে বিরত থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উঠে উপরে না আসে। কারণ সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে। আর এই সময় কাফেররা (সূর্য পূজারীরা) একে সিজদা করে। তারপর নফল নামায পড়বে। কারণ এই সময়ের নামাযে ফেরেশতারা হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে বান্দার

নামাযের সাক্ষ্য দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া নেয়ার উপর উঠে না আসে ও জমিনের উপর না পড়ে (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়), এ সময়ও নামায হতে বিরত থাকবে। কারণ এ সময় জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর ছায়া যখন সামান্য ঢলে যাবে তখন আবার নামায পড়বে। এটা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও হাজিরা দেবার সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের নামায না পড়বে। তারপর আবার নামায হতে বিরত থাকবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে দিয়ে অস্ত যায়। এ সময় সূর্য পূজারী কাকেররা সূর্যকে সিজদা করে। হযরত আমর ইবনে আবাস (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উজু সম্পর্কেও কিছু বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উজুর পানি নিবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নেবে, তার চেহারার, মুখের ও নাকের ছিদ্রের গুনাহ ঝরে যায়। সে যখন তার চেহারাকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ধোয় তখন তার চেহারার গুনাহ তার দাড়ির পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর সে যখন তার দুইটি হাত রুনুই পর্যন্ত ধোয় তখন দুই হাতের গুনাহ তার আঙ্গুলের মাথা বেয়ে পানির ফোটার সাথে পড়ে যায়। তারপর সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার গুনাহ চুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর যখন সে তার দুই পা গোছাছয়সহ ধৌ করে তখন তার দুই পায়ের গুনাহ তার আঙ্গুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। তারপর সে উজু শেষ করে যখন দাঁড়ায় ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করে, আল্লাহর জন্য নিজের মনকে নিবেদিত করে, তাহলে নামাযের পর সে এমন পাক-পবিত্র হয়ে ফিরে আসে যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (মুসলিম)।

যে তিন সময় নামায পড়া মাকরুহ

৯৭৬-وَعَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَّ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلِّهَا عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِنَّ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْلِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنِ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ وَارَاكَ تَصَلِّيَهُمَا قَالَ يَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عِبْدِ الْقَيْسِ فَشَعَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৭৬। হযরত কুরাইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস, মিসওয়াল ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আজহার রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম তাকে হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন। তারা তাকে বলে দিলেন, হযরত আয়েশাকে তাদের সালাম পৌছিয়ে আসরের নামাযের পর দুই রাকায়াত নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশার নিকট হাজির হলাম। ওই তিনজন যে পয়গাম নিয়ে আমাকে পাঠালেন আমি সে পয়গাম তার কাছে পৌছলাম। হযরত আয়েশা বললেন, হযরত উম্মে সালামার নিকট যাও, তাকে জিজ্ঞেস করো। এই জবাব শুনে আমি ওই তিন সাহাবার নিকট ফিরে আসলাম। তারা আবার আমাকে উম্মে সালামার নিকট পাঠালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। তারপর আমি দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাকায়াত নামায পড়ছেন। তিনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়ে ঘরের ভিতরে এলেন, আমি খাদেমকে হুজুরের খেদমতে পাঠলাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি হুজুরকে গিয়ে বলবে, উম্মে সালামা বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শুনেছি যে, আপনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। আর আজ আপনাকে সেই দুই রাকায়াত নামায পড়তে দেখা গেছে। এর কারণ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আসরের পরে দুই রাকায়াত নামায পড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছো। আবদুল কায়েস গোত্রের কতক (লোক ইসলামী শিক্ষা ও দীনের হুকুম আহকাম জানার জন্য) আমার কাছে এসেছিলো। (তাদের দীনের ব্যাপারে আহকাম বলতে বলতে) ব্যস্ত থাকায় আমি জুহরের পরের যে দুই রাকায়াত নামায ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই দুই রাকায়াত নামায এখন আসরের পরে পড়লাম (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দীনের প্রচার প্রসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কাজ নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশী উত্তম।

৯৭৭- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ

اَكُنْ صَلَّيْتُ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَمْعُولُ الْمَلِكِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ اسْنَادُ هَذَا
الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو
وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ نَحْوَهُ

৯৭৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের নামাযের পর দুই রাকাআত নামায পড়ছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সকালের নামায দুই রাকায়াত, দুই রাকাআত? সে ব্যক্তি আরম্ভ করলো, ফজরের ফরয নামাযের আগের দুই রাকাআত নামায আমি পড়িনি। সেই নামাযই এখন পড়েছি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন (আবু দাউদ)। ইমাম তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বর্ণনার সনদ মুত্তাসিল নয়। কারণ কায়েস বিন আমর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়। অছাড়াও শরহে সুন্নাহ ও মাসবীহর কোন কোন সংস্করণে কায়েস ইবনে ফাহদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৭৮- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ
مَنْزَفٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ
نَهَارٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْسَانِيُّ

৯৭৮। হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেন, হে আবদে মানাফের সন্তানেরা! কাউকে এই ঘরের (খানায় কাবার) তাওয়াফ করতে এবং রাত দিনের যে সময় ইচ্ছা এতে নামায পড়তে বাধা দিও না তাকে নামায পড়তে দাও (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

৯৭৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

৯৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়বে। অবশ্য জুমাবার ব্যতীত (শাফেয়ী)।

৯৮০। ইব্রাহিম শাকেরী (র) এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা জুম'আর দিনও ঠিক দুপুরে নামায পড়া ঠিক মনে করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে নামায পড়াতেন, যে শর'ত বা লু'ল তলে যায়, কিন্তু জুম'আর দিন ব্যতীত। তিনি আরো বলেন, জুম'আর দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুরে আহান্নামকে উত্তর করা হয়। এই বর্ণনায় ইব্রাহিম আবু হানীফা নকল করেছেন এবং বলেছেন, আবু কাফল (র)-র মাঝে আবু হানীফা নকল করেন। (তাই এই হাদীসের সনদ দু'তামিল নয়)।

৯৮১- وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَنْ جَهَنَّمَ تَنْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ

৯৮০। ইব্রাহিম আবু হানীফা (র) ইব্রাহিম আবু কাফল (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে নামায পড়াতেন মাঝরাত্তর মনে করতেন, যে শর'ত বা লু'ল তলে যায়, কিন্তু জুম'আর দিন ব্যতীত। তিনি আরো বলেন, জুম'আর দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুরে আহান্নামকে উত্তর করা হয়। এই বর্ণনায় ইব্রাহিম আবু হানীফা নকল করেছেন এবং বলেছেন, আবু কাফল (র)-র মাঝে আবু হানীফা নকল করেন। (তাই এই হাদীসের সনদ দু'তামিল নয়)।

৯৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُصَنَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْتَهَا فَإِذَا رَأَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دُتْ لِلْقُرُوبِ فَارْتَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

৯৮১। ইব্রাহিম আবুদুদা'হ আবু-সুনা'বিহী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন সূর্য উঠে তখন এর সাথে শয়তানের শিং থাকে। তারপর সূর্য উপরে উঠে গেলে শয়তানের শিং তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন দুপুর হয়, শয়তান সূর্যের কাছে আসে। আবার সূর্য ঢলে গেলে শয়তান এর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য ডুবার সময় শয়তান তার কাছে আসে। সূর্য অস্ত হয় সেপে শয়তান তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। এসব সময় হজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায় পড়তে নিষেধ করেছেন (মসিক; আহমদ, নাসায়)।

৯৮২- وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْعَمَّارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخَعِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَصَلُّوْهَا حَتَّى تَخْفُضَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ التَّجْمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮২- হযরত আবু বাসর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের নামায় পড়ালেন। তারপর বললেন, এই নামায় তোমাদের আগের লোকদের উপরও অবশ্য পালনীয় ছিলো, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি এই নামায়ের হেফাজত করবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। তিনি একথাও বলেছেন, আসরের নামায়ের পর আর কোন নামায় নেই; যতক্ষণ পর্যন্ত শাহেদ উদিত না হবে। আর শাহেদ উদিত হলে সে তারার (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : তারা নষ্ট করে দিয়েছে অর্থ হলো এর উপর একাধারে আযান করিনি। এর হক আদায় করিনি। এই নামায়ের হেফাজত অর্থ হলো সব সময় এই নামায় পড়বে ও এর হক আদায় করবে। দ্বিগুণ সওয়াব হবার অর্থ হলো এক গুণ নামায় পড়ার জন্য আর দ্বিতীয়টা হলো হেফাজত করার জন্য। সে তারাকে শাহেদ বলা হয়েছে। কারণ এই তারার উদিত হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত এই নামায়টি পড়বে। অন্য কোন নামায় পড়া যাবে না।

৯৮৩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَّحْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৮৩- হযরত মুআবিয় (রা) হতে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা তো একটি নামায় পড়ছো। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমরা তাকে এই দুই রাকাত নামায় পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তো আসরের পরে এই দুই রাকাত নামায় পড়তে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা : অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ مَمَسْتُ أَنْ أَمَرَ يَخْطُبُ فَيُخْطَبُ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنُ لَهَا
ثُمَّ أَمَرَ وَجْهًا فَيُؤَمُّ التَّلَامِي ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجُلٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ
الصَّلَاةَ فَأُخْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتِهِمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ
عَلَيْنَا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهْدِ الْعِشَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ
نَحْوُهُ

৯৮৬। হযরত আবু হুয়াইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ওই পবিত্র সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন শিথল। আমি ইচ্ছা করেছি কোন্ (খালেসকে) লাকড়ী সহস্র করার নির্দেশ দেবো। লাকড়ী সহস্র হলে সেলে আমি এশার নামাযের আযান নিতে নির্দেশ দেবো। আযান হয়ে বাবার পর নামায পড়বার জন্য কাউকে আদেশ করবো। এরপর আমি ওই সব লোকের খোঁজ বের হবো (যারা কোন্ কারন হাফ্জ আমলদ্বারা আমার শপথের জন্য আসেনি)। এশার বর্ণনার আগে : ইব্রু (ল) বলেছেন, আমি-ই ইব্রু-লোকের কাছে যাবো যারা নামায হাজির হয় না এবং আমি তাদের সহ অনেকে মরব্বী হুকুমের বই। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন শিথল। যারা নামাযের অনুমতিতে শরীক হয় না তাদের খেঁজ আমি জানে যে, মসজিদে আসেনা হাফ্জ অবরু লাজী ও মরব্বীর দুটি উত্তম খুর পাওয়া যাবে, তাহলে সে এশার নামাযে হাজির হয়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম)।

অর্থের জন্যও আমলদ্বারা লাকড়ী সহস্র করার আদেশ

৯৮৭- وَعَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَيَّالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَدَّعَهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النَّفَاةَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮৭। হযরত আবু হুয়াইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক অন্ধ লোক এসে বলেন, হে রাসূল! আমার নিকট এমন রাহবার নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। তিনি, রাসূলুল্লাহ কাহে আরজ করলেন তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দান করতে। ইব্রু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে-বিষয়ে না বেড়েই ইব্রু সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি নামাযের আযান কোরো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হুকুম করলেন, তোমার মসজিদে আস। হুকুমী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুয়াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহিম ইবনে মালিককে অন্ধত্বের কারণে মসজিদে নামাযের আমারাতে না এসে করে একা একা নামায আদার ক্বারার অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীসেও তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে একই কারণে প্রথমত অনুমতি দিয়ে তা আদার প্রতিপত্তা করিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমেই তিনি অনুমতি প্রত্যাহার করেছেন। যেহেতু হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম অসামর্থিত মুহাজির লাহকী ছিলেন, তার অর্থাৎ হুকুমী আমারাতে শব্দ শুনে মসজিদে গিয়ে আমারাতে নামায আদার করাই তাঁর কাম্য। তাই ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে অনুমতি প্রত্যাহার করেছেন।

৯৮৮- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَبَعَ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ذَاتِ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৮। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক বৃষ্টিপূর্ণ রাতের রাতে নামাযের আযান দিলেন। আযান শেষে তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা নিজ নিজ বাহনে নামায পড়ো। তারপর বললেন, রাসূলুয়াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা/বৃষ্টি মুক্কর রাতে মুয়াজ্জিদকে নির্দেশ দিতেন সে আযানের পর যেনো বলে, সাবধান! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ো (বুখারী, মুসলিম)।

৯৮৯- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَوْضِعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুয়াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো রাতের খাবার সামনে এসে গেলে, আর সে সময় নামাযের তাকবীর বলা হলে, তখন খাবার খেয়ে নেবে। খাবার খেতে তাড়াহুকা করবে না; বরং বীতের মুখে খাবার খাবে। হযরত ইবনে ওমরের

সামনে খাবার এলে এবং নামায শুরু হলে তিনি খাবার খেয়ে শেষ করতেন। আপন নামাযের জন্য যেতেন না, এমনকি তিনি ইমামের কিরাআত তনতে গেলেনও (বুখারী, মুসলিম)।

৯৯০- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِخُضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْخَبْثَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৯০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একে বলতেন শুদ্ধি : খাবার সামনে এলে (নামায পড়লে) নামায পরিপূর্ণ হয় না এবং এই সময়েরও নামায পরিপূর্ণ হয়না। যখন দুই নিকট সিলিয়ার (পান্থখানা-পেশাব) আসে।

ব্যাখ্যা : খাবার-দাবার সামনে আসলে অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে, নামায পড়া উচিত নয়। ওসব কাজ থেকে অবসর হয়ে নামায পড়তে হবে।

৯৯১- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِمْتَ

الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৯১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের ইকামত দেয়া হলে তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া বাবে না (মুসলিম)।

৯৯২- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

اسْتَأْذَنْتَ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৯২। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ও তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাবার অনুমতি চায় তাহলে সে যেন তাকে বাধা না দেয় (বুখারী, মুসলিম)।

৯৯৩- وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدْتِ أَحَدًا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسِي طَبِيبًا رَوَاهُ

মুসলিম

৯৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী হযরত জায়নাব (রা) বলেন,

৯৯৭। ইব্রাহিম আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার সখাবু আবুল কাসেম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি (স)-কে বলতে শুনেছি : এই মহিলার নামায কবুল হবে না যে মসজিদে সুগন্ধি লাগিয়ে যায়, যে পর্যন্ত তা ভালো করে ধৌত করে না নেয়, যেমন তাঁর নাপাকী হতে পাক হবার জন্য গোসল করা হয় (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাই)।

৯৯৮-وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

৯৯৮। ইব্রাহিম আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি চোখই যেনাকার। আর যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের মজলিসে যায় সে এমন এমন অর্থাৎ যেনাকারী (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই)।

৯৯৯-وَعَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّهُمَا الصَّلَاتَيْنِ اثْنَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا عَلَى الرُّكْبِ وَلَكِنَّ الصَّفَّ الْمَلُوفَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الصَّلَاةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا غَضِبْتُ لَأَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنْ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزَكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزَكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৯৯৯। ইব্রাহিম উবাই ইবনে কায়াব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি হাজির আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি আবার বললেন, অমুক ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, সব নামাযের মধ্যে এই দুইটি নামায (ফজর ও এশা) মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। তোমরা যদি জানতে এই দুইটি নামাযের মধ্যে কতো সওয়াব, তাহলে তোমরা হাঁটুর উপর ভর করে হলেও নামাযে আসতে।

নামাযের প্রথম সারি ফেরেশতাদের সারির মতো (মর্যাদাপূর্ণ)। তোমরা যদি প্রথম সারির মর্যাদা জানতে তাহলে এতে शामिल হবার জন্য তাড়াতাড়ি পৌছার চেষ্টা করতে। আর একা একা নামায পড়ার চেয়ে অন্য একজন লোকের সাথে মিলে নামায পড়ার অনেক সওয়াব। আর দুইজনের সাথে মিলে নামায পড়লে একজনের সাথে নামায পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। আর যতো বেশী মানুষের সাথে মিলে নামায পড়া হয়, তা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় (আবু দাউদ, নাসাই)।

১০০০- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ الْقَاصِيَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১০০০। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন লোক বসবাস করবে, সেখানে জামায়াতে নামায পড়া না হলে তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হবে। অতএব জামায়াতকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই)।

ব্যাখ্যা : দলবদ্ধভাবে থাকলে মানুষ কামিয়াব হয়। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য তাকিদ করেছে। জামায়াতে নামায পড়াটা দলবদ্ধতা ও ঐক্যের প্রতীক। তাই জামায়াতে নামায পড়ার প্রতি এতো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১০০১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُتَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارُ قُطْنِي .

১০০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনলো এবং আযানের পরে নামাযের জামায়াতে হাজির হতে তার কোন ওজর মাই। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ওজর কি? হজুর বললেন, ভয় বা রোগ। জামায়াত ছাড়া তার নামায কবুল হবে না (আবু দাউদ, দারু কুতনী)।

১০০২- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَقِمْتَ الصَّلَاةَ وَوَجَدَ أَحَدَكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

১০০২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তখন তোমাদের কারো পাশখানায় যাবার প্রয়োজন হলে আগে পাশখানায় যাবে (তিরমিযী, মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

১০০৩- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يُؤْمِنَنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخْصَّ نَفْسَهُ بِالِدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقْنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ .

১০০৩। হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি জিনিস আছে যা করা কারো জন্য হালাল নয়। এক, কোন ব্যক্তি যদি কোন জামায়াতের ইমাম হয়, দোয়ায় জামায়াতকে শরীক না করে শুধু নিজের জন্য দোয়া করা অনুচিত। যদি সে তা করে তাহলে সে জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। দুই, কেউ যেনো কারো ভেতর বাড়িতে অনুমতি লাভ করা ছাড়া দৃষ্টি না দেয়। যদি কেউ এমন করে তাহলে সে ব্যক্তি ওই ঘরগুলাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তিন, কারো পাশখানায় যাবার প্রয়োজন থাকলে সে তা থেকে হালকা না হয়ে নামায পড়বে না (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১০০৪- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْخَرُوا الصَّلَاةَ لَطْعَامٍ وَلَا لَغَيْرِهِ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

১০০৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহার বা অন্য কোন কারণে নামাযে বিলম্ব করবে না (শারহে সুন্নাহ)।

১০০৫- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ

الْأُْمُنَافِقُ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَمِشَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ وَقِيَ رَوَايَةٌ قَالَ مِنْ سِرِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهُ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَهَ مَنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقُ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের দেখেছি জামায়াতে নামায পড়া থেকে শুধু মুনাফিকরাই বিরত থাকতো, যাদের মুনাফেকী জ্ঞাত ও প্রকাশ্য ছিলো অথবা রুগ্ন ব্যক্তি। তবে যে রুগ্ন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির উপর ভর করে চলতে পারতো সেও জামায়াতে আসতো। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিখানো হিদায়াতের এসব পথের মধ্যে যে মসজিদ নামাযে আযান দেয়া হয় তাতে জামায়াতের নামাযও একটি হিদায়াত। অপর বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সাথে পূর্ণ মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, তার উচিৎ পাঁচ বেলা নামায সঠিক সময়ে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া যেখানে নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানুল হুদা' (হিদায়াতের পথ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জামায়াতের সাথে এই পাঁচ বেলা নামায পড়াও এই 'সুনানুল হুদার' মধ্যে গণ্য। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায পড়ো, যেভাবে এই পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলো (মুনাফিক) তাদের ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুনাত ত্যাগ করলে। যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুনাত ত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। তোমাদের যারা ভালো করে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর এসব মসজিদের কোন মসজিদে নামায পড়তে

যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী দেবেন, তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। আমি দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিকরা ছাড়া অন্য কেউ নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এমনকি অসুস্থ লোককেও দুইজনের কাঁধে হাত দিয়ে এনে নামাযের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘সুনানুল হুদা’ অর্থ হিদায়াতের পথ। সুনানুল হুদা ওই সব পথকে বলা হয় যে পথের উপর আমল করলে হিদায়াত পাওয়া যায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কাজ দুই প্রকার। এক প্রকার কাজ হলো তাঁর ইবাদাত। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ হলো তাঁর আদাত অর্থাৎ অভ্যেস সুলভ। যে কাজগুলো তিনি ইবাদাত হিসাবে করতেন একেই ‘সুনানুল হুদা’ বলা হয়। আর তাঁর আদত বা অভ্যেস হিসাবে করা কাজগুলোকে সুনানুল জাওয়ায়েদ বলা হয়। এই হাদীসে ‘সুনানুল হুদা’ বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদাতের পদ্ধতিকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর এই ‘সুনানুল হুদাকে’ অনুসরণ করে চলতেই হবে। সুনানুল জাওয়ায়েদ বা আদাতের ব্যাপারে কথা হলো তিনি একাজগুলো করতেন নিত্য দিনের কাজ হিসাবে সব সময়। এই আদাত দেশ, আবহাওয়া, পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। ‘আদাতের’ উপর হুবহু আমল করার উপর জোর দেয়া হয়নি, দেয়া যায়ও না।

১০০৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০০৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি ঘরে নারী ও শিশুরা না থাকতো তাহলে আমি এশার নামাযের জামায়াত কয়েম করতাম এবং আমার যুবকদেরকে (জামায়াত ত্যাগকারী) লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতাম (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে নিসন্দেহে জামায়াতে নামাযের কত বড় গুরুত্ব তা বুঝা যায়। নারী ও শিশুরা নির্দোষ। এই নির্দোষ ব্যক্তিরা যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করে জামায়াতে শরীক না হওয়া লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতেন। তাই কোন শরয়ী ওজর ছাড়া জামায়াতে নামায না পড়া খুবই গর্হিত কাজ।

আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের না হওয়া

১০০৭-وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০০৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ তোমরা যখন মসজিদে থাকবে আর এ সময় আযান দিলে তোমরা নামায না পড়ে মসজিদ ত্যাগ করবে না (আহমাদ)।

১০০৮-وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا لِقَاسِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৮। হযরত আবু শা'ছা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযান হয়ে যাবার পর মসজিদ থেকে চলে গেলে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (স)-এর নাক্ষরমানী করলো।

১০০৯-وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْإِذَاؤُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১০০৯। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে থাকে অবস্থায় আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে বেরিয়ে গেলে ও আবার ফেরত আসার ইচ্ছা না থাকলে সে ব্যক্তি মুনাফেক (ইবনে মাজাহ)।

আযানের জবাব না দিলে নামায পূর্ণ হয় না

১০১০-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ .

১০১০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনলো অথচ এর জবাব

দিলো না তাহলে তার নামায হলো না। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা (দারু কুতনী)।

অন্ধের জন্যও জামায়াত ত্যাগ করা ঠিক নয়

১০১১-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةٌ الْهُوَامُ وَالسَّبَاعُ وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَى هَلَا وَلَمْ يُرْخَضْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১০১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মদীনায় অনিষ্টকারী অনেক জানোয়ার ও হিংস্র জন্তু আছে। আর আমি একজন জন্মাক্র মানুষ। এ অবস্থায় আপনি কি আমাকে জামায়াতে যাওয়া হতে অব্যাহতি দিতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি “হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ” আওয়াজ শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে জামায়াতে আসতে হবে। তাকে তিনি জামায়াত ত্যাগের অনুমতি দিলেন না।

১০১২-وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০১২। হযরত উম্মে দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) আমার কাছে রাগান্বিত অবস্থায় এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস তোমাকে এত রাগান্বিত করলো? জবাবে আবু দারদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এত দিন একত্রে জামায়াতে নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মাতের কাজ বলে জানতাম (বুখারী)।

কজরের জামায়াত গোটা রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম

১০১৩-وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى

السُّوقِ وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الشُّفَاءِ أُمُّ سُلَيْمَانَ
فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرِ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّيَ فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ
عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَهُ - رَوَاهُ
مَالِكٌ .

১০১৩। হযরত আবু বকর ইবনে সোলায়মান ইবনে আবু হাছমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ফজরের নামাযে (আমার পিতা) সোলায়মানকে উপস্থিত পাননি। সকালে হযরত ওমর বাজারে গেলেন। সোলায়মানের বাড়ীটি ছিলো মসজিদ ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি সোলায়মানের মা শাফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আজ সোলায়মানকে ফজরের জামায়াতে দেখলাম না! সোলায়মানের মা বললেন, আজ গোটা রাতই সোলায়মান নামাযে কাটিয়েছে। তাই ঘুম তাকে পরাভূত করেছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, গোটা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে আমার ফজরের নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া আমার নিকট বেশী উত্তম বলে আমি মনে করি (মালেক)।

١٠١٤- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الشَّعْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১০১৪। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ও এর বেশী হলে নামাযের জামায়াত হতে পারে (ইবনে মাজাহ)।

١٠١٥- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ
فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعَهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ
عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَهُنَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৫। হযরত বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা মসজিদে যাবার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে, তোমরা মসজিদে যাওয়া হতে বিরত রেখে তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করো না। হযরত বেলাল (র) বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তাদের নিষেধ করবো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে বললেন, আমি বলছি, “আল্লাহর রাসূল বলেছেন”, আর তুমি বলছো, তুমি অবশ্যই তাদের নিষেধ করবে। আর এক বর্ণনায় আছে, হযরত সালাম (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগাল করলেন। আমি কখনো তার মুখে এরূপ গালাগালি শুনিনি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে বলছি, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তুমি বলছো, তুমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করবো (মুসলিম)।

১০১৬- وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُنْ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنُ لَعْبَدٍ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَدْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلِمَةُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০১৬। হযরত মুজাহিদ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেনো তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে। (একথা শুনে) হযরত আবদুল্লাহর এক ছেলে (বেলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্য তাদের নিষেধ করবো। (এ সময়) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছো একথা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মৃত্যু পর্যন্ত আর তার সাথে কথা বলেননি (আহমাদ)।

২৪-بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

২৪-নামাযের কাতার সোজা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০১৭-عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكْبَرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৭। হযরত নৈমাম ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকে তীর সোজা করার ন্যায় আমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করতেন। এমনকি আমরা তাঁর থেকে (কাতার সোজা করার গুরুত্ব) উপলব্ধি করতে পেরেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে বের হয়ে) এসে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তাকবীর তাহরীমা বাঁধতে যাবেন ঠিক এ সময় এক বেদুইমের বুক নামাযের কাতার হতে একটু বেরিয়ে আছে তিনি দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাদের কাতার সোজা করো। নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা বিজেদ সৃষ্টি করে দিবেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আরবে ‘তীর’ সোজা করা ছিলো একটি বিখ্যাত কাজ। আর তীর ছিলো আরবজাতির বীরত্বের প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতার যেভাবে সোজা রাখতেন তা এই তীরের চেয়েও বেশী সোজা হতো। তাই নামাযের কাতারের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইমাম সাহেব নামাযের জন্য দাঁড়িয়েই কাতার সোজা হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করবেন। কাতার সোজা করার জন্য হজুরের হাদীসটি উদ্ধৃত করবেন।

১০১৮-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ اتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

১০১৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের ইকামত দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন এবং বললেন, নিজ নিজ কাতার সোজা করো এবং পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পেছনের দিক হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই (বুখারী)। বুখারী ও মুসলিমের মিলিত বর্ণনা হলো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের কাতারগুলোকে পূর্ণ করো। আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।

ব্যাখ্যা : “আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই” একথার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ কশকের দ্বারা সব দেখতে পেতেন। এর অর্থ গায়েব জানা নয়।

১০১৯-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

১০১৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতার সোজা করে নাও। কারণ নামাযের কাতার সোজা করা নামায কামেম করার নামাস্তর (বুখারী, মুসলিম)। কাতার সোজা না থাকলে মন ঠিক থাকে না।

১০২০-وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْتَنِيَ مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَتَمَّ الْيَوْمَ أَشَدَّ اخْتِلَافًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২০। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন : সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগে পিছে হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের হৃদয়ে বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। তারপর ওইসব লোক যারা তাদের কাছাকাছি (মানের), তারপর ওইসব লোক যারা তাদের কাছাকাছি হবে। হযরত আবু মাসউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, আজ-কাল তোমাদের মধ্যে বড় মতভেদ (মুসলিম)।

মসজিদে হেঁচো না করা

১০২১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي مُنْكَمُ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ السُّوْاقِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা (নামাযে) আমার কাছ দিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের কাছাকাছি মানের লোক। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আর তোমরা (মসিজদে) বাজারের মতো হেঁচো করবে না (মুসলিম)।

১০২২- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا وَانْتُمُوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে প্রথম কাতারে এগিয়ে আসতে গড়িমসি লক্ষ্য করে তাদের বললেন, সামনে এগিয়ে আসো। আমার অনুসরণ করো। তাহলে যারা তোমাদের পেছনে আছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, একদল লোক সব সময়ই প্রথম সারিতে দাঁড়াতে দেরী করতে থাকে। শেষে আল্লাহ তাআলাও তাদের পেছনে ফেলে রাখবেন (মুসলিম)।

১০২৩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأْنَا حَلْقًا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقَالَ يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৩। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এসে আমাদেরকে গোলাকার হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বসা দেখে বললেন, কি কারণে তোমারাদেরকে ভাগ ভাগ হয়ে বসে থাকতে দেখছি। তারপর আর একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মধ্যে আসলেন

এবং বললেন, তোমরা কেনো এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও না যেভাবে ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তাঁরা প্রথমে সামনের সারি পুরা করে এবং সাড়িতে মিলেমিশে দাঁড়ায় (মুসলিম)।

নারী-পুরুষের উত্তম কাতার

১০২৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَئِهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَئِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের কাতার। আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম হলো পেছনের কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো প্রথম কাতার (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০২৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُصُوفُ صُفُوفِكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُا الْحَذَفُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০২৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযে) তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে) বাঁধবে। নিজেদের ঘাড় সোজা রাখবে। শপথ ওই জাতে পাকের যার হাতে আমার জীবন! আমি শয়তানকে বকরীর বাচ্চার মতো তোমাদের (নামাযের) কাতারের ফাঁকে ঢুকতে দেখি (আবু দাউদ)।

১০২৬- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّمُوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ تَقْصِرٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০২৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আগে প্রথম কাতার পুরা করো, এরপর পরবর্তী কাতার পুরা করবে। কোন কাতার অপূর্ণ থাকলে সেটা হবে একেবারে শেষের কাতার (আবু দাউদ)।

প্রথম কাতারের কবীলত

১০.২৭-وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونِ الصُّفُوفِ الْأُولَى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يُمَشِّيَهَا يَصِلُ الْعَبْدُ بِهَا صَفًّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১০২৭। হযরত বারীরা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যেসব লোক প্রথম কাতারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে তাদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত পাঠাতে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলার নিকট তার কদমের চেয়ে উত্তম কোন কদম নেই যে ব্যক্তি হেঁটে কাতারের খালি জায়গা পুরা করে।

১০.২৮-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১০২৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের সারির ডান দিকের লোকদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ষাতে থাকেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযের কাতারে ইমাম থেকে দূরে হলেও ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম বাম দিকে ইমামের কাছে দাঁড়ানোর চেয়ে। তবে বাম দিকের সারিতে কোন জায়গা খালি থাকলে দুই দিক বরাবর করার জন্য তখন বাম দিকে দাঁড়ানোই উত্তম।

১০.২৯-وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَوِّيَ صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১০২৯। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম) মুখে অথবা হাতে ইশারা করে কাতারগুলোকে সোজা করার জন্য বলতেন। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর জাহরীয়া বলতেন (আবু দাউদ)।

১০৩০ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ اعْتَدِلُوا سَوْأَ صُفُوقِكُمْ وَعَنْ يَسَارِهِ اعْتَدِلُوا سَوْأَ صُفُوقِكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামায শুরু করার আগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর ডান দিকে ফিরে বলতেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো'। তারপর তাঁর বাম দিকে ফিরেও বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো (আবু দাউদ)।

১০৩১ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ الْيُسْنُكُ مَنَاقِبَ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুগুলো নমনীয় রাখে, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযে কাঁধ নমনীয় রাখার ব্যাখ্যা ওলামায়ে কিরাম তিন রকম করেছেন। প্রথম হলো কোন ব্যক্তি যদি নামাযের কাতারে বরাবর হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে কেউ যদি তাকে সোজা করতে চায় সে যেনো সোজা হয়ে যায়। সোজা না হবার জন্য যেনো জেদ না ধরে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, কোন কাতারে জায়গা খালি আছে। কেউ যদি এই খালি জায়গায় দাঁড়াতে চায় তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়, বরং দাঁড়াতে সুযোগ দেবে। কাঁধকে নরম রাখার তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, নামাযে খুজু খুশু ও প্রশান্তির জন্য এটা একটা প্রতিকী শব্দ। যে ব্যক্তিই উত্তম নামাযী সে দিল জমিয়ে একত্র চিন্তে এক ধ্যানে এক মনে নামায আদায় করে। এটাই কাঁধ নরম রাখা, কোন অহমিকা না থাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১০৩২ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তোমরা নামাযে

সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আমার জীবন যার হাতে নিহিত তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে সামনে দিয়ে যেরূপ দেখতে পাই পেছনের দিকেও সেরূপ দেখতে পাই (আবু দাউদ)।

প্রথম সারির মর্যাদা বেশী

১০৩৩- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الثَّانِي قَالَ وَعَلَى الثَّانِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوا فِي أَيْدِي أَخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ يَعْنِي أَوْلَادَ الضَّالِّانِ الصِّغَارِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০৩৩। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামাযে প্রথম সাড়িতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর রহমত পাঠান। একথা শুনে সাহাবাগণ নিবেদন করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামাযের প্রথম সারির উপর রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর দ্বিতীয় সারির উপর। তিনি উত্তরে বললেন, দ্বিতীয় সারির উপরও। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতারগুলোকে সোজা রাখো, কাঁধকে বরাবর করো, ভাইদের হাতের সাথে নরম থাকবে। কাতারের মধ্যে খালী জায়গা ছাড়বে না। তাহলে শয়তান তোমাদের মধ্যে ছাগলের কালো বাচ্চার মতো ঢুকে পড়বে (আহমাদ)।

১০৩৪- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِي أَخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযের কাতার সোজা রাখবে। কাঁধকে বরাবর করবে। কাতারের খালি জায়গা পূরা করে নিবে। নিজেদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে। কাতারের মাঝে শয়তান দাঁড়াবার কোন খালি জায়গা ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ তাআলা (তঁার রহমতের সাথে) তাকে মিলিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভাঙবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার রহমত হতে কেটে দেন (আবু দাউদ। নাসাঈ এই হাদীসকে, 'মান ওয়াসাল্লা সাফকান' হতে শেষ পর্যন্ত নকল করেছেন)।

নামাযে ইমাম দাঁড়াবে মাঝ বরাবর

১০৩৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّطُوا الْأَمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামকে মাঝখানে রাখো, সারির মধ্যে খালি জায়গা বন্ধ করে দিও (আবু দাউদ)।

১০৩৬- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু লোক সব সময়ই নামাযে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকে, এমন কি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দোজখের দিকে পিছিয়ে দেন (আবু দাউদ)।

১০৩৭- وَعَنْ أَبِي بَصَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّيُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০৩৭। হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে আবার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : সম্ভবত আগের কাতারে খালি জায়গা ছিলো। এরপরও সে ব্যক্তি পেছনের কাতারে একা দাঁড়িয়েছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুত্তাহাব হিসাবে আবার নামায পড়তে হুকুম দিয়েছেন। ইমাম আহমাদের মত হলো একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে সেই নামায হবে না। ইমাম বুখারী ও শাফেরী (রহ) বলেন, নামায হবে, তবে নামায মকরুহ হবে।

۲۵ - بَابُ الْمَوْقِفِ

২৫ - ইমাম ও মোক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৩৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَّ لَنِي كَذْلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشُّقِّ الْأَيْمَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৩৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা (রা)-র ঘরে রাতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে তাঁর হাত দিয়ে আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন (বুখারী-মুসলিম)।

তিনজনের জামায়াত

১০৩৯ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَّارَانِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جِبَارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৩৯। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন। (পেছন দিয়ে টেনে এনেই) আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে

দিলেন। এরপর জাব্বার ইবনে দাখ্বর এলেন। রাসূলুল্লাহর বাম পাশে দাড়িয়ে গেলেন। (এরপর) তিনি আমাদের দুই জনের হাত একত্র করে ধরলেন। আমাদেরকে (নিজ নিজ জায়গা হতে) সরিয়ে এনে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন (মুসলীম)

ব্যাখ্যা : এই হাদিস ও আগের হাদিস থেকে বুঝা গেলো মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। এর বেশী হলে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

নারী পুরুষের নামায

১০৬০- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَتْنَمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতিম আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহর সাথে নামায পড়ছিলাম। আর উম্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : উম্মে সুলাইম ছিলেন হযরত আনাসের মা। আর ইয়াতিম ছিলো তাঁর ভাই। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো ইমামের পেছনে নারী পুরুষ মুক্তাদী হিসাবে থাকলে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে পুরুষগণ। আর পেছনের কাতারে দাঁড়াবে মহিলাগণ।

১০৬১- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَيَأْمُهُ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪১। হযরত আনাস রাঃ হতেই বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে, তার মা ও খালা সহ নামায পড়লেন। তিনি বলেন আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। আর মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে (মুসলীম)।

১০৬২- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১০৪২। হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ কাছে এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে ছিলেন। রুকু ছুটে যাবার আশংকায় কাতারে পৌছার আগেই তিনি তাকবীর তাহরীমা দিয়ে রুকুতে চলে গেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে কাতারে এসে শামীল হলেন।

রাসূলুল্লাহর কাছে এই ঘটনা উল্লেখ হলে তিনি বললেন, 'এতায়াত ও নেক কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের লোভ-লালসা আরো বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ করবেনা (বুখারী)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদাত ইত্যায়াতের তথা নেক কাজের আগ্রহকে এখানে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জামায়াতে নামায ধরার জন্য এত হুড়াতাড়া করতে নিষেধ করেছেন। ধীর স্থির ভাবে হেঁটে চলে যেখানে ইমামকে পাওয়া যায় সেখানেই ইমামের পেছনে নামাযের ইকতেদা করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০৬৩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১০৪৩। হযরত সামুরাহ ইবনে 'জুনদুব' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আমাদের তিন ব্যক্তি নামায পড়বে তখন আমাদের একজন (উত্তম ব্যক্তি) সামনে চলে যাবে অর্থাৎ ইমামতি করবে (তিরমিজী)।

১০৬৬- وَعَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّيُ وَالنَّاسُ اسْقَلُ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْقَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ تَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لَكَ تَبِعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৪৪। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (একদিন) মাদায়েনে (নামাযে) মানুষের ইমামতি করছিলেন। নামায পড়ার জন্য তিনি একটি চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ ছিলেন তার নীচে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে হযরত হোজাইফা কাতার থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে গেলেন এবং আম্মারের হাত ধরলেন। আম্মার তাঁকে অনুসরণ করলেন। হযরত হোজাইফা তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন। আম্মারের নামায শেষ হবার পর হযরত হোজাইফা তাঁকে বললেন। আপনি কি শুনেনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি

জামায়াতে নামাযের ইমাম হলে তার দাঁড়াবার জায়গা যেনো মুক্তাদীদের দাঁড়াবার জায়গা হতে উঁচু না হয়। অথবা এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। হযরত আশ্চার জবাব দিলেন; এই জন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি (আবু দাউদ)।

• ব্যাখ্যা : ইমাম একা কোন উঁচু স্থানে আর মুক্তাদীরা নীচে থাকলে নামায মকরুহ হবে। এই কারণেই হযরত হুযাইফা হযরত আশ্চারকে হাতে ধরে নীচে নামিয়ে এনেছেন। কারণ ইমাম উপরে ও মুক্তাদীরা নীচে ছিলো।

১০৬ - وعن سَهْلٍ سَعْدِ بْنِ السَّاعِدِ يُّ أَنَّهُ سُئِلَ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ نِ الْمَنْبِرُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمَلُهُ فَلَانَ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَنْبِرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ - هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي .

১০৪৫। হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বর কিসের তৈরী ছিলো? তিনি বললেন জঙ্গলের ঝাউ কাঠের তৈরী ছিলো। এটাকে অমুক রমণীর আশাদ করা গোলাম অমুকে রাসূলুল্লাহর জন্য তৈরী করেছিলেন। এটা তৈরী হয়ে গেলে, মসজিদে রাখা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দাঁড়ালেন। কেবলামুখী হয়ে নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা বাঁধলেন। সকলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ মেষের উপর থেকেই কারায়াত পড়লেন। রুকু করলেন। অন্যান্য লোকও তাঁর পেছনে রুকু করলেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। এরপরে মেষর থেকে পা নামিয়ে জমিনে সিজদা করলেন। এরপর আবার তিনি মিস্বরে উঠলেন। কারাত পড়লেন। রুকু করলেন রুকু হতে মাথা উঠালেন তারপর পেছনে সরে আসলেন ও জমিনে সিজদা করলেন (এই ভাষা বুখারীর। আবার বুখারী মুসলীমের মিলিত বর্ণনাও এরূপই। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাদীসের শেষে একথাও বলেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হতে অবসর

হলেন, তখন বললেন, “আমি এই জন্য এই কাজ করেছি, তোমরা যেনো আমার অনুসরণ করো। আমার নামাযের অবস্থা, এর হুকুম আইকাম জানতে পারো।)

ব্যাখ্যা : মদিনা হতে দুই জেলা দূরে একটি জঙ্গল ছিলো। ওখানে ছিলো অনেক গাছ গাছড়া। এখানেই অনেক ‘ঝাউ গাছ’ও ছিলো। এই ঝাউ গাছের কাঠ দিয়েই রাসূলুল্লাহর জন্য মিশর বানানো হয়েছিলো।

১০৬৭- وعن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হুজরা খানায় নামায পড়লেন। আর লোকেরা হুজরার বাইর থেকে তাঁর সাথে নামাযের ইকতেদা করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের সম্পর্ক রামাদান মাসের সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসে মসজিদের এক অংশে ইতেকাফের জন্য হুজরা বানিয়ে নিতেন। এই হুজরা থেকেই কিছুদিন তারাবিহর নামায পড়েছেন। এই সময় সাহাবায়ে কিরাম হুজরার বাইর থেকেই রাসূলুল্লাহর সাথে তারাবিহর নামায পড়তেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০৬৭- عن أبي مالك الأشعرى قال أَلَا أَحَدٌ تُكْمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَ الرِّجَالَ وَصَفَ خَلْفَهُمُ الْعِلْمَانِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَوَةُ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمْتِي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -

১০৪৭। হযরত আবু মালেক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো? (তাহলে) অনো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নামাযের জন্য দাঁড় করিয়ে (প্রথমতঃ) পুরুষদের কাতার ঠিক করতেন। এরপর তাদের পেছনে ছেলেদের কাতার দাঁড় করাতেন। তারপর তাদের নামায পড়িয়েছেন। হযরত আবু মালেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন। রাসূলুল্লাহ পরে বললেন, এভাবে নামায পড়তে হবে। আবদুল আ'লা যিনি আবু মালেক হতে নকল করেছেন, বলেন, আমার ধারণা, আবু মালিক ‘আমার উম্মাতের’ একথাটিও বলেছেন (আবু দাউদ)।

১০৬৪-وعن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنُحَانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَأْتِي لَا يَسُوءُكَ اللَّهُ إِنْ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلْكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ أَسَى وَلَكِنْ أَسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِي بِأَهْلِ الْعَقْدِ قَالَ الْأَمْرَاءُ -رَوَاهُ النَّسَائِيُّ-

১০৪৮। হযরত কয়েস ইবনে ওবাদ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাকে পেছন থেকে টেনে একদিকে নিয়ে নিজে আমার জায়গায় দাঁড়ালেন। আল্লাহর কসম! এই রাগে নামাযে আমার হুঁশ ছিলোনা। নামায শেষ করার পর আমি তাকালাম। দেখলাম তিনি হযরত উবাই ইবনে কাযাব। আমাকে রাগত দেখে তিনি বললেন, হে যুবক! (আমার কাজটির জন্য) আল্লাহ তোমাকে যেনো কষ্ট না দেয়! আমার জন্য রাসূলুল্লাহর অসিয়ত ছিলো, আমি যেনো তাঁর কাছে দাঁড়াই। তারপর কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার এই কথা বললেন, রাকের কা'বার শপথ! ধ্বংস হয়ে গেছে আহলুল আকদ। আরো বললেন, আল্লাহর শপথ! তাদের উপস্থিতি অর্থাৎ জনগণের ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা নেই। চিন্তা তো হলো ওদের জন্য যাদের নেতারা পথভ্রষ্ট করছে। কয়েস ইবনে ওবাদ বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কাযাবকে বললাম। হে আবু ইম্মাকুব! 'আহলুল আকদ' বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'উমারা' অর্থাৎ নেতা ও শাসকবর্গ (নাসাই)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ বলেছেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ مِنْكَ اَوْلَا اَخْلَامٍ "তোমাদের বালগ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। এটাকেই রাসূলুল্লাহর অসিয়ত হিসাবে-উবাই ইবনে কাযাব বুঝিয়েছেন। এবং এই বাণী অনুযায়ী ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবার জন্য ছেলেটিকে সরিয়ে নিজে প্রথম কাতারে ইমামের কাছে দাঁড়িয়েছেন। আর ছেলেটি প্রথম কাতারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলো। এটা বুঝতে পেরেই উবাই ইবনে কাযাব তাকে সাব্বনা দিয়েছেন।

بَابُ الْإِمَامَةِ

ইমামের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৪৯- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ.

১০৪৯। হযরত আবু মাসউদ রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির ইমামতী ওই ব্যক্তি করবেন, যিনি আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালো পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মধ্যে যদি সকলেই ভালো কারী হন তাহলে ইমামতী করবেন এই ব্যক্তি যিনি সুন্নাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াক্কেফহাল। যদি সুন্নাত সম্পর্কেও সকলে এক সমানই জ্ঞানী হন তাহলে যে মদিনায় সকলের আগে হিজরাত করে এসেছেন। হিজরাতের ব্যাপারেও যদি সকলে এক সমান হন। তাহলে ইমামাত করবেন যিনি বয়সে সকলের বড়ো। আর কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবেনা। কেউ কারো বাড়ী গিয়ে তার আসন ছাড়া যেনো বিনা অনুমতিতে বাড়ী ওয়ালার আসনে না বসে (মুসলীম)।

১০৫০- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمَرْهُمْ أَحَدُهُمْ وَاحْقُفْهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন তিনজন হবে; নামায পড়ার জন্য একজনকে ইমাম বানাবে। ইমামতীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য যে কুরআন সবচেয়ে ভালো পড়ে ন (মুসলীম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০৫১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذَّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤْمَرْكُمْ قَرَأَ كُمْ -

১০৫১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম তাঁরই আযান দেয়া উচিত। আর তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল কারী তাকেই তোমাদের ইমামতী করা উচিত (আবু দাউদ)

১০৫২-وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعَقِيلِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلًّى نَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ فَقُلْنَا لَهُ تَقْدَّمْ فَصَلِّهِ قَالَ لَنَا قَدْ مَوَّا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَاحَدَ ثُكْمٌ لِمَ لَا أَصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَقَوْمًا فَلَا يُؤْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১০৫২। হযরত আবু আতিয়্যাভুল ওকাইলী (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মালেক ইবনে হয়াইরাস (সাহাবী) আমাদের মসজিদে আসতেন। আমাদেরকে হাদিস আলোচনা করে শুনাতেন। একদিন তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে আছেন নামাযের সময় হয়ে গেলো। আবু আতিয়্যাহ বলেন, আমরা হযরত মালেকের কাছে আবেদন করলাম সামনে বেড়ে আমাদের নামাযের ইমামতী করার জন্য। হযরত মালেক বললেন, তোমরা তোমাদের কাউকে আগে বাড়িয়ে দাও। সে-ই তোমাদের নামায পড়াবে। আর আমি কেনো নামায পড়াবোনা। কারণ তোমাদেরকে বলছি। আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সে যেনো তাদের ইমামতী না করে। বরং তাদের মাঝে কেউ ইমামতী করবে (আবু দাউদ, তিরমিজী। নাসাইও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহর শব্দগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : হযরত মালেক (রা) একজন মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাহাবী। এরপরও তিনি তখনকার লোকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও নামাযের ইমামতী করতে সামনে বাড়েননি। কারণ এসব অবস্থায় স্থানীয় লোকদেরকে ইমামতি করার হক বেশী। রাসূলুল্লাহর হাদিসের উপর তিনি আমল করেছেন।

অঙ্কের ইমামতী জায়েয

১০৫৩-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -

১০৫৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে নামায পড়বার জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। অথচ তিনি ছিলেন জন্মাক (আবু দাউদ)।

অপছন্দনীয় ইমামের নামায কবুল হয়না

১০৫৪-وعن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أَذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَامَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১০৫৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তির নামায কান হতে উপরের দিকে উঠেনা (অর্থাৎ কবুল হয়না)। প্রথম হলো কোন মালিকের কাছে থেকে ভেগে যাওয়া গোলাম যতক্ষণ তার মালিকের কাছে ফিরে না আসবে। দ্বিতীয় ওই নারী, যে তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাটালো। তৃতীয় হলো ওই ইমাম যাকে তার জাতি পছন্দ করেনা (তিরমিজী)। তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি গরীব।

ব্যাখ্যাঃ নামাযের ইমামতী এবং জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ইমামাতের মধ্যে গণ্য।

তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না

১০৫৫-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دَبَّارًا وَالِدَبَّارُ أَنْ يَزَيِّبَهَا بَعْدَ أَنْ تَقَوَّتْ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةٍ

১০৫৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না। ওই ব্যক্তি যে কোন জাতির ইমাম অথচ সেই জাতি তার উপর সন্তুষ্ট নয়। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে নামাযে পড়ে আসে। পড়ে আসা অর্থ হলো নামাযের মোক্তাব সময় চলে যাবার পরে আসে। তৃতীয় ওই ব্যক্তি যে আবাদ ব্যক্তিকে গোলাম মনে করে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

১০৫৬- وعن سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَذَاقَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُ وَنَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ
 -رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ-

১০৫৬। হযরত সালমা বিনতুল হোর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিয়ামতের আলামতের একটি আলামত হলো মসজিদে উপস্থিত শামাযীরা একে অপরকে বলবে। তাদের নামায পড়িয়ে দিতে পারবে এমন উপযুক্ত ইমাম পাবেনা (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো কিয়ামতের আগে জিহালাত ও মূর্খতা বেড়ে যাবে। মানুষ এতো মূর্খ ও জ্ঞানহীন হয়ে যাবে যে তারা ইমামতী করার যোগ্য থাকবেনা। অজ্ঞতা মূর্খতার জন্য কেউ ইমাম হতে চাইবেনা। একে অপরকে বলবে তুমি নামায পড়াও। এই ঠেলাঠেলি কিয়ামতের লক্ষণ।

১০৫৭- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ
 وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكِبَائِرَ وَالصَّلَاةُ
 وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكِبَائِرَ وَلِالصَّلَاةُ
 وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكِبَائِرَ -رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ-

১০৫৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর প্রত্যেক নেতার সাথে চাই সে নেককার হোক কি বদকার, জিহাদ করা ফরয। যদি সে কবিরাত্তনাহও করে। প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে শামায পড়া তোমাদের জন্য ওয়াজেব। (সেই নামায আদায়কারী) নেককার হোক কি বদকার। যদি সে কবিরাত্তনাহও করে থাকে। নামাযে জানাযাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সে নেককার হোক কি বদকার। সে ত্তনাহ কবিরাত্তনাহ করে থাকলেও (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : ‘জেহাদ ফরয’ একথার অর্থ হলো কোন কোন সময় জেহাদ ‘ফরজে আইন’ আবার কোন কোন সময় জেহাদ ‘ফরজে কেফায়া’।

এই হাদিসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের পেছনেই নামায পড়া যায়। যদি সে ফাসেকও হয়। কিন্তু ফেসকী যেনো কুফরীর পর্যায়ে গিয়ে না পড়ে। তবে আলেমরা মনে করেন, ফাসেকের পেছনে নামায মকরুহ হয়। নেক কামুযের উপস্থিতিতে ফাসিকের ইমামাত করা উচিত নয়। নামাযে জানাযা ফরয অর্থ করয়ে কেফায়া’। প্রত্যেক মুসলমানেরই উপরই জানাযার নামায ফরয।

ভূমীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনেবের ইমামতী

১০৪- عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرٍ النَّاسُ بِمَرْبِنَا الرُّكْبَانِ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحُ فَيَقُولُونَ أَتَرْكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادِرَ كُلِّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَدَرَّ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينَ كَذَا وَصَلَاةً كَذَا فَيُحِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذَنُ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤْمِّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَتَنْظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لَمَّا كُنْتُ أَتْلُقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدْ مُنِنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا بِنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِتِّينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ الْأَتْعَطُونَ عَنَّا اسْتَ قَارَنُكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৫৮। হযরত আমর ইবনে সালেমাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কুয়ার পাড়ে বসবাস করতাম। এটা মানুষের চলাচলের জায়গা। যে কাফেলা আমাদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করে আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতাম মানুষের কি হলে মানুষের! এই লোকটি (রাসূলুল্লাহ) কি হলো? আর এই লোকটির বৈশিষ্ট্য কি? এই সব লোক আমাদেরকে বলতো। তিনি নিজেকে রাসূল হিসাবে দাবী করেন। আদ্বাহ তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। (কাফেলার লোক তাদের কুরআনের আয়াত পড়ে শুনাতে) বলতো এসব তাঁর কাছে ওহী হিসাবে আসে। বস্তুতঃ কাফেলার কাছে আমি রাসূলুল্লাহর যে সব গুণাগুণের কথা ও কুরআনের যে সব আয়াত পড়ে শুনাতে এগুলোকে এমন ভাবে স্মরণ রাখতাম যা আমার সিনায় গেঁথে থাকতো। আরববাসী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয় হবার অপেক্ষা করছিলো। অর্থাৎ তারা বলতো। মক্কা বিজয় হয়ে গেলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আর একথাও বলতো এই রাসূলকে তাদের জাতির উপর ছেড়ে দাও। যদি সে জাতির উপর বিজয় লাভ করে (মক্কা বিজয় করে নেয়) তাহলে মনে করবে সে

সত্য নবী। মক্কা বিজয় হয়ে গেলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার পিতা জাতির প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি (ইসলাম গ্রহণ করে) ফিরে আসার পর জাতির কাছে বলতে লাগলেন। আহ্লাহর কসম! আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। তিনি বলেছেন, অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে। আর তোমাদের যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে জানে সে ইমামতী করবে। বক্তৃতঃ যখন নামাযের সময় হলো ও জামায়াত প্রস্তুত হলো মনুষ্যেরা কাকে ইমাম বানাবে পরস্পরের প্রতি দেখতে লাগলো। কিন্তু আমার চেয়ে ভালো কুরআন পড়ার লোক পেলোনা। কেনোনা আমি কাকফলাওয়ালাদের কাছে কুরআন শিখছিলাম। লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলো। এসময় আমার বয়স ছিলো ছয় কি সাত বছর। আমার পরনে ছিলো শুধু একটি চাদর। আমি যখন সেজদায় যেতাম; চাদরটি আমার শরীর হতে সরে যেতো। আমাদের জাতির একজন নারী (এ অবস্থা দেখে) বললো আমাদের সামনে থেকে তোমরা তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে দিচ্ছোনা কেনো? জাতির লোকেরা যখন কাপড় খরিদ করলো এবং আমার জন্য জামা বানিয়ে দিলো। এই জামার জন্য আমার মন এমন খুশী হলো যা আর কখনো হয়নি (বুখারী)।

১০৫৯-وعن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبوسلمة بن عبد الأسد - رواه البخاري

১০৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় প্রথম আগমনকারী মুহাজিরগণ যখন আসলেন, আবু হোজাইফার আযাদ গোলাম হযরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন। মুক্তদীদের মধ্যে হযরত উমার রাঃ হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদও शामिल থাকতেন (বুখারী)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু সালেম হযরত হোজাইফার আযাদ করা গোলাম ছিলেন। তিনি মর্যাদাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত ও উচ্চমানের কারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন থেকে কুরআন শিখার হুকুম দিয়েছিলেন। এদের একজন ছিলেন হযরত সালেম। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। এতেই তিনি কতো বড় কারী ছিলেন তা বুঝা যায়?

১০৬০-وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شبراً رجل أم قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان رواه ابن ماجه

১০৬০। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তি এমন আছেন যাদের নামায় মাথার উপরে এক বিষত পরিমাণও যায়না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো যে জাতির ইমাম। অথচ জাতি তার উপর অসন্তুষ্ট। দ্বিতীয় ওই নারী যে এই অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে তার স্বামী তার উপর রাগ। তৃতীয় দুই ভাই। যাদের পরস্পরের উপর পরস্পর নাখুশ (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : ইমাম হতে হবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য, ভাকওয়াসম্পন্ন। যার উপরে সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। স্ত্রী হতে হবে-স্বামীর প্রতি অনুরাগী ও আনুগত্যশীল। স্বামীর সব হুক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীও আবার স্ত্রীর সব দিক লক্ষ্য রাখবে। দু'ভাই কলহ বিবাদ করে পরস্পর সম্পর্ক খারাপ করে থাকবেনা। কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখতে পারবেনা, তিন দিন পর্যন্ত শর'য়ী কারণ ছাড়া পারস্পরিক কথাবার্তা বন্ধ রাখা হারাম। এমনটা করবেনা। করলে এদের নামায় কবুল হবেনা।

ইমামের কর্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ৬১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّيِّ فَيُخَفِّفُ مُحَافَاةً أَنْ تُفَنَّنَ أُمُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৬১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আর কোন ইমামের পেছনে এতো হালকা ও পরিপূর্ণ নামায় পড়িনি। তিনি যদি (নামাযের সময়) কোন বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতেন, মা চিন্তিত হয়ে পড়বে ভেবে নামায সংক্ষেপ করে ফেলতেন (বুখারী- মুসলিম)।

১. ৬২- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ اطَّلَافَهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّيِّ فَأُتَجَوِّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجَدْتُ أُمَّهُ مِنْ بُكَائِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৬২। হযরত আবু কাতাদাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি নামায় শুরু করলে তা লম্বা করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখনই (পেছন থেকে) বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনি, তখন আমার নামাযকে আমি সংক্ষেপ করি। কারণ তার কান্নায় তার মায়ের মনের উদ্বেগতা যে বেড়ে যাবে তা আমি জানি (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেলো নামাযীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য।

১. ৬৩- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء - متفق عليه

১০৬৩। হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জেমাদের যারা মানুষের নামায পড়ায় সে যেনো নামায সংক্ষেপ করে। কারণ (তার পেছনে) মুজাদীদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বুড়োও থাকে (তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও দরকার)। আর তোমাদের কেউ যখন একা একা নামায পড়বে-সে যতো ইচ্ছা নামায দীর্ঘ করতে পারে (বুখারী-মুসলিম)।

১. ৬৪- وعن قيس بن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلاً قال والله يا رسول الله اني لا تأخر عن صلاة الفلاة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضباً منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فأبكم ماصلي بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة متفق عليه

১০৬৪। হযরত কয়েস ইবনে আবু হাযেম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবুদুদুহ ইবনে মাসউদ রাঃ আমাকে বলেছেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে স্মরণ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তি খুব দীর্ঘ নামায পড়ার কারণে আমি ফজরের নামাযে দেরীতে আসি। হযরত আবু মাসউদ বলেন, সেদিন নসিহত করার সময় আর কোন দিন রাসূলুল্লাহকে আজকের মতো এতো রাগ করতে দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেউ (দীর্ঘ করে নামায পড়ে) মানুষকে কষ্ট করে তোলে। (সাবধান!) তোমাদের যে ব্যক্তি মানুষকে (জামাআতে) নামায পড়াতে। সে যেনো সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ মুজাদীদের মধ্যে দুর্বল, বুড়ো, প্রয়োজনের তাড়ার লোকজন থাকে (বুখারী-মুসলীম)।

[এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই]

১. ৬৫- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم - رواه البخاري

১০৬৫। হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদেরকে ইমাম নামায় পড়াবেন। বস্তুতঃ যদি নামায় উত্তম ভাবে পড়ায় তাহলে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে (তার জন্যও আছে)। আর সে যদি কোন ভুল করে, তাহলে তোমরা সওয়াব পাবে। তার জন্য সে গুনাহগার হবে (বুখারী)।

এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১০৬৬- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أَخْرُمَا عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخَفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَمْ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَدْنُهُ فَأَجْلِسْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَ فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيْ ثُمَّ قَالَ أَمْ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ .

১০৬৬। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুদ্দাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যে শেষ অসিয়ত করেছেন তা ছিলো, যখন তোমরা মানুষের (নামাযের) ইমামতী করবে, সংক্ষেপ করে নামায পড়াবে (মুসলীম)।

মুসলীম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুদ্দাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমানকে বলেছেন। নিজ জাতির ইমামতী করো। হযরত ওসমান বললেন, আমি আরয় করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে খটকা লাগে। একথা শুনে রাসূলুদ্দাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। আমার কাছে এসো। আমি তার কাছে এলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। আমার সিনার উপর দুই ছাতির মধ্যে তাঁর নিজের হাত রেখে বললেন। এদিকে পিঠ ফিরাও। আমি তাঁর দিকে আমার পিট ফিরালাম। তিনি আমার পিঠে দুই কাঁধের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন। যাও, নিজের জাতির নামাযে ইমামতী করো। (মনে রাখবে) যখন কেউ কোন জাতির ইমামতী করবে। তার উচিত ছোট করে নামায পড়ানো। কারণ নামাযে বুদ্ধো থাকে। অসুস্থ মানুষ থাকে। দুর্বল ও প্রয়োজনের তাড়া আছে এমন লোক থাকে। যখন কেউ একা একা নামায পড়বে সে যে ভাবে যতো দীর্ঘ চায় নামায পড়বে)।

১০৬৬- وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِنَا بِالْتَّخْفِيفِ وَيَوْمُنَا بِالصَّافَاتِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

১০৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংক্ষেপ করে নামায পড়াবার হুকুম দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে যখন নামায পড়াতেন 'সফফাত' সূরা দিয়ে নামায পড়াতেন (নাসাই)।

بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمَتَابَعَةِ وَحُكْمُ الْمَسْبُوقِ

মুত্তাদীর কাজ ও মসবুকের করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৬৮- عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ لَمْ يَحْنُ أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৬৮। হযরত বারীআ ইবনে আয়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম। বক্তৃতঃ তিনি যখন 'সমিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন যে পর্যন্ত তিনি সাজদার জন্য তাঁর কপাল মাটিতে না লাগাতেন, আমাদের কেউ পিঠ বুকাতেন না (বুখারী মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : নামাযের কোন অঙ্গ ইমামের আগে না করার জন্য এই সতর্কতা।

১০৬৯- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالتَّصَرُّفِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা রুকু, সিজদা করার সময় দাঁড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবেনা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার সম্মুখে দিয়ে পেছনে দিক দিয়ে দেখে থাকি (মুসলীম)।

১০৭০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَادُ رُؤَاةَ إِمَامٍ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ .

১০৭০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করোনা। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন বলবে 'ওয়ালাদ দাঈন', তোমরা বলবে 'আমীন'। ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। ইমাম যখন বলবে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', তোমরা বলবে 'আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদু (বুখারী- মুসলীম)। কিন্তু ইমাম বুখারী 'ওয়াইজ কালা ওয়ালাদ দাঈন' উল্লেখ করেননি।

১০৭১ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرَعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قَعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى أَجْمَعُونَ وَزَادَ فِي رَوَايَةٍ فَلَا تُخْلَفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَسَجُدُوا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০৭১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরের সময় ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি নীচে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর ডান পাজরের চামড়া উঠা-গিয়ে ব্যথা পেলেন (দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারছিলেন না)। তাই তিনি বসে বসে আযানেরকে

(পাঁচ বেলা নামাযের) কোন এক বেলা নামায পড়ালেন। আমরাও তার পেছনে বসে বসেই নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন। ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেহেতু তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। তাই ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রুকু করবে, তোমরাও রুকু করবে। ইমাম রুকু হতে উঠলে তোমরাও রুকু হতে উঠবে। ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলবে। আর যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে, তোমরা সব মুজাদীও বসে নামায পড়বে। ইমাম হুমাইদী রহঃ বলেন, 'ইমাম বসে নামায পড়লে' তোমরাও বসে নামায পড়বে রাসূলুল্লাহর এই হুকুম, তার প্রথম অসুখের সময়ের হুকুম ছিলো। পরে মৃত্যু-শয্যায় (ইন্তেকালের একদিন আগে) রাসূলুল্লাহ বসে বসে নামায পড়িয়েছেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়ার হুকুম দেননি। রাসূলুল্লাহর এই শেষ কাজের উপরই আমল করা হয়। এগুলো হলো বুখারীর ভাষা। এর উপর ইমাম মুসলীম একমত হয়েছেন। মুসলীমে আরো একটু বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন। ইমামের বিপরীত কোন কাজ করোনা। ইমাম সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে (বুখারী)।

১.৭২- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خَفَةً فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاءِ تَخْطُانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حَسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوَمَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يُسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ

১০৭২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এসময় একদিন বেলাল রাঃ নামায পড়াবার জন্য রাসূলুল্লাহকে ডাকতে এলো। রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বসো। তাই হযরত আবু বকর রাঃ সে কক্ষদ্বার (সতর বেলা) নামায পড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি

ওয়াসাত্লাম একদিন একটু সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে দুলা মাটির সাথে চেতিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে এলেন। মসজিদে প্রবেশ করলে হযরত আবু বকর রাঃ রাসূলের আগমন টের পেলেন ও পিছু হটে গুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ তা দেখে ওখান থেকে সরে না আসার জন্য আবু বকরকে ইশারা করলেন। এরপর তিনি এলেন এবং আবু বকরের বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সালাত্লাম আলাইহে ওয়াসাত্লাম বসে বসে নামায পড়তে লাগলেন। হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহর নামাযের ইকতেদা করতেন। আর লোকেরা হযরত আবু বকরের নামাযের ইকতেদা করে চলছেন (বুখারী-মুসলীম)

উভয়ের আর এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর লোকদেরকে রাসূলের তাকবীর উদ্ঘাতে লাগলেন।

১০৭৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৭৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সালাত্লাম আলাইহে ওয়াসাত্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকু সাজ্জদা হতে) মাথা উঠায় সে কি এ কথার ভয় করেনা যে আল্লাহ তায়াল্লা তার মাথাকে পরিবর্তন করে গাধার মাথায় পরিণত করবেন (বুখারী মুসলীম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০৭৪- عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَتَيْ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَضْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১০৭৪। হযরত আলী ও হযরত মুআজ্জ ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন। রাসূলুল্লাহ সালাত্লাম আলাইহে ওয়াসাত্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জামায়াতের নামাযে শরীক হবার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে তাকে সে কাজই করতে হবে যে কাজ ইমাম করবে (তিরমিজী। তিনি বলেন, এই হাদিসটি গরীব)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাবার পর কোন লোক জামায়াতে শরীক হলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম যদি কিয়াম অবস্থায় থাকে, কিয়ামে দাঁড়াবে। রুকুতে, সাজ্জদায় বা বৈঠকে থাকলে সেখানেই তাঁর সাথে শরীক হবে।

১০৭৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سَجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৭৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা জামায়াতে শরীক হবার জন্য নামাযে এলে আমাদেরকে সিজদায় পেলে তোমরাও সিজদায় চলে যাবে। আর সিজদাকে (কোন রাকাত) হিসাবে গণ্য করবেনা। তবে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকাত পেয়ে যাবে সে পুরা রাকাত পেয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

১০৭৬- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَأَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১০৭৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকবীর তাহরীমাসহ আত্মার জন্য জামায়াতে নামায পড়ে তার জন্য দুই ধরনের নাজাত লিখা হয়ে যায়। এক হলো জাহান্নাম থেকে নাজাত। আর দ্বিতীয় হলো মুনাফেকী থেকে নাজাত (তিরমিজী)।

জামায়াত ধরার মানসে মসজিদে গিয়ে জামায়াত না গেলেও সওয়াব পাওয়া যাবে

১০৭৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১০৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি ওজু করেছে এবং উত্তম ভাবে সে তার ওজু সমাপন করেছে। তারপরে মসজিদে গিয়েছে। সেখানে মানুষদেরকে নামায পড়ে ফেলেছে অবস্থায় পেয়েছে। আত্মার তাআলা তাকে নামাযীদের সমান সওয়াব মেন্ন করবেন যারা সেখানে হাজীর হয়ে নামায পুরা করেছে। অথচ তা তাদের সওয়াবে একটুও কমতি করবে না (আবু দাউদ ও নাসাই)।

১০৭৮- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ثَقَامَ رَجُلٍ فَصَلَّى مَعَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১০৭৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি (তাকে দেখে) বললেন। এমন কোন লোক কি নেই যে তাকে আল্লাহর পথে সাদকা দিয়ে তাঁর সাথে নামায পড়ে। এসময় এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং তার সাথে নামায পড়লেন (তিরমিজী আবু দাউদ)।

ক্যাম্বা ৪ হাদিসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে নামায শেষ করার পরে লোকটি মসজিদে প্রবেশ করেছে। জামায়াতে নামায পায়নি। জামায়াত হারাবায় দুঃখও তার মনে থাকতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ করে দিয়ে তাঁকে জামায়াতের সওয়াবের মালিক করার জন্য তার সাথে কেউ শরীক হয়ে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটাকেই আল্লাহর রাসূল সাদকা হিসাবে অভিহিত করেছেন। জামায়াতে নামায পড়লে একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে জামায়াত গঠনের কারন সে ছাব্বিশ গুণ সওয়াব বেশী পেয়ে গেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর। তিনি নফল নিয়্যাত করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলের মৃত্যু শর্যায় আবু বকরের ইমামতী

১০৭৯- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِنَبْوَةٍ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِنَبْوَةٍ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضِ فَقَعَدَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ إِذَا قَدْ قَالَ أَصَلَى قُلْنَا لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْظُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْيَامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَلَجَسَا إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৭৯। তাবেয়ী হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা রাঃ-র খিদমাতে হাজীর হয়ে বললাম। আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্ন অবস্থার (নামায আদায় করার ব্যাপারে) কিছু বলবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! (বলবো ওনো)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে নামাযের সময়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। (একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন। আমার জন্য ভাও ভরে পানি আনো। হযরত আয়েশা বলেন, আমরা তাঁর জন্য ভাও ভরে পানি আনলাম। তিনি সেই পানি দিয়ে গোসল করলেন। চাইলেন দাঁড়াতে। (কিন্তু দুর্বলতার কারণে) তিনি বেহঁশ হয়ে গেলেন। হঁশ এলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা

বললাম। এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে হে আব্বাহুর রাসূল! তিনি বললেন, আমার জন্য ভাত ভরে পানি আনো। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ উঠে বসলেন। আবার গোসল করলেন। চেয়েছিলেন দাঁড়াতে। কিন্তু (এসময়) বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন হুঁশ হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে?

আমরা আরম্ভ করলাম, এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে আব্বাহুর রাসূল! (আপনি বলেছেন ভাত করে পানি আনতে। আমরা পানি আনলে আপনি বসলেন, গোসল করলেন। তারপর আবার যখন উঠতে চাইলেন বেহুশ হয়ে গেলেন)। যখন হুঁশ এলো তখন বললেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা আরম্ভ করলাম, না; তারা আপনার অপেক্ষায় আছে, হে আব্বাহুর রাসূল। লোকেরা মসজিদে বসে-বসে ইশার নামায পড়ার জন্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দিয়ে (হযরত বিলাল) হযরত আবু বকরের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেবার জন্য। তাই দূত (বেলাল রাঃ) তাঁর কাছে এলেন। বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নামায পড়াবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। আবু বকর ছিলেন কোমলমতি মানুষ। তিনি একথা শুনে গুমরকে রাঃ) বললেন। উমার! তুমিই লোকদের নামায পড়িয়ে দাও। কিন্তু হযরত উমার বললেন। (আপনিই নামায পড়ান) এর জন্য আপনিই সবচেয়ে বেশী যোগ্য। এরপর হযরত আবু বকর রাসূলের অসুস্থতায় এ সময়ে (সতর বেলা) নামায মানুষদেরকে পড়ালেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটু সুস্থতাবোধ করলে দুই ব্যক্তির উপর ভর করে (এঁদের একজন হযরত ইবনে আব্বাস ছিলেন) জুহরের নামাযে (মসজিদে গমন করলেন। তখন হযরত আবু বকর নামায পড়ান্নিলেন। রাসূলুল্লাহর আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারা দিয়ে তাঁকে পেছনে সরে আসতে বারণ করলেন। যাদের উপরে ভর করে তিনি মসজিদে এসেছিলেন তাদের বললেন। আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। তাই তারা তাঁকে আবু বকরের পশ্চিমে বসিয়ে দিলেন। তিনি বসে বসে (নামায পড়াতে) লাগলেন।

হযরত ওবায়দুল্লাহ (এই হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন। হযরত আয়েশা হতে এই হাদিস শুনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাঁকে আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহর অসুখের সময়ের যে হাদিসটি হযরত আয়েশার কাছে শুনলাম তা-কি আপনার কাছে বর্ণনা করবো না? হযরত আব্বাস বললেন হাঁ, শুনাও। তাই আমি তাঁর সামনে হযরত আয়েশার কাছে শুনা হাদিসটি বর্ণনা করলাম। হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদিসের কোন কথা অস্বীকার করলেন না। অবশ্য তিনি বললেন, হযরত আয়েশা তোমাকে এই ব্যক্তির নাম বলেননি যিনি ইবনে আব্বাসের সাথে

ছিলেন! আমি বললাম, না, বলেন নি। ইবনে আব্বাস বললেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশা রাঃ হজুরকে ধরে নামাযে নিয়ে যাবার সময় দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন। অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। কারণ একপাশে হযরত ইবনে আব্বাস একা রাসূলুল্লাহকে ধরে নিয়ে গিয়েছেন। আর অপর পাশে আহলে বায়তের কয়েকজন ছিলেন। তারা পালাক্রমে একের পর এক একজন করে ধরেছেন। তাদের মধ্যে কখনো হযরত আলী কখনো উসামা অথবা ফজল ইবনে আব্বাস।

সূরা ফাতিহা না পেলে অর্ধেক সওয়াব

১০৮০- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أَمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَتْهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ.

১০৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) রুকু পেয়েছে সে গোটা রাকাতটাই পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি সূরায় ফাতিহা পড়া হতে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যক্তি অনেক সওয়াব হতে বঞ্চিত হয়েছে (মালিক)।

১০৮১- وعنه أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَرْقُعُ رَأْسَهُ وَيَحْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ - رَوَاهُ مَالِكٌ.

১০৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (রুকু ও সাজদায়) ইমামের আগে নিজের মাথা উঠিয়ে ফেলে অথবা বুকিয়ে ফেলে তাহলে মনে করতে হবে তার কপাল শয়তানের হাতে (মালিক)।

بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ مَرَّتَيْنِ

দুইবার নামায পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৮২- عن جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮২। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল রাঃ আনাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। এরপর নিজের গোত্র এঙ্গে তাদের নামায পড়াতেন (বুখারী-মুসলীম)।

১০৮৩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةً - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَارِجِيُّ

১০৮৩। ইয়রুত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মোসাজ রাঃ রাসূলুল্লাহর সাথে (জামায়াতে) ইশার নামায পড়তেন। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাদের আবার ইশার নামায পড়াতেন। আর জন্য তা ছিলো নফল (বায়হাকী ও বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ হযরত মোসাজ রাঃ রাসূলুল্লাহর সাথে ইশার নামায পড়তেন নফল নিম্নাতে। এরপর নিজ গোত্রে এসে তাদের ইশার নামাযের ইমামতী করতেন। আগেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামায়াতে দ্বিতীয় বার নামায পড়া

১০৮৪- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْحَرَفَ فَأَذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ قَالَ عَلَىٰ بِهِمَا فَبَيَّنَّا بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَأَيْنَهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تَصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا ثُمَّ اتَّيَمَّمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ - رَوَاهُ الْقُرْمَنِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১০৮৪। ইয়রুত ইয়াহিয়া ইবনে আলওয়াদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে হজ্জ (বিদায় হজ্জ) গিয়েছিলাম। সেই সময় আমি একদিন তাঁর সাথে মসজিদে খায়েকে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষ করে পেছনের দিকে ফিরে দেখলেন জামায়াতের শেষ সীমায় দুই ব্যক্তি বসে আছে। যারা তাঁর সম্মুখে (জামায়াতে) নামায পড়েনি। তাদের দেখে তিনি বললেন তাদেরকে আমার কাছে নির্দেশ আনো। তাদের এই অবস্থায়ই রাসূলের কাছে হাজীর করা হলো। তখন তখন

আদের ক্রোধের গোসত খরখর করছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কে নিষেধ করেছে? তারা অরব্ব করলো। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের বাসার সম্মুখ পড়ে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ভবিষ্যতে একাজ আর করবেনা। তোমরা ঘরে নামায পড়ে আসার পরও মসজিদে এসে জামায়াতে চলতে আছে দেখলে জামায়াতে নামায পড়ে বেবে। এই নামায তোমাদের জন্য নফল হয়ে যাবে (তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসাই)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১০৬৫. عَنْ بُسَيْرِ بْنِ مَخْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَخْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَقِمْتِ الصَّلَاةَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَأَنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ

১০৮৫। হযরত বুসায়্রা বিন মেহজান হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তার পিতা মেহজান) এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এসময় আযান হয়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ নামাযের জন্য মাড়িয়ে পড়লেন ও নামায আদায় করলেন। নামায শেষে ফিরে এলেন। মেহজান তার জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়তে তোমাকে কোন্ জিনিস বিরত রেখেছিলো? তিনি কি মুসলমান নও। মেহজান বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলমান। কিন্তু আমি আমার পরিবারের সাথে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি তোমার ঘরে নামায পড়ে আসার পরও মসজিদে এসে নামায হচ্ছে দেখলে লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়বে। তুমি (এর আগে) নামায পড়ে আসলেও (নাসাই)।

দুইবার নামায পড়া সুন্নাহ

১০৮৬. عَنْ سُوْعَانَ بْنِ رَجُلٍ مِّنْ لَّسَانِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ

يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّيَ
مَعَهُمْ فَأَجَدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلِكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

১০৮৬। আসাদ ইবনে খুজাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়ুব অনিল্যারী রাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের কেউ ঘরে নামায পড়ে মসজিদে এসে (জামায়াতে) নামায হচ্ছে দেখে তাদের সাথে নামায পড়ি। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আমি আমার মনে খটকা অনুভব করি। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী জবাবে বললেন, আমিও এই ব্যাপারে রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটা (খিউয়বার নামায পড়া) তার জন্য জামায়াতের অঙ্গাঙ্গি। (এতে খটকার কিছু নেই) (মালিক, আবু দাউদ)।

১০৮৭. - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عِمَامٍ قَالِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسَلَمْتُ قَالَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ لَأِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّوْهُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَمُحَدِّثِ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تُكُنْ لَكَ نَفْلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৮৭। হযরত ইয়াজিদ ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) আমি রাসূলুদ্বাহর কাছে আসলাম। সে সময় তিনি লোকজন সহ নামায পড়ছিলেন। আমি (এক পাশে) বসে রইলাম। তাঁদের সাথে জামায়াতে শরীক হলাম না। রাসূলুদ্বাহ নামায শেষ হইল। এদিকে ফিরে আমাকে বস দেখে বললেন। তুমি কি মুসলমান নও, হে ইয়াজিদ! নামায যে পড়েনি। আমি নিবেদন করলাম। হাঁ! আমি মুসলমান হে আব্বাদ্বাহ রাসূল! তিনি বললেন, তুমি লোকদের সাথে নামাযে শরীক হতে তোমাকে বাধা দিয়েছে কে? আমি আরব করলাম। আমি আমার বাড়ীতে নামায পড়ে এসেছি। আমার ধারণা ছিলো আপনিও নামায পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুদ্বাহ বললেন। তুমি যখন মসজিদে আসবে আর লোকজনকে জামায়াতে নামায পড়া অবস্থায় পাবে। তখন তুমিও মাঝে মাঝে শরীক হয়ে যাবে। যদি তুমি এর আগে (একবার) নামায পড়েও

থাকো। আর এই (দ্বিতীয়বারের) নামাযে তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর আগের পড়া নামায ফরয হিসাবে আদায় হবে (আবু দারুদ)।

১০৮৪- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَلَيْتُ فِي بَيْتِي ثُمَّ أَذْرَكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْأَمَامِ أَفَأَصَلِّي مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي هُمَا لِنَجْعَلُ صَلَاتِي هَاهُنَا ابْنُ عُمَرَ يَذْكُرُ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ إِنِّي هُمَا شَاءَ - رَوَاهُ مَالِكٌ

১০৮৪। হযরত আবুদুদ্বাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আমি আমার ঘরে নামায পড়ে নেই। এরপর মসজিদে গিয়ে (মানুষদেরকে) ইমামের সাথে নামায পড়া অবস্থায় পাই। আমি কি (এই অবস্থায়) এই ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারি? হযরত ইবনে ওমর বললেন হ্যাঁ, পারো। তাঁরপর ওই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তাহলে আমার (ফরয) নামায কোমটি ঠিক করবো? হযরত ইবনে ওমর বললেন। এটা কি তোমার কাজ? এটা আল্লাহ তায়ালার কাজ। তিনি যে নামাযকে চাইবেন ফরয হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন (মালিক)।

ব্যাখ্যা : ইবনে উমারের জাওয়াবে লোকটির কোন নামাযটি ফরয হিসাবে গণ্য হবে তার সমাধান নেই। এইটি আবুদ্বাহর কাজ। কোনটিকে তিনি ফরয গণ্য করবেন, আর কোনটি গণ্য করবেন নফল হিসাবে। ইমাম শাকেরী ও ইমাম সাফাঈয় ও মত এটাই। কিন্তু এর আগে অনেক হাদিসেই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, প্রথম নামায ফরয ও দ্বিতীয় নামায নফল হিসাবে আবুদ্বাহর নিকট পরিগণিত হবে। এটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আকল-বিশেষক বিবেচনায় তা-ই বলে ইবনে উমারের ও এটাই মত। প্রশ্নকারীকে নামায পড়ার ওরুতের উপর জোর দিতে তিনি এভাবে কথা বলেছেন।

১০৮৫- وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبِلَاطِ وَهُمْ يُسَلِّونَ فَطَلَعْنَا إِلَى صَلَاتِهِمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ وَأَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১০৮৫। উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা রাঃ র আশ্রয় করা মোশায় হযরত সুলাইমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার হযরত আবুদুদ্বাহ ইবনে

উমারের কাছে বালাত (নামক স্থানে) আসলাম। সে সময় মানুষেরা মসজিদে (জামায়াতে) নামায পড়ছিলো। আমরা হযরত ইবনে উমারের নিকট আরয করলাম, আপনি কি লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়ছেন না? উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন, আমি নামায পড়ে ফেলছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা একদিন (অর্থাৎ এক সময়ে) এক নামায দুইবার পড়বেনা (আবু দাউদ, নামাই)।

ব্যাখ্যা : আগে-অতিবাহিত হওয়া কয়েকটি হাদিসের সাথে এই হাদিসটির মিল নেই। আগের হাদিস তুলোতে দ্বিতীয়বার জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত বর্ণনা হয়েছে। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইবার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। দুই প্রকার হাদিসের মিল হিসাবে ইমামগণ বলেছেন। আগে একা একা নামায পড়ে আসার পর জামায়াতে নামায হচ্ছে দেখলে সেই জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। আর এই হাদিসে বলা হয়েছে, আগে একা একা না পড়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ে আসার পর অন্য জায়গায় এই নামাযের জামায়াত হচ্ছে দেখলে এতে শরীক হবার দরকার নেই। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর জামায়াতে নামায পড়ে এসেছেন তাই তিনি শরীক হননি। এবং এতে শরীক না হবার জন্য রাসূলুল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিচ্ছেন।

১৬- وعن نافع قال ان عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أذكرهما مع الإمام فلا يعدلها - رواه مالك

১০৯০। হযরত নাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ বলতেন যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায কি ফজরের নামায একা একা পড়ে নিয়েছে। এরপর এই নামায তুলোকে (অন্যত্র) গিয়ে ইমামকে জামায়াতে পড়ছে অবস্থায় পেয়েছে তাহলে সে এই নামাযকে দ্বিতীয় বার পড়বেনা (মালিক)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিস ইমাম মালিকের মতে সমর্থনের হাদিস। তার কাছে শুধু মাগরিব ও ফজরের নামায দ্বিতীয়বার নিষেধ। ইমাম আবু হানিফার নিকট আসরের নামাযেরও এই একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট সব নামাযই দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এই হাদিসে এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হুকুম ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যিনি প্রথমবার জামায়াতে নামায পড়েননি। বরং একা একা পড়েছেন। কাজেই প্রথমবার জামায়াতে নামায না পড়ে থাকলে দ্বিতীয়বার জামায পড়া খুবই উত্তম।

بابُ السُّنَنِ وَقَضَائِهَا

সুন্নাত ও এর মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৯১. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوِرِ كَعْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَلَّا بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

১০৯১। হযরত উম্মে হাবিবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাকাত নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। (সেই বারো রাকাত নামায হলো) চার রাকাত জুহরের ফরযের আগে আর দুই রাকাত জুহরের (ফরজের) পরে। দুই রাকাত মাগরিবের (ফরজ নামাযের) পরে। দুই রাকাত ইশার ফরয নামাযের পরে। আর দুই রাকাত ফজরের (ফরয নামাযের) আগে (তিরমিজী)। মুসলীমের এক বর্ণনার শব্দ হলো হযরত উম্মে হাবিবা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার ফরয নামায ছাড়া বারো রাকাত সুন্নাত নামায পড়বে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। অথবা বলেছেন জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

ব্যাখ্যা : উপরে হাদিসে বর্ণিত এই বারো রাকাত নামাযই সুন্নাতে মুসাদ্দাহ। এর মধ্যেও ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের উপরে আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১০৯২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯২। হযরত ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের ফরযের আগে দুই রাকাত ও মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত নামায তাঁর ঘরে এবং ইশার নামাযের ফরযের পর দুই রাকাত নামায তাঁর ঘরে পড়েছি। ইবনে ওমর আরো বলেছেন। হযরত হাফসা রাঃ (ইবনে ওমরের বোন) আমার কাছে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হালকা দুই রাকাত নামায কজরের নামাযের সময় শুরু হবার সাথে সাথে পড়তেন (বুখারী - মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে উমার জুহরের নামাযের আগে-দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। আহলে ইলেম এই দুই রাকাতকে চার রাকাতই বুঝেছেন যা ফরযের আগে পড়া হয়। রাসূলুল্লাহ কখনো দুই রাকাত কখনো চার রাকাত পড়েছেন।

১০৯৩-وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي

بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের পর হজরায় পৌছার আগে কোন নামায পড়তেন না। হজরায় পৌছার পর তিনি দুই রাকাত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে মাজিক রহঃ বলেন, এই হাদিসে 'রাকাতাইন' বলে জুমুআর সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইমাম শাফেয়ী এই হাদিস অনুযায়ী বলেন, জুমুআর সুন্নাত জুহরের সুন্নাতের মতো দুই রাকাতই। অন্যান্য অনেক সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের আগে ও পরে চার চার রাকাত করে সুন্নাত নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবু হানিফারও এই মত। এক সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকাত সুন্নাত নামায পড়েছেন। তাই জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকাত সুন্নাত নামায পড়ার কথা বলেছেন।

১০৯৪-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ

أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي
بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ
وَيَدْخُلُ بَيْنَهُمَا فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رُكْعَاتٍ هُنَّ
الْمُتَرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ
قَائِمٌ وَرَكَعٌ وَسَجَدٌ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعٌ وَسَجَدٌ وَهُوَ قَاعِدٌ
وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ يَخْرُجُ
فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ

১০৯৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছি। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ প্রথমে আমার ঘরে জুহরুর চার রাকাত নামায পড়তেন। তারপর মসজিদে যেতেন। ওখানে লোকদের নিয়ে (জামাআতে জুহরের ফরয) নামায পড়তেন। তারপর তিনি হজরায় ফিরে আসতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। (ঠিক এভাবে) তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাপরিষের নামায মসজিদে আদায় করতেন। তারপরে হজরায় ফিরে এসে দুই রাকাত নামায পড়তেন। রাতে তিনি (তাহাজ্জুদের) নামায কখনো নয় রাকাত পড়তেন। এর মধ্যে বেতরের নামাযও शामिल ছিলো। আর রাতে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ সময় বসে বসে নামায পড়তেন। যে সময় তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, দাঁড়ানো থেকেই ককু সাজ্জদায় চলে যেতেন। আর যখন বসে বসে নামায পড়তেন, বসা থেকেই ককু ও সাজ্জদায় চলে যেতেন। সোবহে সাদেকের সময় ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে নিতেন (মুসলীম। আর হাউদ আরে কিছু বেশী খব্দ নকল করেছেন, তাহলো) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে তিনি মসজিদে চলে যেতেন। সেখানে লোকজন সহ ফজরের ফরয নামায আদায় করতেন)।

৯৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নফল নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের

প্রতি ফেরত কঠোর যত্নবান ছিলেন আর কোন নামাযের উপর এতো কঠোর ছিলেন না (বুখারী-মুসলীম)।

১০৭৬-وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফজরের দুই রাকাত সূনাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশী উত্তম (মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : আলেমগণ বলেন, সূনাতে মুআহ্হাদ নামাযের মধ্যে সর্বোত্তম নামায হলো ফজরের দুই রাকাত সূনাত। এরপর মাগরিবের দুই রাকাত সূনাত। এরপর জুহরুর ফরয নামাযের পর দুই রাকাত। এরপর ইশার ফরযের পর দুই রাকাত। আরও পর জুহরুর ফরযের আগের চার রাকাত সূনাত।

১০৭৭-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْعُلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ فَمِنِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগফ্ফাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাত নফল নামায পড়ো। মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাত নফল নামায পড়ো। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও এটা আমি এ আশংকায় বললাম যাতে মানুষ একে সূনাত না করে ফেলে (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : মাগরিবের ফরজের আগে দুই রাকাত নামায পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ দুইবার বলেছেন। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও। এর অর্থ হলো এই দুই রাকাত সূনাত নয়। বেশী ছো বেশী মুস্তাহাব। ইচ্ছা হলে পড়তে পারো। না পড়লে ক্ষতি নেই।

১০৭৮-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

১০৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ

সান্নায়াহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি জুমুআর (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে চায় সে যেনো চার রাকআত নামায পড়ে নেয় (মুসলীম। আর মুসলীমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর (ফরয) নামায পড়বে সে যেনো এরপর চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে নেয়) ১০৯৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১০৯৯- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১০৯৯। হযরত উম্মে হাব্বিরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি জুহরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকআত এরপর চার রাকআত নামায পড়ে। আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যাঃ জুহরের নামাযের পরের চার রাকআত নামায সম্পর্কে আলেমগণ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মোটো আলী কারীর রহঃ কথা হতে বুঝা যায়, এই চার রাকআত নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত। আর দুই রাকআত নফল।

১১০০- وَعَنْ أَبِي اثْنَابٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تَفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১১০০। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জুহরের (ফরয) নামাযের আগের চার রাকআত নামায, যার মাঝখানে সালাম ফিরানো হয়না, (যে পড়বে) তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

১১০১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ

فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحْبَبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১০১। হযরত আবুদুদাউদ ইবনে সায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলে পড়ার পর জুহরের নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (শেখ আমিল উপরের দিকে যাবার জন্য) আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। তাই এই সময় আমার নেক আমলগুলো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই (তিরমিজী)।

১১০২-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১১০২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর রহমত নাখিল করেন, যে ব্যক্তি আসরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকাত নামায পড়ে (আহমাদ, তিরমিজী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আসরের আগের এই চার রাকাত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়। তবে,

১১০৩-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُفَضِّلُ بَيْنَهُنَّ بِالثَّلَاثِينَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمِنْ جَعَلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১০৩। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের (ফরযের) আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। এই চার রাকাতের মাঝখানে সালাম ফিরানোর দ্বারা নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং তাদের অনুসারী মুসলমান ও মুমেনীনদের মধ্যে পার্থক্য করতেন (তিরমিজী)।

ব্যাখ্যা : এখানে সালাম পাঠানো অর্থ আততাহিয়াত পড়া। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই রাকাতের পর আততাহিয়াত পড়তেন। অর্থাৎ দুই সালামে চার রাকাত পড়তেন।

১১০৪-وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০৪। হযরত আলী রাঃ হতে এক হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ

সান্নায়াহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে দুই রাকাত নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে কোন সময় দুই রাকাত কোন সময় চার রাকাত নামায পড়েছেন। তবে চার রাকাত নামায পড়াই মাসনুন তরিকা।

১১০৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتُّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيِّنُهُنَّ بِسَوْءِ عَدْلُنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُهُ الْأَمَنُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ وَسَمِعْتُ مُجَمِّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُتَّكَرٌ لِحَدِيثٍ وَضَعْفُهُ جَدًّا

১১০৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে এবং এর মাঝখানে কোন খারাপ কথাবার্তা বলবেনা। তাহলে এই (ছয়) রাকাতের সওয়াব তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সওয়াবের পরিমাণ হয়ে থাকে (তিরমিজী)। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে নকল করেছেন এবং বলেছেন এই হাদিসটি গরীব। কারণ এই হাদিস ওমর ইবনে খাত্তামের এর সনদ ছাড়া আর কোন সনদে জানা যায়নি। আর আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ওমর ইবনুল খাত্তাম মুনকারুল হাদিস। তাছাড়াও তিনি হাদিসটিকে যথেষ্ট যরীফ বলেছেন।

ব্যাখ্যা : মাগরিবের নামাযের পর তিন সালামে ছয় রাকাত নামায পড়া হয়। এই নামাযকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। এই হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজী ইত্যাদি ইমামগণ গরীব ও যরীফ বললেও নেক আমলের কারণে যরীফ হাদিসের উপরও আমল করা জায়েয।

১১০৬- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১০৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর বিশ রাকাত নামায পড়বে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন (তিরমিজী)।

১১৭- وَعَنْهَا قُلْتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ
فَدَخَلَ عَلَى الْأَصْلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই ইশার নামায় পড়ে আমার কাছে আসতেন, চার অথবা ছয় রাকাত সনাত নামায় অবশ্যই পড়তেন (আবু দাউদ)।

১১০৮- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَدْبَارُ النَّجُومِ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইদবারান নুজুম' দ্বারা ফজরের আগে দুই রাকাত নামায় ও 'ইদবারান সুজুদ' দ্বারা মাগরিবের ফরজ নামায়ের পরের দুই-রাকাত নামায় বুঝানো হয়েছে (তিরমিজী)।

ব্যাখ্যাঃ রুজুআন মজ্বিদের সূরা তুরের শেষের দিকে আছে وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ অর্থাৎ তোমরা যখন উঠবে তখন তোমাদের রবের প্রশংসার সাথে তাঁর পাক পবিত্রতা বর্ণনা করবে। আর-রাতেও তার তারকারাজি ডুবে যাবার সময়ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

এই আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদবারান-ননুজুম- তারকারাজির ডুবার সময় অর্থ ফজরের সনাত নামায় পড়া। ঠিক এভাবে সূরা কাফে আছে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النَّجُومِ অর্থাৎ সূর্য উঠা ও ডুবে যাবার আগে তোমার রবের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর রাতেও কৌন কৌন সময় ও সাজদার পরেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এখানে 'সাজুদ' অর্থ মাগরিবের তিন রাকাত ফরয নামায়। আর আদবারান সুজুদ অর্থাৎ সাজদার পরে পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকাত সনাত নামায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১১০৯- عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعٌ
قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزُّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهَا فِي صَلَاةِ السَّحَرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ

يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَتْ نَفِيْوُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سُبْحًا
اللَّهُ وَهُوَ دَاخِرُونَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১১০৯। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন। জুহরের আগে সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকাআত নামায, তাহাজ্জুদের চার রাকাআত নামায পড়ার সমান। আর এই সময় সকল জিনিষ আল্লাহ তাআলার পাক পবিত্রতায় তাসবিহ করে। তারপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পড়লেন। অর্থাৎ সকল জিনিসের ছায়া ডান দিক ও বাম দিক থেকে আল্লাহ তাআলার জন্য সাজসজ্জা করে খুঁকে থাকে। আর একা-সবাই-তুচ্ছ (তিরমিজী বায়হাকী ফি শেয়াবিল ইমান)।

১১১০-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عَشْرَى قَطُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ قَالَ
وَالَّذِي فُهِمَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

১১১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে (অর্থাৎ হজরায়) কোন দিন আসরের পরে দুই রাকাআত নামায পড়া ছেড়ে দেননি (যুখারী-মুসলীম, যুখারীরা এক বর্ণনার ভাষা হ'লো, হযরত আয়েশা বলেছেন। ওই আল্লাহর কসম, তিনি রাসূলের কাছাকাছি কবজ করেছেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই রাকাআত নামায ছেড়ে দেননি)।

১১১১-وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ
الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نَصَلِّي
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ فُرُوبِ الشَّيْءِ
قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا
قَالَ كَانَ يَرَاكَمَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১১১। হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল অবেরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আসরের পর নফল নামায সম্পর্কে। তিনি (উত্তরে) বললেন। হযরত ওমর আশুরের পর নফল নামায আদায়কারীদের হাতের উপর মারতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাত্বামর কালে সূর্য ডুবে যাবার পর মাগরিবের নামাযের (ফরযের) আগে দুই রাকাত আত নামায পড়তাম। (এই কথা শুনে) আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাত্লামও কি এই দুই রাকাত আত নামায পড়তেন? তিনি বললেন। রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু পড়তে বলতেন না। আবার নিষেধও করতেন না (মুসলীম)।

১১১২-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَاذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأَ رُوَّالْسُّوَّارِي فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ يُصَلِّيْنَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১১২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা মদিনায় ছিলাম। (এসময়ে অবস্থা এমন ছিলো) যে মুজাজ্জেন মাগরিবের আযান দিলে (কোন কোন সাহাবা ও তাবয়ী) মসজিদের খাবার দিকে দৌড়াতে আর দুই রাকাত আত নামায পড়তে শুরু করতেন। এমন কি কোন মুসাফির ব্যক্তি মসজিদে এসে অনেক লোককে একা একা নামায পড়তে দেখে মনে করতেন (ফরয) নামায বৃদ্ধি শেষ হয়ে গেছে। লোকেরা এখন পুনরাত পড়ছে (মুসলীম)।

১১১৩-وَعَنْ مَرْثَدِينَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهْنِي فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ أَنَا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১১৩। তাবয়ী হযরত মারজাদ ইবনে আবদুল্লাহ হতে রেওয়ায়েত হয়েছে। তিনি বলেন। আমি একবার ওকবা জুহানীর কাছে হাজীর হয়ে নিবেদন করলাম। আমি কি আপনাকে আবু তামীম দারীর (তাবয়ী) একটি আশ্চরজনক ঘটনা শুনাবো? আবু তামীম দারী মাগরিবের নামাযের আগে দুই রাকাত আত নামায পড়তেন। তখন ওকবা বললেন। এই নামায তো আমরা রাসূলুল্লাহ জামানায় কখনো কখনো পড়তাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এই নামায এখন পড়তে আপনাদেরকে নিষেধ করছে কে? উত্তরে তিনি বললেন (মুনিরান)-ব্যস্ততা (বুখারী)।

১১১৪-وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَدِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَأَوْهُمْ

يَسْمِعُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْيَبُوتِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ
وَالنَّسَائِيِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ
الصَّلَاةِ فِي الْيَبُوتِ

১১১৪। হযরত কাআব ইবনে ওজরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আনসার গোত্র) বনি আবদুল আশাহালের মসজিদে এসেছেন এবং এখানে মাগরীবের নামায পড়েছেন। নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুলোককে নফল নামায পড়তে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন এসব (নফল) নামায ঘরে পড়ার জন্য (আবু দাউদ। তিরমিযী ও নাসাইর এক বর্ণনায় আছে। লোকেরা ফরয নামায আদায় করার পর নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। এসব নামায তোমাদের ঘরে পড়া উচিত)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের সার্ব রুখা হলো। সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। কারণ এসব নফল ইবাদাত বন্দেগী মোপনে মানুষের অগোচরে পড়া ভালো। যাতে মনে রিয়ার উদ্রেক না হয়।

১১১৫ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ
الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরীবের নামাযের পর (সুন্নাতের) দুই রাকআত নামাযে এতো লম্বা কেরাআত পড়তেন যে লোকেরা তাদের নামায শেষ করে (বাড়ী) চলে যেতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ সুন্নাত নামায মসজিদে পড়েছেন বলে প্রমাণিত হলো। হতে পারে (১) তিনি কোন কারণবশতঃ হয়তো হজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(২) মসজিদেও সুন্নাত পড়ার যায়। একেবারে নিবিড় নয় তা শব্দবান্ন জন্যও তিনি সুন্নাত এই দিন মসজিদে পড়ে থাকতে পারেন।

(৩) হয়তো এই সময় রাসূলুল্লাহ ইতেকাফে ছিলেন। তাই হজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ (স) নামায হজরায়ই পড়ে থাকবেন। যেহেতু হজরা মসজিদের একেবারেই সংলগ্ন। হজরার দরজা মসজিদের দিকেই ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস সামনের দিক থেকে তাঁকে সুন্নাত পড়তে দেখে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১১৬- وَعَنْ مَكْحُولٍ يَبْلُغُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ وَفِي رَوَايَةٍ أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيْنِ مُرْسَلًا.

১১১৬। হযরত মাকহুল রহঃ (তাবেয়ী) এই হাদীসটির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়ার পর কথাবার্তা বলার আগে দুই রাকাআত; আর এক বর্ণনায় আছে, চার রাকাআত নামায পড়বে, তার নামায ইল্লিনে পৌছে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা : সাত আকাশের একটি জায়গার নাম ইল্লিন। এখানে মুমিনদের রূহ পৌছে দেয়া হয়। সেখানে তাদের আমল লিখা হয়।

১১১৭- وَعَنْ حُدَيْفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ عَجَلُوا الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فَإِنَّهُمَا تَرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ- رَوَاهُمَا رَزِينٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

১১১৭। হযরত হোজায়ফা রাঃ হতেও এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তোমরা মাগরিবের পরে দুই রাকাআত (সুন্নাত) তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে। কারণ এই দুই রাকাআত নামাযও ফরয নামাযের সাথে উপরে (অর্থাৎ ইল্লিনে) পৌছে দেয়া হয়। এই দুইটি বর্ণনাই রাজীন নকল করেছেন। বায়হাকীর শুআবুল ইমান-এও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১১৮- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْتَلْهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تُعَدُّ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ

أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১১৮। হযরত আমর ইবনে আতা (রহঃ তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত নাফে ইবনে জোবায়ের (রহঃ তাবেয়ী) তাঁকে হযরত সায়েবের (সাহাবী)-কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেনো ওই সব জিনিস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যেসব জিনিস তাকে নামাযে করতে দেখে হযরত মুআবিয়া করতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমর রহঃ সায়েবের কাছে গেলেন এবং তার থেকে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানলেন। তিনি বললেন, হাঁ, একবার আমি আমীরে-মুআবিয়ার সাথে মাকসুরায় জুমআর নামায পড়ছি। ইমাম সালাম ফিরাবার পর আমি (ফরয পড়ার জায়গায়ই) দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুন্নাত নামায পড়তে লাগলাম। আমীরে মুআবিয়া নামায শেষ করে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি এক ব্যক্তিকে, আমাকে বলার জন্য বলে পাঠালেন যে, ওই সময় (জুমআ পড়ার সময়) তুমি যা করেছো ভবিষ্যতে যেনো এমন আর না করো। যখন তোমরা জুমআর নামায পড়বে তখন ফরয নামাযকে অন্য কোন নামাযের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না, যে পর্যন্ত না তুমি কোন কথাবার্তা বলো অথবা (মসজিদ থেকে) বের হয়ে যাও। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেনো এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাবার্তা বলি অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মূল মর্ম হলো ফরয নামায আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার সময়, ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে একটা ব্যবধান বা পার্থক্য সূচিত করতে হবে। যাতে ফরয নামায কোনটা, সুন্নাত বা নফল নামায কোনটা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখানে জুমআর নামাযকে ফরযের প্রতীকী শব্দ হিসাবে বুঝানো হয়েছে। আসল অর্থ হলো ফরয নামায। এইজন্য ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে ওখানেই আবার সুন্নাত বা নফল নামায শুরু করতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন। এই পার্থক্য সূচনা করার জন্য হয় ফরয নামায পড়ার স্থান থেকে নড়েচড়ে একদিকে সরে যাবে অথবা কিছু কথাবার্তা বলে নিবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশটাই সত্যায়িত করার জন্য হযরত নাফে ইবনে জুবাইর, হযরত আমরকে হযরত সায়েব সাহাবীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হযরত সায়েব এই ভুলটি হযরত মুআবিয়ার সাথে মাকসুরায় জুমআর নামায পড়তে করেছিলেন। তখন হযরত মুআবিয়া রাসূলুল্লাহর এই হুকুমটি সায়েবকে বলে দেবার জন্য একজন লোককে বলে পাঠিয়েছিলেন। কারণ মুআবিয়া এর আগে মসজিদ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

১১১৭-وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.

১১১৯। হযরত আতা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যখন মক্কায় জুমুআর নামায পড়তেন (তখন জুমআর ফরয নামায শেষ হবার পর) একটু সামনে বেড়ে যেতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। এরপর আবার সামনে এগিয়ে যেতেন ও চার রাকাত নামায পড়তেন। আর তিনি যখন মদীনাতে থাকতেন, জুমুআর নামাযের ফরয পড়ে নিজের বাড়ীতে চলে যেতেন। ঘরে দুই রাকাত নামায পড়তেন, মসজিদে (ফরয নামায ছাড়া কোন) নামায পড়তেন না। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) এরকমই করতেন (আবু দাউদ)। আর তিরমিযীর বর্ণনার ভাষা হলো, হযরত আতা বললেন, আমি ইবনে ওমরকে দেখেছি যে, তিনি জুমুআর পরে দুই রাকাত নামায পড়ে আবার চার রাকাত পড়তেন।

ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে ওমর ফরয নামায পড়ে একটু অগ্রসর হয়ে যাওয়াটা ছিলো ফরয ও সুন্নাত-নফলের মধ্যে পার্থক্য করা। আগে হযরত মুআবিয়ার হাদীস থেকে কথাটা স্পষ্ট হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমরের মক্কা আর মদীনার আমলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এইজন্য যে, মদীনায় তাঁর ঘর ছিলো মসজিদের কাছে। তাই ফরয পড়ে চলে যেতেন। ঘরে সুন্নাত, নফল পড়তেন। আর মক্কায় তিনি মুসাফির হতেন। যেখানে থাকতেন মসজিদ থেকে দূর ছিলো। তাই মসজিদেই সুন্নাত, নফল পড়ে নিতেন।

بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

রাতে নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১২০-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ أَحَدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ

رَكَعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى آتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১২০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর ফজর পর্যন্ত প্রায়ই এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকাআত নামাযের পর সালাম ফিরাতেন। শেষের দিকে দুই রাকাআতের সাথে এক রাকাআত মিলিয়ে বেতর পড়ে নিতেন। আর এই রাকাআতে এতো লম্বা সাজদা করতেন যে, একজন লোক সাজদা হতে মাথা উঠাবার আগে পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারতো। এরপর মুআজ্জিনের ফজরের আযানের আওয়াজ শেষে ফজরের সময় হলে তিনি দাঁড়াতেন। দুই রাকাআত হালকা নামায পড়তেন। এরপর খুব অল্প সময়ের জন্য ডান পাশে ফিরে শুয়ে যেতেন। এরপর মুআজ্জিন একামাতের অনুমতির জন্য তাঁর নিকট এলে তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) তাকরীফ আনতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১২১-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَالْأُضْطَجَعَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১২১। হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামায (ঘরে) পড়ে নেবার পর যদি আমি জেগে উঠতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর আমি ঘুমে থাকলে তিনিও শুয়ে যেতেন (মুসলিম)।

১১২২-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ে নিজের ডান পাঞ্জরের উপর শুয়ে যেতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১২৩-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرُكْعَتَا الْفَجْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৩। হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাকাত নামায পড়তেন। এর মধ্যে বেতের তিন রাকাত ও ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতও शामिल ছিলো (মুসলিম)।

১১২৪-وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً سِوَى رُكْعَتِي الْفَجْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১২৪। হযরত মাসরুক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, ফজরের সুন্নাত ছাড়া কখনো তিনি সাত রাকাত, কখনো নয় রাকাত, কখনো এগারো রাকাত পড়তেন (বুখারী)।

১১২৫-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর নামাযের শুরু করতেন দুই রাকাত সহজ নামায দিয়ে (মুসলিম)।

১১২৬-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেনো দুই রাকাত সহজ নামায দ্বারা (তার নামায) শুরু করে (মুসলিম)।

১১২৭-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ

سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَظَنَرَ إِلَى السَّمَاءِ
فَقَرَأَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُومَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقُرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِقَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي
الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يَكْثُرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ
فَصَلَّى فَقُمْتُ وَتَوَضَّاتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ
فَتَتَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ
نَفَخَ فَأَذَنُهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي
قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي
نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا
وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذَكَرَ وَعَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي
وَبَشْرِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لُهُمَا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي
نُورًا وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ اللَّهُمَّ أَعْظِنِي نُورًا .

১১২৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনার ঘরে রাত কাটিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। ইশার পর কিছু সময় তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত মাইমুনার সাথে কথাবার্তা বলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অথবা রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে তিনি উঠে বসলেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে এই আয়াত পড়লেন : “ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়াখতিলাফিল লাইলে ওয়ান্নাহারে লামায়াতিল লিউলিল আলবাব” অর্থাৎ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা, রাত ও দিনের ভিন্নতা (কখনো অন্ধকার কখনো আলো, কখনো গরম কখনো শীত, কখনো বড়ো কখনো ছোট) মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন। তিনি গোটা সূরা তিলাওয়াত করেন। তার পর উঠে তিনি মশকের কাছে গেলেন। এর বন্ধন খুললেন। পিয়ালায় পানি ঢাললেন। তারপর দুই ওজুর মধ্যে মধ্যম ধরনের ভালো ওজু করলেন। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (মধ্যম ধরনের ওজুর অর্থ) খুব বেশী পানি খরচ করেননি। বরং শরীরে (প্রয়োজনীয়) পানি পৌছিয়েছেন, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। (এঁসব দেখে)

আমি নিজেও উঠলাম। আমিও সেইভাবে হুজুরের বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ আমার কান ধরে তাঁর বাম পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে আমাকে দাঁড় করালেন। তার তেরো রাকাত নামায পড়া শেষ হলে তিনি শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি নাক ডাকতেন। তাই তাঁর নাক ডাকা শুরু হলো। এরি মধ্যে হযরত বেলাল এসে নামায তৈরীর খবর দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন। কোন ওজু করলেন না। তার দোয়ার মধ্যে ছিলো, “হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর দিয়ে ভরে দাও। আমার জন্য কেবল নূরই নূর সৃষ্টি করে দাও। কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, আমার জবানে নূর পয়দা করে দাও। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও উল্লেখ করেছেন, “আমার শিরা উপশিরায, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে, আমার চামড়ায় নূর সৃষ্টি করে দাও (বুখারী-মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমেরই আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে, “হে আল্লাহ! আমার জীবনে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার মধ্যে নূর বৃদ্ধি করে দাও। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দান করো।

১১২৮-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَبَقَظَ وَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে শুইলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাতে জাগলেন। মিসওয়াক করলেন ও ওজু করলেন। তারপর এই আয়াত পড়লেন, ইনু ফি খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে.... সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। দুই রাকাত নামায পড়লেন। নামাযে তিনি বেশ দীর্ঘ কিয়াম রুকু, সাজ্জদা করলেন। নামায শেষে তিনি শুয়ে গেলেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তিনবারে তিনি ছয় রাকাত নামায পড়লেন। প্রত্যেকবার তিনি মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। ওই আয়াতগুলোও পড়লেন। সর্বশেষ বেতেরের তিন রাকাত নামায পড়লেন (মুসলিম)।

১১২৯-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَقْرَأَهُ مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَمَوْطَأَ مَالِكٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَجَامِعِ الْأُصُولِ.

১১২৯। হযরত য়ায়েদ ইবনে খালিদ যুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি একবার ইচ্ছা করলাম যে) আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায দেখবো। প্রথমে তিনি হালকা দুই রাকাত (নামায) পড়লেন। তারপর দীর্ঘ দুই রাকাত (নামায) পড়লেন দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ করে। তারপর তিনি আরো দুই রাকাত পড়লেন যা আগের দুই রাকাত থেকে কম দীর্ঘ ছিলো। তারপর আরো দুই রাকাত পড়লেন যা আগের পড়া দুই রাকাত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। তারপর তিনি আরো দুই রাকাত পড়লেন যা আগে পড়া দুই রাকাত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। এরপর তিনি বেতের পড়লেন। এই মোট তের রাকাত (নামায) তিনি পড়লেন (মুসলিম)। আর য়ায়েদের কথা, অতঃপর তিনি দুই রাকাত পড়লেন যা প্রথমে পড়া দুই রাকাত হতে কম দীর্ঘ ছিলো। সহীহ মুসলিমে ইমাম হুমাইদীর কিতাবে, শূয়ান্তা ইমাম মালিক, সুনানে আবু দাউদ এমনকি জামেউল উসূলসহ সব জায়গায় চারবার উল্লেখ করা হয়েছে)।

১১৩০-وَعَنْ عَائِشَةَ بَالَتْ لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَّ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ সীমায় পৌছলে বার্ধক্যের কারণে তিনি ভারী হয়ে গেলেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ে নফল নামাযগুলো বসে বসে পড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১৩১-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ الْمُنَظَّارَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنْ لَوْلِ الْمُفْصَلِ عَلَى تَالِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ أُخْرَاهُنَّ حِمَّ الدُّخَانِ وَعَمَّ بِتَسَاءُلُونَ-مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

১১৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব সূরা পরস্পর একই ধরনের ও যেসব সূরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একত্র করেছেন আমি এগুলোকে জানি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর ক্রমিক অনুযায়ী বিশটি সূরা যা (তিওয়ালা) মুফাসসালের প্রথমদিকে শুনে শুনে বলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাগুলোকে এভাবে জমা করতেন যে, এক এক রাকআতে দুই দুইটি সূরা পড়তেন। আর বিশটি সূরার শেষের দুটি হলো, হা মীম আদ-দোখান ও আযা ইয়াতাসাআলুন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মোফাসসালের ব্যাপারে কেরাআতের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক রাকআতে দুই দুই সূরা এভাবে পড়তেন : সূরা 'আর-রহমান' ও সূরা 'নাজম' পড়তেন এক রাকআতে। ইকতারাবাতিস-সাআহ ও আল হাক্কাহ পড়তেন এক রাকআতে। 'তুর' ও 'যারিয়াত' এক রাকআতে। ইজা ওয়াকিয়াতিদ ওরাকিয়া ও সূরা নূন পড়তেন এক রাকআতে।

'সাআলা সাযিলুন' ও 'ওয়ান্নাযিআত' পড়তেন এক রাকআতে। 'ওয়াইলুলিল মোতাকফিফীন ও আবাসা পড়তেন এক রাকআতে। মুদাসসির ও মুজাম্মিল পড়তেন এক রাকআতে। 'হাল আভা ও লা-উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ এক রাকআতে। 'আযা ইয়াতাসাআলুন' ও মুরসালাত এক রাকআতে। দুখান ও 'ইজাশ-শামছু কুল্লিরাত' এক রাকআতে। আবু দাউদ এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই ক্রমিক অনুযায়ী একত্র করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১১৩২-عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُرَّ الْمَلَكُوتَ وَالْجَبْرُوتَ وَالْكَرِّيَّاءَ وَالْعَظَمَةَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ

رُكُوعُهُ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقْرَةَ وَالْأَمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৩২। হযরত হজ্জাহী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আল্লাহ আকবার বলে এই কথা বলেছেনঃ ‘ওয়াল মালাকুতে ওয়াল জাবরুতি ওয়াল কিবরিয়্যয়ে ওয়াল অজমাতি’। তারপর তিনি সুবহানাকা অল্লাহুয়া ওয়া বিহামদিকা গড়ে সূরা বাক্বরা পড়তেন। এরপর রুকু করতেন। তাঁর রুকু প্রায় কিয়ামের সমান ছিলো। রুকুতে তিনি সোবহানা রব্বিগাল আজীম বলেছেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠিয়ে প্রায় রুকু পরিমাণ সময় দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতেন, ‘রব্বিগাল হামদু’ অর্থাৎ সব প্রশংসা আমার রবের জন্য। তারপর তিনি সাজদা করেছেন। তাঁর সাজদার সময়ও তাঁর ‘কাওয়ম’ সমান ছিলো। সাজদায় তিনি বলতেন, সুবহানা রব্বিগাল আলা। তারপর তিনি সাজদা হতে মাথা উঠিয়েছেন। তিনি উত্তর সাজদার মধ্যে সাজদার সমান পরিমাণ সময় বসতেন। তিনি বলতেন, ‘রব্বিগাল লী, ‘রব্বিগাল লী’ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। আর আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। এইভাবে তিনি চার রাকআত (নামায) পড়তেন। (এই চার রাকআত নামাযে) সূরা বাক্বরা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা ও আনআম পড়তেন। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী শো‘বার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীস শেষ সূরা ‘মায়েদা’ উল্লেখ করা হয়েছে না সূরা আনআম (আবু দাউদ)।

১১৩৩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطَرِينَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৩৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দশটি আয়াত তিলাওয়াত করায় সময় পর্যন্ত (নামাযে) কিয়াম করবে তাকে ‘গাফিলিনের’ মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি এক শত আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত কিয়াম করে তার

নাম 'আমুগডানীলের' মধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত কিরামত করবে তার নাম 'অনেক সওয়াব পাবার মোক্ষদের' মধ্যে লিখা হবে (আবু দাউদ)।

১১২৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৩৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজের কেরাআত বিভিন্ন ধরনের হতো। কোন সময় তিনি আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন, আবার কোন সময় কীথ করে (আবু দাউদ)।

১১৩৫- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدَرٍ مَا يَسْمَعُهُ مِنْ قِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন শব্দে (নামাযে) কেরাআত পড়তেন যে, অপরাপর হজরার লোকেরা তা শুনে পেতো (আবু দাউদ)।

১১৩৬- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَأَذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي وَيَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ فَقَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ تَأَجَّيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْقِظْ الْبَرِّيَّانَ وَالطُّرُودَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ ارْقَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

১১৩৬। হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘরের বাইরে এসে আবু বকরকে নামাযরত অবস্থায় পেলেন। তিনি নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করছিলেন। এরপর তিনি ওমরের কাছ দিয়ে

অতিক্রম করলেন। তিনি শব্দ করে কুরআন কারীম পড়ছিলেন। আবু কাতাদা বলেন, (সকালে) যখন আবু বকর ও ওমর উভয়ে রাসূলের দরবারে একত্র হলেন; তিনি বললেন, আবু বকর! আজ রাতে আমি তোমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি নীচু স্বরে কুরআন কারীম পড়ছিলে। আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আব্বাহর রাসূল! আমি যার কাছে মুনাজাত করছিলাম, তাঁকেই ওলাচ্ছিলাম। তারপর তিনি ওমরকে বললেন, হে ওমর! (আজ রাতে) আমি তোমার কাছ দিয়েও অতিক্রম করলাম। তুমি নামাযে উঁচু শব্দে কুরআন কারীম পড়ছিলে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আব্বাহর রাসূল! আমি বড় শব্দে নামায পড়ে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে জাগাচ্ছিলাম আর শরত্বানকে জাগাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (উক্তদের কথা শুনে আবু বকরকে) বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আগুয়াজকে আর একই উঁচু করবে। (ওমরকে বললেন) ওমর! তুমি তোমার শব্দকে আর একটু নীচু করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১১৩৭- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بَايَةً وَالْأَيَّةُ أَنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - رَوَاهُ الثَّعَالِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ .

১১৩৭। হযরত আবু যার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে রাসূলুল্লাহ তাহাজ্জুদের নামাযে) ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর এই আয়াত পড়তে থাকলেন, 'ওয়া ইন তুআজেব হুম ফাইল্লাহুম ইবাদুকা। ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইল্লাহুম ঈমানতাহ। আজ্জিল হাক্কীম।' অর্থাৎ "হে আব্বাহ! যদি তুমি তাদেরকে আজাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাহ। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাহলে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিকমাতবান" (মাসাবীহ, ইবনে মাজা)।

১১৩৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصْطَبِعْ عَلَى يَمِينِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

১১৩৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়বে। সে যেনো জামায়াত শুরু হবার আগ পর্যন্ত ডান পাশে শুয়ে থাকে (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১১৩৯- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيْ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَإِذَا كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ
كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّلَاةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৩৯। হযরত মাসরুক হুছে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, যে আমলই হোক তা সব সময় করা। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাতের কোন সময়ে তিনি (তাহাজ্জুদের) নামাযের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, মোরগের ডাক শুনার সময় (বুখারী-মুসলিম)।

১১৪০ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১১৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাহলে আমরা তাঁকে নামায পড়তে দেখতে পোতাম। আর আমরা যদি রাসূলুল্লাহকে ঘুম অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাহলে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই দেখতে পেতাম (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটির মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব কাজেই বিশেষ করে ইবাদাত-বন্দেগীতে 'ইতেদাল' অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। রাতে তিনি তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন আবার ঘুমেও যেতেন। অর্থাৎ তাঁকে তাহাজ্জুদ পড়তেও দেখতে পাওয়া যেতো। আবার ঘুম যেতেও দেখা যেতো। অতএব তিনি যে আমলই করা হোক, সতটুকুই করা হোক, তা সব সময় জারী রাখাকে ভালোবাসতেন। একদিন করা আর একদিন না করা তার পছন্দ ছিলো না।

১১৪১ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى آدَى فِعْلُهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوْبًا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْآفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى يَلْغِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ لَا

تَخَلَّفَ الْبِعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سَوَاكًا ثُمَّ أَفْرَعَفَ فِي قَدَحٍ مِّنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَسَتَنَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَبَقَطَ فَبَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১১৪১। হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহর সাথে সফরে গিয়েছিলাম। (তখন আমি মনে মনে ভাবলাম) আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠলে তাঁকে আমি নামাযের সময় দেখতে থাকবো। যাতে তিনি কিতাবে নামায পড়েন তা আমি দেখতে পাই (পরে আমি সেভাবে অমল করবো)। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায, যাকে ‘আতামা মলা হর, পড়ার পর শুয়ে গেলেন (কিছু সময় আরাম করলেন)। তারপর তিনি জাগলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকালেন ও এই আয়াত, “রব্বানা মা খালিকতা হাজা বাতিলান ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ” পর্যন্ত পড়লেন। তারপর তিনি কিছানার দিকে গেলেন। মিসওয়াক বের করলেন। এরপর তাঁর কাছে রাখা পানির জাঃ হতে পানি বের করলেন। মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ হবার পর আমি মনে মনে (বললাম), যতো সময় তিনি ঘুমিয়েছেন ততো সময় তিনি নামায পড়েছেন। তারপর তিনি শুয়ে গেলেন। সবে আমি মনে মনে বললাম, যতো সময় তিনি নামায পড়েছেন ততো সময় তিনি শুয়েছিলেন। এরপর তিনি জাগলেন। আবার ওই সব কাজ করলেন যা আগে করেছিলেন এবং তাই বললেন যা আগে বলেছিলেন (অর্থাৎ মিসওয়াক, উল্লিখিত আয়াত ইত্যাদি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কজরের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে তিনবার করলেন (নাসাঈ)।

١١٤٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَعْلِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَوْتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ

قَدْزَمَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعَّتْ قِرَاءَةً مَفْسُورَةً
حَرْفًا حَرْفًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৪২। তাবেয়ী হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত উম্মে সালামাকে একদিন রাসূলুল্লাহর রাতের নামায ও কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে উম্মে সালামা বলেন, তাঁর নামাযের বর্ণনা দিলে তোমার কি লাভ হবে? তাঁর সমান কোরআন পড়া, তাঁর সমান নামায পড়ার মতো তোমার এতো শক্তি কোথায়? তবে ওনো, তিনি নামায পড়তেন। যতো সময় তিনি নামায পড়তেন ততো সময় তিনি ঘুমাতেন। তারপর উঠে আবার এতো সময় নামায পড়তেন, যতো সময় তিনি ঘুমিয়েছেন। এরপর নামায পড়তেন, যতো সময় ঘুমিয়েছেন। এভাবেই মাঝামাঝি ও ঘুমের মাঝামাঝিকতা বজায় থাকতো। এভাবে তোর হয়ে যেতো। বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, অতঃপর উম্মে সালামা (রাঃ) তাঁর কেরাআতের বর্ণনা দিলেন, দেখলাম তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই)।

৩২- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

৩২-রাতের নামাযে যা পড়তেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৪৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَلَقَاوَكُ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنِيتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠে এই দোয়া পড়তেন; “আল্লাহ্মা লাকাল হামদু। আনতা কইয়্যুমুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আনতা নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আনতা মালিকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আনতাল হাক্ব। ওয়া ওয়াদুকাল হাক্ব। ওয়া লিকাল্‌উকা হাক্বুন। ওয়া কাওলুকা হাক্বুন। ওয়াল জ্ঞানাতু হাক্বুন। ওয়াননাম হাক্বুন। ওয়ান নারিয়্যুনা হাক্বুন। ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্বুন। ওয়াস সামাতু হাক্বুন। আল্লাহ্মা লাকাল আসলামতু। ওয়া বিকা আমানতু। ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু। ওয়া ইলাইকা আনাবতু। ওয়া বিকা খাসামতু। ওয়া ইলাইকা হাকামতু। ফাগফিরলি মা কামতু ওয়ামা আখ্বারতু, ওয়ামা আসরারতু। ওয়ামা আলানতু। ওয়ামা আসতী আলামু বিহী মিল্লি। আনতাল মুকাদ্দেমু। ওয়া আনতাল মুআখখেরু। লা ইলাহ ইল্লা আমন্ত। ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমার। তুমিই আসমান জমিন এবং যা এই উভয়ের মধ্যে আছে কায়ম রেখেছো। সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা রৌশন করে রেখেছো। সব প্রশংসা তোমার। তুমিই এই আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে সকলের বাদশাহ। সকল প্রশংসা তোমারই। তুমিই সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার কলাম সত্য। জ্ঞানাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নবী সত্য। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে ঈশ্বরওয়ারদিগার! আমি তোমার অনুসারী। আমি তোমার সকল হুকুম গ্রহণ করেছি। আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার উপরই ভরসা করেছি। তোমার দিকেই আমি ফিরেছি। তোমার মদদেই আমি স্রুত মুকাবিলা করছি। তোমার কাছেই আমার ফরিয়াদ। তুমি আমার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আমার ওই সব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও, যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি যাকে চাইবে আগে আনবে, যাকে চাইবে পেছনে হটিয়ে দেবে। তুমিই মাবুদ। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই (বুখারী-মুসলিম)।

১১৪৪۔ وَعَنْ حَاشِيَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَاقِيلَ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ

تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৪৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ এই দোয়া পড়তেন, “আল্লাহ্মা রাব্বা জিব্রীলা ওয়ামিকাইলা, ওয়া ইসরাফীলা। ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা। আলিমাল গাইবি ওয়াশশাহাদাতি। আনতা তাহকুম বাইনা ইবাদিকা ফিমা কান ফিহে ইয়াখতালেফুন। ইহদিনী লিমাখতুলিকা ফিহে মিনাল হাক্কে বিইহ্বনিকা। ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে জিব্রিল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব, হে আসমান ও জামিনের সৃষ্টিকর্তা, হে জাহের ও বাতেন জ্ঞানের মালিক! তুমিই তোমাদের বান্দাদের মতভেদে ক্ষমসাধা করে দিবে। হে আল্লাহ! সত্যের ব্যাপারে যে মতভেদ করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমাকে পথ দেখাও। কারণ তুমি হাকে চাও, সোজা পথ দেখাও” (মুসলিম)।

১১৪৫-وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৪৫। হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠবে সে এই দোয়া পড়বেঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়াহদাহ্-লা শারীফা লাহ। লাহুল-মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। ওয়া সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”, তারপর বলবে, “রক্বিগফির লী” অথবা বললে, “পুনরায় দোয়া করবে। তার দোয়া কবুল করা হবে। তারপর যদি ওজু করে ও নামায পড়ে, তার নামায কবুল করা হবে (বুখারী)।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদ

১১৪৬-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ

لَذَنبِيْ وَاسْأَلْكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ يَّعْدُ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْلِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اَنْتَ الْوَهَّابُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে বলতেন, “শা ইলাহা ইল্লা আনতা সুব্বহানাকা। আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিককা লিজামবি। ওয়া আসআলিকা রাহমাতিকা। আল্লাহুমা জিদনী ইলমান। ওয়ালা তুজেনী কালাবী বাদা ইজ্জ হাদাইতানি। ওয়া হাবলি মিল্লাদুনকা রাহমাতান। ইল্লাকা আনতাল ওয়াইহাব” (আবু দাউদ)।

১১৪৭-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَيَّنْتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَةً - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১১৪৭। হযরত মুআজ বিন জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি রাতে পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহুর জিকির করে শুয়ে যায়, তারপর রাতে জেগে উঠে আল্লাহুর কাছে মঙ্গল কামনা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই কল্যাণ দান করবেন (আহমাদি, আবু দাউদ)।

১১৪৮-وَعَنْ شَرِيْقِ الْهَمْزَنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ لَهَا هَبُّ مِنَ اللَّيْلِ كَثِيرٌ عَشْرًا وَحَمْدُ اللَّهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَكَسْتَهْفَرُ اللَّهَ عَشْرًا وَهَلَّلَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَيِقِ الدُّنْيَا وَضَيِقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৪৮। তাবেরী হযরত শারীকুল হামজানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে ঘুম থেকে জাগার পর কোম জিনিস দিয়ে ইবাদাত শুরু করতেন। হযরত আয়েশা বলেছেন, আমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছো যা তোমার আগে আমাকে কেউ করেনি। তিনি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথম দশবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন। ‘আলহামদু লিল্লাহ’

বলতেন দশবার। সোবহানাদ্বাহি ওয়া বিহামদীহি বলতেন দশবার। সোবহানাল মালিকিল ফুজুদি বলতেন দশবার। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলতেন দশবার। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতেন দশবার। আর দশবার পড়তেন এই দোয়া, ‘আল্লাহুমা ইনি আউজুক মিন দিকিদ দুনিয়া ও দিকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ’। এরপর রাসূলুল্লাহ (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া শুরু করতেন (আজু জাউদ)।

১১৬৭- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْخَضَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَفْرَأُ

১১৬৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালে প্রথমে অম্বাহি আকবার বলে এই-দোয়া পড়তেন, ‘সোবহানাদ্বাহি আল্লাহুমা ওয়া বিহামদীহি। ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা। ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র। আমরা তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অনেক উপরে। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।” তারপর তিনি বলতেন, “আল্লাহু আকবার কাবির। এরপর বলতেন, ‘আউজু বিল্লাহিস সামিঈল আলীম। মিনাশ শাইতানির রাজীম। মিন হামজিহি, ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফথিহি’ (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই)। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় গাইরুকার পর এই কথাটুকু আছে, তারপর তিনি বলতেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তিনবার। আর হাদীসের শেষের দিকের শব্দগুলো হলো, তিনি গুনরায় পড়তেন, ‘আউজু বিল্লাহিস সামিঈল আলীম। তারপর কেয়ামাত পড়া শুরু করতেন।

১১৬৮- وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْبَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهُوَ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلِلْتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

১১৫০। হযরত রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হজরার কাছাকাছি রাত কাটিয়েছি। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতাম। তিনি রাতে অহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠলে বেশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 'সোবহানা রব্বিল আলামীন' বলতেন। তারপর আবার দীর্ঘ সময় 'সোবহানুল্লাহি ওয়াবেহামদিহি' পড়তেন (নাসাঈ, তিরমিযী)।

২৩-بَابُ التَّخْرِيفِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

৩৩-রাতেয় কিসায়ের (নৈশ ইবাদতে)-উল্লাহ প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৫১-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يُضْرَبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ تَذَكَّرَ اللَّهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأَصْبَحَ خَيْرَ النَّفْسِ كَسَلَانَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫১। হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (রাতে) ঘুমায়, শয়তান মারদুদ তার মাথার পেছনের দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় শয়তান তার মস্তক একধার উদ্বেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী। কাজেই শুয়ে থাকো। যে ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকাবাজিতে না পড়ে ইবাদাতের জন্য জেগে উঠে, আর 'আল্লাহ আকবার' বলে, তার গায়ুলতির একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে যখন শুয়ে থাকে, গায়ুলতির আর একটি গিরা খুলে যায়। আবার যখন সে নামায পড়া শুরু করে তখন তার তৃতীয় গিরা খুলে যায়। বস্তুত এই ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে ভোরের মুখ দেখে, নতুবা অপবিত্র হয়ে ভোরের দিকে কলুষ অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৫২-وَعَنِ الْمُتَعَمِّرَةِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫২। হযরত মুগীরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাতে নামায পড়তে পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেনো এতো কষ্ট করছেন। অথচ আগ্নার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না (বুখারী-মুসলিম)!

১১৫৩-وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ تَأْتِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীমের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, নামাযের জন্য উঠে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তির কানে অথবা তিনি বলেছেন, তার দুই কানে শয়তান পেশাব করে দেয় (বুখারী-মুসলিম)।

১১৫৪-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَرَعَا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَّاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৫৪। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, 'সোবহানাল্লাহ' আজ রাতে কতো ধন সম্পদ নাযিল করা হয়েছে। আর কতো ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। হুজরাবাসিনীদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে কে? তিনি এর দ্বারা তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেনো তারা উঠে নামায পড়ে। কতো নারী দুনিয়ায় কাপড় পড়ে আছে, কিন্তু আখিরাতে তারা নগ্ন থাকবে (বুখারী)।

১১৫৫-وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

وَقَوْلُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبْ لَهُ مَنْ يُسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
فَاغْفِرْ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ
غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظُلْمٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

১১৫৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মৰ্বাদাবান বরকতওয়ালা রব দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করবো। যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, কে আছে যে এমন লোককে ঋণ দেবে যিনি ফকির নন, না জুলুমকারী এবং সকাল পর্যন্ত এই কথা বলতে থাকেন।

১১৫৬। সَوَّعَنَ جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي
الَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ آيَةً وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৫৬। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাতে এমন একটা সময় অবশ্যই আছে, কোন মুসলমান যদি এই সময়টা পায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কাম্য চায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা অবশ্যই দান করেন। এই সময়টা প্রত্যেক রাতেই আসে (মুসলিম)।

১১৫৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ
يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا -
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলার কাছে সকল নামাযের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নামায এবং সকল রোযার মধ্যে হযরত দাউদ

আলাইহিস সালামের রোযা সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন। এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। তারপর-রাতের মঠাংশে আবার ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ছাড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১৫৮-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِيْ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُبًا وَتَبَّ فَأَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমমাংশে ঘুমাতেন, আর শেষমাংশে জেগে থাকতেন। এরপর তিনি যদি তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন মনে করতেন যেতেম। এরপর আবার শুয়ে যেতেন। তিনি যদি ফজরের আগে আযানের সময় নাপাক অবস্থায় থাকতেন, উঠে যেতেন। নিজের শরীরে পানি ঢেলে নিতেন। আর নাপাক অবস্থায় না থাকলে ফজরের নামাযের জন্য শুজু করতেন। ফজরের নামাযের দুই রাকআত সুনাত নামায পড়ে নিতেন (বুখারী, মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১১৫৯-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১১৫৯। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায) পড়া বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ এটা হচ্ছে তোমাদের আগের লোকদের অভ্যাস। (তাহাজ্জাও এই) কিয়ামুল লাইল আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর গুনাহ মার্ফের উপায়। তোমাদেরকে গুনাহ থেকেও (এই কিয়ামুল লাইল) ফিরিয়ে রাখে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে 'তোমাদের আগের লোকদের' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগের নবী-রাসূলদের ও সেই সময়ের নেক ও সালেহ লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নিকট পৌছার ও গুনাহ মার্ফ করে নেবার জন্য

এই 'কিন্নামুল লাইল' খুবই মোক্ষম উপায়। এই সময় আল্লাহ বান্দাহ ফরিয়াদ স্তনার জন্য আকাশ হতে নীচের আকাশে নেমে আসেন।

১১৬০- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّيُ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ .

১১৬০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোকদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ তাআলা হাসেন (অর্থাৎ তাদের উপর খুশী হন)। ওই ব্যক্তি যে রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়েন। দ্বিতীয় ওই লোক যারা নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। (তৃতীয়) ওই লোকজন যারা (বীনের) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিভদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় (শব্দে সুল্লাহ)।

১১৬১- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ اسْتَدَّاهُ .

১১৬১। হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শেষ রাতেই বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। তাই সে সময় তোমরা আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে शामिल হবার চেষ্টা করতে যদি পারো অবশ্যই করো (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সনদ হিসাবে হাসান, সহীহ ও গরীব)।

১১৬২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَآيَقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَآيَقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৬২। হযরত আবু হুরাইরা রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আব্বাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর বরহত করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। আবার নিজের স্ত্রীকেও নামাযের জন্য জাগায়। যদি স্ত্রী না জাগে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আব্বাহ ওই স্ত্রীর প্রতিও বরহত করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। আবার তার স্বামীকেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য জাগায়। যদি স্বামী ঘুম থেকে না জাগে তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটকে দেয় (আবু-দাউদ, নাসাই)।

১১৬৩-وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قُلَّ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَذُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوباتِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৬৩। হযরত আবু উমামা রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আব্বাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া আব্বাহর কাছে বেশী কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মধ্যরাতের শেষ ভাগের দোয়া। আর ফরজ নামাযের পূর্বের দোয়া (তিরমিযী)।

১১৬৪-وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهَرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهَرِهَا أَعْدَهَا اللَّهُ لِمَنْ آتَى الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصَّيَّامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ نِيَامٌ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَقِي رَوَاتِهِ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ

১১৬৪। হযরত আবু মালিক আশআরী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন বালাখানা আছে যার বাইরের জিনিস ভেতর থেকে আর ভেতরের জিনিস বাইর থেকে দেখা যায়। আর এই বালাখানা আব্বাহর কাছে ওই সমস্ত লোকের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যারা অন্য লোকের সাথে কোমল কথা বলে। (গরীব মিসকীনকে) খাবার দেয়। প্রায়ই নফল রোযা রাখে। রাতে এমন সময় (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমে নিমগ্ন থাকে (বায়হাকীর শোআবুল ইমান)। ইমাম তিরমিযীও এই ধরনের বর্ণনা হযরত আলী রঃ হতে নকল করেছেন। কিন্তু এদের বর্ণনায় কোমল কথা বলে-এর জায়গায় মধুর কথা বলে উদ্ধৃত হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ একই)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১১৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتُذْرَكَ قِيَامُ اللَّيْلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অধর্মক ব্যক্তির মতো হয়ে-যেয়ো না। সে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৬৬- وَرَوَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُرْقِطُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِمَنْ أَحْرَأَ عَشَارَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১১৬৬। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য রাতে (শেষাংশের একটি) সময় নির্দিষ্ট ছিলো। যে সময়ে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন। তিনি বলতেন, হে দাউদের পরিবারের লোকেরা! (ঘুম থেকে) উঠো এবং নামায পড়ো। কারণ এটা এমন এক সময়, যে সময় আল্লাহু তাআলা দোয়া কবুল করেন। কিন্তু জাদুকর ও ছিনতাইকারীর দোয়া কবুল হয় না (আহমাদ)।

১১৬৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَضْلُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْمَغْرُوبَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১১৬৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো মধ্য রাতের নামায (আহমাদ)।

১১৬৮- وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا

يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ أَنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১১৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো এবং তাকে বললো, অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : খুব শীঘ্র তার নামায তাকে একাজ হতে বিরত করবে, তার যে কাজের কথা তুমি বলছো (বায়াহাকী)।

১১৬৯ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১১৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন-ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগায় ও উভয়ে একত্রে নামায পড়ে অথবা তিনি একথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে দুই রাকাত করে নামায একত্রে পড়ে, তাহলে এই দুই (স্বামী স্ত্রী) ব্যক্তির নাম আলাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দলের মধ্যে গণ্য হবে (আবুদাউদ-ইবনে মাজা)।

১১৭০ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَافُ أُمَّتِي حِمْلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১১৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে আশীর্বাদ অর্থাৎ উন্নত মর্যাদার ব্যক্তি তারা, যারা কোরআনের রাহক ও রাতের জাগরণকারী (নামাযী) (আবুদাউদ-ইবনে মাজা)।

১১৭১ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَبْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمُ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ آيَةً وَأَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى - رَوَاهُ مَالِكٌ

১১৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ রাতে আদ্যাহর মজিঁ মাতো নামায পড়তেন। রাতেই শেষপ্রাণে নিজ পরিবারকে নামায পড়বার জন্য উঠিয়ে দিতেন। তিনি তাদের বলতেন, নামায পড়ো। আরপর এই আয়াত পড়তেন : “ওয়ামুর আহ্লাকা বিস-সালাতে ওয়াসাতাবের আলাইহা লা নাসআলুকা রিয়কান। নাহ্নু নারজুকুকা। ওয়াল-আকিবাডু লিড-আকওয়া”। “তোমার পরিবারের লোকজনদেরকে নামাযের হুকুম করতে থাকো। বিজেও (এই কইর) জন্য সবর কর্তে থাকো। আমি তোমার কাছে রেজেক চাই না। রেজেক তো আমিই তোমাকে দান করি। আখিরাতের কল্যাণ তো পরহেজগার লোকদের জন্য” (মালিক)।

৩২- بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ

৩৪- আমলে ডরিসাম্য বজায় রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭২- مَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى تَطْنُ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَصُومَ حَتَّى تَطْنُ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا تَأْتَا إِلَّا رَأَيْتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৭২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে রোযাহীন কাটাতেন। এমনকি অমর মনে করতাম, তিনি ফসত এ মাসে রোযা রাখবেন না। আবার তিনি রোযা রাখতে থাকতেন। অমর মনে করতাম, তিনি ফসত এ মাসে রোযা রাখা ছেড়ে দেবেন না। তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে অমর পক্ষ অবস্থায় দেখতে পেও, তাহলে দেখতে পাবে তিনি নামায পড়ছেন। আবার তুমি যদি ফসত অবস্থায় দেখতে পেও, তাহলে দেখতে পাবে তিনি তিনি ঘুমাচ্ছেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল ইবাদাতে ইচ্ছামূল ভাবসাম্য বজায় রাখতেন। তিনি একাধারে নফল রোযা রাখতেন না। আবার একাধারে নফল রোযা ছেড়েও দিতেন না। ঠিক এভাবে তিনি রাতে তাহাজ্জদের নামাযও পড়তেন, আবার রাতে ঘুমাতেও। প্রতিটা জিনিসেরই হুক আমায় করে তিনি কাজ করতেন।

১১৭৩-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قُلَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আত্মাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সব সময়ে তা করা যদি (পরিমাণে) কমও হয় (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে কোন নকল ইবাদাত কম হলেও নিয়মিতভাবে করে যাওয়া হলো আত্মাহর কাছে প্রিয়। কোন আমল মাঝেমধ্যে বেশী পরিমাণ করা আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেয়া আত্মাহর অপছন্দ।

১১৭৪-وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُ حَتَّى تَمَلُّوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এতো পরিমাণ আমল করো যেতো পরিমাণ আমল করতে তোমরা সমর্থ। কারণ আত্মাহ তাআলা (সওয়াব দেবার সময়) অপারগ হবেন না, যতক্ষণ তোমরা অপারগ না হবে (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে তুমি যদি ইবাদাত ছেড়ে না দাও, তোমার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কম হলেও তুমি ইবাদাত করে যাও, তাহলে আত্মাহর ভার ছোট নহে। তিনি এই কম আমলেও তোমাকে অধিক সওয়াব দান করতে পারেন।

১১৭৫-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَكَذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো উচিত ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া যতক্ষণ সে সতেজ থাকে। ক্লান্ত হয়ে গেলে সে যেনো বসে যায় (অর্থাৎ নামায না পড়ে)। (বুখারী-মুসলিম)।

১১৭৬-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَهْتَرِئُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নামায পড়া অবস্থায় বিমাত্রে ঝুঁক করে তবে সে যেনো শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে যায়। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি নামায পড়তে পড়তে বিমায় আর ঘুমের ঘোরে বলতে পারে না, সে কি পড়ছে। হতে পারে সে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে গিয়ে বিমাতীর কারণে নিজেকে গালি দিয়ে বসে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَسْرٌ وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلِبَهُ فَسَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشَرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই দীন সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনকে কঠিন করে তুলে, দীন তাকে পরাভূত করে। অতএব দীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও সাধ্য অনুযায়ী আমল করবে, নিজেকেও অন্যকে শুভসংবাদ দিবে। সকালে, সন্ধ্যায়, রাতের শেষভাগে আল্লাহ জাআলার নিকট সাহায্য কামনা করবে (বুখারী)।

১১৭৮ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حَزْنِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৭৮। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি রাতের বেলা তার নিয়মিত ইবাদত অথবা তার আংশিক না করে ঘুমিয়ে গেলো। তারপর সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা করে নিলে যেনো সে রাতেই তা পড়েছে বলে গণ্য হবে (মুসলিম)।

১১৭৯ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৭৯। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। যদি তাতে সক্ষম না

হও তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে (শুয়ে) কাত হয়ে পড়বে (বুখারী)।

১১৮০-وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا
قَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ
صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৮০। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি কোন ব্যক্তির ঘসে বসে (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি দাঁড়িয়ে পড়তো উত্তম হতো। যে ব্যক্তি বসে বসে নফল নামায পড়বে সে দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামায পড়বে সে বসে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে (বুখারী)।

১১৮১-وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَغَيَّرْ سَاعَةً مِنَ
الْلَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ آيَةً وَكَرَهُ
النُّوْيَ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرَوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ

১১৮১। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে, রাত্রে যতোবার সে পাশ বদল্যকে এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সে কল্যাণ অবশ্যই দান করবেন (ইবনুস সুন্নীর বরাতে ইমাম নববীর কিতাবুল আযকার)।

১১৮২-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنَجَبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وَطْأَتِهِ وَلَحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَآهْلِهِ
إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَكَيْتِهِ أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوُطْأَتِهِ
مِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَآهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغِيَةً فَيَمَّا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي وَرَجُلٌ

غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْهَزَامِ وَمَا لَهُ فِي
الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هَرَبَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَايَكَتِهِ أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ
رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هَرَبَ دَمُهُ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

১১৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা খুব খুশী হন। এক ব্যক্তি, যে নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও প্রিয় স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে যায়। আল্লাহ এ সময় তার ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার কাছে থাকা জিনিস পাবার আশ্রয়ে (সওয়াব, জান্নাত) এবং আমার কাছে থাকা জিনিসকে ভয় করে (জাহান্নাম ও আমার) নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও স্ত্রীর মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ার জন্য উঠে পড়েছে। আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে। (কোন ওজর ছাড়া) যুদ্ধের ময়দান থেকে সঙ্গী সাথী নিয়ে ভেগে এসেছে। কিন্তু এভাবে ভেগে আসায় আল্লাহর খুশি ও ফেরত আসায় শুনাইর কথা মনে পড়ায় আবার যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছে। আল্লাহর দূশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছে। আল্লাহ তার ফিরিশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখো, যারা আমার নিকট থাকা জিনিস (জান্নাত) পাবার জন্য ও আমার নিকট থাকা জিনিস (জাহান্নাম) থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছে, জীবনও দিয়ে দিয়েছে (শরহে সুন্নাহ)।

১১৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّوْهُ الرَّجُلُ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَّوْهُ الرَّجُلُ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ - وَرَأَيْتُكُمْ

১১৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বসে (নফল) নামায পড়লে, পাড়িয়ে দাঁতায় পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে

বসে নামায পড়ছিলেন। (নামায শেষ হবার পর) আমি রাসুলের মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, আকবুল্লাহ ইবনে আব্বাস! কি হয়েছে? আমি শিবেইম করলাম, যে হুদ্রাহর রাসূল! আমাকে তো বলা হচ্ছে যে, রাসূলুদ্বাহ সাদ্দুদ্বাহ আমাইহি ওয়াসাদ্দাহ বলেছেন। বসে শাযায আদামকাতীর নামাযে অর্ধেক সওয়ার হয়। অর্ধট আপনি বসে বসে নামায পড়ছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ তাই। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো নই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তুমি অন্যদের সাথে আমাকে অথবা আমার সাথে অন্যদের তুলনা করো না। এটা তো আমার বৈশিষ্ট্য। কাজেই তোমাদের মতো লোকেরা যতো বেশী পারে সওয়ার পাবার চেষ্টা করবে।

السَّوْمِيُّ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ خُرَاعَةَ لِبَعْنَى صَلَاتٍ فَاسْتَبْرَحْتُ فَيَكَاثِبُهُمْ عَابِرًا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ الصَّلَاةُ يَا بِلَالُ أَرَحْنَا بِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৮৪। হযরত সালিম ইবনুল জাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুদ্রাহা গোত্রের এক ব্যক্তি বললো, হায় আমি যদি নামায পড়তে পড়াতাম, আরাম পেতাম। লোকেরা তার কথা শুনে খারাপ মনে করলো। তখন লোকটি বললো, আমি রাসূলুদ্বাহ সাদ্দুদ্বাহ আমাইহি ওয়াসাদ্দাহ বলেতে শুনেছি। যে রাসূল! নামাযের জন্য আমাদের রক্ষা করেন। এর দ্বারা আমাকে আরাম দাও (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : 'আমি' পাবার কথা বলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিলো নামাযে আরাম ও প্রশান্তি পাওয়া যায়। নামায পড়ে এই শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করা। কিন্তু যারা তার কথা শুনেছেন তারা এর অর্থ করেছেন নামাযকে ওই ব্যক্তি বোঝা মনে করেছে, তাই নামায আদায় করে সে বোঝামুক্ত হতে চায়। এজন্য লোকটি রাসূলুদ্বাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তার মনের ভটকা দূর করেছেন।

চতুর্থাংশকটি বর্ণিত। শিখারুল আলাহ, ৩৫৫-৩৫৬

৩৫-بَابُ الْوُتْرِ

৩৫-বেতের নামায

السَّوْمِيُّ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُ الْوُتْرِ مِثْنِي مِثْنِي فَإِذَا حَشَى أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً تَوَرَّكَةً مَا تَمَّ عَلَى مِثْنَيْنِ عَلَيْهِ

১১৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের (শফল) নামায দুই রাকআত করে (পড়তে হয়)। কারো ভোর হয়ে যাবার আশংকা বোধ হলে সে যেনো (দুই রাকআতের) সাথে আরো এক রাকআত পড়ে নেয়। তাইলে এই রাকআত আগে পড়া নামাযকে বেতের করে দেবে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৮৬-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ رُكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ রাতে বেতরের নামায পড়া উত্তম। আর বেতের এক রাকআত শেষ রাতে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি'রী (রহঃ) বেতরের নামায এই এক রাকআতই মনে করেন। ইমাম আবু হান্নিফাসহ অন্যান্য ইমামের মত হলো, রাতে দুই রাকআত করে নফল নামায পড়তে থাকবে। রাত শেষ হয়ে আসলে শেষ দুই রাকআতের সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে মোট তিন রাকআত পড়ে নেবে। তিন রাকআতই হলো বেতরের নামায। বেতের বা বেজোড়ই হলো বেতরের নামায।

১১৮৭-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا - فَتَقُ عَلَيْهِ .

১১৮৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদের সময়) তেরো রাকআত নামায পড়তেন। তেরো রাকআতের মধ্যে পাঁচ রাকআত বেতের। আর এর মধ্যে (পাঁচ রাকআতের) শেষ রাকআত ছাড়া কোন রাকআতে তামিমুল্লাহ নামার জন্য বসতেন না (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক নিয়মেই নামায পড়তেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এটিও একটা পদ্ধতি। এই নিয়মটি ছিলো প্রথমে তিনি চার সালামের সাথে দুই দুই রাকআত করে আট রাকআত নামায পড়তেন। সর্বশেষ পাঁচ রাকআত এক 'তামিমুল্লাহ' ও এক সালামে পড়তেন। এই পাঁচ রাকআতে বেতরের নামাযও शामिल থাকতো।

১৮৮৮- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَتَيْتَنِي عَنْ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَلِمَ خَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنُ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَتَيْتَنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نَعْبُدُ لَهُ سِوَاكَ وَطَهَوْرَهُ فَيُبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَالتَّوَضَّأَ وَيُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيُحَمِّدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ أَحَدَى عَشْرَةِ رَكَعَةٍ يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْ تَرَى بَسْبَعٍ وَصَنَعَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي الْأُولَى فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلِبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيِ عَشْرَةِ رَكَعَةٍ وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৮৮৮। হযরত সা'দ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশার নিকট গেলাম। তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহর 'খুলুক' (স্বভাব-চরিত্র) সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। এবার তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর চরিত্র ছিলো আল-কুরআন। আমি আবেদন করলাম, হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, (রাতের বেতের নাম্বায়ের জন্য) আমি আগ থেকেই রাসূলুল্লাহর মিসওয়াক ও ওজুর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে ঘুম হতে উঠাতে চাইতেন, উঠাতেন। তিনি প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর ওজু

করতেন ও নয় রাকআত নামায পড়তেন। অষ্টম রাকআত ছাড়া কোন রাকআতে তিনি বসতেন না। আট রাকআত পড়া শেষ হলে (তাশাহুদেয়) জন্য বসতেন। অষ্টম রাকআত পড়তেন। তার প্রশংসা করতেন। তার কাছে দোয়া করতেন অর্থাৎ আশুখিয়াত পড়তেন। তারপর সালাম ফিরানো ছাড়া নবম রাকআত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। নবম রাকআত পড়া শেষ করে তাশাহুদ পড়ার জন্য বসতেন। অষ্টম রাকআত পড়তেন। তার প্রশংসা করতেন। তার কাছে দোয়া করতেন (অর্থাৎ আশুখিয়াত পড়তেন)। এরপর আমাদেরকে গুনিয়ে সশব্দে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে বসে দুই রাকআত পড়তেন। হে-বৎস! এই মোট এশারো রাকআত হলো। এরপর যখন তিনি বার্বকো পৌছে গেলেন এবং তাঁর দেহ ভাবী হয়ে গেলো, তখন কেতরসহ সাত রাকআত নামায পড়তেন। আর আগের মতোই দুই রাকআত বসে বসে পড়তেন। শ্রিয়-বৎস! এই মোট নয় রাকআত হলো। রাকআতের কোন নামায পড়লে, তা নিয়মিত পড়তে পসন্দ করতেন। কোন দিন যদি ঘুম বেশী হয়ে যেতো অথবা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিতো, যাতে তাঁর পক্ষে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতো না, তখন তিনি দুপুরে যাকো রাকআত নামায পড়ে নিতেন। জামায়াতের মধ্যে, রাকআত (সা) কখনো এক রাতে পুরা কুরআন পড়েননি। অথবা ভোর পর্যন্ত সারা রাত ধরে নামায পড়েননি এবং রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে পোটা মাসি রোযা রাখেননি (মুসলিম)।

১১৪৭- وَعَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَكُوا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৪৭। যবরত আবু হুরায় ইবনে উয়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বেতের করবে (মুসলিম)।

১১৪৮- وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَكُوا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৪৮। যবরত আবু হুরায় ইবনে উয়র (রাঃ) থেকে এই হাদীসটিঃ বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বেতের করবে (মুসলিম)।

১১৪৯- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَّفَ آخِرَ

لَا يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ
اللَّيْلِ فَلَنْ صَلَّوْهُ لَاحِزَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً وَذَلِكَ أَفْضَلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির শেষ রাতে না উঠতে পারার আশংকা আছে সে কেনো প্রথম রাতেই বেতেরের নামায পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে আশা করে, সে যেনো শেষ রাতেই বেতেরের নামায পড়ে। কারণ শেষ রাতের নামাযে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই অধিক উত্তম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ সময় একদল ফিরিশতা আসমানে চলে যায়। আর একদল ফিরিশতা জম্বিনে সারিত্ব-পালনে আসে। উভয় দলই এ সময়ের নামাযীদেরকে নামাযে যশস্তল দেখতে পায়। তারা আত্মাহুত কাছে এই সাক্ষ্য দেয়।

১১৯২-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৯২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রত্যেক অংশেই বেতেরের নামায পড়েছেন- প্রথম রাতেও (প্রশার নামাযের পরশর, মধ্য রাতেও এবং শেষ রাতেও। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বেতেরের নামাযের জন্য রাতের সাহরীর সময় (শেষভাগ) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১৯৩-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَتَامَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৯৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে তিনটি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন : প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতে, 'দোহা'র দুই রাকআত নামায (ইশরাক অথবা চাগাত) পড়তে এবং দুইবার সূর্যোদয়ে বেতেরের নামায পড়তে (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১১৯৪-عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ
رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يُؤْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا
أُوتِرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أُوتِرَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ
فِي الْأَمْرِ سَاعَةً قُلْتُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفَتُ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ
وَرُبَّمَا خَفَتُ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً - رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلُ الْآخِرُ .

১১৯৪ । হযরত ওদাইফ ইবনে হারিস হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হযরত
আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয
গোসল রাতের প্রথম অংশে অথবা শেষ অংশে করতেন? হযরত আয়েশা বললেন,
কোন সময় তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এবং কোন সময় রাতের শেষ প্রহরে গোসল
করতেন । আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড় । সব প্রশংসাই আল্লাহ তাআলার
জন্য । যিনি দীনের কাজের ব্যাপারে সহজ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন । আবার তিনি
জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বেতেরের নামাম
রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিতেন না শেষ ভাগে পড়তেন? হযরত আয়েশা বললেন,
তিনি কখনো রাতের প্রথম ভাগেই পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন ।
আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড় । সব প্রশংসা তাঁর যিনি দীনের কাজ সহজ
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তাহাজ্জুদের নামামে
অথবা অন্য কোন নামামে আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন অথবা আস্তে আস্তে?
তিনি বললেন, কখন তো আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন, আবার কখনো অস্পষ্ট
স্বরে । আমি বললাম, আল্লাহ অনেক বড় ও সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি দীনের কাজ
সহজ করে দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ! ইবনে মাজাহ এই বর্ণনায় শুধু শেষ
অংশ (যাতে কেরাআতের উল্লেখ হয়েছে) নকল করেছেন) ।

১১৯৫ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُؤْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ
وِثْمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ
ثَلَاثٍ عَشْرَةٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১১৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাকআত বেতেরের নামায পড়তেন। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চার ও তিন (অর্থাৎ সাত), আবার কখনো ছয় ও তিন (অর্থাৎ নয়), কখনো আট ও তিন (অর্থাৎ এগারো) আবার কখনো দশ ও তিন (অর্থাৎ তেরো) রাকআত বেতেরের নামায পড়তেন। তিনি সাতের কম ও তেরোর বেশী বেতেরের নামায পড়তেন না (আবু দাউদ)।

১১৯৬-وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِخُمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ .

১১৯৬। হযরত আবু আইয়ুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেতেরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পাঁচ রাকআত পড়তে চায় সে যেনো পাঁচ রাকআত পড়ে। যে ব্যক্তি তিন রাকআত পড়তে চায় সে যেনো তিন রাকআত পড়ে। আর যে ব্যক্তি এক রাকআত পড়তে চায় সে যেনো এক রাকআত পড়ে (আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা)।

১১৯৭-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوُتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৯৭। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বেতের (বেজোড়)। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন। অতএব হে কুরআনের বাহকেরা! তোমরা বেতের নামায পড়ো (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই)।

১১৯৮-وَعَنْ خَارِجَةَ بِنْتِ خَدَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدُكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوُتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يُطْلَعَ الْفَجْرُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

১১৯৮। ইব্রত খারিজা ইবনে হোজাফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন এক নামায দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন (পাঞ্জেন্দা নামায ছাড়া) যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। তা হলো বেতের নামায। আল্লাহ তাআলা এই নামায তোমাদের জন্য ইশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

۱۱۹۹- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
نَامَ عَنْ وَتَرٍ فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.

١٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِيِّ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْرُوفَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرَا وَالْمَعْرُوفَتَيْنِ .

১২০০। হযরত আবদুল আজীজ ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামাযে কোন কোন সূরা পড়তেন? হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, তিনি প্রথম রাকআতে 'সাবেহিস্মা রকিবকাল আলা', দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইয়্যাহাল কারিমীন' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুল হুম্মাদাহু আম্বাদ', 'কুল আউজু বিরবিল ফালাক' ও কুল আউজু বিরবিল্লালে পড়তেন (তিরমিযী, আবু দাউদ)। এই বর্ণনাটিকে ইমাম নীসাবী হযরত আবদুর রহীম ইবনে আবজী হতে, ইমাম আহমাদ ইবনে উবাই ইবনে কাহ থেকে এবং দায়েদী হযরত ইয়ুনে আবজাজ রাঃ-থেকে নকল করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারিমী নিজেদের বর্ণনায় 'মোয়াক্বেজাতাইন' উল্লেখ করেননি)।

১২০১- وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلِمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَهُ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّرِمِيُّ

১২০১। হযরত হাসান ইবনে আলী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের দোয়া কুনুত পড়ার জন্য আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়েছেন। সেই কালেমাগুলো হলো, “আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা ওয়া আফেনী ফিমান আফাইতা। ওয়া তাওয়াল্লানী ফিমান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারেক লি ফিমা আভাইতা। ওয়াকেনী শাররা মা কাদাইতা। ফাইল্লাকা তাকদী ওয়ালা ইয়ুকদা আলাইকা। ইন্নাহু লা ইয়াযেবুল মান ওয়ালাইতা। তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো ওই সবলোকের সাথে যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছো (নবী রাসূলগণ)। তুমি আমাকে দুনিয়ার হিসাব আলাদা থেকে রক্ষা করো ওই সব লোকের সাথে যাদেরকে তুমি রক্ষা করেছো। আমাকে মহক্বত করো ওই সব লোকের সাথে যাদেরকে তুমি মহক্বত করেছো। তুমি আমাকে যাকদান করেছো (জীবন, জ্ঞান সম্পদ, ধন, মৈত্রী আয়ল), এতে বরকত দান করো। আমাকে তুমি বাঁচাও ওই সব অনিষ্ট হতে যা আমার তাকদীয়ে লিখা হয়ে গেছে। নিশ্চয় তুমি যা চাও তাই হুকুম করো। তোমাকে কেউ হুকুম করতে পারে না। তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। হে আমার রব্ব! তুমি বরকতে পরিপূর্ণ। তুমি খুব উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন” (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

১২০২- وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ

১২০২। হযরত উবাই ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামাযের সালাম ফিরাবার পর বলতেন,

‘সোবহানালা মালিকিল কুদ্দুস’ অর্থাৎ ‘পাক পবিত্র বাদশাহ খুবই পবিত্র’ (আবু দাউদ, নাসাঈ)। নাসাঈর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি কথগুলো তিন বার বলতেন দীর্ঘ করে। তাছাড়াও তিরমিযী একটি বর্ণনা আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস তার গিফা হতে বরুল করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তিনবার বলতেন “সোবহানালা মালিকিল কুদ্দুস”, তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

১২.৩- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِيْ آخِرِ وَتَرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২০৩। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতেরের নামায শেষে এই দোয়া পড়তেন : “আল্লাহু ইন্নি আউজু বিরিদ্দাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেমুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা ওয়া আউজু বিকা মিনকা। লা উহুসি ছানায়ান আলাইকা। আনতা কাম্মা আহনাইতা আলা নাসসিকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার খুশীর মাধ্যমে তোমার গজব থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আয়াব থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে তোমার (অসন্তোষ) থেকে। তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারিযো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি তোমার বর্ণনা দিয়েছো (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

১২.৪- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعْلُوْبَةٌ مِّمَّا أَوْتَرَ الْبَوَاحِدَةَ قَالَ أَصَابَ أَنَّهُ فَقِيْهُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِّابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعْنِيْ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২০৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমীরুল মুমেনীন হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে? তিনি বেতেরের নামায এক রাকআত পড়েন। (একথা শুনে) হযরত ইবনে আব্বাস

বললেন, তিনি একজন 'ফকীহ', যা করেন ঠিক করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, হযরত মুআবিয়া ইশার নীমাযের পর বেতেরের নামায় এক রাকআত পড়েছেন। তার নিকটে ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাসের আযাদ কন্যা গোলাম। তিনি তা দেখে হযরত ইবনে আব্বাসকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, তার ব্যাপারে কিছু বলো না। তিনি রাসূলুল্লাহর সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছেন (বুখারী)।

১২০৫- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوَتْرُ
حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২০৫। হযরত বুয়াইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'বেতেরের নামায় যথার্থ' (অর্থঃ ওয়াজিব)। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায় পড়লো না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়। 'বেতেরের নামায় বরহক', যে বেতেরের নামায় পড়লো না সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না। 'বেতেরের নামায় বরহক', যে ব্যক্তি বেতেরের নামায় পড়লো না সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না (আবু দাউদ)।

১২০৬- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ
عَنِ الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيْقَظَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو
دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১২০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বেতেরের নামায় না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লো অথবা গড়তে ভুলে গেলো সে যেনো যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম থেকে জেগে উঠে, তা পড়ে নেয় (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

১২০৭- وَعَنْ مَالِكٍ يَلْغُهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوَتْرِ أَوْاجِبٌ هُوَ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُوتِرَ الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ
الرَّجُلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ يَقُولُ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأُوتِرَ الْمُسْلِمُونَ - رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ

১২০৭। হযরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে বেতেরের নামায ওয়াজিব কিনা তা জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও (সাহাবাগণ) পড়েছেন। ওই ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন। ইবনে ওমরও একই জবাব দিতে থাকেন যে, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও পড়েছেন (মুওআত্তা)।

১২০৮। وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ تِسْعَ سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَتْلُو فِي كُلِّ رُكْعَةٍ ثَلَاثَ سُورٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২০৮। হযরত আলী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায তিন রাকআত পড়তেন। এবং তাতে মোফাসসালের নয়টি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনটি সূরা এবং এগুলোর শেষ সূরা ছিলো কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (তিরমিযী)।

১২০৯। وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ فَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَرَبَ وَاحِدَةً - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২০৯। হযরত নাফে রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমরের সাথে মক্কায় ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। হযরত ইবনে উমর ভোর হয়ে যাবার আশংকা করলেন। তখন তিনি এক রাকআত বেতেরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলেন, এখনো বেশ রাত বাকী আছে। তাই তিনি আরো এক রাকআত পড়ে দ্বিগুণ করে নিলেন। এরপর দুই দুই রাকআত করে (নফল) পড়তে থাকলেন। তারপর যখন আবার ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলেন তিনি বেতেরের এক রাকআত পড়ে নিলেন (আলিফ)।

১২১০। وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَقَعُّ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ বয়সে) বসে বসে কেরায়াত পড়তেন। তিরিশ কি চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। বাকী (আয়াত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারপর রুকু করতেন ও সাজদায় যেতেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় রাকআতও পড়তেন (মুসলিম)।

১২১১- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطْلِقُ بَعْدَ الْوُتْرِ رُكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ لَهُنَّ مَاجَةً خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১২১১। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের পরে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন (তিরমিযী। কিন্তু ইবনে মাজা আরো বলেছেন, সংক্ষেপে ও বসে বসে)।

১২১২- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১২১২। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের পরে এক রাকআত পড়তেন। তারপর দুই রাকআত (নফল) পড়তেন। এতে তিনি বসে বসে কেরায়াত পড়তেন। রুকু করার সময় হলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন ও রুকু করতেন (ইবনে মাজা)।

১২১৩- وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ جُهِدَ السَّهْمَرُ جُهْدًا وَثَقُلَ خَاذًا أَوْ تَرَ أَحَدَكُمْ فَلَيرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَالْأَكْفَانِ لَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১২১৩। হযরত ছাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে জেগে উঠা কষ্টকর ও কঠিন কাজ। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি রাতে শেষাংশে জেগে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, সে ঘুমাবার আগে ইশার নামাযের পর বেতের পড়তে চাইলে যেহেতু দুই রাকআত পড়তে নেয়। যদি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে উঠে যায় তবে তো ভালো, উঠতে না পারলে ওই দুই রাকআত যথেষ্ট (তিরমিযী, দারিমী)।

১২১৪- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلُوبُهَا الْكَافِرُونَ -
 رواه أحمد

১২১৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত নামায বসে বসে পড়তেন। আর এই দুই রাকআতে 'ইয়া-কুলজিলাতিল-জারদু' এবং 'কুল ইয়া-আইয়ুহাল-কাফেরুন'-পড়তেন (তিরমিযী ও দারিমী)।

৩৬- بَابُ الْقُنُوتِ

৩৬-দোআ কুনুত

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرَمًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ انجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيسَى بْنَ أَبِي رَيْحَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُصْرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةِ -
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বদদোয়া অথবা কাউকে দোয়া করতে চাইলে রুকু'র পরে কুনুত পড়তেন। তাই কোন কোন সময় তিনি, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হামদু' বলার পর এই দোয়া করতেন, 'আল্লাহুমা আনজিল ইবনাল ওয়ালিদ ওয়া সালামাতা ইবনা হিশাম, ওয়া আইয়্যাশ ইবনা আবি রাবিআতা। আল্লাহুমা শদুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজআলহা সিনিনা কাসিনি ইউসুফা'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, সালমাহ ইবনে হিশামকে, আইয়্যাশ ইবনে আবু রাবিআকে

তুমি মুক্তি দান করো। হে আব্বাহ! 'মুদার জাজির' উপরে তুমি কঠিন আযাব নাজিল করো। আর এই আযাবকে তাদের উপর দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে দাও। এরূপ দুর্ভিক্ষ যা ইউসুফ আল্লাইহিস সালামের কালের দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে।' তিনি উচ্চস্বরে এই দোয়া পড়তেন। কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের এইসব গোত্রের জন্য এইভাবে দোয়া করতেন, 'আল্লাহ্ম আলান ফুলানান ওয়া ফুলানান।' 'হে আব্বাহ! তুমি অমুক অমুকের উপর অভিযোগ বর্ষণ করো।' তারপর আব্বাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'লাইসা লাকা মিনাল আমরে শাইয়ুন' অর্থাৎ 'এই ব্যাপারে আপনার কোন দখল নেই। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন খালিদ সাইফুল্লাহর আপন ভাই। বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। ভাইগণ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। মক্কায় ফিরে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু এরার কাফেরদের হাতে বন্দী হন। সালামা ইবনে হিশাম ছিলো আবু জেহেলের আপন ভাই। আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআ আবু জেহেলের সৎভাই। এরা দুইজনই প্রথম যুগের মুসলমান। কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভুগছিলেন। রাসূলের দোয়ায় তারা মক্কা হতে পালিয়ে মদীনায় চলে আসতে সমর্থ হন। রাসূলুল্লাহ এদের জন্য কাফেরদের জন্য বদদোয়া করছিলেন। এই সময় আয়াত নাযিল হয়ে বদদোয়া করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।

১২১৬- وَعَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ إِنَّمَا قَبَّيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ أَنَسًا يَقَالُ لَهُمُ اقْرَأُوا سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَصَابُوا فَقَبَّيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৬। হযরত আনাস আহওয়াল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ-কে 'কেনোয়ায়ে কুনুত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে, 'এটা নামাযে রুকুর আগে পড়া হয় না পরে? হযরত আনাস বললেন, রুকুর আগে। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামাযে অথবা সকল নামাযে রুকুর পরে দোয়ায়ে) কুনুত পড়েছেন শুধু একবার। (অবশ্য কারণে ছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে, যাদেরকে কারী বলা হতো, তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তরজন। (তাবলীখের জন্য) কোথাও পাঠিয়েছিলেন। ওখানকার লোকেরা তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিলো। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করেছেন (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رَجُلٍ وَذَكَوَانٍ وَعَصِيٍّ وَيَوْمٍ مِنْ خَلْفِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২১৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকাআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দোয়া কনুত পড়েছেন। এতে তিনি বনু সলাইমের কয়েকটি গোত্র, রিল, যাকওয়ান, উসাইয়্যার জীবিতদের জন্য বদদোয়া করতেন। পেছনের লোকেরা 'আমীন' আমীন বলতেন (আবু দাউদ)।

১২১৮- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتْ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১২১৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত (রুকুর পরে) 'দোয়া কনুত' পড়েছেন। তারপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১২১৯- وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتَ أَنْكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ كَانُوا يَقْتَنُونَ قَالَ أَيْ بَنِي مُحَدَّثٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ

১২১৯। তাবেয়ী হযরত আবু মালিক আশজাজী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আর আলীর রাঃ-এর পেছনে কুফার অনুমান পাঁচ বছর পর্যন্ত নামায পড়েছেন। এ সব সম্বন্ধিত ব্যক্তিগণ কি 'দোয়া কনুত' পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, হে আমার পুত্র! ('দোয়া কনুত' পড়া) যেহেতু (তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : আসলে আবু মালিক তার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ ও চার খলিফার ফজরের নামাযসহ অন্যান্য নামাযে 'দোয়া কুনুত' পড়তেন কিম্বা তা জানিতে চেয়েছিলেন। জবাবে তাঁর পিতা বললেন, এভাবে ফজর ও অন্যান্য নামাযে হরহামেশা 'দোয়া কুনুত' পড়া 'বেদাআত'। সম্ভবত তখন কেউ কেউ সব নামাযে সব সময় দোয়ার কুনুত পড়তে শুরু করেছিলেন। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায ছাড়া ফজরের নামাযে শুধু একবার এক মালকাসী 'দোয়া কুনুত' পড়েছিলেন এরপর আর পড়েননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২২- عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي ابْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ لَهُمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقُتُّ بِهِمْ إِلَّا فِي الشَّصْفِ الْبَاقِي فَأَمَّا كَانَتْ الْعَشِيرُ الْآخِرُ تَخْلَفُ فَصَلَّى فِي رَجْعِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ يَا أَبَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الثَّنَوْتِ فَقَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১২২০। হযরত হাসান বসরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রমযান মাসের ডারাবীহর জন্য লোকজনকে একত্র করলেন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কাআবকে ইমাম নিযুক্ত করলেন। হযরত উবাই ইবনে কাআব বিশ রাকআত নামায পড়ালেন। তিনি রমযানের শেষ পনের দিহ ছাড়া আর কোন দিহ লোকদেরকে নিয়ে দোয়া কুনুত পড়েননি। শেষ দশ দিন উবাই ইবনে কাআব মসজিদে আসেননি। বরং তিনি নামায পড়তে লাগলেন। লোকেরা বলতে লাগলো, 'উবাই ইবনে কাআব ভেগে গেছেন (আর নাটক)। হযরত আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো কুনুত সম্পর্কে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর দোয়া কুনুত পড়েছেন। আর এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি দোয়া কুনুত পড়েছেন কখনো রুকুর আগে আর কখনো রুকুর পরে।

৩৭- بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَجَبَانَ

৩৭-রমযান মাসের কিয়াম (ডারাবীহ নামায)

১২২১- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ عَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلًا حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا

صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَخَنَّجُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُمْ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا عَمِلْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا إِلَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ السَّكُونَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২২১। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমযান) মাসে মসজিদের ভিতর চাটাই দিয়ে একটি হুজরা তৈরী করলেন। তিনি এখানে কয়েক রাত (তারাবীহ) নামায পড়লেন। জনগণের ভয় কয়েক লোকের ভীড় জমে গেলো। এক রাত্রে তাঁর কণ্ঠস্বর না শুনে পেয়ে লোকেরা মনে করেছে তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তাই কেউ কেউ গলা ঝাঁকুরী দিলো, যাতে তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে আগ্রহ আমি দেখছি তাতে আমার আশংকা হচ্ছে এই নামায না আবার তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়। তোমাদের উপর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা পালন করতে অসমর্থ হবে। অতএব হে লোক সকল! তোমরা নিজের ঘরে নামায পড়ো। কারণ ফরয নামায ছাড়া যে নামায ঘরে পড়া হয় তাই উত্তম নামায (বুখারী-মুসলিম)।

১২২২-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْعَبُ فِي قِيَامٍ وَمَضَانٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২২২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিয়াযুল লাইলের অনুপ্রেরণা দিতেন (তারাবীহ নামায), কিন্তু তাক্বিদ করে কোন হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সওয়াবের জন্য রমযান মাসে রাত জেগে ইবাদত করে তার আগের সব গিরা ওনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ব্যাপারটি এভাবেই রয়ে গেলো (অর্থাৎ তারাবীহর জন্য জামায়াত নির্দিষ্ট ছিলো না + বরং যে চাইতো সওয়াব কমাইর জন্য পড়ে যেতো)।

হযরত আবু বকরের খিলাফত কালেও এই অবস্থা ছিলো। হযরত ওমরের খিলাফতের প্রথম দিকেও এই অবস্থা ছিলো। (শেষের দিকে হযরত ওমর অনাসিহর নামাযের জন্য জামায়াতের ব্যাকসা করেন এবং তখন থেকে লাগাতার তারাবির জামায়াত চলেতে থাকলো) (মুসলিম)।

১২২৩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مُسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لَبِيَّتَهُ نَصِيبًا مِنْ صَلَوَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِيهِ مِنْ صَلَوَتِهِ خَيْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২২৩। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্দাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ যখন নিজের কর্তব্য নামায মসজিদে আদায় করে, সে যেনো তার নামাযের কিছু অংশ ঘরে পড়ার জন্য রেখে দেয়। কেনোনা তার নামাযের দ্বারা ঘরের মধ্যে কল্যাণ সৃষ্টি করে দেয়।" (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২২৪- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ لِقَامٍ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَقُلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حَسِبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ قِيَامَ بِنَا حَتَّى حَشِينَا أَنْ يَقُوتَنَا الْقَلَاخُ قُلْتُ وَمَا الْقَلَاخُ قَالَ السَّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

১২২৪। আবু যর সৈফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্দাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (ব্রহ্মযান মাসের) রোজা রেখেছি। তিনি মাসের অধিকাংশ দিন আমাদের সাথে কিরাম করতেন। (অর্থাৎ তারাবির নামায

পড়েননি)। যখন রমযান মাসের সাত দিন বাকী থাকলে তখন তিনি আমাদের সাথে এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত কিয়াম করতেন অর্থাৎ তাক্সিহির নামায পড়ালেন। যখন ছয় রাত বাকী থাকলে (অর্থাৎ চতুর্থাংশ রাত এলো) তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করলেন না। আবার পাঁচ রাত বাকী থাকতে (অর্থাৎ পঁচিশতম রাত) তিনি আমাদের সাথে আধা রাত পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি আরয় করলাম। হে আব্বাহুর রাসূল! আজ রাত যদি আমরা বৈশী সময় আমাদের সাথে কিয়াম করতেন (তাহলে কতটা ভালো হতো)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যখন কোন ব্যক্তি করয় নামায ইমামের সাথে পড়ে। নামায শেষে ফিরে চলে যায়, তার জন্য গোটো রাতের ইবাদাতের সমুদায় লেখা হয়ে যায়। এরপর যখন চার রাত বাকী থাকে অর্থাৎ চতুর্থাংশ রাত আসে তখন তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করতেন না। এমন কি আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক তৃতীয়াংশ রাত বাকী থাকলো। যখন তিনরাত বাকী থাকলো অর্থাৎ সাতাশতম রাত এলো। তিনি পরিবার নিজের ব্রীদেব সকলকে নিয়ে একত্র করলেন এবং আমাদের সাথে কিয়াম করালেন (অর্থাৎ গোটা রাত আমাদেরকে নামায পড়ালেন)। এমন কি আমাদের আসংকা হলো যে আবার না ফালাহ হুজুট যার কর্নাকারী বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ফালাহ কি? হযরত আবু যার বললেন। ফালাহ হলো সেহরী খাবার। এরপর রাসূলুল্লাহ আমাদের সাথে মাসের বাকী দিনগুলো (অর্থাৎ আটাইশ ও উত্তীর্ণতম দিন) কিয়াম করেননি (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই। ইবনে মাজাহ ও এভাবে বর্ণনা নকল করেছেন। তিরমিযী ও নিজের বর্ণনায় “এরপর রাসূলুল্লাহ আমাদের সাথে মাসের বাকী দিনগুলোতে কিয়াম করেননি” শব্দগুলো উল্লেখ করেনি)।

১২২৫- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَخْفِينِ أَنْ لَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنِّي ظَلَمْتُ أَنْكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نَسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَكثيرٍ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْب - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَزَادَ رِزْنٌ مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ

১২২৫। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানার পৃষ্ঠদেশে

তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাঁকে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন। তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আব্বাহ ও আব্বাহর রাসূল তোমার উপর জুলুম করবে? আমি আরয় করলাম। হে আব্বাহর রাসূল! আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনাদের কোন তীর কাছে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন। (আয়েশা!) আব্বাহ তাআলা শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্তর প্রথম আসমানে নেমে আসেন। বনু কাশিব গোত্রের (বকরীর) দলের পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশী পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন (তিরমিজী ইবনে মাসুদ)।

ব্যাখ্যা : পনের শাবান রাতেই শবে রুয়াত বা বরাতে রাত্রে হিসাবে গণ্য করা হয়। হাদিসে বর্ণিত এই পনের শাবানের রাত ছিলো হযরত আয়েশার ভাগের রাত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ রাতে উঠে 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে চলে গিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে হযরত আয়েশা তাঁকে খুঁজতে বের হন ও জান্নাতুল বাকীতে সাজদারত অবস্থায় পেলেন। সালাম ফেরাবার পর রাসূল সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ হযরত আয়েশাকে দেখতে পেয়ে প্রথমত স্বামীসুলভ একটা রসিকতা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি ভেবেছো 'তোমার স্মিট্ট দিন' অন্য কোন তীর কাছে গিয়ে আব্বাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করেছেন? এটা আল্লাহে কাল্লাই মনের বিশ্বাস নয়। মিচক পবিত্র রসিকতা? এরপর রাসূলুল্লাহ পনেরই শাবান রাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন। এই রাতে আব্বাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও তাঁর বান্দার অর্জি শুনে অসংখ্য গুনাহ মাফ করে দেন। এর দ্বারা এই রাতে গুনাহ মাফ করাবার জন্য রাসূলের নামাযের উল্লেখ আছে। কাজেই নীরব নামায ও দান সদকা ছাড়া এই দিনে মুসলমানদের এতিহ্য ও সংস্কৃতি বিয়োধী আর কোন বাড়তি কাজ করা যাবেনা। বর্তমানে হিন্দুদের দেয়ালী পূজার উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য উৎসব পালন করে চলছে এদেশের মুসলীম মিল্লাত। এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে। এছাড়াও মুসলীম জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ রাতকে কারুর আতশবাজির বুধধড়াকায় পরিণত করার একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে। অস্তিরকনের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলীম মিল্লাতকে জীবনের প্রতিটা কাজেই সীমান্ত রাখা জেসে সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে যরীফ হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফজিলাত ও সম্মানের ব্যাপরে যরীফ হাদিসের উপরও আমল করা যায়।

১২২৬- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১২২৬। হযরত য়াদ্ ইবনে সাবিত রা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ বলেন। মানুষ তার ঘরে ফরয নামায ছাড়া

যে নামায পড়বে। তা এই মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ, ভিরমিজী)।

ব্যাখ্যাঃ এই মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নবুবী। মসজিদে নবুবীতে ফরয নামায আদায় করলে অন্যান্য মসজিদে ফরয নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ সওয়াব বেশী। এরপরও রাসূলুদ্বাহ নফল নামায মসজিদে নবুবীতে না পড়ে ঘরে পড়াকে উত্তম বলেছেন। ঘরে পড়া নামায রিয়া মুক্ত নামায। রিয়া মুক্ত নামাযে সওয়াব বেশী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২২৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزِمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَتَأَمَّنُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ لَوَلَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২২৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল ক্বারী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমযান মাসের রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ সাথে আমি মসজিদে গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কেউ একা একা নিজের নামাজ পড়ছে। আর কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামায পড়ছে এ অবস্থা দেখে হকরত উমর বললেন। আমি যদি সকলকে একজন ইমামের পেছনে একত্র করে দেই তাহলেই উত্তম হবে। তাই তিনি এই কাজের ইচ্ছা পোষণ করে ফেললাম এবং সকলকে হযরত উবাই ইবনে কাআবের পেছনে একত্রিত করে তাকে তারাবিহ নামাযের জন্য মানুষের ইমাম বানিয়ে দিলেন, হযরত আবদুর রহমান বলেন, এরপর আমি একদিন হযরত উমরের সাথে মসজিদে গেলাম। সকল মানুষকে দেখলাম তারা তাদের ইমামের পেছনে (তারাবিহর) নামায পড়ছে। হযরত উমর তা দেখে বললেন, 'উত্তম বেদাআত। আর তারাবিহর এ সময়ের নামায তোমাদের শুয়ে থাকার সময়ের নামাযের চেয়ে উত্তম। একথা দ্বারা হযরত উমর বুঝাতে চেয়েছেন শেষ রাকতকে। অর্থাৎ তারাবিহর নামায রাতের শেষাংশে পড়ার চেয়ে প্রথমার্ধে

পড়াই উত্তম। ওই সময়ের লোকেরা তারাবিহর নামায প্রথম সময়ে পড়ে ফেলতেন (বুখারী)।

১২২৮-وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَمْرَ عُمَرُ أَبِي بَنٍ كَعْبٌ وَتَعِيمًا النَّارِي
أَنْ يَقُومًا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رُكْعَةً فَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ
بِالْمُنِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَامِينَ طَوْلَ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا
فِي قُرُوعِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২২৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। হযরত উমার (রাঃ) হযরত উবাই ইবনে কাআব ও হযরত তামীম দারীকে মানুষের রমযান মাসের রাতের এগারো রাকাত তারাবিহর নামায পড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। এ সময়ে ইমাম তারাবিহর নামাযে এই সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিলো। বক্তৃতঃ এই কারণে কিয়াম বেশী লম্বা হবার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফজরের কাছাকাছি সময় নামায শেষ করতাম (মালিক)।

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায পড়েছেন। হযরত উমার এখানে সম্ভবত প্রথমে বেতর সহ এগারো রাকাত তারাবীর সামায পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তাঁর সময়েই তিনি বিশ রাকাত তারাবীর নামায নির্দিষ্ট করে দেন।

১২২৯-وَعَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي
رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ سُورَةَ بَقَرَةَ فِي ثَمَانِي رُكْعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا
فِي اثْنِي عَشْرَةَ رُكْعَةً رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২২৯। হযরত আ'রাজ তাবেরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমরা সব সময় লোকদেরকে (সাহাবীদেরকে) দেখেছি তারা রমযান মাসে কাকেরদের উপর আত্মঘাত বা অভিসম্পাত বর্ষণ করতেন। সে সময় ক্বাবী অর্থাৎ তারাবীহর নামাযের ইমামগণ সূরা বাকরাকে আট রাকাতাতে পড়তেন। যদি কখনো সূরা বাকরাকে বারো রাকাতাতে পড়তো। তাহলে লোকেরা মনে করতো ইমাম নামায সংক্ষেপ করে ফেলেছেন (মালিক)।

১২৩-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيًّا يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي
رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَتُسْتَعَجَلُ الْحَدَمُ بِالطَّامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السُّحُورِ وَفِي

أُخْرَى مَخَافَةَ الْفَجْرِ رَوَاهُ مَالِكٌ.

১২৩০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি উষারকৈ বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রামাযান মাসে ‘কিয়াম’ অর্থাৎ তারাবিহর নামায শেষ করে ফিরতাম রাত শেষ হয়ে সেহরীর সময় থাকবে না ভয়ে চাকর বাকরকে তাড়াতাড়ি খাবার দেবার জন্য বলতাম। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হলো, ফজরের সময় হয়ে যাবার ভয়ে খাদেমদেরকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলতাম।

১২৩১-وعن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَذَرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيهَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فِيهَا أَنْ يَكْتُبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا قُلْتُ وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ وَلَا أَنَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى.

১২৩১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন। তুমি কি জানো এই রাতে অর্থাৎ শাবান মাসের পবিত্র ছায়েখের রাতে, তিনি বললেন। হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি তো জানিনা। আপনিই বলে দিন এরাতে কি ঘটে? রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যশি আদমের প্রতিটি মানুষ যারা এই বছর জন্মগ্রহণ করবে। এই রাতে তাদের নাম লেখা হয়। আদম সন্তানের যারা এই বছর মৃত্যুবরণ করবে। এই রাতে তা ঠিক করা হয়। এই রাতে বান্দাহদের আমল উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। এই রাতে বান্দাহদের মিজিক আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন হে আব্দুল্লাহর রাসূল! কোন মানুষই আব্দুল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা? রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। হাঁ! কোন মানুষই আব্দুল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। তিনি এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন। এমন কি আপনিও নয়! এবার রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মাথায় হাত রেখে বললেন। আমিওনা। কিন্তু আব্দুল্লাহ আমাকে তাঁর ফজল ও রহমতে আমাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় নিশ্চয় নেকেন। এই বাক্যটিও তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন (বায়হাকী এই বর্ণনাটি দাওয়াতে কাবীর নামক গ্রন্থে নকল করেছেন)।

১২৩২- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطْلُعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَفِي رَوَايَتِهِ الْاِثْنَيْنِ مُشَاحِنٌ وَقَاتِلُ نَفْسٍ .

১২৩২। হযরত আবু মুসা আশআরী রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের পনের তারিখ রাত্রে অর্থাৎ 'শবে বরাতে' দুনিয়াবাসীর প্রতি ফিরেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া তাঁর সৃষ্টির সকলের গুনাহ মাফ করে দেন (ইবনে মাজা। ইমাম আহমাদ রঃ এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এক বর্ণনায় এই বাক্যটি আছে যে, কিন্তু দুই ব্যক্তি : 'হিংসা' পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারী ছাড়া আল্লাহ তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন)।

১২৩৩- سَوَعْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مَنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزَقٌ فَأَرْزُقْهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَّاءٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১২৩৩। হযরত আলী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শাবান মাসের পনের তারিখ রাত হলে তোমরা সেই রাতে নামায পড়ো ও দিনে রোযা রাখো। কেনোনা আল্লাহ তাআলা এই রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুমিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, কোন মাগফিরাত কামনাকারী কি আছে? আমি তাকে মাগফিরাত করে দেবো। কোন রেজেকপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রেজেক দান করবো। কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে? আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দেবো। এইভাবে আল্লাহ মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে করে তাঁর বান্দাহদেরকে ভোর হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন (এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কামনাবার বাসনা জানাবার জন্য), (ইবনে মাজা)।

৪৮- بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

৬৮- ইশরাক ও চাশতের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২৩৪- عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرِ صَلَاةَ قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ذَلِكَ ضَحَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৩৪। আলীর বোন হযরত উম্মে হানী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন আমার ঘরে আসলেন, প্রথমে তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি আট রাকআত নামায পড়লেন। এর আগে আমি কোন দিন তাঁকে এতো সংক্ষেপে নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু তিনি রুকু সাজদা ঠিক মতো করেছেন। অন্য এক বর্ণনার আছে, তিনি বলেছেন, এটা ছিলো চাশতের নামায (বুখারী-মুসলিম)।

১২৩৫- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ - رِوَاةُ مُسْلِمٍ .

১২৩৫। হযরত মুআজাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোহার নামায কতো রাকআত করে পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি চার রাকআত পড়তেন। আন্বাহর মর্কি কখনো এর চেয়ে বেশীও পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ দোহার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক বারো রাকআত পড়তেন। এর চেয়ে বেশীর কোন বর্ণনা নেই। এই দোহার নামায বলতে ইশরাক ও চাশত উভয়ই হতে পারে।

১২৩৬- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ

عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَىٰ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৩৬। হযরত আবু যার গৈফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভোর হতেই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা গ্রন্থির জন্য 'সাদকা' দেয়া অবশ্য কর্তব্য। অতএব প্রতিটা 'তাসবিহ'ই অর্থাৎ 'সোবহানাল্লাহ' বলা 'সাদাকা'। প্রতিটি 'তাহমীদ'ই অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ পড়া সাদাকা। প্রতিটি 'তাহলীল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকা। প্রতিটি 'ভাকরীর' অর্থাৎ আদ্বাহু আকবার বলা সাদাকা। 'নেক কাজের হুকুম' করা সাদাকা। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা। আর এ সবার পরিবর্তে 'দোহার দুই বাকআত নামায' পড়ে নেয়া যথেষ্ট (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সারমর্ম হলো, একজন মানুষের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করার জন্য তার সুস্থ্য সবল শরীরের প্রয়োজন। শরীরের হাড়, জোড়া, অস্থি, চামড়া সব কিছুই বিপদাপদ ও জরা ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকা দরকার। এজন্য 'সাদাকা' দিতে হয়। হাদীসে উল্লেখিত 'বাক্যগুলো' এসবের জন্য সাদাকা। অর্থাৎ সব সময় এই তাসবিহগুলো পড়া উচিত। 'দোহার নামাযও এধরনের একটা বড়ো সাদাকা, এ নামায একাই সব সাদাকার কাজ করে।

১২৩৭-وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৩৭। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একটি দলকে 'দোহার' সময় নামায পড়তে দেখে বললেন, এইসব লোকে জানে না, এই সময় ছাড়া অন্য সময়ে নামায পড়া বেশী ভালো। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নিবিষ্ট চিন্তা লোকদের নামাযের সময় হলো উষ্ট্রের দুধ দোহনের সময়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্ম হলো চাশতের নামাযের বেশী সওয়াব পাবার সময় নির্ণয় করা। এই দলটি চাশতের নামায পড়ছিলো সম্ভবত সূর্য উঠার পরপর। অথচ চাশতের নামাযের প্রকৃত সময় হলো আরো পরে রোদ উঠে ভূমি তপ্ত হতে শুরু করলে। সাধারণত যে সময় আরবরা উষ্ট্রের দুধ দোহণ করে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২৩৮- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ - وَرَأَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَارٍ الْغَطَفَانِيِّ وَاحْمَدُ عَنْهُمْ .

১২৩৮। হযরত আবু দারদা ও আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনি আদম! তুমি আমার জন্য চার রাকাত নামায পড়ো দিনের প্রথমে। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষে (তিরমিযী। এই হাদীসটি নুআইম ইবনে হাম্মার শ্রাতফানী হতে আবু দাউদ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন তাদের কাছ থেকে)।

১২৩৯- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَاشْيَ تَنْحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرُكْعَتَا الضُّحَى تُخْزَعُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১২৩৯। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য সাদাকা করা। সাহাবাগণ আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজ কে করতে সমর্থ হবে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা খুথু মুছে ফেলাও একটা সাদাকা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়াও একটা সাদাকা। তিন শত ষাট জোড়ার সাদাকা দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে 'দোহার (চাশত) দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট (আবু দাউদ)।

১২৪০- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ .

১২৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দোহার বারো রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে সোনার বালাখানা বানাবেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কারণ এই সনদ ছাড়া আর কোন সনদে এই বর্ণনা পাওয়া যায়নি)।

١٢٤١-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكَعَتِي الضُّحَى لَا يَقُولَ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১২৪১। হযরত মোয়াজ্জ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফজরের নামায শেষ করার পর যে ব্যক্তি তার মুসল্লায় সূর্য-উপরে উঠে আসা পর্যন্ত বসে থাকে, তারপর দোহার দুই রাকআত নামায পড়ে এবং এই সময়ে নেক কথা ছাড়া আর কোন কথা না বলে, তাহলে তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সে গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির চেয়েও বেশী হয়ে থাকে (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٤٢-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৪২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি 'দোহার' (চাশত) দুই রাকআত নামাযের হিফাজত করবে, তার সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমতুল্যও হয় (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

١٢٤٣-وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ

نُشِرَ لِيْ أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২৪৩। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি চাশতের আট রাকআত করে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, আমায় জন্য যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তাহলেও আমি এই নামায ছেড়ে দেবো না (ইমাম মালিক)।

১২৪৪-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২৪৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে চাশতের নামায পড়তেন। আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এই নামায আর ছেড়ে দেবেন না। আবার যখন ছেড়ে দিতেন অর্থাৎ পড়া বন্ধ করতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এই নামায আর কখনো পড়বেন না (তিরমিযী)।

১২৪৫-وَعَنْ مُورِقِ الْعَجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ تَصَلِّي الصُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৪৫। হযরত মুআররিক ইজলী রঃ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দোহার নামায পড়েন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হযরত ওমর রাঃ পড়তেন? তিনি বললেন, না। আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আবু বকর রাঃ কি পড়তেন? তিনি বললেন, না। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে তিনিও পড়তেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স) দোহার নামায পড়েন নাই বলে ইবনে ওমরের এই কথার ব্যাখ্যা হলো, তিনি মসজিদে এ দোহার নামায পড়তেন না। অথবা রাসূলুল্লাহ দোহার নামায পড়েছেন বলে ইবনে ওমরের জামা ছিলো না। অথবা তার একথার অর্থ তিনি মোটেই পড়তেন না, একথা ছিলো না, বরং তিনি সব সময় পড়তেন না এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ অনেক হাদীসেই উল্লেখ হয়েছে, তিনি চাশতের নামায পড়েছেন ও পড়ার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

৩৭- بَابُ التَّطَوُّعِ

নফল নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২৬৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمَلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَطْهَرُ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে ফজরের নামাযের সময়ে বললেন : হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো যার থেকে বেশী সওয়াব হাসিলের আশা করতে পারো। কেনোনা আমি আমার সামনে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনে পেয়েছি। (একথা শুনে) হযরত বিলাল বললেন, আমি তো বেশী আশা করার মতো কোন আমল করিনি। তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি ওজু করেছি, আমার সাধ্যমত সেই ওজু দিয়ে আমি (তাহয়াতুল ওজুর) নামায পড়েছি (বুখারী-মুসলিম)।

ইস্তিখারার নামায

১২৬৭- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْأَسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الصُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلِتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآخِرِهِ فَلَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرَفْهُ عَنِّي وَاصْرَفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৪৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (আল্লাহর কাছে) 'এস্তেখারা' করা নিয়ম ও দোয়া এভাবে শিখাতেন, যেভাবে আমাদেরকে তিনি কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেনো ফরজ নামায ছাড়া দুই রাকআত নফল নামায পড়ে। তারপর এই দোয়া পড়ে (মূল দোয়া হাদীসে আছে, এখানে বাংলা অর্থ দেয়া হলো) : “হে আল্লাহ! আমি তোমারই জানার ভিত্তিতে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার কাছে নেক আমল করার শক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার ফজল চাই। কারণ তুমিই সকল কাজের শক্তির উৎস। আমি তোমার মর্জি ছাড়া কোন কাজ করতে পারবো না। তুমি সব কিছুই জানো। আমি কিছুই জানি না। সব গোপন কথা তোমার জানা। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো এই কাজটি (উদ্দেশ্য) আমার জন্য আমার দীনে, দুনিয়ায়, আমার জীবনে, আমার পরকালে অথবা বলেছেন, এই দুনিয়ায় ওই দুনিয়ার উত্তম হবে, তাহলে তা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দাও। আমার জন্য তা সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান করো। আর তুমি যদি এই কাজকে আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন, আমার পরকাল অথবা বলেছেন, ‘আমার ইহকাল ও পরকালে অনিষ্টকর মনে করো, তাহলে আমাকে তার থেকে, আর অকে আমার থেকে ফিরিয়ে রাখো। আর আমার জন্য যা কল্যাণকর তা ঘটিয়ে দাও। অতঃপর এর সাথে আমাকে রাজী করো”। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ‘এই কাজটি’ বলার সময় প্রয়োজনের ব্যাপারটি স্মরণ করতে হবে (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪২৪৮- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

الْأَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ .

১২৪৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ আমাকে বলেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণ সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর (লজ্জিত হয়ে) উঠে গিয়ে ওজু করে ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন (মূল আয়াত হাদীসে আছে, এখানে অর্থ দেয়া হলো) : “এবং যেসব লোক এমন কোন কাজ করে বসে যা বাড়াবাড়ি ও নিজেদের উপর জুলুম, এরপর আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তখন নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে” (তিরমিযী ও ইবনে মাজা। কিন্তু ইবনে মাজা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করেননি)।

১২৪৯-وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ
صَلَّى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১২৪৯। হযরত হুজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত করে তুললে তিনি নফল নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

১২৫০-وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا
بِلَالًا فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ
خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَمَا
أَصْبَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عَنْدهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২৫০। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় হযরত বিলালকে ডাকলেন। তাকে তিনি বললেন, কি আমল দ্বারা তুমি আমার আগে জান্নাতে চলে গেছো। আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আযান দেবার সাথে সাথে দুই রাকআত নামায অবশ্যই

পড়ি। আর আমার ওজু ভেঙ্গে গেলে তখনই আমি ওজু করে আল্লাহর জন্য দুই রাকআত নামায পড়া জরুরী মনে করেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, এই কারণেই তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় পৌছে গেছো (তিরমিযী)।

১২৫১-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَثِمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضَى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১২৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে বা কোন মানুষের কাছে কারো কোন প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে যেনো ভালো করে ওজু করে দুই রাকআত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহর গুণকীর্তন করে, নবীর উপর দুরুদ পড়ে, এই দোয়া পড়ে (দোয়ার বাংলা অর্থ) : “আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহ মহাপরিত্র, তিনি আরশে আজীমের মালিক। সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি সমগ্র জাহানের পালনকর্তা। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ওই সব জিনিস চাই যার উপর তোমার রহমাত বর্ষিত হয় এবং যা তোমার ক্ষমা পাবার উপায় হয়। আর আমি আমার নেক কাজের অংশ চাই। সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। হে আল্লাহ্! তুমি আমার কোন গুনাহ মাফ করে দেয়া ছাড়া, আমার কোন দুঃখ দূর করে দেয়া ছাড়া, আমার কোন প্রয়োজন যা তোমার কাছে পছন্দনীয়, পূরণ করা ছাড়া রেখে দিও না। হে আরহামুর রাহেমীন” (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)।

২ - بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

৪০-সালাতুত তাসবীহ

১২৫২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنُحُكَ أَلَا أُخْبِرُكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خَصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبِكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكِعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ.

১২৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দেবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে বলে দেবো না? আপনাকে কি দশটি অভ্যাসের মালিক বানিয়ে দেবো না? আপনি যদি এগুলো অবলম্বন করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে আগের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমের, ছোট কি বড়ো, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

আর সেটা হলো আপনি চার রাকআত নামায পড়বেন। প্রতি রাকআতে ফাতিহাতুল কিতাব ও সাথে একটি সূরা। প্রথম রাকআতের কেরাআত পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় পনের বার এই তাসবিহ পড়বেন : “সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে, ওয়াল ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার”। তারপর রুকুতে যাবেন। রুকুতে এই তাসবিহটি দশবার পড়বেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ আবার দশবার পড়বেন। তারপর সাজদা করবেন। সাজদায় এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। তারপর সাজদা হতে মাথা উঠাবেন। এখানেও এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এই তাসবিহ দশবার এখানেও পড়বেন। তারপর সাজদা হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। সর্বমোট এই তাসবিহ এক রাকআতে পঁচাত্তর বার হবে। চার রাকআতে এভাবে পড়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন এই নামায এইভাবে পড়তে পারেন তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন পড়তে না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। সপ্তাহে একদিন পড়তে না পারলে প্রতিমাসে একদিন পড়বেন। যদি প্রতি মাসে একদিন পড়তে না পারেন, বছরে একবার পড়বেন। যদি বছরেও একবার পড়তে না পারেন, জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন (আবু দাউদ, ইবন মাজা, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী এই ধরনের বর্ণনা হযরত আবু রাফে হতে নকল করেছেন)।

১২৫৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ
 أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةِ شَيْئٍ قَالَ
 الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ
 مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ
 ذَلِكَ ثُمَّ تُوَخَّذُ الْأَعْمَلُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ
 رَجُلٍ

১২৫৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন সব জিনিসের আগে মানুষের যে আমলের হিসাব হবে, তা হলো নামায। যদি তার নামায সঠিক হলো তাহলে সে কামিয়াব হলো ও নাজাত পেলো। আর যদি নামায বিনষ্ট হয়ে গেলো তাহলে সে বিফল হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি ফরজ নামাযে কিছু ত্রুটি রয়ে যায়, তাহলে

আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, দেখো। আমার বান্দার কাছে সুন্নাহ ও নফল নামায আছে কিনা? তাহলে সেখানে থেকে এনে বান্দার ফরয নামাযের ত্রুটি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এভাবে বান্দার অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর এভাবে যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর বাকী সব আমলের হিসাব একের পর এক এভাবে নেয়া হবে (আবু দাউদ; ইমাম আহমাদ এই হাদীস আর এক ব্যক্তি হতে নকল করেছেন)।

১২৫৬-وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذْرُ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَغْنَى الْقُرْآنُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১২৫৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বান্দার কোন আমলের প্রতি তাঁর ককরণার সাথে এতো বেশী লক্ষ্য আরোপ করেন না, যতোটা তার পড়া দুই রাকআত নামাযের প্রতি করেন। বান্দাহ যতোক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে তার মাথার উপর নেক ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর বান্দাহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে যেভাবে তার থেকে বের হয়ে আসা হিদায়াতের উৎস অর্থাৎ আল-কুরআন থেকে উপকৃত হয়, আর কোন জিনিস থেকে এমন উপকৃত হয় না (আহমাদ ও তিরমিযী)।

৬১-بَابُ صَلَاةِ السَّغَرِ

৪১-সফরের নামায

১২৫৫-عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে জুহরের নামায চার রাকআত পড়েছেন। যুল-হুলাইফায় আসরের নামায দুই রাকআত পড়েছেন (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রাসূলুল্লাহর সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হবার সময় তিনি মদীনাতে চার রাকআত নামাযই আদায় করেছেন। জুলহুলাইফা নামক স্থানে এসে তিনি আসরের নামায দুই রাকআত

অর্থাৎ কসর পড়েছেন। জুলহ্লাইফা মদিনা হতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এখান থেকে মুসাফিরীর পথ শুরু হয়েছে।

১২৫৬- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنُهُ بَيْنِي رُكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৬। হযরত হারিছা ইবনে ওয়াহাব খোজায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নিয়ে ‘মিনায়’ দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো ছিলাম যা এর আগে কখনো ছিলাম না এবং নিরাপদ ছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

১২৫৭- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقْتُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৫৭। হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমারের কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহ তাআলার কথা হলো, “তোমরা নামায কম পড়ো অর্থাৎ কসর করো, যদি কাকেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে বলে আশংকা করো।” এখন তো লোকেরা নিরাপদ। তাহলে কসরের নামায পড়ার প্রয়োজনটা কি? হযরত ওমর রাঃ বললেন, তুমি এ ব্যাপারে যেমন আশ্চর্য হচ্ছে, আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, নামাযে কসর করাটা আল্লাহর একটা সদকা বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এই দান গ্রহণ করো (মুসলিম)।

১২৫৮- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ أَقِمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقِمْنَا بِهَا عَشْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহর সাথে মদীনা হতে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি মদীনায় ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাকআত ফরয নামাযের স্থলে দুই রাকআত পড়েছেন।

হযরত আনাস রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনারা কি মক্কায় কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন? জবাবে হযরত আনাস বললেন, হাঁ, আমরা মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর মাত্র একবারই মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন। এটাইকেই হজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। তার সঙ্গীসাথীসহ মক্কায় জিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে পৌছেন। হজ্জ পালন করে তিনি চৌদ্দ জিলহাজ্জ সকালে মক্কা হতে মদীনার পথে রওনা দেন। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সফরে এই দশ দিন মুসাফির ছিলেন। তাই তিনি এই সফরে নামায কসর করেছেন।

১২৫৯-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَخَنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقْمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৫৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে গিয়ে উনিশ দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি দুই রাকআত করে ফরয নামায আদায় করেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমরাও মক্কা মদীনার মধ্যে কোথাও গেলে সেখানে উনিশ দিন অবস্থান করলে, আমরা দুই রাকআত করে নামায পড়তাম। এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করলে চার রাকআত করে নামায পড়তাম (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : তখন মক্কা মদীনার মধ্যকার যাতায়াতের পথ ছিলো দুইটি। একটি পাহাড়ী পথ, এপথে সময় কম লাগতো। অন্যটি মাঠ ময়দানের পথ। এপথে উনিশ দিন সময় লাগতো। ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, উনিশ দিনের বেশী এক জায়গায় না থাকলে মুসাফির হয় না মুকীমই থাকে। তাই চার রাকআত পড়েছেন।

১২৬-وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬০। হযরত হাফস ইবনে আসেম রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মক্কা-মদীনার পথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে থাকার আমার সৌভাগ্য ঘটেছে। (জুহরের নামাযের সময় হলে) তিনি আমাদেরকে দুই রাকআত নামায (জামায়াতে) পড়ালেন। এখান থেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা এটা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বললেন, আমাকে যদি নফল নামাযই পড়তে হয়, তাহলে ফরয নামাযই তো পুরা পড়া বেশী ভালো ছিলো। কিন্তু যখন সহজ করার জন্য ফরয নামায কসর পড়ার হুকুম হয়েছে, তখন তো নফল নামায ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকার সৌভাগ্যও পেয়েছি। তিনি সফরের অবস্থায় দুই রাকআতের বেশী (ফরয) নামায পড়তেন না। আবু বকর, ওমর, ওসমানের সাথে চলারও সুযোগ আমার হয়েছে। তারাও এভাবে দুই রাকআতের বেশী পড়তেন না (বুখারী-মুসলিম)।

দুই নামায একত্রে পড়া

১২৬১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبْرٍ وَيَجْتَمِعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৬১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে জুহর ও আসরের নামায এক সাথে পড়তেন। (ঠিক এভাবে) মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়তেন (বুখারী)।

১২৬২- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيْ أَيْمَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَتَوَتَّرَ عَلَى رَأْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে রাতের বেলায় ফরয নামায ছাড়া (অন্য নামায) সাওয়ারীর উপর বসেই ইশারা করে পড়তেন। সাওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকতো তাঁর মুখও সে দিকে থাকতো। বেতেরের নাযাত তিনি তার সাওয়ারীর উপরই পড়ে নিতেন (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

১২৬৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব রকমই করেছেন। তিনি (সফর অবস্থায়) কসরও পড়েছেন, পূরা রাকআতও পড়েছেন (শরহে সুন্নাহ)।

১২৬৪- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২৬৪। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মক্কা বিজয়ের সময়ও তাঁর সাথে ছিলাম। এসময়ে তিনি আঠারো দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি চার রাকআতওয়ালা নামায দুই রাকআত পড়ছিলেন। তিনি বলতেন, হে শহরবাসীরা! তোমরা চার রাকআত করেই নামায পড়ো। আমি মুসাফির (তাই দুই রাকআত পড়ছি) (আবু দাউদ)।

১২৬৫- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَتَرُ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১২৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীমের সাথে সফরে দুই রাকআত মোহর এবং এরপর দুই রাকআত (সুন্নাত)

পড়েছি। আর একবর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, আবাসে ও সফরে আমি নবী করীমের সাথে নামায পড়েছি। আবাসে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার রাকাত, এরপর (সুন্নাত) দুই রাকাত। সফরে পড়েছি তার সাথে যোহরের দুই রাকাত এবং এরপর (সুন্নাত) দুই রাকাত। আসর পড়েছি দুই রাকাত। এরপর নবী করীম আর কোন নামায পড়েননি। মাগরিবের নামায পড়েছেন আবাসে ও সফরে সমানভাবে তিন রাকাত। আবাসে ও সফরে কোন অবস্থাতেই মাগরিবের বেশী কম হয় না। এটা হলো দিনের বেতের নামায। এরপর তিনি পড়েছেন দুই রাকাত (সুন্নাত) (তিরমিযী)।

১২৬৬- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِنَعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১২৬৬। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ চলাকালে জুহরের সময় সূর্য চলে গেলে যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য চলার আগে রওনা হতেন যোহরের নামায দেবী করতেন এবং আসরের নামাযের জন্য মঞ্জিলে নীমতেন। অর্থাৎ জুহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন। মাগরিবের নামাযের সময়ও তিনি এরূপ করতেন। সূর্য তাঁর ফিরে আসার আগে ডুবে গেলে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য ডোবার আগে চলে এলে তিনি মাগরিবের নামাযে দেবী করতেন। ইশার নামাযের জন্য নামতেন, তখন দুই নামাযকে একত্র করে পড়তেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১২৬৭- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَارَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رُكْبَاتُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১২৬৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে (অর্থাৎ শহরের বাইরে) যেতেন (মুসাফির অবস্থা হোক অথবা মুকীম), নফল নামায পড়তে চাইতেন, তখন উটের মুখ কেবলার দিকে করে নিতেন এবং ত্যকরীর তাহরীমা বলে যেদিকে সওয়ারীর মুখ করতেন সেদিকে ফিরে তিনি নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

১২৬৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَتِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَبَجَعِلُ السُّجُودِ اخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১২৬৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর বাহনের উপর পূর্ব দিকে মুখ ফিরে নামায পড়ছেন। তিনি রুকু হতে সাজদায় একটু বেশী নীচু হতেন (আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৬৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنِي رَكْعَتَيْنِ وَابْنُ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় (চার রাকাআতওয়ালা নামায) দুই রাকাআত পড়েছেন। তাঁর পরে হযরত আবু বকরও দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। অতঃপর হযরত ওমরও দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। হযরত ওসমান (রা) তার খিলাফাত কালের প্রথম দিকে দুই রাকাআতই নামায পড়েছেন। কিন্তু পরে তিনি চার রাকাআত পড়তে শুরু করেছেন। হযরত ইবনে ওমরের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন ইমামের (হযরত ওসমানের) সাথে নামায পড়তেন, চার রাকাআত পড়তেন। চার একাকী পড়লে (সফরে) দুই রাকাআত পড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

১২৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ لِلصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ

الْأَوَّلَى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تَتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ
عُثْمَانُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৭০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথম দিকে) দুই রাকাআতই নামায ফরয ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন। তখন মুকীমের জন্য চার রাকাআত নামায নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর সফর অবস্থায় প্রথম থেকেই দুই রাকাআত ফরয ছিলো। ইমাম বুহরী রাঃ বলেন, আমি হযরত ওরওয়ার কাছে আরয করলাম, হযরত আয়েশার কি হলো যে, তিনি সফর অবস্থায়ও পুরা চার রাকাআত নামায পড়েন। (উত্তরে) তিনি বললেন, তিনিও হযরত ওসমানের মতো ব্যাখ্যা করেন (বুখারী-মুসলিম)।

১২৭১-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً
- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জবানিতে মুকীম অবস্থায় চার রাকাআত আর সফরে দুই রাকাআত নামায ফরয করেছেন (মুসলিম)।

১২৭২-وَعَنْهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ - رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ .

১২৭২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের নামায দুই রাকাআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই দুই রাকাআতই হলো (সফরের) পূর্ণ নামায, কসর নয়। আর সফরে বেতেরের নামায পড়া সুন্নাত (ইবনে মাজা)।

১২৭৩-وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ
مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مَا بَيْنَ
مَكَّةَ وَجَدَةَ قَالَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بَرْدٍ - رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ .

১২৭৩। হযরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও উসফান, মক্কা ও জিদ্দার দূরত্বের মধ্যে কসরের নামায পড়তেন। ইমাম মালিক বলেন, এসবের দূরত্ব ছিলো চার বুরীদ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল (মুওয়াত্তা)।

১২৭৪-وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رُكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১২৭৪। হযরত বারায়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আঠারোটি সফরে তাঁর সফর সংগী ছিলাম, এই সময় আমি তাঁকে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আর জুহরের নামাযের আগে দুই রাকাত নামায পড়া ছেড়ে দিতে কখনো দেখিনি (আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদিসটি গরীব)।

১২৭৫-وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২৭৫। তাবেরী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তাঁর পুত্র হযরত ওবায়দুল্লাহ্কে সফর অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছেন। তাঁকে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন না (মালিক)।

২৮ - بَابُ الْجُمُعَةِ

৪২-জুমআর নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২৭৬-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَلَنَّا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْنَهُمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى آخِرِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ نَحْنُ الْأَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاقِ .

১২৭৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা দুনিয়ার শেষের দিকে এসেছি। আর কিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আমরা সবার আগে থাকবো। তাছাড়া ইয়াহুদী নাসারাদেবকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। অতঃপর এই ‘জুমআর দিন’ তাদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা এ নিয়ে মতভেদ করলো। আল্লাহ তাআলা ওই দিনটির ব্যাপারে আমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন। এই লোকেরা আমাদের অনুসরণকারী। ইয়াহুদীরা আগামী কালকে অর্থাৎ ‘শনিবারকে’ গ্রহণ করেছে। আর নাসারারা গ্রহণ করেছে পরশুকে অর্থাৎ ‘রোববারকে’ (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা ও হুজাইফা হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজনই বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষ দিকে বলেছেন : দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে আমরা সকলের পেছনে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা সকলের আগে থাকবো। সকলের আগে আমাদের হিসাব নেবার ও জান্নাতে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হবে।

১২৭৭-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর কিয়ামাত এই জুমআর দিনেই কায়েম হবে (মুসলিম)।

১২৭৮-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ

لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَاهِدٌ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا قَالَا إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

১২৭৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে সময়টা যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায় আর আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। এক বর্ণনায় ইমাম মুসলিম এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সময়টা খুবই ক্ষণিক হয়। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : নিঃসন্দেহে জুমুআর দিনে এমন একটি ক্ষণ আসে যে ক্ষণে যদি কোন মুমিন বান্দাহ নামাযের জন্য দাঁড়াতে পারে এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সেই কল্যাণ দান করেন।

১২৭৯ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى تَقْضَى الصَّلَاةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৯। হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি রাসূলুল্লাহকে জুমুআর দিনের দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন : সে সময়টা হলো ইমামের মিস্বরের উপর বসার পর নামায পড়বার আগের মধ্যবর্তী সময়টুকু (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.

১২৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَةِ وَحَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيهَا حَدِيثُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَبَّ

عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ مُصَيَّخَةٌ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنَّ
وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا
أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ
كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثَنِي بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَمَا حَدَّثَنِي
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ
أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضِنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ
تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَمْ يَقُلْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي
صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِهِ صَدَقَ كَعْبٌ .

১২৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তুর
(বর্তমান ফিলিস্তিনের সিনাই) পাহাড়ের দিকে গেলাম। সেখানে কব্ব আহবারের
সাথে আমার দেখা হলো। আমি তার কাছে বসে গেলাম। তিনি আমাকে তাওরাতের
কিছু কথা বলতে লাগলেন। আমি তার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে
ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি য়েসুব হাদীস বর্ণনা করলাম তার
একটি হলো, আমি তাঁকে বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : যেসব দিনে সূর্য উদ্ভিত হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমআর দিন।

জুমুআর দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই দিন তাঁকে জান্নাত থেকে জমিনে বের করা হয়েছে। এই দিন তাঁর তাওবা কবুল করা হয়। এই দিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই দিন কিয়ামত হবে। আর জ্বিন ইনসান ছাড়া এমন কোন চতুষ্পদ জন্তু নেই যারা এই জুমুআর দিনে সূর্য উদয় হস্ত অস্ত পর্যন্ত কিয়ামত হবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে। জুমুআর দিন এমন একটি সময় আছে, যে সময় কোন মুসলমান, যে নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দান করেন। কাব আহবার একথা শুনে বললেন, এরকম দিন বা সময় বছরে একবার আসে। আমি বললাম, বরং প্রত্যেক জুমুআর দিনে আসে। তখন কাব তাওরাত পড়তে লাগলেন, এরপর বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।” হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ-র সাথে দেখা করলাম। কাবের কাছে আমি যে হাদীসের উল্লেখ করেছি তা তাঁকেও বললাম। এরপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে এ কথাও বললাম যে, কাব বলছেন, ‘এই দিন’ বছরে একবারই আসে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, “কাব ভুল কথা বলেছে। তারপর আমি বললাম, কিন্তু কাব এরপর তাওরাত পড়ে বলেছে যে, এই ক্ষণ প্রত্যেক জুমুআর দিন আসে। ইবনে সালাম বললেন, কাব একথা ঠিক বলেছে। এরপর বলতে লাগলেন, আমি জানি সেই সময় কোনটা? হযরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি বললাম, পুনরায় আমাকে বলুন। গোপন করবেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, সেটা জুমুআর দিনের শেষ প্রহর কি করে হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন বান্দাহ এই ক্ষণটি পাবে ও সে এসময়ে নামায পড়ে থাকে.....? (আর আপনি বলছেন সেই সময়টি জুমুআর দিনের শেষ প্রহর। সে সময় তো নামায পড়া হয় না। সেটা মাকরুহ সময়)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন (এটা তো সত্য কথা কিন্তু) এটা কি রাসূলুল্লাহর কথা নয় যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় নিজের জায়গায় বসে থাকে সে নামায অবস্থায়ই আছে, আবার নামায পড়া পর্যন্ত। হযরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তাহলে নামায অর্থ হলো, নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। অপর দিনের শেষাংশে নামাযের জন্য বসে থাকা নিষেধ নয়। সেই সময় যদি কেউ দোয়া করে, তা কবুল হবে (মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই। ইমাম আহমাদও এই বর্ণনাটি ‘সাদাকা কাআব’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

۱۲۸۱- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعَسُوا

السَّاعَةِ الَّتِي تَرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوتِ الشَّمْسِ
- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২৮১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন দোয়া কবুল হবার সময়টির আশা করে, সে যেনো আসরের পরে সূর্য অস্ত পর্যন্ত সময়টুকু বোজে (তিরমিযী)।

١٢٨٢- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصُّعْقَةُ فَاتَّكِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَهَتْ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ أَلَّهِ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ .

১২৮২। হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিন তোমাদের সর্বোত্তম দিন। এই দিন হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে। এইদিন প্রথম সিজা ফুঁকা হবে। এই দিন দ্বিতীয় সিজা ফুঁকা হবে। কাজেই এই দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুরুদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দুরুদ আমার সামনে পেশ করা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুরুদ আপনার সামনে কিভাবে পেশ করা হবে। অথচ আপনার হাড়গুলো পচে গলে যাবে? বর্ণনাকারী বলেন, ‘আরেমতা’ শব্দ দ্বারা সাহাবাগণ ‘বালিতা’ অর্থ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার পবিত্র দেহ পচে গলে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ইবনে মাজা, দারেমী ও বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

١٢٨٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَرْغُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمَ عُرْفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَحَابَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِينُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ مِنْهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ يُضَعَّفُ .

১২৮৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : (কুরআনে বর্ণিত) ‘ইয়াওমুল মাওউদ’ হলো কিয়ামতের দিন। ‘ইয়াওমুল মাশহুদ’ হলো আরাফাতের দিন। আর ‘শাহেদ’ হলো জুমআর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদয় ও অস্ত যায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ‘জুমআর দিন’। এই দিনে এমন একটি সময় আছে সে সময় যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায়, আর ওই সময় সে আত্মাহুর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আত্মাহু তাআলা অবশ্যই তাকে সেই কল্যাণ দান করবেন। যে জিনিস থেকে সে পানাহ চাইবে, আত্মাহু অবশ্যই তাকে পানাহ দেবেন (আহমাদ, তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কারণ মুসা ইবনে ওবায়দার সূত্র ছাড়া এ হাদীস জানা যায় না। আর মুসা মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল রাবী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৮৬- عَنْ أَبِي ثَبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسٌ خِلَافِ خَلْقِ اللَّهِ فِيهِ آدَمُ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيهِ خَمْسٌ خِلَافِ خَلْقِ اللَّهِ وَسَأَقِ إِلَيْكَ الْخَيْرَ الْحَدِيثُ .

১২৮৪। হযরত লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জুমআর দিন” সকল দিনের সর্দার। সর্বদিনের চেয়ে বড়ো। আদ্বাহর নিকট বড় মর্যাদাবান। এই দিন আদ্বাহর কাছে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে বেশী উত্তম। এই দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) আল্লাহ তাআলা এই দিন হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এই দিন তিনি হযরত আদমকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এই দিনই হযরত আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এই দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে বান্দাহরা আদ্বাহর কাছে হারাম জিনিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এই দিনই কিয়ামত হবে। আদ্বাহর নিকটবর্তী ফিরিশতা, আসমান, জমিন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এই জুমআর দিনকে উয় করে (ইবন মাজ্জা)। ইমাম আহমাদ হযরত সাদি ইবনে মুআজ থেকে এইভাবে নকল করেছেন যে, “আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বললেন, আমাকে জুমআর দিন সম্পর্কে বলুন। এতে কি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাকী হাদীস বর্ণনা পূর্ববৎ)।

১২৮৫-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ أَدَمَ وَفِيهَا الصُّعْفَةُ وَالْبَعْثَةُ فِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مِنْ دَعَا اللَّهِ فِيهَا أُسْتُجِيبَ لَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১২৮৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : “জুমআর দিন” নাম কি কারণে রাখা হলো? তিনি বললেন, যেহেতু এই দিন (১) ভেঁসাদের পিতা আদমের মাটি একত্র করে খামির করা হয়েছে। (২) এই দিন প্রথম সিন্ধায় ফুঁ দেয়া হবে। (৩) এই দিন দ্বিতীয় বার সিন্ধায় ফুঁ দেয়া হবে। (৪) এই দিনই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া (৫) এই দিনের শেষ তিন প্রহরে এমন একটি সময় আছে যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় (আহমাদ)।

১২৮৬-وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوْا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ

عَلَى الْأَعْرَضَتْ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَيَعْدُ الْعَوْتُ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يَرِيقَ -
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১২৮৬। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জুমআর দিন আমার উপর বেশী করে দুরুদ পড়ো। কেনোনা এই দিন হাজিরার দিন। এই দিন ফিরিশতাগণ হাজির হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি আমার উপর দুরুদ পাঠ করে তার দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অবসর না হয়। হযরত আবু দারদা বলেন, আমি বললাম, মৃত্যুর পরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। নবীরা কবরে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেয়া হয় (ইবনে মাজা)।

১২৮৭-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ -
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْتِنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ .

১২৮৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান জুমআর দিন অথবা জুমআর রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবেন (আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়)।

১২৮৮-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ
يَهُودِيٌّ قَالَ لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاها عَيْدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عَيْدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১২৮৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য

তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার সকল নেয়ামত পূরা করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি”। তাঁর কাছে এক ইয়াহুদী বসে ছিলো। সে ইবনে আব্বাসকে বললো, যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা এই দিনকে ঈদের খুশীর দিন হিসাবে উদযাপন করতাম। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতটি দুই ঈদের দিন, বিদায় হজ্জ ও আরাফার জুমআর দিন নাযিল হয়েছে। (ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও পরীয)।

১২৮৭- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلَّغْنَا رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغْرُ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ .

১২৮৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজব মাস আসলে এই দোয়া পড়তেন, “হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসের (ইবাদাতে) আমাদেরকে বরকত দান করো। আমাদেরকে রামাদান মাস পর্যন্ত পৌছাও। বর্ণনাকারী হযরত আনাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, “জুমআর রাত আলোকিত রাত। জুমআর দিন আলোকিত দিন (বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

২৩- بَابُ وَجُوبِهَا

৪৩-জুমআর নামায করজ

কুরআন মজীদ থেকেই জুমআর নামায করয হবার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “হে মুমিনেরা! জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর জিকিরে দৌড়াবে”। জুমআর নামায করয হবার ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় রাসূলেরও অনেক হাদীস রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২৯০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ

لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিশরের সিড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : লোকেরা কেনো জুম্মার নামায ছেড়ে না দেয়। (যদি ছেড়ে দেয়) আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেলে দেবেন। অতঃপর সে ব্যক্তি গফেলদের মধ্যে গণ্য হবে (মুসলিম)।

১২৯১- عَنْ أَبِي الْجَعْفَرِ الضُّمَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ .

১২৯১। হযরত আবুল জা'দ দুমাইরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর তিন জুম্মার নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলে মোহর লাগিয়ে দেবেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও দারিমী)। ইমাম মালিক (রা) সাফওয়ার ইবনে সুলাইম (রা) থেকে এবং আহমদ (রা) আবু কাতাদা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২৯২- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفْ دِينَارٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৯২। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুম্মার নামায ছেড়ে দেবে সে যেনো এক দিনার সদকা করে। যদি এক দিনার সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে অর্ধেক দিনার সদকা করবে (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

১২৯৩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১২৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুম'আর আযান শুনবে, তার উপর জুম'আর নামায ফরয হয়ে যায় (আবু দাউদ)।

১২৯৪-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

১২৯৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুম'আর নামায তার উপরই ফরয যে তার ঘরে রাত কাটায়ে (তিরমিযী, তার মতে হাদীসের সনদ দুর্বল)।

১২৯৫-وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ.

১২৯৫। হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুম'আর নামায অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। জুম'আর নামায চার ব্যক্তি ছাড়া জামাআতের সাথে পড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ওই চার ব্যক্তি হলো (১) গোলাম যে কারো মালিকানায় আছে। (২) নারী (৩) বাচ্চা। (৪) রুগ্ন ব্যক্তি (আবু দাউদ)।

শরহে সুন্নাহ কিতাবে মাসাবীহ কিতাবের মূল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ওয়াহিল গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৯৬-عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَيُّوتُهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুম'আর নামাযে আসেনা, তাঁদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করবো, সে

আমার জায়গায় লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আঙন লাগিয়ে দেবো (মুসলিম)।

১২৭৭- وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمَحَى وَلَا يُبَدَّلُ وَقِي بَعْضُ الرُّوَايَاتِ ثَلَاثًا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১২৭৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়, তার নাম এমন কিতাবে মুনাফিক হিসাবে লিখা হয় যা কখনো মুছে ফেলা যায় না, না পরিবর্তন করা যায়। কোম কোন বর্ণনায় আছে, তিন জুমুআ ছেড়ে দেয়ার কথা আছে (তার জন্য এই শাস্তি) (ইমাম শাফি'রী)।

১২৭৮- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنْ اسْتَفْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَفْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي

১২৭৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ও আখিরাতের উপর ইমান রাখে, তার জন্য জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, নাবালগ ও গোলামের উপর ফরয নয়। সুতরাং যারা খেল-তামাসা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমুআর নামায হতে বেপরোওয়া থাকবে, আল্লাহ তাআলাও তার দিক থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি উচ্চ প্রশংসিত (দারু কুতনী)।

৬৬- بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبَكُّيرِ

৪৪- পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া

১২৭৯- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَذْهَبُ مِنْ دُھْنِهِ أَوْ يَمَسُّ

مِنْ طَيْبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يَصِلُ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْأِمَامُ الْأَغْفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৯৯। হযরত সালমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যতটুকু সম্ভব পরিত্রা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হতে তার শরীরে কিছু তেল মাখবে, অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদে রওনা হবে। দুই ক্যাক্সির মধ্যে ফাঁক করবে না। যতটুকু সম্ভব নামায (নফল) পড়বে। চুপচাপ বসে ইমামের খুতবা শুনবে। নিশ্চয় তার জুমুআ ও আগের জুমুআর মাঝখানের সব (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী)।

১৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يَصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায পড়তে এসেছে ও যতটুকু পেরেছে নামায পড়েছে, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে। এরপর ইমামের সাথে নামায (ফরয) পড়েছে। তাহলে তার এই জুমুআ থেকে বিগত জুমআর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহও মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

১৩- ১- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করবে এবং উত্তম ওজু করবে,

তারপর জুমুআর নামাযে যাবে। চুপ চাপ খুতবা শুনবে। তাহলে তার এই জুমুআ হতে ওই জুমুআ পর্যন্ত সব শুনাহ মাফ করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। যে ব্যক্তি খুতবার সময় ধুলা বালি নাড়লো সে অর্থহীন কাজ করলো (মুসলিম)।

১৩.২-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلَاوُلَّ وَمَثْلُ الْمُهْجَرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدَى بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوْرًا صُحُفُهُمْ وَتَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর দিন ফিরিশতারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি গরু পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মক্কায় একটি দুধা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে কুরবানী করার জন্য মক্কায় একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুতবা দিবার জন্য বের হলে তারা তাদের দপ্তর গুটিয়ে খুতবা শোনেন। (বুখারী-মুসলিম)।

১৩.৩-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম খুতবা পড়ার সময় যদি তুমি তোমার কাছে বসে লোকটিকে বলো যে, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার একথাটিও অর্থহীন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ খুতবার সময় কোন কথা বলা যাবে না। এমনকি পাশের বসে লোকজনও যদি কথাবার্তা বলে তাকেও চুপ করো একথা বলাও নিষেধ।

১৩.৪-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقِيمَنَّ

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ
افْسَحُوا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০৪। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমুআর দিন মসজিদে গিয়ে কোন মুসলমান ভাইকে যেনো তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে বলতে পারে ভাই! একটু সরুন (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩০৫ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ انْصَبَتْ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَوَتِهِ كَانَتْ كَفْرَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১৩০৫। হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে। উত্তম পোশাক পড়বে। তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদে আসবে। কিন্তু মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসবে না। এরপর যথাসাধ্য নামায পড়বে। ইমাম খুতবার জন্য ছুজরা হতে বের হবার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে। তাহলে এই জুমুআ হতে পূর্বের জুমুআ পর্যন্ত তার যতো গুনাহ হয়েছে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে (আবু দাউদ)।

১৩০৬ - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ .

১৩০৬। হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুইবে ও নিজে গোসল করবে। এরপর সকাল সকাল তৈরী হবে। সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে আগে মসজিদে যাবে। ইমামের কাছে গিয়ে বসবে। চুপচাপ ইমামের খুতবা শুনবে। বেহুদা কাজ করবেনা। তার প্রতি কদমে এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের নামাযের আমলের সওয়াব হবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা)।

১৩০৭-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِي مِهْنَتِهِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

১৩০৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে, সে যেনো তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক রাখে (ইবনে মাজা)।

১৩০৮-وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَأَذِنُوا مِنَ الْأَمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَّبَعُهُ حَتَّى يُوْخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১৩০৮। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জুমুআর দিন খুতবার সময় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছে বসবে। কারণ কোন ব্যক্তি দূরে থাকতে থাকতে (অর্থাৎ প্রথম সারিতে না গিয়ে পেছনের সারিতে থাকে) শেষে জান্নাতে প্রবেশেও পেছনে পড়ে যাবে (আবু দাউদ)।

১৩০৯-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১৩০৯। হযরত মুআজ ইবনে আমাস জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিনের জামায়াতে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাবার চেষ্টা করবে,

কিয়ামাতের দিন তাকে জাহান্নামের 'পুল' বানানো হবে (ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেন হাদীসটি গরীব)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্ম হলো, প্রথম দিকে বসার জন্য জুম'আর দিন আগে আগে মসজিদে যেতে হবে। পরে এসে আগে বসার জন্য মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া গর্হিত কাজ। তবে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকলে যেতে পারবে। যারা ফাঁক ফাঁক রেখে কাতারে পুরা না করে বসে তারা এর জন্য দায়ী। পুল বানানো অর্থ, এই গর্হিত কাজের জন্য সে পুলের মতো এক জায়গায় পড়ে থাকবে। তাকে পুলের মতো ডিঙ্গিয়ে অন্যরা জান্নাতে চলে যাবে। সে যাবে পরে।

১৩১০-وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

১৩১০। হযরত মুআজ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন ইমামের খুতবার সময় হাঁটু উঠিয়ে দুই হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

১৩১১-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১৩১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুম'আর নামাযের সময় কারো যদি তন্দ্রা আসে তাহলে সে যেমনো স্থান পরিবর্তন করে বসে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের উদ্দেশ্য ঘুমের আমেজ নষ্ট করা। তাই স্থান পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে অন্য কোনভাবে ঘুমের ভাব নষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩১২-عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَبِجُلْسٍ فِيهِ قِبَلٌ لِنَافِعٍ فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১২। হযরত নাকে (ভাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম (নামাযের সময়) কাউকে অপরজনকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে ওখানে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত নাফে'কে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু জুমুআর নামাযের জন্য। উত্তরে তিনি বললেন, জুমুআর নামায ও অন্যান্য নামাযেও (বুখারী-মুসলিম)।

১৩১৩-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بَلَّغُوا فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ دَعَا اللَّهَ أَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ صَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِأَنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَرَى كَفَّارَةً إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بَانَ اللَّهُ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১৩১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ধরনের লোক জুমুআর নামাযে হাজির হয়। এক রকম হলো, যারা বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে হাজির হয়। জুমুআর দ্বারা তাদের এটাই হয় লাভ। দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো, আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে চাইতে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আল্লাহ চাইলে তাদের তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে পারেন। তৃতীয় ধরনের লোক হলো, শুধু জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে নীরবতার সাথে মসজিদে হাজির হয়। সামনে যাবার জন্য কারো ঘাড় টপকায় না। কাউকে কোন কষ্ট দেয় না। এ ধরনের লোকদের এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সময়ে (সগীরা) গুনাহর কাফফরা হয়ে যায়। তাহাড়াও আরো অতিরিক্ত তিন দিনের কাফফারা হবে। এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ করবে তার জন্য এর দশ গুণ সওয়াব রয়েছে” (আবু দাউদ)।

১৩১৪-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১৩১৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় কথা বলে, সে ভারবাহী গাধার মতো (বোঝা বহন করে, ফল ভোগ করতে পারে না)। আর যে ব্যক্তিকে চূপ করতে বলা হয় তারও জুমুআ নেই (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এর আগে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় জুমুআর নামাযের নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই হাদীসের মর্ম হলো, গোটা নামাযে, বিশেষ করে ইমামের খুতবার সময় নীরব থেকে খুত্বা শোনা কর্তব্য। খুত্বা না শুনে শুধু সময় নষ্ট হলো। এমনভাবে নীরব থাকতে হবে যে, অন্য কেউ কথা বললে, তাকেও 'চূপ থাকো' বলা নিষেধ।

১৩১৫-وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا .

১৩১৫। তাবেরী হযরত ওবায়দ ইবনে সাব্বাক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক জুমুআর দিন বলেছেন : হে মুসলমানেরা! এই দিন, যে দিনকে আল্লাহ তাআলা ঈদ হিসাবে গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা এই দিন গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি নেই। তোমারা অবশ্য অবশ্যই মিসওয়াক করবে (মালিক মুন্নসাল হিসাবে; ইবনে মাজাহ ওবায়দা হতে এবং তিনি হযরত আব্বাস হতে মুত্তাসিলরূপে)।

১৩১৬-وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِيَتَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَأَلْمَاءٌ لَهُ طِيبٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১৩১৬। হযরত বারায়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিন মুসলমানরা যেনো অবশ্যই গোসল করে। তার পরিবারে সুগন্ধি থাকলে যেনো তা মাখে। যদি সুগন্ধি না থাকে, তাহলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি (আহমাদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)।

৬৫- بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

৪৫- খুত্বা ও নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৩১৭- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩১৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে জুমুআর নামায পড়তেন (বুখারী)।

১৩১৮- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৮। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়ার পূর্বে খাবারও খেতাম না, বিশ্রামও গ্রহণ করতাম না (বুখারী-মুসলিম)।

১৩১৯- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩১৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীতের সময় জুমুআর নামায সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তেন, আর প্রকট গরমের সময় দেরী করে পড়তেন (বুখারী)।

১৩২০- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْأَمَامُ عَلَى الْمَنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَةَ عَلَى الزُّوْرَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩২০। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাঃ ও ওমর রাঃ-র সময়ে জুমুআর প্রথম

আযান হতো ইমাম মিশ্বরে বসলে। হযরত ওসমান রাঃ খলিফা হবার পর, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওয়ার উপর তৃতীয় আযান বাঁড়িয়ে দিলেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : ‘যাওরা’ মসজিদে নববীর সামনে একটি উঁচু স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কালে জুমুআর দিন একটি আযান ও একটি ইকামতের প্রচলন ছিলো। ‘আযান’ দেয়া হতো ইমাম মিশ্বরে উঠলে, আর ইকামাত দেয়া হতো খুতবার শেষে নামায শুরু হবার কালে। ইকামাতকেও এখানে বর্ণনাকারী আযান হিসাবে গণ্য করেছেন ও দ্বিতীয় আযান হিসাবে গণ্য করেছেন। হযরত ওসমান রাঃ-র খিলাফতকালে লোকজন বেড়ে গেলে তিনি যাওয়ার উপর তৃতীয় আযানের ব্যবস্থা করেন। এই আযানটিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আযান।

১৩২১- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَوَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (জুমুআর দিন) দুইটি খুতবা দিতেন। উভয় খুতবার মাঝখানে তিনি কিছু সময় বসতেন। তিনি (খুতবায়) কিছু কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ শুনাতেন। সুতরাং তাঁর নামায ও খুতবা উভয়ই ছিলো নাস্তিদীর্ঘ (মুসলিম)।

১৩২২- وَعَنْ عَمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْنُهُ مِنْ فَهْمِهِ فَاطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَأَنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২২। হযরত আমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত খুতবা তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই তোমরা নামাযকে লম্বা করবে, খুতবাকে ছোট করবে। নিশ্চয় কোন কোন খুতবা যাদু স্বরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বড় জামায়াতের নামায আসলে ছোট করেই পড়া নিয়ম। এখানে নামায দীর্ঘ করার অর্থ খুতবার অপেক্ষা দীর্ঘ। অর্থাৎ খুতবা খুব ছোট ও হৃদয়ঙ্গমালী যেনো হয়। খুতবার তুলনায় নামায বড় হবে।

১৩২৩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْتَمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرَنُ بَيْنَ اصْبِعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৩। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে উঠতো, কণ্ঠস্বর হতো সুউচ্চ, রাগ বেড়ে যেতো। মনে হতো তিনি কোন সামরিক বাহিনীকে এই বলে শত্রু হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন : সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রু বাহিনী হানা দিতে পারে। তিনি খুতবায় বলতেন, আমাকে ও কিয়ামাতকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্র করে মিলিয়ে দেখালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : একজন নবী ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুবই গুরুত্ব সহকারে ভাষণ দিতেন। তাই এ সময়ে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠতো। আজকালের ওয়ায়েজ আলেম ও ইমামদের মতো তিনি গানের সুরে বক্তব্য পেশ করতেন না।

১৩২৪- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩২৪। হযরত ইআলা ইবনে উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিন্বরে উঠে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শুনেছি : “জাহান্নামীরা (জাহান্নামের দারোগাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক! (তুমি বলো) তোমার রব যেনো আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন’। অর্থাৎ তিনি খুতবায় জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা বলতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১৩২৫- وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلُّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৫। হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মজীদে সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনুল মাজীদ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনে শুনেই মুখস্ত করেছি। প্রত্যেক জুমআয় তিনি মিস্বরে উঠে খুত্বার সময় এই সূরা পাঠ করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক জুমআর অর্থ যে কয় জুমআ উম্মে হিশাম রাসূলুলে পেরুনে জামআত পড়েছিলেন।

১৩২৬ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩২৬। হযরত আমর ইবনে হুরাইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনে খুত্বা দিলেন। তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ী। পাগড়ীর দুই মাথা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন (মুসলিম)।

১৩২৭ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুত্বা দিবার সময় বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমআর দিন ইমামের খুত্বা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেনো সংক্ষেপে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়ে নেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে 'খুত্বা দিবার সময় অর্থাৎ খুত্বা দিতে উঠছেন এ সময়। নতুবা খুত্বার সময় সুনাত ও নফল নামায পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। সাহাবা ও তাবেরীদেরও একই মত।

১৩২৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩২৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের এক রাকআত পেলো, সে পূর্ণ নামায পেলো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে পূর্ণ নামায পাওয়া অর্থ সে ব্যক্তি নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, “যে নামায পেয়েছে তা পড়ো। আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো”। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ রহঃ বলেন, ইমামকে সালাম ফিরাবার আগে নামাযে পাইলে, জামায়াতে शामिल হয়ে যাবে। এতে জামায়াতের সওয়াব পেয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩২৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ حُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمَنْبِرَ حَتَّى يَفْرُغَ أَرَاهُ الْمُؤَذِّنَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১৩২৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন। তিনি মিম্বরে উঠে বসতেন। যে পর্যন্ত মুআযযিন আযান শেষ না করতেন। এরপর তিনি দাঁড়াতেন ও খুত্বা শুরু করে দিতেন। তারপর আবার বসতেন। এসময় কোন কথা বলতেন না। অতঃপর তিনি আবার দাঁড়াতেন ও (দ্বিতীয়) খুত্বা দিতেন (আবু দাউদ)।

১৩৩০- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمَنْبِرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ .

১৩৩০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন, আমরা তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতাম (তিরমিযী। তিনি বলেন, এই হাদীসটি শুধু মুহাম্মদ ইবনে ফদলের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন যঈফ। তার স্বরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো)।

১৩৩১- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْفَى صَلَاةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৩১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর তিনি বসতেন।

আবার তিনি দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, তিনি বসে বসে খুত্বা দিয়েছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও বেশী নামায পড়েছি (তাকে বসে বসে খুত্বা দিতে কোন দিন দেখিনি) (মুসলিম)।

১৩৩২- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৩২। হযরত কাব ইবনে উজ্জরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মসজিদে হাজির হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে বসে খুত্বা দিচ্ছিলেন। হযরত কাব বললেন, এই খবিসের দিকে তাকাও। সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, “যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেল-তামাশা দেখে, তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে চলে যায়” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি রাসূলুল্লাহর দাঁড়িয়ে খুত্বা দেবার প্রমাণ। কুরআনের উদ্ধৃত আয়াত দিয়ে হযরত কাব একথা প্রমাণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম কোন প্রদেশের শাসক ছিলেন। তাঁকে বসে বসে খুত্বা দিতে দেখে তিনি ঘণায় বলেছেন, “খবিসের দিকে তাকাও! সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। অথচ কুরআন প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুমআর খুত্বা দান করেছেন।

১৩৩৩- وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قُبِّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৩৩। হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মিনার উপরে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঠিয়ে জুমআর খুত্বা দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ তার এই হাত দুটিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহকে বক্তব্য পেশ করার সময় দেখেছি, তিনি তাঁর হাত এর বেশী উঁচুতে উঠাতেন না। এই কথা বলে উমারা তর্জমী উঠিয়ে (রাসূলের হাত উঁচুতে উঠাবার) পরিমাণের দিকে ইঙ্গিত দিলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ্ জনগণের সামনে কোন বক্তব্য পেশ করার সময় খুব বেশী হাত নাড়ানাড়ি ও উঠাউঠি করতেন না। অত্যন্ত শালীন ও শ্রুতিমধুর ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে কথা জুড়ে ধরতেন। হাত উঠাবার প্রয়োজন হলে রাসূল সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাদ্বাহ্ তর্জনী কতটুকু উঠাতেন তাও উমারা ইবনে রুওয়াইবা দেখিয়ে দিয়েছেন। হাত নাচিয়ে এই ধরনের বক্তব্য পেশে অহংকার-অহমিকার প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষেধ। তাই 'উমারা রাঃ বিশর ইবনে মারওয়ানকে হাত নাচানাচি করতে দেখে এই বদদোয়া করেছেন।

১৩৩৪- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১৩৩৪। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহে ওয়াসাদ্বাহ্ মিম্বরে উঠে বসে বললেন, তোমরা বসো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নির্দেশ শুনে মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহে ওয়াসাদ্বাহ্ তা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে এসো (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহে ওয়াসাদ্বাহ্‌র নির্দেশ কিভাবে মেনে চলতেন এই ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৩৩৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ رُكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ رُبْعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ - رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي.

১৩৩৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহে ওয়াসাদ্বাহ্ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমুআর (নামাযের) এক রাকআত পেয়েছে, সে যেনো এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে। আর যার দুই রাকআতই ছুটে গেছে, সে যেনো চার রাকআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেনো জুহরের নামায পড়ে নেয় (দারু কুতনী)।

২৬- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

৪৬- ভয়কালীন নামায

১৩৩৬- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَجْدِ قَوَازِينَا الْعَدُوَّ غَزَوْتُ فَصَافَقْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ طَائِفَةٍ الَّتِي لَمْ تَصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوَى نَافِعٌ لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩৩৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে নজদের দিকে এক যুদ্ধে গেলাম। আমরা শত্রু সেনাদের সামনাসামনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়াতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের একদল লোক তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন। অন্য দল শত্রু সেনার সামনে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে লোকজনসহ একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এরপর এরা, যারা নামায পড়েনি তাদের জায়গায় চলে গেলেন। তারা রাসূলুল্লাহর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। এদের নিয়ে তিনি একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন। তাদের প্রত্যেক দল পর পর উঠে নিজেদের জন্য একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এভাবে সকলে নামায শেষ করলেন। হযরত আবদুল্লাহর অন্য ছাত্র হযরত নাফেও এই ধরনের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বেশী বর্ণনা করেছেন। ভয় যদি আরো বেশী হয় তাহলে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন। অথবা সওয়ারীর উপর বসে কেবলার দিকে অথবা উল্টা দিকে, যে দিকে ফিরতে সমর্থ হয় সেদিকে ফিরে নামায পড়বেন। এরপর হযরত নাফে বলেন, আমার মনে হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর একথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এটা হলো প্রথম নিয়ম। তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তে চাইতেন বলেই তিনি এভাবে নামায পড়েছেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগে ভাগে বিভিন্ন ইমামের পেছনে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়কালীন নামায পড়া জায়েয বলে ফকিহগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১৩৩৭- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرُّقَاعِ صَلَوةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاتَّمَوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ وَجَادَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَوتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاتَّمَوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَآخَرُ الْبُخَارِيِّ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৩৭। তাবেয়ী হযরত ইমাজিদ ইবনে ক্রমান তাবেয়ী হযরত সালাহ ইবনে খাওয়্যাত হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি রাসূলুল্লাহর সাথে 'জাহুল রেকা' যুদ্ধে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। তিনি বলেন, (এই যুদ্ধে নামাযের সময়) একদল লোক রাসূলুল্লাহর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্যদল (তখন) শত্রুদের সামনাসামনি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দল নিয়ে এক রাকাত আত পড়লেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুসল্লীরা নিজেদের নামায পূর্ণ শত্রু সেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহর সাথে নাযাযে যোগ দিলো। যে রাকাত আত বাকী ছিলো রাসূলুল্লাহ এদের সাথে নিয়ে পড়ে নিলেন। তারপর তিনি বসে রইলেন। এই দল তাদের বাকী রাকাত আত পূর্ণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সালাতুল খাওফের এটা আর এক নিয়ম। এই নিয়মে প্রত্যেক দল রাসূলুল্লাহর সাথে এক রাকাত আত নামায পড়ার কথা এখানে উল্লেখ আছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরায়েছেন দ্বিতীয় দলের সাথে।

১৩৩৮- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرُّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَاحْذِ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَرَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ قَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَفَهُ قَالَ فَنَوَذَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৩৮ | হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে 'জাফুর বেকা' পর্যন্ত পৌছলাম। এখানে একটি ছায়াঘেরা গাছের কাছে গিয়ে, তা আমরা রাসূলুল্লাহর জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি বলেন, এ সময় মুশরিকদের একজন এখানে এসে দেখলো রাসূলুল্লাহর তরবারীখানা গাছের সাথে ঝুলে আছে। সে তখন ডাঙত্যাড়ি তাঁর তরবারীখানা হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, তুমি কি আমাকে তরবারীখানা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কখনো না। সে বললো। এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবেন। বর্ণনাকারী জাবির রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ সেই মুশরিককে তরবারীখানা দেখলে সে তরবারী কোষমুক্ত করে আবার ঝুলিয়ে রাখলো। হযরত জাবির রাঃ আবার বললেন। এ সময় নামাযের আযান দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোক নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন। এরপর এই দল পেছনে সরে গেলে তিনি অপর দলকে নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন। জাবির রাঃ বলেন, এতে রাসূলুল্লাহর নামায চার রাকাআত হলো। অন্যান্য লোকের হলো দুই রাকাআত (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফরে চার রাকাআত নামায পড়েছেন। এখানে চার রাকাআত পড়েছেন সাল্লাতুল খাওক হিসাবে। এতে প্রত্যেক দলই রাসূলুল্লাহর পেছনে পূর্ণ নামায পড়তে পেরেছে। সাল্লাতুল খাওফের এটা তৃতীয় নিয়ম।

১৩৩৭- وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَالْعَدُوَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِيَامَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَوَفَّعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ لَنَحْدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَلَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَخَفِنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي نَحْرِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَمْنَا جَمِيعًا - رَوَاهُ مُسْنَدُ

১২৩৯। হযরত জাবির (রা) হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে 'সালাতুল খাওফ' পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দুইটি আরি বানালাম। শত্রুর তখন আমাদের ও কেবলার মাঝখানে ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। আমরা সকলেও তার সাথে তাকবীর তাহরীমা বাঁধলাম। এরপর তিনি রুকু করলেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে রুকু করলাম। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। আমরা সকলেও মাথা উঠলাম। আমরা সকলেও মাথা উঠলাম। তারপর তিনি ও যে সারি তাঁর নিকটবর্তী ছিলো, তারা সাজদায় গেলেন। আর পেছনের সারি শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। রাসূলুল্লাহ সিজদা শেষ করলে তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদা হতে উঠে দাঁড়ালো। পেছনের সারি সাজদায় গেলো। তারপর তারা উঠে দাঁড়ালো। এরপর পেছনের সারি সামনে আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে গেলো। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। আমরা সকলেও তাঁর সাথে রুকু করলাম। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। আমরা সকলেও মাথা উঠলাম। এরপর তিনি ও তাঁর নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম রাকাআতে সারি পেছনে ছিলো সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী সারি শত্রুর

মোকর্রিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন নবী করিম ও তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদা শেষ করলেন, পরবর্তী সারি সাজদায় গেলেন। এরপর নবী কারীম সান্নায়াহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। আমরা সকলেও সালাম ফিরালাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এ নিয়মটি হলো ‘সালাতুল খাওফের’ চতুর্থ নিয়ম। এসময় শত্রুরা কেবলার দিকে ছিলো। তাই মুসলমানরা সকলে এক সাথে নামাযে দাঁড়াতে সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে নামাযের মাঝেও তারা স্বল্প ও সতর্ক অবস্থায় ছিলো। সাজদায় গেলে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে সত্তাবনায় একদল সারি গ্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৪০- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ يَبْطِئُ نَحْلُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১৩৪০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম ‘বাতনে নাখল’ যুদ্ধে লোকজন নিয়ে ভয়ের কালে জুহরের নামায পড়ছিলেন। তিনি একদল নিয়ে দুই রাকাত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দ্বিতীয় দল আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও দুই রাকাত পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন (শরহে সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা : এই পদ্ধতি হলো ‘সালাতুল খাওফের’ পঞ্চম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সালাম ফিরিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, রাসূলের শেষ দুই রাকাত ছিলো নফল। অতএব নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারী নামায পড়া জায়েয। কেউ কেউ বলেন হজুরের শেষ দুই রাকাত ফরয ছিলো। ফরয পর পর পড়াও জায়েয। তাই তিনি এরূপ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এই নামায ছিলো ভয়ের নামায। সালাতুল খাওফ পড়ার এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَاءِهِمْ وَأَبْنَاؤِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَاجْتَمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَكَانَ

جَزَلِ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ
فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَتَقُومَ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ وَابْتَازُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ
فَتَكُونُ لَهُمْ زَكْعَةٌ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ - رَوَاهُ
الترمذی والنسائی

১৩৪১ঃ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার (জেহাদ করার লক্ষ্যে) যাজনান ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে হাজীর হলেন। মুশরিকরা তখন বলাবলি করলো। এই মুসলমানদের এক নামায আছে। যে নামায তাদের কাছে তাদের মাতা পিতা ও সন্তানসন্তুনি হতেও অধিক প্রিয়। আর সে নামাযটা হলো আসরের নামায। তাই তোমরা দলবদ্ধ হও। এই আসরের নামায পড়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ করো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহর নিকট জিবীল আলাইহিস সালাম আসলেন। তাকে হুকুম দিলেন। তিনি যেনো তার সাথীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একদলকে নিয়ে নামায পড়বেন। আর অপর দলটি তাঁদের অপর দিকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন সব সময়। এমনকি নামাযেও যেনো তারা সম্ভাব্য সতর্কতা ও অস্ত্রঅস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এতে তাদের নামাযও এক রাকাআত হয়ে যাবে। আর রাসূলুল্লাহর হবে দুই রাকাআত (তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে উল্লিখিত 'সালাতুল খাওফের' এই নিয়ম ষষ্ঠ নিয়ম। তাদের নামায এক রাকাআত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর সাথে জামাআতে এক রাকাআত। অথবা সব মিলিয়ে এক রাকাআত। দ্বিতীয় অবস্থায় এটা সালাতুল খাওফের বৈশিষ্ট্য। তা নাহলে ফরয নামায কখনো এক রাকাআত হয়না। এর থেকে নামায জামাআতের সাথে পড়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়। এতো সঙ্গীন অবস্থায়ও নামায ছেড়ে দেয়া যাবেনা। জামাআত তরক যাবেনা।

৬৭- بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৪৭-দুই ঈদের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٤٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّي فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ
يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ

وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَأَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَهُ
ثُمَّ يَنْصَرِفُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের ময়দানে যেতেন। প্রথমে তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। মানুষেরা সে সময় নিজ নিজ সফে বসে থাকতেন। তিনি তাদেরকে ওয়াজ শুনাতেন। উপদেশ দিতেন। আর যদি কোন দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে নির্বাচন করতেন। অথবা কাউকে কোন হুকুম দিবার থাকলে, তা দিতেন। তারপর তিনি (ঈদগাহ) হতে ফিরে আসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩৪৩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا أَقَامَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৪৩। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে দুই ঈদের নামায একবার নয়, দুইবার নয়, আযান ও ইকামাত ছাড়া (অনেকবার) পড়েছি (মুসলিম)।

১৩৪৪- وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৩৪৪। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমর রাঃ দুই ঈদের নামায খুতবার আগেই পড়তেন।

১৩৪৫- وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا أَقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের জন্য বের হয়েছেন। (প্রথমে) নামায পড়েছেন। তারপর খুত্বা দিয়েছেন। তিনি আযান ও ইকামাতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এসেছেন। তাদেরে ওয়াজ নসিহত করেছেন। দান সাদকা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর আমি দেখলাম মহিলাগণ নিজ নিজ কান ও গলার দিকে হাত বাড়িয়েছেন। গহনা খুলে খুলে বেলালের নিকট দিতে লাগলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ও হযরত বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৪৬- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا بَعْدَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকাত নামায পড়েছেন। এর আগে তিনি কোন নামায পড়েননি। পরেও পড়েননি (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৪৭- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرْنَا أَنْ يُخْرِجَ الْحَيْضُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جُمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْدِثْنَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَتْ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৭। হযরত উম্মে আতিয়াহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ঈদের দিনে ঋতুবর্তী ও পর্দাশ্রেণী মহিলাদেরকে মুসলমানদের জামায়াতে ও দোয়ায় শরীক করতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু ঋতুবর্তীগণ যেনো নামাযের জায়গা হতে একপাশে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো (শরীর ঢাকার জন্য) বড় চাদর নেই। তিনি বললেন, তাঁর সাথী বান্ধবী তাঁকে অপর চাদর পড়াবে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সাথীর বেশী চাদর থাকলে তাকে দেবে। অথবা নিজের চাদর দিয়ে তাকেও ঢেকে রাখবে। আজকালও মেয়েরা ঈদ বা জুমআর নামাযে পর্দা পুশিদা রক্ষা করে নিরাপদ ব্যবস্থার নিকটতা থাকলে শরীক হতে পারেন। তবে বাঞ্ছনীয় কোন ক্ষতি নেই।

১৩৪৮- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّمَّا تُدْقِعَانِ وَتَضْرِبَانِ وَفِي رِوَايَةٍ تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَفِّشٌ بِثَوْبِهِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَفِي رِوَايَةٍ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় অবস্থানের সময় হযরত আবু বকর তাঁর কাছে গেলেন। সেই সময় আনসারদের দুইটি বালিকা সেখানে গান গাচ্ছিলো ও দফ বাজাচ্ছিলো। আর এক বর্ণনায় আছে, তারা বুআস যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা যে সব গান গেয়ে গর্ব করেছিলো সে সব গান গাচ্ছিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর খুঁড়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর বালিকা দুইটিকে ধমক দিলেন। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় হতে মুখ খুলে বললেন। হে আবু বকর ওদেরকে ছেড়ে দাও। এটা ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায় আছে। হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটা ঈদের দিন আছে। আর এটা হলো আমাদের ঈদের দিন (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৪৯- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْزُو وَيَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وَتَرًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৪৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। আর খেজুর ও খেতেন তিনি বেজোড় (বুখারী)।

১৩৫০- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৫০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (ঈদের মাঠে) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : ঈদের ময়দানে যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করার সুযোগ থাকলে এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে আসা উত্তম। এতে ঈদের যাতায়াতের ব্যাপারে পথ ও মাটিও সাক্ষ্য দিতে পারে।

১৩৫১-وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنْ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ تَرْجِعَ فَتَنْحَرَفَنَّ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةٌ لَحْمٍ عَجَلَةٌ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكَ فِي شَيْءٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫১। হযরত বারায়ী ইবনে আয়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদের দিন আমাদের সামনে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এই ঈদের দিন প্রথমে আমাদেরকে নামায পড়তে হবে। এরপর আমরা বাড়ী গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এইভাবে (কাজ করলো) সে আমাদের পথে চললো। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কুরবানী করলো। সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি যবেহ করে নিশ্চয়ই তা গোশত খাবারের ব্যবস্থা করলো। তা কুরবানীর কিছুই নয় (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৫২-وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫২। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বাহালী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবেহ করেছে। সে যেনো এর পরিবর্তে (নামাযের পরে) আর একটি জবেহ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার আগ পর্যন্ত যবেহ করেনি। সে যেনো (নামাযের পর) আল্লাহর নামে যবেহ করে (এটাই প্রকৃত কুরবানী) (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩৫৩-وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫৩। হযরত বারায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে (ঈদের) নামাযের আগে যবেহ করলো যে নিজের (খাবার) জন্যই জবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। সে মুসলমানের নিয়ম অনুসরণ করলো (বুখারী, মুসলিম)

১৩৫৪- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْمَحُ وَيَنْحَرُ بِالصَّلَاةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবেহ করতেন এবং নহর করতেন ঈদগাহের ময়দানে (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৫৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْذَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৫৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার সময় তাদের দুইটি দিন ছিলো। এই দিন দুইটিতে তারা খেলাধুলা করতো। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। এই দুইটি দিন কি? তারা বললো ইসলামের আগে জাহিলিয়াতের সময় এই দিন দুইটিতে আমরা খেলাধুলা করতাম। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আরো উত্তম দুইটি দিন দান করেছেন। এর একটি হলো ঈদুল আজহার দিন ও অপরটি ঈদুল ফিতর (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ হাদিস থেকে বুঝা গেলো জাহিলিয়াতের যুগের রুসুম রেওয়াজ ইসলামের যুগে অচল। আর মুসলিম মিল্লাতের জন্য শ্রেষ্ঠ ঈদ বা মহাঈৎসবের দিন হলো দুই ঈদের দুই দিন।

১৩৫৬- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى يُصَلِّي - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

مَاجَةَ وَالْدَّرْمَى

১৩৫৬। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ও ঈদুল আযহার দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য বের হতেন না (তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : রমযান মাসে রোযা রাখতেন। সেহরীর সময় হতে পরের দিন ইফতারীর সময় পর্যন্ত রোযা রাখতেন। তাই ঈদের দিন রোযা ভাঙ্গার প্রতীক হিসাবে তিনি কিছু খেয়ে নামাযে যেতেন। বুকরা ঈদের যেহেতু রোযা নেই। তাই না খেয়ে ঈদের ময়দানে গিয়ে নামায পড়ে কুররানীর গোশত দিয়ে খাবার খেতেন।

১৩৫৭-وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي لِأَخْرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْدَّرْمَى

১৩৫৭। হযরত কাসির তাঁর পিতা আবদুল্লাহ হতে। তিনি তাঁর পিতা আমর ইবনে আওফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাকাআতে কেরাআতের আগে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের আগে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

১৩৫৮-وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْأَسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৩৫৮। হযরত জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ রহঃ মুরসাল হিসাবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর, ওমর দুই ঈদে ও এস্তেস্কাার নামাযে সাতবার ও পাঁচবার করে তাকবীর বলেছেন। তাঁরা নামায পড়েছেন খুতবার আগে। নামাযে কেরআত পড়েছেন উচ্চঃস্বরে (বায়হাকী)।

১৩৫৯-وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৫৯। হযরত সাইদ ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা আশআরী ও হোজাইফা রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কতো তাকবীর বলতেন? তখন আবু মুসা আশআরী বললেন। রাসূলুল্লাহ জানাযার তাকবীরের মতো চার তাকবীর বলতেন। (এই জবার শুনে) হযরত হোজাইফা বললেন। তিনি ঠিকই বলেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হযরত আবু মুসার জবাবের সারমর্ম হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন। ঠিক একইভাবে ঈদের নামাযেও চার তাকবীরই বলতেন। প্রথম রাকাআতে কেরাআত পড়ার আগে এক তাকবীর তাহরীমা কেরাআতের পরে দিত তাকবীর। এই মোট চার তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাআতের কেরাআতের পর রুকুর তাকবীর সহ মোট চার তাকবীর। তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিভিন্ন পাওয়া যায়। তাই তাকবীর নিয়ে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা চার তাকবীর বলেই মত প্রকাশ করেছেন। অন্য তিন ইমাম সাত তাকবীর ও পাঁচ তাকবীর ওয়ালা হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। চার তাকবীরের মধ্যে প্রথম রাকাআতের তাকবীর হলো তাকবীর তাহরীমা। আর দ্বিতীয় রাকাআতের তাকবীরে রুকুর তাকবীরও এর মধ্যে পরিগণিত। দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর মূলতঃ প্রতি রাকাআতেই তিনটি।

১৩৬০-وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَّلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৬০। হযরত বারআ রাঃ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈদের দিনে একটি কাওস দেয়া হলো। তিনি এই কাওসের উপর ভর করে (ঈদের) খুত্বা দান করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে লাঠির উপর টেক লাগিয়ে খুত্বা দিতেন। এই দিন তাঁর হাতে একটি ধনুক দেয়া হলো। তিনি এর উপর ভর করে ঈদের খুত্বা দিয়েছেন।

১৩৬১-وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَتَعَمَدُ عَلَى عِزَّتِهِ اعْتِمَادًا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৩৬১। তাবেয়ী হযরত আতা রাঃ হতে মুরসাল হাদিস হিসাবে বর্ণিত। তিনি

বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদান করার সময় নিজের লাটি উপর ঠেস দিয়ে (খুতবা) দিতেন (ইমাম শাফেয়ী)।

১৩৬২-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عِينِدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا أَقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَكِنًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعِظَ النَّاسَ ذِكْرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৩৬২। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে হাজীর ছিলাম। তিনি খুতবার আগেই আযান ও ইকামাত ছাড়া নামায শুরু করে দিলেন। নামায শেষ করার পর তিনি বেলালের গায়ে ভর করে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ তাআলার মহব্ব ও গুণ গরীমা বর্ণনা করলেন। লোকদেরকে উপদেশ বাণী শুনালেন। তাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহর আদেশ মানার প্রতি অনুপ্রেরণা যুগালেন। তারপর তিনি মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল। তাদেরকে তিনি আল্লাহর ভয়-ভীতির কথা বললেন। ওয়াজ করলেন। পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : জুমআর নামায বা দুই ঈদের নামাযে খুতবা দানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি জাতীয় কিছু ধরে তা করতেন। তাই এটা মুস্তাহাব।

১৩৬৬-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الْعِيدَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৩৬৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন এক পথ দিয়ে (ঈদগাহে) যেতেন। আবার অন্য পথ দিয়ে (বাড়ীতে) ফিরতেন (তিরমিযী ও দারেমী)।

১৩৬৬-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِينِدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

১৩৬৪। হযরত আবু হুরাইরা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাঁদের সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

১৩৬৫-وَعَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بَنَجْرَانٌ عَجَلِ الْأَضْحَىٰ وَآخِرِ الْفِطْرِ وَذَكَرَ النَّاسَ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৩৬৫। হযরত আবুল হুওয়াইরিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানে নিযুক্ত তাঁর প্রশাসক আমর ইবনে হায়মের নিকট চিঠি লিখলেন। ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়াবে। আর ঈদুল ফিতরের নামায দেয়ীতে পড়বে। লোকজনকে ওয়াজ নসিহত করবে (শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা : ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী করতে হয়। তাই কুরবানীর, গোশত বানানো ও খাবারের জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ এই তাড়াতাড়ি আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের তাড়াহুড়া যেহেতু ঈদুল ফিতরে নেই। তাই এখানে ওয়াজ নসিহত করে নামায অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করার কথা বলেছেন।

১৩৬৬-وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ زَاوُوا الْهَلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطَرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا لَنِيغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৩৬৬। হযরত আবু ওমাইর ইবনে আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সাহাবীদের অন্তর্গত। (তিনি বলেন) একবার একদল আরোহী নবী করিমের নিকট এসে সাক্ষ্য দিলো যে তারা গতকাল (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ তাদের রোযা ভেঙ্গে ফেলার ও পরের দিন সকালে ঈদগাহের ময়দানে যেতে হুকুম দিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৬৭-عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِي عَطَاءُ
بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَأَذَانَ لِلصَّلَاةِ
يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا أَقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءَ
لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا أَقَامَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৭: হযরত ইবনে জুরাইজ, তাবে-তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আতা, তাবেয়ী আমার কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, (রাসূলুল্লাহর সময়) ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার দিন আযান দেয়া হতোনা। ইবনে জুরাইজ বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবার আতাকে রহঃ জিজ্ঞেস করলাম। আতা রহঃ তখন বললেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ আমাকে বলেছেন। ইদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য আযানের প্রয়োজন নেই। ইমাম (নামাযের জন্য) বের হবার সময়েও না। বের হয়ে আসার পরেও না। (এভাবে) ইকামাত ও কোন আহবানও নেই। না আর কিছু আছে। এই দিন না কোন আহবান আছে। আর কোন ইকামাত (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'নেদা' শব্দের অর্থ হলো আহবান জানানো বা ডাকা। আযানের কিছু পর 'নামায' নামায' বলে এই আহবান জানানো হতো। এটাকেই 'নেদা' বলা হয়।

১৩৬৮- وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَنِمْ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَيَّعَتْ ذِكْرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجَتْ مَخَاصِرُ مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مَنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبَنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يَنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمَنْبَرِ وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ

الْبِتْدُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تَرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৮। হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে গিয়ে) প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায পড়া শেষ হলে (খুতবা দিবার জন্য) মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। তাঁরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকতেন। বস্তুতঃ যদি কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন থাকতো তাহলে তা মানুষদেরকে বলে (বাহিনী পাঠিয়ে) দিতেন। অথবা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা থাকলে, সে ব্যাপারে হুকুম দিয়ে দিতেন। তিনি খুতবায় বলতেন, ‘তোমরা সদকা দাও, ‘তোমরা সদকা দাও, ‘তোমরা সদকা দাও’ বস্তুতঃ মহিলারাই বেশী বেশী সদকা দান করতেন। এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন। এই ভাষেই (দুই ঈদের নামায) চলতে থাকলো যে পর্যন্ত (হযরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে) মারওয়ান ইবনে হাকাম (মদীনার) শাসক নিযুক্ত না হন। (এই সময় এক ঈদের দিনে) মারওয়ানের হাত ধরে আমি ঈদগাহের ময়দানে হাজীর হলাম। এসে দেখি কাসির ইবন সালত মাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে একটি মিম্বর তৈরি করেছেন। এ সময় মারওয়ান হাত দিয়ে আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো আমি যেনো মিম্বরে উঠে খুতবা দেই। আর আমি তাকে নামায পড়বার জন্য টানতে লাগলাম। আমি তার এই অবস্থা দেখে বললাম নামায দিয়ে শুরু করা কোথায় গেলো? সে বললো। না, আবু সাঈদ! আপনি যা জানেনা তা এখন নেই। আমি বললাম কখনো নয়। আমার জীবন যার হাতে নিবন্ধ তার শপথ করে বলছি। আমি যা জানি এর চেয়ে ভালো কিছু তোমরা কখনো বের করতে পারবেনা। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর (ঈদগাহ হতে) চলে গেলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মারওয়ানের শাসনামলের আগ পর্যন্ত দুই ঈদের নামায খুতবার আগেই ছিলো। মারওয়ানই এই রেওয়াজ জারী করে। মারওয়ান ছিলো বনি উমাইয়ার গোত্র। হযরত মুআবিয়ার নিযুক্ত শাসক। তাদের উপর সাধারণ মানুষ খুশী ছিলোনা। তাই নামাযের পর লোক থাকবেনা সন্দেহে মারওয়ান এই পদ্ধতি চালু করে।

৬৮-বَابُ فِي الْأُضْحِيَّةِ

৪৮-কুরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৩৬৯- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ رَأَيْتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদে ধূসর রং ও শিংওয়ালা দুইটি দুধা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এই দুধা দুটিকে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলে যবেহ করলেন। আমি তাঁকে (যবেহ করার সময়) দুধা দু'টির পাজরের উপর নিজের পা রেখে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতে দেখেছি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কুরবানীর পশু মালিকের নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম।

১৩৭০- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَاتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ أَشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَقَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَا الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি শিংওয়ালা দুধা আনতে বললেন যা কালোতে হাঁটে। কালোতে শোয়। কালোতে দেখে অর্থাৎ যে দুধার পা কালো, পেট কালো ও চোখ কালো। কুরবানী করার জন্য ঠিক এমনি একটি দুধা আনা হলো। তখন তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! একটি ছুরি লও। এটিকে পাথরে ধাঁর করাও। হযরত আয়েশা বললেন। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি ছুরিটি হাতে নিলেন। দুধটিকে ধরলেন। এটাকে পাজরের উপর শোয়াইলেন। এবং যবেহ করতে করতে বললেন, 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। "হে আল্লাহ তুমি এই কুরবানীকে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মাতের পক্ষ হতে গ্রহণ

করো। এরপর তিনি এই কুরবানী দ্বারা লোকদের সকালের খাবার খাইয়ে দিলেন (মুসলিম)।

১৩৭১-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ مُسْلِمٍ مُسْنَةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا -

১৩৭১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্না, ছাড়া কোন পশু জবেহ করবেনা। হাঁ, যদি মুসিন্না পাওয়া না যায় তবে দুহার 'জাযআ' যবেহ করতে পারো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মুসিন্না উট বা গরুর বয়সের একটা সীমা। পাঁচ বছরের উটকে ও দুই বছরের গরুকে মুসিন্না বলা হয়। কুরবানীর জন্য এই বয়সের উট ও গরুই উত্তম। আর জাযআ হলো যে ভেড়ার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দেখতে বড়ো সড়ো এক বছরের ভেড়ার মতো দেখায়। মুসিন্না না পেলে এই জাযআ কুরবানী করবে। ছাগলের জাযআ দ্বারা কুরবানী জায়েজ নয়।

১৩৭২-وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْسُمُهَا عَلَى صَحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ أَنْتَ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَصَابَنِي جَذْعٌ قَالَ صَحَّ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৭২। হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানী করার জন্য বন্টন করে দিতে উকবাকে কতগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল রয়ে গেলো। তিনি রাসূলুল্লাহকে তা জানালেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, এটি তুমি কুরবানী করে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে তো একটি মাত্র বাচ্চা ছাগল রইলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটাই কুরবানী করে দাও (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৭৩-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৭৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের ময়দানেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

১৩৭৪- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

১৩৭৪। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে (ঠিক একইভাবে) একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে (মুসলিম, আবু দাউদ। ভাষা আবু দাউদের)।

১৩৭৫- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَارْدَ بَعْضِكُمْ أَنْ يَضْحَى وَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَيَشْرِهِ شَيْئًا وَفِي رَوَايَةٍ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَهْرًا وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ رَأْيِ هَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭৫। হযরত উম্মে সালমা রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেনো নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু না ধরে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো কেশ স্পর্শ না করে ও নোখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি জিলহাজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়্যাত করবে সে যেনো নিজের চুল ও নিজের নোখগুলো না কাটে (মুসলিম)।

১৩৭৬- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قُلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৭৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই, যে দিনের আমল এই দশদিনের আমল

অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে। আর তার কিছু নিয়েই ফিরেনি (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৭৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوتَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَ قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَاتْرَمِذِيُّ ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يَضَحْ مِنْ أُمَّتِي

১৩৭৭। হযরত জাবির রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিনে দুইটি ছাই রঙ্গের শিংওয়ালা খাশি দুশ্বা কুরবানী করলেন। ওদেরে কেবলানুস্বী করে বললেন, “ইন্নি ওয়াজ্জ জাহতু ওয়াজ্জিয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা আলা মিল্লাতে ইবরাহীমা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুহরেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহ। ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলেমীন। আল্লাহুমা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি। বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। বলে জবেহ করতেন (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, ‘বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুমা হাজা আন্নি, ওয়া আন্মান লাম ইয়াদাহে মিন উম্মাতি।’ অর্থাৎ হে আল্লাহ এই কুরবানী আমার পক্ষ থেকে কবুল করো। কবুল করো আমার উম্মাতগণের মধ্য থেকে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে।

১৩৭৮- وَعَنْ حَنْشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ ضَحِّيَ عَنْهُ فَإِنَّا أُضْحِيَ عَنْهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

১৩৭৮। হযরত হানাশ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাঃ-কে দুইটি দুগ্ধ কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। এটাই কি (অর্থাৎ দুইটি কেনো)? হযরত আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তার পক্ষ হতে একটি দুগ্ধ কুরবানী করছি (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : আজকের জগতের উন্মত্তে মুসলিমাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী দিতে পারে। এতে বুঝা গেলো, মৃত ব্যক্তির নামেও কুরবানী করা যায়। এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার নিদর্শন।

১৩৭৯-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نُضْحِيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَانْتَهَتْ رَوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ

১৩৭৯। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর (জানোয়ারের) চোখ, নাক, ভালোভাবে দেখে নেবার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। যে পশুর কানের সম্মুখ ভাগ শেষের ভাগ কাটা গিয়াছে। অথবা যে পশুর কান গোলাকারভাবে ছিদ্রিত হয়েছে। বা যার কান পাশের দিকে কেটে গিয়েছে যেসব পশু যেনো কুরবানী না করি (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী) ইবনে মাজা 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৩৮০-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضْحِيَ بِأَعْضَابِ الْفَرْقِ وَالْأُذُنَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩৮০। হযরত আলী (রা)হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিং ভাঙ্গা, কান কাটা, পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা)।

১৩৮১-وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأشارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا الْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ ظُلْعُهَا

وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَهُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي -
رَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১৩৮১। হযরত বারীআ ইবনে আয়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের পশু কুরবানী করা হতে বেঁচে থাকা উচিত? রাসূলুল্লাহ নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন। চার ধরনের পশু (কুরবানী করা হত) বেঁচে থাকা উচিত। (১) যে পশু স্পষ্ট খোঁড়া। (২) যে পশু স্পষ্ট কানা। (৩) যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল। যে পশুর হাড়ের মজ্জা নেই- শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : কুরবানী করা হলো আল্লাহর রাহে আত্মত্যাগ করা। এই আত্মত্যাগের জন্য কুরবানীর পশু একটি প্রতীকী কাজ। কাজেই এই এই ত্যাগের বস্তু সুন্দর সুঠাম সুশ্রী ও দেখতে খুবই উত্তম নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই কানা খুঁড়া লেংড়া, শিং নেই, রোগা, দেখতে কুৎসিত জানোয়ার কুরবানী দিতে হজুর নিষেধ করেছেন। তবে হারাম নয় মাকরুহ।

১৩৮২-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحَبِلَ يَنْظُرُنِي سَوَادٌ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংওয়ালা শক্তিশালী দুধা কুরবানী করতেন। যে দুধা অন্ধকারে দেখতো। অন্ধকারে খেতো এবং অন্ধকারে চলতো। অর্থাৎ যে দুধার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো ছিলো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

১৩৮৩-وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوقَى مِمَّا يُوقَى مِنْهُ الثَّانِي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৩। বনী সুলাইম গোত্রের এক সাহাবী মুজাশে রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের কাজ পূরন করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দ্বারা কুরবানী জায়েয হয়।

১৩৮৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَةُ اللَّاحِظَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩৮৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। ছয়মাস বয়স অতিবাহিত ভেড়া বেশ উত্তম কুরবানী (তিরমিযী)।

১৩৮৫- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৩৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম। তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলো। আমরা তখন এক গরুতে সাতজন ও এক উটে দশজন করে (কুরবানীতে) শরীক হলাম (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব।

১৩৮৬- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدِّمِّ وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعُ بِالْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারেনা যা আল্লাহর কাছে রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে। কুরবানীর সকল পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামাতের দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌছে যায়। তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

১৩৮৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ

وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَرَأَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ أَسْنَدُهُ ضَعِيفٌ .

১৩৮৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে পারে। এ দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান। এর প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের সমান (তিরমিযী, ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৮৮- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْذُ أَنْ صَلَّى وَفَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِرَى لَحْمٍ أَضَاحَى قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৮৮। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদে আমি রাসূলুল্লাহর সাথে উপস্থিত ছিলাম। (আমি দেখলাম) তিনি নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরায়ে নামায হতে অবসর হওয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। এসময় তিনি কিছু কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা নামাযের আগেই যবেহ করা হয়েছিলো। তিনি তখন বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা আমার নামায পড়ার আগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কুরবানীর পশু যবেহ করছে সে যেনো আর একটি কুরবানী করে নেয়। আর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, রাসূলুল্লাহ কুরবানীর দিন নামায পড়লেন। তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং বললেন। যে ব্যক্তি নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ করেছে সে যেনো আর একটি পশু যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেনো আল্লাহর নামে যবেহ করে (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৮৯-وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَنَ عُمَرَ قَالَ الْإِضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْإِضْحَى رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ بَلَّغَنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ

১৩৮৯। তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ বলেছেন। কুরবানীর দিনের পরেও অর্থাৎ দশই জিলহজ্জের পরেও দুই দিন কুরবানীর দিন আছে (ইমাম মালিক)। তিনি আরো বলেছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতেও এইরূপ একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

১৩৯০-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُضْحَى - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩৯০। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দশ বছর বসবাস করেছেন। (আর এই দশ বছরই) তিনি বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

১৩৯১-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ قَالُوا فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৯১। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কুরবানীটা কি? তিনি বললেন। 'তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সূনাত। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন। এতে কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ বললেন কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল। পশমওয়ালা পশুদের ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। পশমওয়ালা পশুদের প্রতিটি পশমের বদলেও একটি করে নেকী রয়েছে (আহমাদ, ইবনে মাজা)।

২৭-بَابُ الْعَتِيرَةِ

৪৯-রজব মাসের কুরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৩৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيَّتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ - مَتَّقُ عَلَيْهِ

১৩৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন। এখন আর ‘ফারাও’ নেই এবং আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন ‘ফারা’ হলো উট বা ছাগল বা ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। এ বাচ্চা তারা তাদের দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো। অস্ফর ‘আতীরা’ হলো রজব মাসে যা করা হতো (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৭৩- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تَسْمُونَهَا الرَّجْبِيَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ

১৩৯৩। হযরত মুখনাফ ইবনে সুলাইম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে আরাকাতের ময়দানে ছিলাম। আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম। হে লোকেরা! প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রতি বছরই একটি ‘কুরবানী’ ও একটি ‘আতীরা’ রয়েছে। তোমরা কি জানো ‘আতীরা’ কি? তা হলো যাকে তোমরা ‘রজবিয়া’ বলো (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা। কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে যয়ীফ ও ইমাম আবু দাউদ মানসুখ বলেছেন)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَمْ أَجِدُ الْأَمْنِيَّةَ أَتُنْشِئُ أَفَاضِحِي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَائِتَكَ فَذَلِكَ تِمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৩৯৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরবানীর দিনকে এই উম্মাতের জন্য 'ঈদ' হিসাবে পরিগণিত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই। তবে কি তা দিয়েই কুরবানী করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না; তবে তুমি এই দিন তোমার চুল ও নোখ কাটবে। তোমার মোছ কাটবে। নাতীর মীচের পশম কাটবে। এটাই আল্লাহর নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

৫-بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

৫০-সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৩৭৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعَتْ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدَتْ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَالَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তখন তিনি একজন আহবানকারীকে, নামায প্রস্তুত কর্মে ঘোষণা দেবার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর

হয়ে দুই দুই রাকাআত নামায পড়ালেন। এতে চারটি রুকু ও চারটি সাজদা করলেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, এই দিন যতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আমি করেছি এতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আর কোন দিন করিনি (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৯৬-وَعَنْهَا قَالَتْ جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ আনহা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে খুসুফে তাঁর কারাআত বড় করে পড়লেন (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৯৭-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَبَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْتَكَ تَكْعُكَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتَهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْطَعُ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدِهِنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সূরা বাকার পড়ার মতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এই দাঁড়ানো ছিলো প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। এরপর আবার লম্বা রুকু করলেন। তবে তা প্রথম রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তবে তা প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন। তাও আগের রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা আগের দাঁড়ানোর চেয়ে কম। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এ রুকুও আগের রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। এরপর নামায শেষ করলেন। আর এসময় সূর্য পূর্ণ জ্যার্তিময় হয়ে উঠে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন। তারা কারো জন্য মৃত্যুতে গ্রহণযুক্ত হয়না। তোমরা এরূপ ‘গ্রহণ’ দেখলে আল্লাহ তাআলার জিকির করবে। সাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমরা দেখলাম। আপনি যেনো এই স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন। তারপর দেখলাম পেছনের দিকে সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তখন আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। জান্নাত হতে এক গুচ্ছ আগুর নিতে প্রস্তুত হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা দুনিয়ায় বাকী থাকা পর্যন্ত সে আগুর খেতে পারতে। আর আমি তখন জাহান্নাত দেখতে পেলাম। জাহান্নামের মতো বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য আর কখনো আমি দেখিনি। আমি আরো দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশীরভাগ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে তা হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের কফুরীর কারনে। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না, বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে। তারা (স্বামীর) ইহসান ভুলে যায়। সারাজীবন যদি তুমি তাদের কারো সাথে ইহসান করো। এরপর (কোন সময়) যদি সে তোমার পক্ষ হতে সামান্য ক্রটি বিচ্যুতি দেখে বলে উঠে। আমি জীবনেও তোমার কাছে ভালো ব্যবহার পেলাম না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে কুফরী অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়। বরং স্বামীর সদাচরণ ও ইহসানকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা। জাহিলিয়াতের সময় মহান ব্যক্তিদের মৃত্যু হবার কারণে ‘গ্রহণ’ হয়ে থাকে বলে একটা প্রচলিত ধারণা ছিলো।

রাসূলুল্লাহর ছেলে হযরত ইব্রাহীম ১০ম হিজরীতে মৃত্যুর দিন এই সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। লোকেরা ভাবলো। বোধ হয় নবীর সন্তানের মৃত্যুর কারণেই এই গ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ এই ভুল ধারণার অপনোদন করেছেন এই হাদিসে।

১৩৭৮-وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ

السَّجُودُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدَانَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ وَلَا لِحَيَاتِهِمَا فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مَأْمِنٌ أَحَدٌ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُزْنِيَ عَبْدَهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتَهُ يَا أُمَّةَ

مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا - مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ

১৩৭৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হওয়া ধরনের একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত আয়েশা রাঃ বলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাজদায় গেলেন। তিনি দীর্ঘ সাজদা করলেন। তারপর নামায শেষ করলেন। তখন সূর্য বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। তারপর তিনি জনগণের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন। সূরুজ ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যুতে এই সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়না। আর কারো জন্মের কারণেও হয়না। তোমরা এই অবস্থা দেখতে পেলে আল্লাহর নিকট দোয়া করো। তাকবীর বলো। নামায পড়ো। সাদকা খয়রাত করো। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতেরা! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশী ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তাঁর যে বান্দা ‘যিনা’ করবে অথবা তার যে বান্দী ‘যিনা’ করবে তিনি তাদের ঘৃণা করেন। হে মুহাম্মাদের উম্মাতগণ! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে। নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদিসে ‘গায়রাত’ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। গায়রাতের আসল অর্থ হলো ‘নিজের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপকে খারাপ জানা ও ঘৃণা করা। আল্লাহ তাআলার গায়রাতের অর্থ হলো তাঁর হুকুম আহকামে বান্দার নাফরমানী করা। তার বিধি নিষেধ না মানা। তাহলেই এই বান্দার প্রতি তাঁর ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

১৩৯৭-وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِا عِبَادَهُ فَإِذَا لَأَيْتُمْ شَيْئًا ذَلِكَ فَاذْعَبُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ اسْتَغْفَارِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৯। হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ হলো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁর উপর ‘কিয়ামাত’ সংঘটিত হয়ে যাবার মতো ভয় ভীতি আরোপিত হলো। বস্তৃতঃ তিনি মসজিদে চলে গেলেন। দীর্ঘ ‘কিয়াম’ ‘রুকু’ ও ‘সাজদা’ দিয়ে নামায পড়লেন। সাধারণতঃ (এতো দীর্ঘ নামায পড়তে) আমি কখনো তাঁকে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন। এই সব নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ তাআলা পাঠিয়ে থাকেন। তা না কারো মৃত্যুতে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর না কারো জন্মে হয়ে থাকে। বরং এই সব দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এ নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন দেখবে। আল্লাহকে ভয় করবে। তাঁর জিকির করবে। তার নিকট দোয়া ও ক্ষমা চাইবে (বুখারী-মুসলিম)।

১৪০০-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتُّ رُكْعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে যে দিন তাঁর ছেলে হযরত ইব্রাহীমের ইস্তেকাল হলো। এ দিন সূর্য গ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে নিয়ে ‘ছয় রুকু’ ও চার সাজদাসহ নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

১৪০১-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رُكْعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় (দুই রাকাআত) নামায আট রুকু ও চার সাজদায় পড়েছেন। হযরত আলী রাঃ হতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে (মুসলিম)।

১৬০২- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُرْتَمَى بِأَسْنَمِهِ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا نَظَرَنَّا إِلَى مَا حَدَّثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيَكْبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ

১৪০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মদীনায় আমি আমার তীরগুলো চালনা করছিলাম। এ সময় সূর্য গ্রহণ শুরু হলো। তীরগুলো আমি ছুড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম। আল্লাহর কসম আমি আজ দেখবো সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহর আজ কি করেন। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর হাত দুইটি উঠিয়ে সূর্য গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর তাসবিহ তাহলীল তাকবীর ও হামদ করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়ায় মশগুল হয়েছেন। সূর্য গ্রহণ ছেড়ে গেলে তিনি দুইটি সূরা পড়লেন ও দুই রাকাআত নামায পড়লেন (মুসলীম)। শরহে সুন্নাতেও হাদিস এইভাবে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা হতে বর্ণিত হয়েছে। আর মাসাবিহতেও এই বর্ণনাটি জাবির ইবনে সামুরা হতে নকল করা হয়েছে।

১৬০৩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاةِ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪০৩। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আযাদ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৪০৪- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا تَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪০৪। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন। আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পাইনি (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

১৪০৫- وَعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فَلَانَةٌ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَسَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُفِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا وَآيُ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৪০৫। তাবেরী হযরত ইকরামা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। খবর শুনার সাথে সাথে তিনি সাজদায় চলে গেলেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি কি এ সময় সাজদা করছেন? (অর্থাৎ এটা কি সাজদা করার সময়?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখবে তখন সাজদা করবে। আর কোন নবীর স্ত্রীর দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৪০৬- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةَ مِنَ الطُّورِ وَرَكَعَ خَمْسَ وَرَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ سُورَةَ مِنَ الطُّورِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪০৬। হযরত উবায় ইবনে কাআব-রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহর সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তিনি তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তেওয়ালে মোকাসসালের সূরার দ্বারা কারাআত পড়লেন। এরপর (প্রথম রাকাআতে) পাঁচটি রুকু করলেন। দুইটি সাজ্জদা করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ালেন। তেওয়ালে (মাকাসসালের একটি সূরা দিয়ে) কেয়াআত পড়লেন। এরপর পাঁচটি রুকু করলেন। দুইটি সাজ্জদা করলেন। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকলেন। সূর্য গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (বসে বসে) দোয়া করতে থাকলেন (আবু দাউদ)।

١٤٠٧- وَعَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَلَهُ فِي أَخْبَرِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عَظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجِلِيَ أَوْ يُحْدِثِ اللَّهُ أَمْرًا

১৪০৭। হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর কালে সূর্য গ্রহণ হলে তিনি দুই দুই রাকাআত নামায পড়া শুরু করতেন ও মসজিদে বসে গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। (অর্থাৎ দুই রাকাআত নামায পড়ে দেখতেন 'গ্রহণ' শেষ হয়েছে কিনা? না হলে আবার দুই রাকাআত নামায পড়তেন)। এভাবে 'গ্রহণ' থাকা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন (আবু দাউদ)। নাসাই শরীফের এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ লাগলে আমাদের নামাযের মতো নামায পড়তে শুরু করতেন। রুকু করতেন, সাজ্জদা করতেন। নাসাইর আর এক বর্ণনায় আছে। একদিন সূর্য গ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন এবং নামায পড়তে লাগলেন। এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেলো। তারপর

তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের সময় মানুষেরা বলাবলি করতো পৃথিবীর কোন বড় মানুষ মৃত্যু গ্রহণ করলে ‘সূর্যগ্রহণ’ ও ‘চন্দ্রগ্রহণ’ হয়ে থাকে। (ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়) আসলে কোন মানুষের জন্য বা মৃত্যুতে ‘গ্রহণ’ হয়না। বরং এই দুইটি জিনিস (চাঁদ, সূর্য) আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির দুইটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টি-জগতে যে ভাবে চান পরিবর্তন আনেন। অতএব যেটারই ‘গ্রহণ’ হয় তোমরা নামায পড়বে। যে পর্যন্ত ‘গ্রহণ’ ছেড়ে না যায়। অথবা আল্লাহ তাআলা কোন নির্দেশ জারী না করেন (অর্থাৎ আয়াব অথবা কিয়ামাত শুরু না হয় (নাসায়ী)।

৫১- بَابُ فَيَنْ سَجُودِ الشُّكْرِ

৫১- সিজদায়ে শোকর

এতে প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ নেই

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৪০৮- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سَرُورًا أَوْ سُورَةً خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৪০৮। হযরত আবু বাকরাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন আনন্দের ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাঁকে খুশী করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে শুকর প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যেতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী। বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও গরীব)।

১৪০৯- وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مِّنَ النَّفَّاسِينَ فَخَرَّ سَاجِدًا - رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ مُرْسَلًا وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ لِقَطُ الْمَصَابِيحِ

১৪০৯। হযরত আবু জাফর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন ‘বামনকে’ (আকারে খুব ছোট মানুষ) দেখে সাজদায় পড়ে গেলেন। দারেকুতনী হাদিসটি মুন্নসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ মাসাবিহর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কোন অস্বাভাবিক অসুস্থ বিপদময় বস্তু ইত্যাদি ধরনের লোক দেখলে শুকর স্বরূপ-দুই রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব। আল্লাহ তাকে এমন বিপদ থেকে

বাঁচিয়ে রাখার শুকরিয়া হিসাবে। তবে ওই ব্যক্তি যেনো তা বুঝতে না পারে। কুখালে তার মনে কষ্ট হতে পারে।

১৬১- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسِي وَشَفَعْتُ لِأُمْتِي فَأَعْطَانِي ثُلْثَ أُمْتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمْتِي فَأَعْطَانِي ثُلْثَ أُمْتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمْتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৪১০। হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা গাযুওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী হতে নামলেন। দুই হাত উঠালেন। কিছু সময় পর্যন্ত আত্মাহুর নিকট দোয়া করতে থাকলেন। তারপর সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় পড়ে থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন। কিছু সময় পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকলেন। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় থাকলেন। তারপর সাজদা হতে উঠে দুহাত তুলে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। বললেন, আমি আমার রবের কাছে নিবেদন করলাম। আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মাতের তিনভাগের একভাগ দান করলেন। এই জন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য সজদায় গেলাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবার নিবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের আর এক অংশ দান করলেন। এইজন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য আবার সাজদায় গেলাম। এরপর আবার আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। এই কারণে এইবার আমি আমার রবের শুকর আদায়ের জন্য তৃতীয়বার সাজদায় পড়ে গেলাম (আহমাদ, আবু দাউদ)।

৫২-بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَا

৫২- বৃষ্টির জন্য নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৬১১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ
وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوْلَ رَدَّاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

১৪১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বৃষ্টির জন্য লোকজন নিয়ে ঈদগাহতে গেলেন। তাদের নিয়ে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়লেন। আওয়াজ করে তিনি উভয় রাকাআতে কেরাআন পড়লেন। এরপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। কেবলামুখী হবার সময় তিনি তাঁর চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : চাদর ঘুরিয়ে দেবার অর্থ, চাদরের ডানদিকে বাম দিকে। উপরের দিক নীচের দিকে। ভিতরের দিক বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই চাদর ঘুরানো দ্বারা রাসূলুল্লাহ অবস্থার পরিবর্তনের কল্পনা পোষণ করেছেন।

১৬১২- وَأَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ
مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ ابْطِينِهِ - مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

১৪১২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেসকার (বৃষ্টির জন্য নামায) ছাড়া আর অন্য কোন দোয়ায় হাত উঠাতেন না। এই দোয়ায় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর বোঁগলের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দোআতেই হাত উঠাতেন না, হযরত আনাস এই অর্থ করেননি। বরং কোন দোআতে তিনি এতো উপরে হাত উঠাতেন না, এই অর্থ বুঝিয়েছেন। কারণ অন্যান্য দোয়াতেও তিনি হাত উঠিয়েছেন প্রমাণ আছে।

১৪১৩-وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِهِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৩। হযরত আনাস রাঃ হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আল্লাহর নিকট পানি চাইলেন এবং দুই হাতের পিঠ আসমানের দিকে করে রাখলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাতের পিঠ আসমানের দিকে রেখে আল্লাহর কাছে পানি চাওয়াটাও অবস্থার পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। এখন পানি নেই। আল্লাহ যেনো আকাশ ভেঙ্গে জমিনে পানি ঢেলে দেন।

১৪১৪-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪১৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (আকাশে বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন হে আল্লাহ! তুমি পর্যাপ্ত ও কল্যানকর বৃষ্টি বর্ষণ করাও (বুখারী)।

১৪১৫-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَاهِدٌ بِرَبِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম। তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর গায়ে সৃষ্টি পড়ার জন্য নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি এরূপ করলেন কেনো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। এই সদ্য বর্ষিত পানি তাঁর রবের নিকট হতে আসলো তাই (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৪১৬-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رَوَاهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عَطَافَهُ
الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرَ وَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَتَقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا
اللَّهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইস্তিসকার নামায (বৃষ্টির জন্য নামায) পড়ার জন্য ঈদগাহর দিকে বের হয়ে গেলেন। তিনি কেবলামুখী হবার সময় তাঁর গায়ের চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন। চাঁদরের ডানদিকে তিনি বাম কাঁধের উপর এবং বাম দিক ডান কাঁধের উপর রাখলেন। এরপর আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন (আবু দাউদ)।

١٤١٧-وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَنَلَهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقَلَتْ قَلْبَهَا
عَلَى عَاتِقِهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৪১৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেসকার নামায পড়লেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি চারকোণ বিশিষ্ট কালো চাদর। তিনি এই চাদরটির নীচের দিক উপরের দিকে উঠিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু কাজটি কষ্টসাধ্য হবার কারণে চাদরটি দুই কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন (আহমাদ, আবু দাউদ)।

١٤١٨-وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَسْقَى عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِّنَ الزُّورَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقَى رَافِعًا
يَدَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُهَا رَأْسَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১৪১৮। হযরত ওমায়র মাওলা আবু লাহাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আহজারুযযায়ত' নামক জায়গার কাছে 'যাওরার' কাছাকাছি স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে দুই হাত চেহারা পর্যন্ত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন; কিন্তু তাঁর হাত (উপরের দিকে) মাথা পার হয়ে যায়নি (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী একইভাবে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : মসজিদে নববীর নিকট একটি স্থানের নাম হলো ‘যাওরা’। এই জায়গার নিকটে গিয়ে তিনি বৃষ্টির জন্য ইস্তেসকার নামায পড়েছেন। দোয়া করার সময় সাধারণতঃ হাত কাঁধ পর্যন্তই উঠানো হয়। কিন্তু কখনো গুরুত্বের কারণে আবেগে হাত মাথা পর্যন্তও উঠে যায়।

১৬১৭-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْأَسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪১৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অতি সাধারণ পোশাক পরে, বিনয় ও বিনম্র চীত অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে করতে ইস্তেসকার নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : অনাবৃষ্টি বা অতি খরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে একটা ভীষণ কষ্টকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই এই সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খুব সাদামাটা ও নিত্য ব্যবহার্য পোশাকে অত্যন্ত বিনীত ভীত ও বিনম্রভাবেই আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন।

১৬২০-وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَآخِي بَلَدِكَ الْبَيْتَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

১৪২০। হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে, তোমার পশুদেরকে পানি দান করো। তাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো। তোমার মৃত যমীনকে জীভিত করো” (মালেক ও আবু দাউদ)।

১৬২১-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مُرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ قَالَ طَبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪২১। হযরত আবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইচ্ছেসকার দ্বারা হাত বাড়িয়ে এই কথা বলতে দেখেছি “হে আব্বাহ! আব্বাসেরকে পানি দাও। যে পানি সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, অনিষ্টকারী নয়। দ্রুত আগমনকারী। বিলম্বকারী নয়।” (বর্ণনাকারী বলেন এই কথা বলতে না বলতেই) তাদের উপর আকাশ বর্ষন শুরু করে দিলো (আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৪২২. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ فَوَضَعَ لَهُ فِي الْمِصْبَى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ أَحَابِبُ الشَّمْسِ فَقَعِدَ عَلَى الْحَبْرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرَ عَنْ إِبْنِ زُمَانٍ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يُسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ وَتَحَنَّنْ فَقَرَأَ أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْقَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى الْعَيْنِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرِكْ الرُّفْعَ حَتَّى بَدَأَ بَيَاضُ إِبْطِهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلْبَ أَوْحَوَى رَدَاءَهُ وَهُوَ رُفِعَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَتَوَلَّى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابَهُ فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ امْطَرَتْ خِيَادِنَ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتْ السَّيُورُ فَلَمَّا رَأَتْ سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكَرَنِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪২২। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহর কাছে আনাবুন্নির কথার কথা নিয়ে দরদ করলো। রাসূলুল্লাহ ইদগাহে মিশর আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। বহুতঃ মিশর আসা হলো। তিনি লোকজনদেরকে একদিন ইদগাহে

আমার জন্য সময় ঠিক করে দিলেন। হযরত আরেশা বলেন, নির্দিষ্ট দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যকিরণ দেখা দেবার সাথে সাথে ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বরে উঠে তাকবীর দিলেন। আল্লাহর গুণকীর্তন কর্তব্য করে বললেন। তোমরা তোমাদের শহরের আকাল, সময়মতো বৃষ্টি না হবার অভিযোগ করেছো। আল্লাহ তাআলা এখন তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। তোমরা তাঁর কাছে প্রেরণা করো। তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তারপর তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা, মেহেরবান ও ক্ষমাকারী। প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি যা চান তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী। আর আমরা কাত্তাল, তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। অপর যে জিনিস (বৃষ্টি) তুমি নাযিল করবে তা আমাদের শক্তির উপায় ও দীর্ঘ সময়ের পাথর করে। এরপর তিনি তাঁর দু'হাত উঠালেন। এতদ্বারা উঠালেন যে, তাঁর বর্ণনের উজ্জ্বলতা দেখা গেলো। তারপর তিনি জনগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের চাদর ঘুরিয়ে নিলেন। ছাখনো তার দু'হাত ছিলো উঠানো। আবার স্রোতজনের দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বর হতে নেমে গেলেন। দুই রাকাত আত নামায পড়লেন। আল্লাহ তাআলা তখন মেঘের ব্যবস্থা করলেন। মেঘের গর্জন শুরু হলো। বিদ্যুৎ চমকতে লাগলো। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে বর্ষণ শুরু হলো। তিনি তাঁর মসজিদ পর্যন্ত পৌছার আগেই বৃষ্টির ঢল নেমে গেলো। এ সময় তিনি মানুষদেরকে বৃষ্টির থেকে-বাক্তার জন্য দৌড়তে দেখে হেসে ফেললেন। এতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো দেখা গেলো। তিনি তখন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল (আবু দাউদ)।

১৬২৩- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا فَجَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لِلَّهِمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪২৩ হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, লোকেরা অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলে রাসূলুল্লাহর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উসিলায় আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নিকট এতদিন আমরা আমাদের নবীর উসিলা পেশ করতাম। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে। এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের মবীর চাচার উসিলা পেশ করছি। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো (বুখারী)।

১৬২৪-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ نَبِيٌّ مِّنَ النَّبِيِّاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَأَذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَّافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اسْتَجِيبَ لَكُمْ مِّنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১৪২৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নবীদের মধ্যে একজন নবী ইভেনসকায় (নামায) পড়ার জন্য লোকজন নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি পিণ্ডা দেখতে পেলেন। পিণ্ডাটি তাঁর দুটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ পিণ্ডাটি বৃষ্টির জন্য দোয়া করছে)। এই দৃশ্য দেখে নবী আলাইহিস সালাম লোকদেরকে বললেন, তোমরা কিরে চলো। এই পিণ্ডাটির দোয়ার কারণে তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে গেছে (দারুতুতনী)।

৫২- بَابُ فِي الرِّيَاءِ

৫৩- ঝড় তুফানের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৬২৫-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَاوَأَهْلَكَتْ عَادٌ بِالْذَّبُورِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি পূবরী বাতাস দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আর আদ জাতি পশ্চিমা বাতাস দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : খন্দকের যুদ্ধে কাকেরক্ষের দীর্ঘ অবরোধের কারণে মুসলমানদের মধ্যে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিলো। আব্বাসের রহমতে তখন রাতে পুবালাী হাওয়া শত্রু শিবিরকে তখনই করে দিয়েছিলো। পরিশেষে তারা অবরোধ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

১৬২৬-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرِفَ فِي وَجْهِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এতোটা হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলা জিহ্ব দেখতে পেরেছি। তিনি মুচকী হাসতেন শুধু। তিনি যখন ঝড় তুফান দেখতেন তখন তার প্রভাব তাঁর চেহারা পড়েছে বলে বুঝা যেতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অনেক জাতিকে ঝড়, তুফান, প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই ঝড়-তুফান দেখলে রাসুলের উপর এর প্রভাব পড়তো।

১৪২৭ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا أَوْ خَيْرِمَا فِيهَا وَخَيْرِمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَحِيلَتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرُوتِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ الْأَجْبَلُ وَالْأَبْرُ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَأْعَاشُهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَعَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مِمْطَرِنَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার বিকট এই ঝড়ো হাওয়ার কষ্টসাধ্যের দিক কামনা করছি। কামন করছি এর মধ্যে, যা কিছু অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে কারণে এই ঝড়ো হাওয়া পাঠানো হয়েছে সে কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে এর ক্ষতির দিক থেকে এবং যাতে যা কিছু ক্ষতি নিহিত আছে এবং যে ক্ষতির জন্য তা পাঠানো হয়েছে তার থেকে আশ্রয় চাই। (আয়েশা বলেন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহর চেহারা বিকর্ণ হয়ে যেতো। তিনি বিপদের ভয়ে একবারের পরে হয়ে যেতেন। আবার প্রবেশ করতেন। কখনো সামনে আসতেন। কখনো পেছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হলে তার উৎকণ্ঠা কমে যেতো। বর্ণনাকারী বলেন, একবার হযরত আয়েশার কাছে রাসূলুল্লাহর এই উৎকণ্ঠা অনুভূত হলে তিনি তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এই ঝড়ো হাওয়া এমনকো হতে পারে যা আদ জাতি ভেবেছিলো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, “তারা যখন একে তাঁদের মার্টের দিকে আসতে দেখলো, বললো, এটা তো মেঘ। আমাদের উপর পানি বর্ষণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখলে, বলতেন, এটা আল্লাহর রাহমাত (বুখারী-মুসলিম)।

۱৮২৮- عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ
الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْآيَةَ - رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

১৮২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেনঃ গায়েবের চাবি পাঁচটি। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ, যার কাছে রয়েছে কিসমতের জ্ঞান। আর তিনিই পাঠান মেঘ-বৃষ্টি' (বুখারী)।

১৮২৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ
السَّنَةُ بَأَنْ لَا تُمَطَّرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمَطَّرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا - رَوَاهُ
مُسْلِمٌ

১৮২৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বৃষ্টি না হওয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নয়। বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হলো, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করবে অথচ মাটি ফসল উৎপাদন করবেনা (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৩০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ فَلَا تُسَبِّحُهَا وَسَلِّمُوا اللَّهَ مِنْ
خَيْرِهَا وَعُودُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ
فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

১৮৩০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। বাতাস আল্লাহর তরফ থেকে আসে। এই বাতাস রহমত নিয়েও আসে + আশ্রয় আশ্রয় নিয়েও আসে। তাই একে গাল মন্দ দিওনা। বরং আল্লাহর কাছে এর কল্যাণের দিক কামনা করো ও মন্দ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও (শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর)।

১৬৩১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৪৩১। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করলো। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। বাতাসকে অভিসম্পাত করোনা। কারণ তারা আজ্ঞাবহ। আর ঐ ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় যে জিনিস অভিশাপ পাবার যোগ্য নয়। এই অভিশাপ তার নিজের উপর ফিরে আসে। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)।

১৬৩২- وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرْتُ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرْتُ بِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৪৩২। হযরত উবায় ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা বাতাসকে পালি গালাজ করোনা। বরং তোমরা যখন (এতে) মন্দ কিছু দেখবে বলবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ দিক কামনা করছি। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য তাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তার ভালো দিক চাই। আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই, এই বাতাসের খারাপ দিক হতে। যতো খারাপ এতে নিহিত রয়েছে তা হতেও। এই বাতাস যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার মন্দ দিক হতেও (তিরমিযী)।

১৬৩৩- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جِئْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ وَأَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

১৪৩৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাতাস প্রবাহিত হওয়া গুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু ঠেক দিয়ে বসতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! এই বাতাসকে তুমি রহমতে রূপান্তরিত করো। আযাবে পরিণত করোনা। হে আল্লাহ একে তুমি বাতাসে পরিণত করো। ঝড়-তুফানে পরিণত করোনা (শাফেয়ী, বায়হাকী দাওয়াতুল ক্বীর)।

ব্যাখ্যা : বাতাসকে আরবীতে এক বচনে ‘রীহ’ বলা হয়। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ এক বচনে ‘রীহ’ ব্যবহৃত হলে একে বিপজ্জনক ঝড়ের অর্থে বুঝায়। আর যখন বহুবচনে ‘রীয়াহ’ ব্যবহার হয় তখন এর দ্বারা সুখ-শান্তির অর্থ বুঝায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কুরআনের চারটি উদ্ধৃতি দিয়ে ‘রীহ’ ও রীয়াহ এর ব্যবহারগত পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। (১) আমি তাদের কাছে ভয়াবহ শান্তি হিসাবে রীহকে পাঠিয়েছিলাম। (২) আমি তাদের প্রতি বক্ষ্যা রীহকে (শান্তিরূপে) পাঠিয়েছিলাম। (৩) আমি তাদের নিকট করুণা হিসাবে গভিনী রীয়াই পাঠিয়েছিলাম (যার দ্বারা শান্তি বর্ষন ঘটে)। (৪) তিনি সুসংবাদসহ ‘রীয়াই পাঠান। কিন্তু কুরআনে এর বিপরীত ব্যবহারও আছে। তাই কেউ কেউ হাদিসটিকে যয়ীফও বলে থাকেন।

১৪৩৪-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَغْنَى السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمْدُ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِّنَا فِعْلاً - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ .

১৪৩৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশে মেঘ দেখলে কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এতে যে মন্দ রয়েছে তা হতে।” এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হতো বলতেন। হে আল্লাহ! তুমি কল্যাণকর পানি দান করো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও শাফেয়ী)।

১৪৩৫-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرِّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا نُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৪৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ শুনে কখনো ভয় পাননি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার গজব দ্বারা মৃত্যু দিওনা এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করোনা। বরং এ অবস্থার আগেই তুমি আমাদের নিরাপত্তার বিধান করো। (আহমাদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৪৩৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَانِكَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرُّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৩৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘের গর্জন শুনে কখনো কখনো বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার দ্বারা পবিত্রতা বর্ণনা করে “মেঘের গর্জন, তার প্রশংসাসহ করে লেগে থাকবে ও তার দ্বারা তার পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করেন” (ইমাম মালিক)।

▲ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ▼

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُ

مشکوٰۃ المصابیح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

২

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিসী